# বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ

Dhaka University Library
400845

400845

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

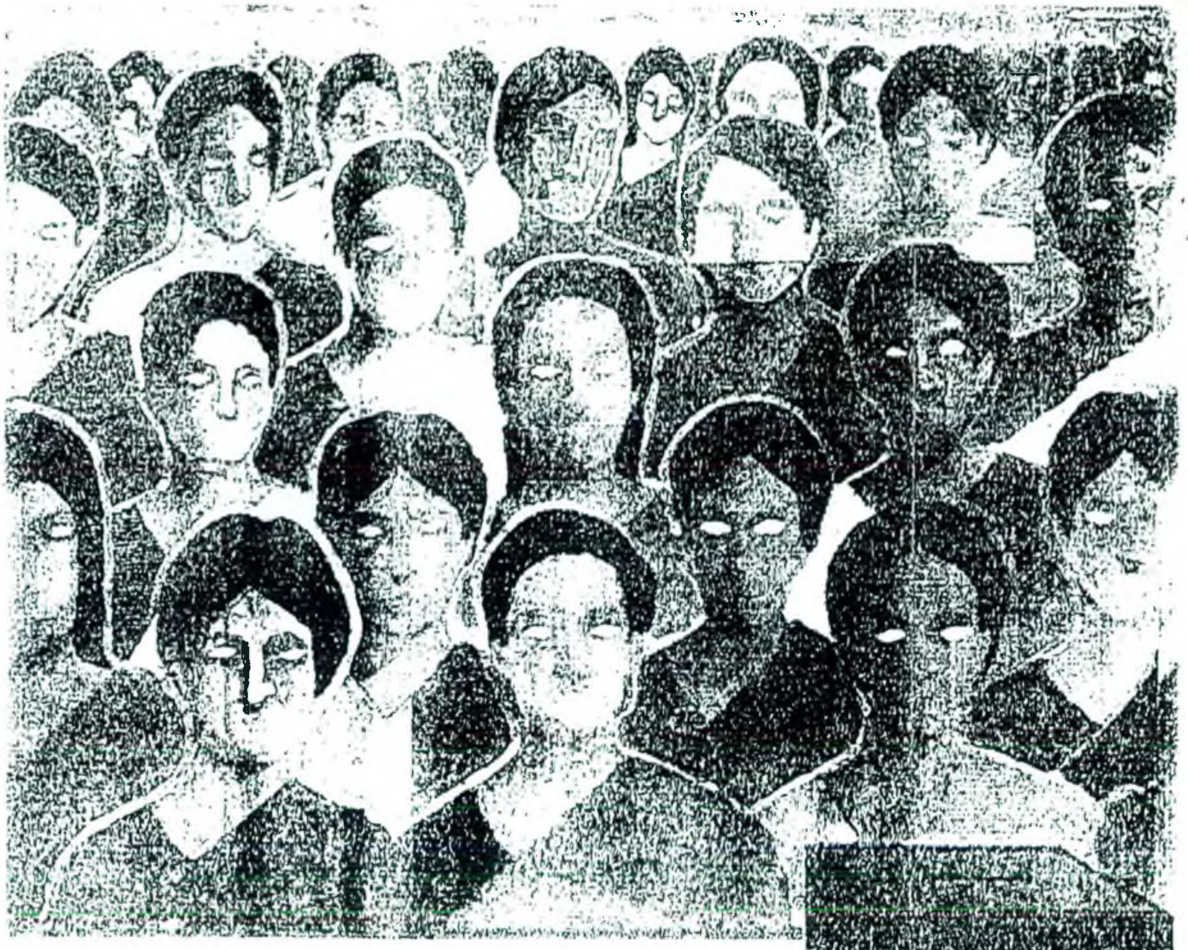

# WOMEN IN POLITICS:

# YET TO BE TAKEN SERIOUSLY

400845

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

# "যাহার জন্য প্রযোজ্য"

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ফারহানা রহমান কর্তৃক উপস্থাপিত **'বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ'** অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। গবেষক এই অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করেন নাই।

N. Mahtab 18/3/03

N. Mahtab

ডঃ নাজমুন্নেসা মাহতাব
তত্ত্বাবধায়ক
লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

400845

[illegible] (MRS) NAZMUNNESSA MAH...
Professor
Department of Public Administ...
University of Dhaka.

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository


# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষনা কাজের জন্য যারা বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন আমি তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ নাজমুন্নেসা মাহতাব এর সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ন ও নির্দেশনায় আমি আমার অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছি। তার মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ দ্বারা আমি অত্যন্ত উপকৃত হয়েছি, তার কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

গবেষনা কাজের জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, উইমেন ফর উইমেন এর গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এছাড়া ইত্তেফাক, জনকন্ঠ, ভোরের কাগজ, ডেইলী স্টার, অবজারভার এর গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। মহিলা অধিদপ্তর এর লাইব্রেরী ব্যবহার করেছি। এ সকল গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দ আমাকে অত্যান্ত আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করেছেন। এ জন্য তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিগণ (জাতীয় সংসদ, ইউনিয়ন, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন) এর আন্তরিক সহযোগিতা ও তথ্য প্রদান আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে। এছাড়া আমার লোকপ্রশাসন বিভাগের সহযোগী ভাই ও বোনদের কাছেও আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। সর্বোপরি কৃতজ্ঞতা জানাই কম্পিউটার কম্পোজ এর কাজে নিয়োজিত আমিন ও শাজাহানকে তথ্য সংগ্রহ কাজে সহযোগিতা করার জন্য।

Rahman

তাং ঃ ১৫-০৭-২০০৮ইং

ফারহানা রহমান

Dhaka University Institutional Repository

# বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ
# প্রথম ভাগ।

১। ❑ **ভূমিকা**
- ❑ অংশগ্রহণ
- ❑ বেসিক নিড এপ্রোচ
- ❑ নকশা/মডেল

২। ❑ **ঐতিহাসিক পটভূমিকা**
- ❑ রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের আইনগত দিক
- ❑ বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর সীমিত অংশ গ্রহনের কারণ
- ❑ বিশ্ব চিত্র
- ❑ বৃটিশ আমলে নারীর অবস্থান
- ❑ বাঙালী নারীর অর্জন
- ❑ পাকিস্তান আমলে নারীর অংশগ্রহণ
- ❑ ভাষা আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ]
- ❑ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ
- ❑ মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ

৩। ❑ **গবেষনার উদ্দেশ্যসমূহ**

৪। ❑ **গবেষনার পদ্ধতিসমুহ**

৫। ❑ **তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ**

৬। ❑ **নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন**
- ❑ চাপ সৃষ্টিকারী দল ও নারীর অংশগ্রহণ
- ❑ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনে নারীর অবস্থান
- ❑ ঢাবিতে সিনেটে শিক্ষক প্রতিনির্ধি নির্বাচনে নারীর অবস্থান
- ❑ এফ,বি,সি,সি,আই নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব

Dhaka University Institutional Repository

- ❑ রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের প্রথম নারীর প্রতিনিধিত্ব
- ❑ বাংলাদেশে ব্যাংকের প্রথম নারী মহাব্যবস্থাপক
- ❑ নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে নারীর অংশগ্রহণ
- ❑ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ
- ❑ ক্যাডার ভিত্তিক নারীর ক্ষমতায়ন
- ❑ ড্রাইরেক্টরেট-এ প্রথম শ্রেনীর মহিলা কর্মকর্তা
- ❑ প্রশাসনে নারীর ক্ষমতায়ন
- ❑ সরকারী কার্যে নারীদের অবস্থান
- ❑ বিচার বিভাগে নারীদের অবস্থান
- ❑ প্রথম মহিলা বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা
- ❑ পুলিশ সার্ভিসে নারীর অবস্থান
- ❑ সামরিক বাহিনীতে নারীর অবস্থান

৭। ❑ **নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা**

(ক) নারীর অর্থনৈতিক অবস্থা

- ❑ সামাজিক সম্পর্ক গড়ে নিজের পাঁয়ে দাড়াচ্ছে নারী
- ❑ নারী শ্রমিক
- ❑ আই, এল,ও (ট্রেড ইউনিয়নের ) মাধ্যমে নারীর অধিকার আদায়ের সংগ্রাম
- ❑ এশিয়ার নারী শ্রম মূল্য পুরুষের ৩০% অথচ দায়িত্ব অনেক বেশি।
- ❑ এডাম স্মিথের অদৃশ্য হস্ত ও দৃশ্যমান অবরোধ
- ❑ গর্ভবতী নারীর ব্যাপক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি অনুমোদন
- ❑ নারী শ্রমিক বাড়ছে, বাড়ছে না মজুরী
- ❑ সরকারী চাকরীতে নারী-পুরুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠিত

৮। ❑ নারীর ক্ষমতায়ন নারী নির্যাতন রোধ করতে পারে

- ❑ Violence Against Women
- ❑ আই, ডি, আর এর তালিকা
- ❑ Incidents of Police Rape

Dhaka University Institutional Repository

- ফতোয়াবাজি
- নারীর প্রতি এসিড নিক্ষেপ
- বাংলাদেশ বিশ্বে সেকেন্ড নারী নির্যাতনের রেকর্ড

৯। <u>**নারী শিক্ষা**</u>

- Women still lag behind in literacy

১০। <u>**সিডওতে নারীর অবস্থান**</u>

১১। <u>**রাজনীতি ও ক্ষমতায়ন**</u>

- নারীর বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট
- নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহনের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট
- জাতিসংঘ নারী কার্যক্রমের পাঞ্চাশ বছর। ১৯৪৫-৯৫
- বিশ্ব সামাজিক শীর্ষ সম্মেলন।
- সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত তথ্যের পূর্ন মূল্যায়ন

১২। <u>**জাতিসংঘ জনসংখ্যা রিপোর্ট ২০০০ প্রকাশ**</u>

- বিশ্বে নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য অবসানের তাগিদ
- জাতিসংঘে নারী নেতৃত্ব
- জাতিসংঘের একটি শীর্ষ পদে সৌদি মহিলা

১৩। The Conference at a Glance

- আন্তর্জাতিক নারী দিবস
- সারা বিশ্বে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী ১৩০ কোটি মানুষের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগই মহিলা।
- The Politics of gender
- The percentage of women as parliamentarians globally, has not changed much over two decades.
- Women at top levels of government world wide by sector.
- আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলন ও বাংলাদেশ
- ব্যক্তিত্বঃ বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী

Dhaka University Institutional Repository

১৪। ❑ **মহিলা নেতৃত্ব যুক্তরাষ্ট্র পিছনে**

❑ সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটঃ যুক্তরাষ্ট্র মহিলা নেতৃত্ব

❑ ইউরোপে নারী নেতৃত্ব

❑ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে নারী

❑ হাউস অফ লর্ডসের প্রথম বাঙালী সদস্যঃ মনজিলা পলাউদ্দীন

❑ ভারতে নারী নেতৃত্ব

❑ পাকিস্তানে নারী নেতৃত্ব

❑ শ্রীলংকায় নারী নেতৃত

❑ মিয়ানমার আপোসহীন সুচি ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যত

❑ ইন্দোনেশিয়া কোন পথে মেঘবতী সুবর্ণ পুত্রী

❑ জাপানে নারী নেতৃত্ব

❑ ফিলিপিনোর নারী-ভাইস প্রেসিডেন্ট গ্লোরিয়া আরোরা

১৫। ❑ **মুসলীম বিশ্বে নারী নেতৃত্ব**

❑ কাতারে নির্বাচনে নারীর প্রথম অংশগ্রহণ

❑ ইরানের পার্লামেন্ট নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ

❑ নারীর রাজনৈতিক অধিকারের বিল কুয়েত পার্লামেন্ট হেরে গেছে

❑ আরব নারীরা এখন তাদের অধিকার নিয়া সোচ্চার

১৬। ❑ আফ্রিকা মহাদেশ

❑ কেমন আছে অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশের পশ্চাদপদ নারী সমাজ

*Dhaka University Institutional Repository*

# দ্বিতীয় ভাগ

১। ❑ <u>**নারীর পরিসংখ্যান ভিত্তিক জপির**</u>

- ❑ ১৯৭১-২০০০ সাল পর্যন্ত নারীর অবস্থান
- ❑ জাতীয় সংসদে নারীর অবস্থান
- ❑ রাজনীতি ও ক্ষমতায়ন
- ❑ জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ
- ❑ ১৯৭৩-১৯৭৯ সাধারণ নির্বাচন
- ❑ জাতীয় সংসদে মহিলা অবস্থান
- ❑ ১৯৯৬ এর নির্বাচন (১২ই জুন) ফলাফল
- ❑ সরকারী দল
- ❑ বিরোধী দল
- ❑ ৬৪ জেলায় ৪৬ জন মন্ত্রী
- ❑ সপ্তম জাতীয় সংসদের ব্যবচ্ছেদ
- ❑ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

৫। ❑ <u>**জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসন**</u>

- ❑ Cover story
- ❑ ৭ম জাতীয় সংসদ এর সংরক্ষিত মহিলা আসন
- ❑ রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ছাড়া নারীর পক্ষে অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।
- ❑ আর কতদিন কানা মামা ভাল ?
- ❑ কিছুই হল না কিছু কি করা সম্ভব ?
- ❑ পার্লামেন্টে নারী আসনের ভবিষ্যৎ কি ?
- ❑ মহিলা আসনে প্রতক্ষ নির্বাচন চাই-নারী সমাজ
- ❑ মন্ত্রী পরিষদে সংসদের ত্রিশ সংরক্ষিত মহিলা আসনের মেয়াদ দশ বছর বাড়ানোর সিদ্ধান্ত
- ❑ মহিলা আসনের মেয়াদ বৃদ্ধি
- ❑ নারীর ক্ষমতায়নে ঃ সংসদে সংরক্ষিত আসনের গুরুত্ব

Dhaka University Institutional Repository

৬। ☐ অংশগ্রহণ

☐ নারী জাগরনে স্থানীয় নির্বাচন

☐ জেলা পরিষদে নারীর অবস্থান

☐ নগর ভিত্তিক স্থানীয় শাসন কাঠামো

☐ সিটি কর্পোরেশনে নারীর অবস্থা

☐ পৌরসভায় নারীর অবস্থান

☐ উপজেলায় নারীর অবস্থান

☐ ইউনিয়ন পরিষদে নারীর অবস্থান

☐ নির্বাচিত নারীদের পটভূমি

☐ নির্বাচনে মহিলা প্রার্থী

☐ ১৯৯২-৯৫ পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যান

☐ ১৯৯২ নির্বাচনে মহিলা প্রার্থী

৭। ☐ কেস ষ্টাডিজ ১৯৯৭ সালের ইউপি নির্বাচন

☐ আগামীকাল সারাদেশে ইউপি নির্বাচন

☐ নির্বাচন বিচিত্রিঃ বরিশাল

☐ রাজশাহীর ৭১টি ইউনিয়নে ১ থেকে ২৪ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে

☐ মিরসরাইলে ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে মেয়েরা অবহেলিত

☐ বাজিতপুর, বড়মোখা ও রায়গঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান-মেম্বারদের ক্ষাপ্যা

☐ সুনামগঞ্জের ৮১টি ইউনিয়নের বিভিন্ন পদে মনোনয়ন পত্র জমা পড়েছে ৩২৫২টি

ঠাকুরগাঁওয়ে মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ

☐ গোদাবাড়ী থানার মহিলা ভোটাররা চেয়ারম্যান পদে মহিলা প্রার্থী কামনা করেছিলেন

☐ সাতক্ষীরায় ইউপি নির্বাচনে শাশুড়ি-বউ-সহোদর বোন ও সহোদর ভাই মুখোমুখি

☐ পাঁচ হাজার মহিলাকে ভোট দিতে দেওয়া হচ্ছে না

☐ যে ইউনিয়নের মহিলারা ভোট দেয় না পুরুষদের বারন

☐ সংশয় আর সংশয়, ইউপি মেম্বারদের মনে

☐ নারী ইউপি মেম্বাররা কতটুকু কাজ করতে পারছেন ?

☐ এবার মনোনয়ন নয়, সরাসরি নির্বাচন

Dhaka University Institutional Repository

- ❑ নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যানের কাজের হালচাল
- ❑ প্রত্যায়নপত্রে স্বাক্ষর না করায় ইউপি সদস্য নিজের বাড়িতেই ধর্ষিত
- ❑ নির্বাচিত ইউপি নারী সদস্যদের ক্ষমতা-দায়িত্ব প্রশ্নের সম্মুখীন
- ❑ সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন ও ইউপি নির্বাচন নিয়া আলোচনা অনুষ্ঠান
- ❑ উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে না মহিলা ইউপি সদস্যরা
- ❑ ইউপি অভিযোগ ৮৩ সংশোধণীর খসড়া প্রস্তাব অনুমোদিত-মহিলা ক্ষমতায়ন ও কার্যক্রম

বৃদ্ধির ইউপি মহিলা সদস্যের সংখ্যা ৮ থেকে ১১ এ উন্নীত করা হয়েছে।

৮। ❑ **মহিলাদের অধিক ক্ষমতায়ন বর্তমান সরকারের লক্ষ্য**

- ❑ ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যদের কিন্তু দায়িত্ব ও ক্ষমতার সোপান দিয়াছে প্রধানমন্ত্রী
- ❑ ইউপি নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৮০ শতাংশ বেশি।
- ❑ জাতীয় সংসদে সাধারন আসন
- ❑ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসন
- ❑ মহিলা সাংসদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
- ❑ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন
- ❑ নির্বাচন অঙ্গীকার ও গঠনতন্ত্র।
- ❑ মনোনয়ন

২। ❑ **মন্ত্রীসভায় দলে নারীর অবস্থান**

- ❑ বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রীসভায় নারী অংশগ্রহণ
- ❑ মন্ত্রীসভায় নারী অংশগ্রহণ

৩। ❑ **রাজনৈতিক দলে নারীর অবস্থান**

- ❑ রাজনৈতিক নৈতৃত্বে নারী অংশগ্রহণ
- ❑ রাজনৈতিক দলীয় নারীদের আর্থ-সামাজিক পঠভূমি
- ❑ রাজনৈতিক দলের পদসোপানে নারীগন
- ❑ রাজনৈতিক দলে নারীর সংখ্যা ও মনোনয়ন
- ❑ নারী সংগঠনের মাধ্যমে রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণ

৪। ❑ **কেস ষ্টাডিজ ভিত্তিক জরিপ**

- ❑ ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারীরদের অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

- কেস ষ্টাডিজ ঃ ১৯৯৬ সালে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন
- তত্ত্বধায়ক সরকার
- নির্বাচনী ইশতেহার
- আওয়ামীলীগ ইশতেহার
- বি,এন,পি ইশতেহার
- এক নজরে মানচিত্রেঃ ৯১ এর ফলাফল এবং এক নজরে নির্বাচন ৯৬
- ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীদের মনোনয়ন ছক
- দুই নেত্রীর দুই দলেই মহিলা প্রার্থী কম
- মাদারীপুরের ২টি ইউনিয়ন
- মহিলা ভোটাররা ভোট দিতে পারে না।
- মেয়ারা ভোট দেয় বাবা, ভাই কিংবা স্বামীর ইচছায়

Dhaka University Institutional Repository

# তৃতীয় ভাগ

৮। ❑ **প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

❑ রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যা

❑ নারীদের গৃহস্থালী দায়িত্ব

❑ প্রশাসনে অংশগ্রহণে সমস্যা

❑ জাতীয় সংসদে নারী অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা

❑ রাজনৈতিক দলে নারী অংশগ্রহণের সমস্যা

❑ মন্ত্রীসভায় নারী অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা

❑ স্থানীয় সরকার পর্যায়ে অংশগ্রহণের সমস্যা

❑ এ বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর সীমিত অংশগ্রহণের কারণঃ ১৯৯৫ সালের বেইজিং সম্মেলনে প্রস্তুতি কমিটির বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন

৯। ❑ সুপারিশমালা (Recommendations)

❑ নারীদের উন্নয়নে কিছু পদক্ষেপ

❑ রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণ সম্পর্কিত সুপারিশমালা

❑ সমস্যা সামাধানে পদক্ষেপঃ উচ্চতর পদগুলোতে

❑ সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপঃ রাজনৈতিক দলের

❑ মহিলা রাজনীতিবিদ ও সাংসদের দায়িত্ব

❑ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব

❑ রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণ বিভিন্ন সংস্থার দায়িত্ব

❑ সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের দায়িত্ব

❑ নারী ও রাজনীতি শীর্ষক সম্মেলনে গৃহীত সুপারিশমালা

❑ কর্মশালায় গৃহীত সুপারিশমালা

❑ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও ১৮ দফা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রনয়ন

❑ বাংলাদেশের জাতীয় নীতি ও ভবিষ্যৎ কর্ম-পকিল্পনা

❑ নারীর ক্ষমতায়নের জন্য মহিলা সাংসদের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা দরকার

১০। ❑ **বেইজিং এ অনুষ্ঠিত সেমিনারে নারীদের ক্ষেত্রে অনঃ অংশগ্রহণের কিছু করুণ আবিস্কার।**

Dhaka University Institutional Repository

১১। ❑ জাতিসংঘের বেজিং+৫ সম্মেলন ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

❑ নারীর ক্ষমতায়নে ১০০ দেশই পিছিয়ে

❑ নারীর ক্ষমতায়নে ১০০ দেশই পিছিয়ে

❑ নারী সম্মেলন কর্ম-পরিকল্পনা ও রাজনৈতিক সোপান

❑ উপসংহার

❑ তথ্য নির্দেশিকা

Dhaka University Institutional Repository

# প্রথম ভাগ

Dhaka University Institutional Repository

# গবেষণার শিরোনাম ঃ
# "বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ"

## ভূমিকা ঃ

অর্থনীতিতে পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া চালুহওয়ার সংগে সংগে নারীরা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল গার্হস্থ্যে র অন্ধকারে। একে ঐতিহাসিক ফ্রেডরিক এনোলস নারীর সার্বিক ঐতিহাসিক পরাজয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পরবর্তীতে সামাজিক, রাজনৈতিক, নীতিমালায় ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত হওয়ার কারনে তারা আরো কোনঠাসা হয়ে পড়ে। সামান্তবাদী অর্থনীতির ফলে তাই নারীরা সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে উৎপাদন ও উৎপাদনের উপায়গুলি থেকে। রেনেসাঁর পূর্নজাগরনের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির যে সুবাতাস বয়ে যায়, নারীরাও তা থেকে বঞ্চিত হয় না। ধীরে ধীরে পুঁজিবাদী উৎপাদন কাঠামোর নারীরা ফিরে আসতে থাকে। কিন্তু সামাজের উপরি কাঠামোর সামান্তবাদী অবশেষ থেকে যাওয়ায় প্রধানত পুরুষ তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজ মানসিকতায় বিদ্ধ হয়ে নারীরা কিছু নির্বাচিত পেশা যেমন ডাক্তারী, শিক্ষকতা, নার্সিং ইত্যাদি পেশায় সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃভাবে প্রবেশ পথকে করে রাখা হয়েছে সংকীর্ণ। বিশেষ করে বিজ্ঞানের যে কোন দিকে যাওয়ার বিরুদ্ধে বাঁধা হিসাবে কাজ করছে প্রচলিত সংস্কার। তবে যাটের দশকে এ অবস্থার পরিবর্তন ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হতে থাকে সমগ্র বিশ্বে। নারীর এ বন্ধন মুক্তি কেবল পার্লামেন্টে দাবি তুলে হবে না। দরকার হবে রাজপথে শক্তিশালী আন্দোলন। দরকার হবে এমিলি উইলাডিং ডিভিশন, এমিলিন প্যালুহান্টের মত নেতার, আমার মতে পঞ্চাশের দশকের ইলামিত্র বাংলাদেশের নারীদেরকে সংগ্রামের যে পথ চিনিয়ে দিয়ে গেছেন, সেই পথেই তাদের সত্যিকার মুক্তির পথ।

## অংশগ্রহণ কি ?

M.A. MANNAN এর মতে,

"Participation is in involvement through which one can influence decisions that affect him and his enviornment . It has also been concieved as a process in which one two or more parties influence each other in making certain plans, policies & decisions."

Dhaka University Institutional Repository

## অংশগ্রহনঃ

অংশগ্রহন বলতে কোন কাজে যুক্ত হওয়াকেই বুঝায়। অংশগ্রহনকে দুটি দৃষ্টিকোন থেকে মূল্যায়ন করা যায়ঃ

- সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের একটি কার্যগত উপাদান।
- জনগনের জীবনযাত্রায় নিয়ন্ত্রনের জন্য ক্ষমতায়ন।

বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন- সিদ্ধান্তগ্রহন, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও 'বেনিফিট শেয়ারে' অংশগ্রহন বা সম্পৃক্ততাই হলো অংশগ্রহন।

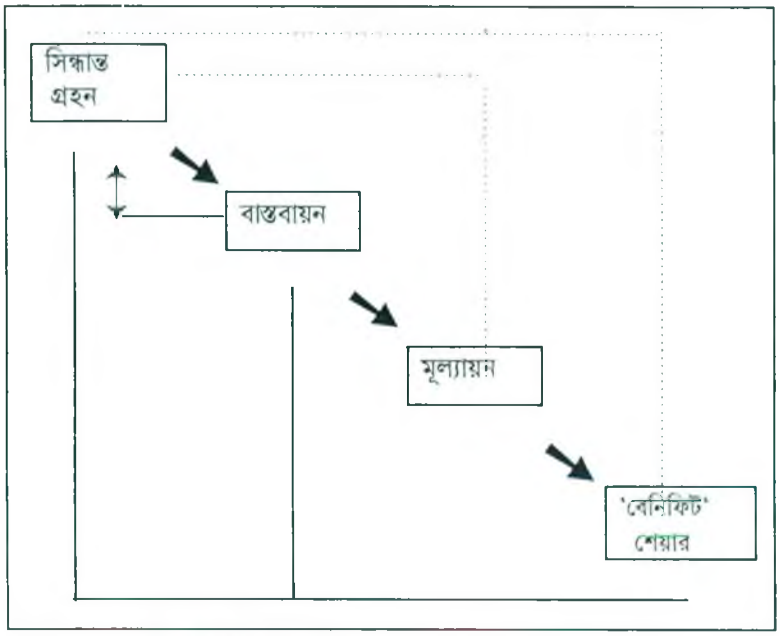


চিত্রঃ- অংশগ্রহন
উৎসঃ 'নরম্যান আপহফ'
১৯৮৭।

'অংশগ্রহন' ধারনাটি সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক ও পন্ডিতগন বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন-

ফ্রেড লুথানস্ বলেন-

" Participation involves individuals or groups in the decision making process."

ডঃ নাজমুন্নেসা মাহতাবের মতে-

" Participation means that people are closely involved in the economic, social cultural and political processes that effect their lives."

এস,পি, হান্টিংটন এবং আই, নেলসন অংশগ্রহনের সংজ্ঞায় বলেন-

" Activity by private citizens designed to influence governmental decision - making."

পুর্বে অংশগ্রহন বলতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক যে কোন কর্মক্ষেত্রে বা স্তরে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজন অনুযায়ী উপস্থিতিকেই বুঝানো হতো। যেমন- অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একজন উৎপাদনকারী অথবা ক্রেতা, সামাজিক জীবনে পরিবারের সদস্যকে বা সম্প্রদায় কিংবা মানবজাতি সম্প্রদায়ভূক্ত কোন দল এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একজন ভোটার কিংবা রাজনৈতিক দলের সদস্য বা চাপসৃষ্টিকারী দল হিসেবে।

'জাসউক প্রতিবেদকঃ ১৯৯৪' নারী অংশগ্রহনকে চারভাগে দেখিয়েছে;-

Dhaka University Institutional Repository

■ **পারিবারিকভাবে অংশগ্রহনঃ**

এটি নারীদের প্রধান অংশগ্রহনকেই বুঝায়। কিন্তু তা পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহনকে বুঝায় না। ঘর সংসারে ও পরিবারের ব্যবস্থাপনায় নারী মূখ্য ভূমিকা পালন করে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে সংস্কৃতি নারীকে মাতা, কন্যা, স্ত্রীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে এবং এ অবস্থান পরিবারে নারীর সমান অধিকারকে অস্বীকার করে। একজন মহিলা যিনি সংসারে কোন উপার্জন করে না তাদের পারিবারিক সিদ্ধান্তগ্রহনে কোন ক্ষমতা থাকে না। যদি কোন মহিলা সংসারে কোন বাড়তি আয় রোজগার করতে পারে তাহলে তার সামান্যতম সুযোগ থাকতে পারে। নারীর সিদ্ধান্তগ্রহন প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহন কম হবার কারনে পারিবারিকভাবে তাদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হয় এবং এই নিম্ন পারিবারিক মর্যাদা তৈরী করে বাইরের নিম্নমর্যাদা ও মহিলারা সামাজিকভাবে কোন কর্মকান্ডে সহজে অংশগ্রহন করতে পারে না।

■ **অর্থনৈতিকভাবে অংশগ্রহনঃ**

এটা চাকুরীর ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহনের সমান সুযোগ, অধিকার, পুরস্কার ও স্বীকৃতিকেই বুঝায়। এখানে পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে বড় ধরনের অসমতা লক্ষ্য করা যায়। চাকুরীর ক্ষেত্রে নারীদের কম দক্ষতাপূর্ন কাজে নিয়োগ দেয়া হয়। বাস্তব পেশার ক্ষেত্রে পদ সোপানের দিক দিয়ে মহিলাদেরকে সীমাবদ্ধ অবস্থানে বা পুরুষদের অধীনে রাখা হয়।

■ **সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহনঃ**

সম্প্রদায় বা সামাজিক জীবনে নারীর অংশগ্রহন যে কোন সামাজিক সংগঠনগুলোতে নারীদের প্রচুর বা গুরুত্বপূর্ন অংশগ্রহন লক্ষ্য করা যায়।

■ **রাজনৈতিকভাবে অংশগ্রহনঃ**

এটি খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ন অংশগ্রহন। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহনই নয়, নারীদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতাকে বা মর্যাদাকে বুঝায়।

■ **রাজনীতিতে অংশগ্রহনঃ**

রাজনৈতিক অংশগ্রহন হলো ক্ষমতা কাঠামোয় প্রতিষ্ঠা অর্জনের মাধ্যমে যেখানে জনগনের মধ্যে সম্পদ বন্টন ও জনগনের দৈনন্দিন বিষয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রাজনীতিতে অংশগ্রহন হলো ক্ষমতায়নের পূর্বশর্ত।

রাজনৈতিক অংশগ্রহন সম্পর্কিত বিভিন্ন পন্ডিতগন বিভিন্ন মতামত পোষন করেছেন। এ সকল বিভিন্ন মতবাদের মূল কথা হলো- রাজনৈতিক অংশগ্রহন এমন কার্যাবলী অন্তর্ভূক্ত করে যার মাধ্যমে অংশগ্রহনকারী সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহনে প্রভাব বিস্তার করে।

সিডনী ভার্বা এবং নরম্যান নাই এর মতে-

" Political participation refers to these activities by private citizens that are more or less directly aimed at influencing the election of governmental personnel and /0r actions they take."

" Any voluntary action successful or unsuccessful, organised or unorganized, episodic or continuous, employing legitimate or illegitimate methods intended to influence the chioce of public polities, the administration of public affairs or the chioce of political leaders at any local of government local or national."

রাজনৈতিক অংশগ্রহনে ভোটদান, প্রচারাভিযান, রাজনীতি সম্পর্কে সচেতনতা, জনসভায় অংশগ্রহন যার মাধ্যমে জনগন সরকারকে প্রভাবিত করতে চায়, যে সকল কার্যাবলী অন্তর্ভূক্ত। রাজনৈতিক অংশগ্রহন দুই ধরনের হতে পারে -

প্রকারভেদঃ

■ আনুষ্ঠানিক - সরকার ও রাজনৈতিক দলসমূহ, ইত্যাদিতে ক্ষমতা প্রয়োগের কার্যাবলী।

■ অনানুষ্ঠানিক - প্রকৃত সরকার ব্যতীত অন্যান্য কার্যাবলী ও বিষয় অনানুষ্ঠানিক রাজনৈতিক অংশগ্রহন অন্তর্ভূক্ত করে

■ মরিস ডুভার্গার এর মতে,

নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহন বলতে নিম্নোক্ত ধরনের অংশগ্রহন বুঝায়। এ সকল রীতিগত ধরনগুলো হলো-

■ নির্বাচন সংক্রান্ত অংশগ্রহন - নারীদের ভোট দেয়া, মনোনয়ন, নির্বাচন প্রচারাভিযানে নারীদের কার্যাবলী ইত্যাদি

■ সরকার ও রাজনৈতিক দলে অংশগ্রহন - সংসদে নির্বাচিত মহিলা, সংসদীয় বিতর্ক ও কমিটিতে কার্যকরী অংশ গ্রহন, আইনের ভূমিকা, স্থানীয় ও রাষ্ট্রীয় দলে অংশগ্রহন, মন্ত্রীসভার মন্ত্রী হিসাবে সরাসরি সরকারে অংশগ্রহন

■ প্রশাসনে ও 'প্যারা-পলিটিকাল' পেশায় অংশগ্রহন- সরকারী সংগঠনে অংশগ্রহন, ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হিসাবে অংশগ্রহন।

■ বিভিন্ন সংঘে অংশগ্রহন - রাজনৈতিক দল ও চাপ সৃষ্টিকারী দল ও নারীদের পেশাগত ফেডারেশন।

■ অনানুষ্ঠানিক গনমাধ্যমে অংশগ্রহন।

■ রাজনৈতিক জীবনে নারীদের পরোক্ষ কার্য - বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যেমন- প্রতিবেশী, সহকর্মী, যৌথ পরিবার

Dhaka University Institutional Repository

## রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহনঃ

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহন ধারনায় 'রাজনীতি' ও 'অংশগ্রহন' প্রত্যয় দুটির সংজ্ঞা নির্ধারন প্রয়োজন।

### রাজনীতিঃ

রাজনীতি শব্দটি ব্যাপক। এর পরিধি পরিবার থেকে শুরু করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত। সংস্কৃতির মতই রাজনীতি ধনী-দরিদ্র, কৃষক-শ্রমিক, উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত-সকলের মাঝেই রয়েছে। তবে এর অভিব্যক্তির ভিন্নতা বিদ্যমান।

(ভি. র‍্যান্ডাল এর মতে রাজনীতি হলো-

" Working out relationships within
on already given power structure"

খালেদা সালাহ্উদ্দীন বলেন-

" Politics may be viewed as a distinctive public activity,
a concious, deliberate participation in a process
by which access to and the control over the
community's resources is gained ."

সাধারনভাবে সমাজের সম্পদকে নিয়ন্ত্রন অর্জনের চাবিকাঠি হিসাবে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে দেখা হয়। রাজনীতি এমন একটা কার্যক্ষেত্র যার মাধ্যমে জনগন সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা হয় এবং সমাধান করা হয়: রাজনীতি নারীদের অংশগ্রহনই শুধু অন্তর্ভূক্ত করে না বরং রাজনীতি নারীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বা মর্যাদাকে বুঝায়।

Dhaka University Institutional Repository

## রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহনের গুরুত্ব বা উপাদান/রাজনীতির বিষয় হিসেবে নারী অংশগ্রহন ঃ

১৯৯২ সালে প্রকাশিত একটি জাতিসংঘ স্টাডিতে সিদ্ধান্তগ্রহনকারী পর্যায়, রাজনীতি ও ক্ষমতায় নারীর প্রতিনিধিত্ব ও অংশীদারিত্বের যৌক্তিকতার পক্ষে বলা হয়েছে যে,

■ নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহন গনতন্ত্র ও সমতার প্রশ্ন নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন। জনসংখ্যার অনুপাতে রাজনীতিতে তাদের প্রতিনিধিত্বের দাবী অনস্বীকার্য।

■ নারীর দুর্বল উপস্থিতি রাজনীতির অঙ্গনে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও গনতান্ত্রিক পদ্ধতির বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। কেননা, রাজনৈতিক কাঠামো ও প্রক্রিয়ায় অপ্রতুল উপস্থিতি ও সীমিত অংশগ্রহনের কারনে নারী সমাজ ও রাষ্ট্রীয় গনতান্ত্রিক পদ্ধতির বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। কেননা, রাজনৈতিক কাঠামো ও প্রক্রিয়ায় অপ্রতুল উপস্থিতি ও সীমিত অংশগ্রহনের কারনে নারী সমাজ ও রাষ্ট্রীয় গনতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে রয়ে যায় বিরাট ব্যবধান।

■ যুক্তি নারী-পুরুষের স্বার্থের ভিন্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত। নারীরা তাদের মৌলিক সমস্যা ও প্রয়োজন সম্পর্কে সম্যকভাবে ওয়াকেবহাল। কিন্তু যদি রাজনীতিতে তাদের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব না থাকে তবে তারা তাদের স্বার্থ উপস্থাপন ও সংরক্ষনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

■ নারীর সবল সংখ্যায় রাজনীতিতে প্রবেশ রাজনীতির মূল ফোকাসে বাঞ্চনীয় পরিবর্তন বা বিস্তৃতি ঘটাবে। কেননা নারীর জীবন ও সমস্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে সমস্ত সমস্যা নেহায়েত ব্যক্তিগত বলে চিহ্নিত এবং যথার্থ রাজনীতির আওতা বহির্ভূত বলে বিবেচিত, সেগুলিও রাজনীতির প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচিত।

■ দেশের মানব সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের প্রয়োজনেও রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর সবল উপস্থিতি আবশ্যক।

এছাড়া আত্মনির্ভরশীলতা, গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও সংগঠিতকরন প্রক্রিয়ার সুবিধার কারনে রাজনৈতিক দলগুলো রাজনীতির বিষয় হিসেবে নারী এজেন্ডাকে তাদের কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত করা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

# BASIC NEED APPROACH

WID Development ধারাবাহিক ভাবে Basic need approach ভিত্তিতে এসেছে।

| Basic Need Input | B. Need indicator of | change indicator of | change of manpower | Goal |
|---|---|---|---|---|
| শ্রী স্কুল প্রোগাম | দারিদ্র সীমানার নীচের জনসাধারন | প্রত্যাশিত জীবন যাত্রার মান | জন শক্তির গুনগত পরিবর্তন | দারিদ্র সীমার নীচে ও কাছাকাছি অবস্থিতদের জানা |
| নির্বাচিত পুষ্টিভিত্তিক প্রকল্প | শিক্ষা স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা | শিক্ষা | জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনগনের অংশগ্রহনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা। | সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন |
| পুষ্টিভিত্তিক স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা কর্মসূচী | বিশুদ্ধ পানীয় | | | |

➡Basic Need model ➡

➡ ➡ ➡

Source : S.T. Bunki, Basic needs, Sectoral priorities, Financial, Dev. Vol. No-1,80

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং ১-১-এর অন্যান্য নকশাগুলি বিভিন্ন চলকের প্রতিনিধিত্বশীল। এগুলি রাজনৈতিক নারী (বা পুরুষ) শেষ পর্যন্ত কোন্ রাজনৈতিক আচরণে লিপ্ত হবে তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা প্রদান করে।

চিত্র ১-১

প্রাপ্তবয়স্কদের রাজনৈতিক আচরণ সংক্রান্ত চলকসমূহের নকশা

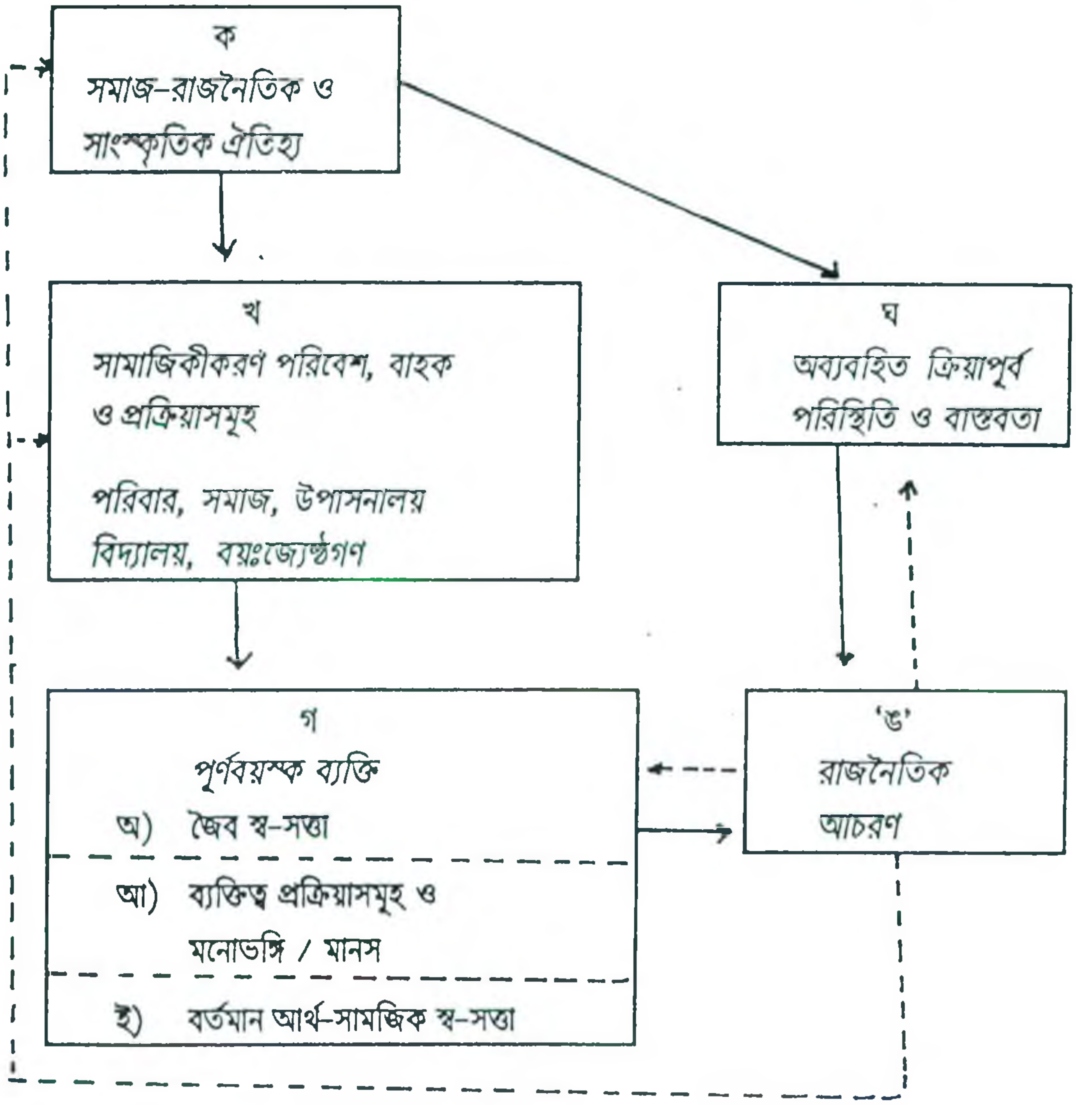

Dhaka University Institutional Repository



চিত্র ২-১
রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার বিকাশ

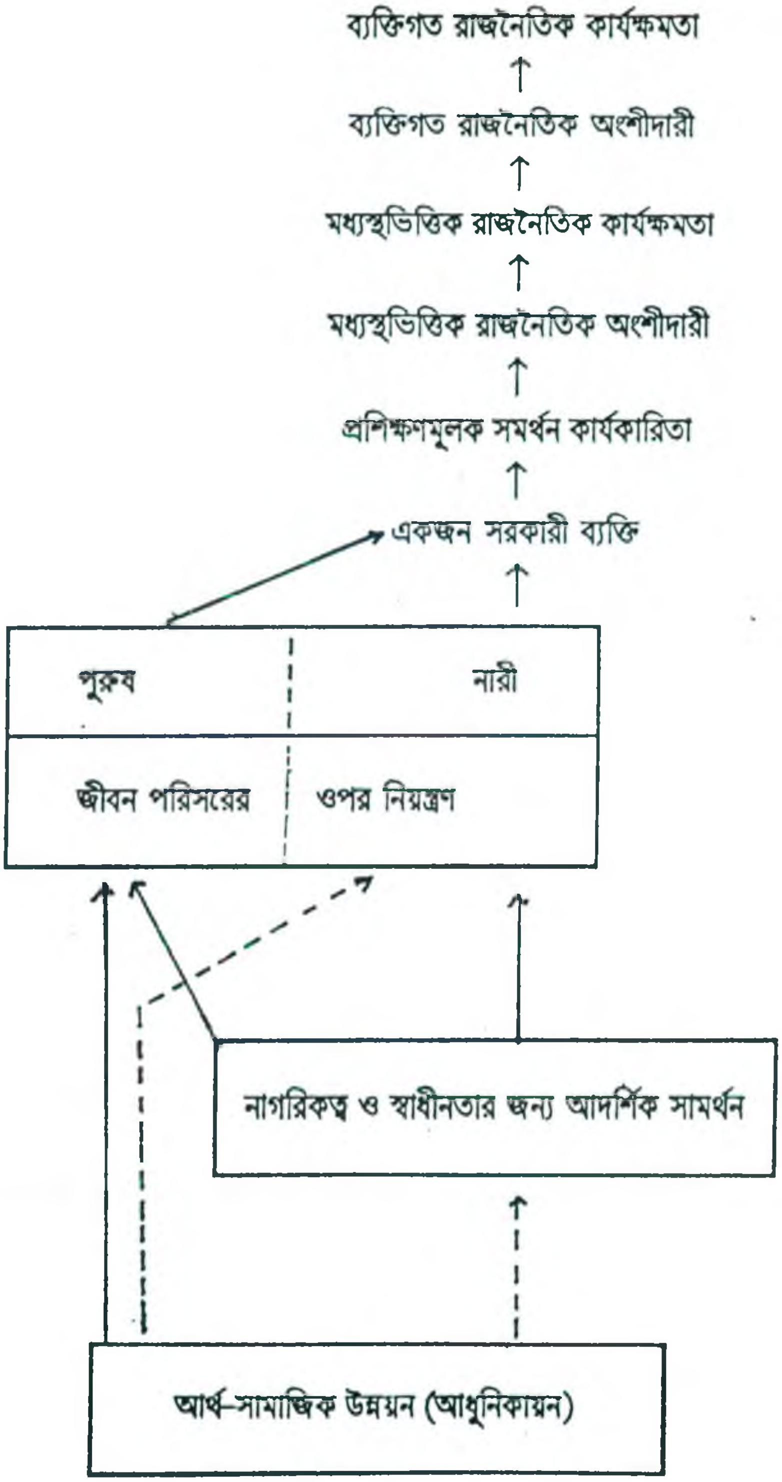

*Dhaka University Institutional Repository*

চিত্র ঃ ২-২

## নারী রাজনৈতিক আচরণের নমুনাসমূহ

| নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শ ও জীবন পরিসরের ওপর নিয়ন্ত্রণের ব্যপ্তি | নারীর নমুনা/ ধরন | রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য<br>পুরস্কার | শাস্তি/নিগ্রহ | নাগরিক দায়িত্ব-কর্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১। নিষ্ক্রিয়/সামান্য বা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ | | সরাসরি অপ্রযোজ্য | সরাসরি অপ্রযোজ্য | রাজনৈতিককার্যক্ষমতার কোনও অনুভূতি নেই ; প্রায় সকল রাজনৈতিক আচরণ পুরুষ মধ্যস্থ-নির্ভর ; প্রায় সকলেই ভোট প্রদান করে, তবে পুরুষের নির্দেশ মোতাবেক। |
| ২। নিষ্ক্রিয়/ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ | | ঐ | ঐ | শাসকগোষ্ঠী সমর্থিত কার্যক্ষমতা; রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় পরিবারে সম্ভবত মধ্যস্থ-ভিত্তিক কার্যক্ষমতা। |
| ৩। মোটামুটি সক্রিয়তাবাদী/ সামান্য বা কিছু নিয়ন্ত্রণ | | শাসক-সমর্থিত বা মধ্যস্থ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কার্যক্ষমতা ; নাগরিকতা-রোধে স্বতঃক্রিয় | বিচ্ছিন্নতা/ প্রত্যাহার বা অস্তিত্বাবস্থামূলক কাজে কখনও কখনও সমর্থক | শাসক-সমর্থিত বা মধ্যস্থভিত্তিক কার্যক্ষমতা |
| ৪। মোটামুটি সক্রিয়/ ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ | | মধ্যস্থভিত্তিক কার্যক্ষমতা ও জাতীয় পর্যায়ে অংশ-গ্রহণ তবে ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতা ও স্থানীয় অংশগ্রহণ | মধ্যস্থভিত্তিক কার্যক্ষমতা ও বিপ্লবী হিসেবে অংশগ্রহণ | শাসকগোষ্ঠী সমর্থিত বা মধ্যস্থভিত্তিক কার্যক্ষমতা |
| ৫। প্রবল সক্রিয়/ সামান্য বা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ | | সাধারণত মধ্যস্থভিত্তিক, তবে পছন্দমাফিক নয় | বিপ্লবী, তবে সন্ত্রাসবাদী বিক্ষোভকারী বা দলীয় সহযোদ্ধা হিসেবে | শাসকগোষ্ঠী সমর্থিত বা মধ্যস্থভিত্তিক কার্যক্ষমতা |
| ৬। প্রবল সক্রিয় ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ | | ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও সকল স্তরে, বিশেষত জাতীয় স্তরে কার্যক্ষমতার প্রবল অনুভূতি | বিপ্লবী অভিজাত দলভুক্ত ; তাত্ত্বিক, সংগঠক, কৌশলী | মধ্যস্থভিত্তিক কার্যক্ষমতা ; তবে প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অংশীদারী ও কার্যক্ষমতা |

রাজনৈতিক নারীর অনুপাত

নারীর রাজনৈতিক কার্যক্ষমতা

সফল

লোক

গৃহিণী

Dhaka University Institutional Repository



প্রদর্শিত ছক অনুযায়ী " জাতিগোষ্ঠীগত রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের একটি মডেল"। গ্রীলী বলেন ঃ

> এই মডেল একটি জাতিগোষ্ঠীর (নরগোষ্ঠীর) জনসমষ্টির মধ্যে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের চারটি সরাসরি উপায়ের কথা কল্পনা হয়েছে। শিশুর রাজনৈতিক মূল্যবোধ সরাসরি (১) তার বাবা-মায়ের মূল্যবোধ (ঞ), (২) তার জাতিগোষ্ঠিক বৈশিষ্ট্যময় পরিবার কাঠামো, (ঝ); (৩) তার পরিবারের সামাজিক শ্রেণীগত পটভূমি এবং (৪) তার পরিবার বা বাবা-মায়ের রাজনৈতিক মুলবোধের মধ্যস্থ-নির্ভর নয় এমন কিছু জাতিগোষ্ঠিক উপ-সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। আমরা আরও অনুমান করি যে, পরিবার কাঠামো ও বাবা-মায়ের রাজনৈতিক মূল্যবোধ-উভয়েই জাতিগোষ্ঠিক উপ-সংস্কৃতি ও সামাজিক শ্রেণী দ্বারা (গ, ঘ, চ) প্রভাবিত হয়।

চিত্র নং ৪-১

জাতিগোষ্ঠিক জনসমষ্টির মধ্যে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মডেল

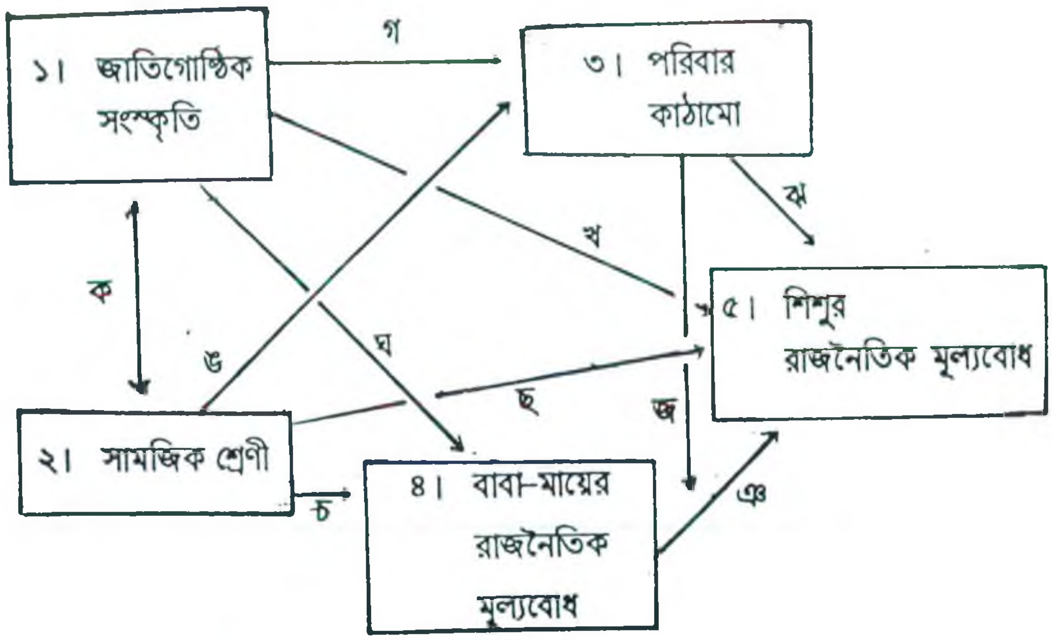


আমরা গ্রীলীর বক্তব্য অনুযায়ী স্বীকার করে নিচ্ছি যে, প্রভাবের পথগুলি চিত্র নং ৪-১-এ প্রদর্শিত ছকের অনুরূপ। তবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতিগোষ্ঠিক পটভূমি নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়টি উপলদ্ধি করার সঙ্গে সম্পর্কিত। নারীর জীবনপরিসর নির্ধারণপূর্বক পরিবার কাঠামোর অভ্যন্তরে এক বিশেষ নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শ এবং

—১৩ রা. না. অ.

Dhaka University Institutional Repository

# ঐতিহাসিক পটভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

## ঐতিহাসিক পটভূমিকা ঃ

সমস্যাঃ বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীদের ভুমিকা নগন্য।

বাংলাদেওশর রাজনীতিতে নারী কর্তৃত্বের সাফল্যের জন্য নব্বইয়ের দশক ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকরে, ষাটের দশকে এমনকি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অবস্থান ছিল প্রায় শূন্য কোঠায়। সেই সময় রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা বলতে ছিল নির্বাচনের সময় ভোট প্রদান করা। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ম্যাগানাকার্টার দেশ ব্রিটেনে ১৯০৪ সালে পার্লামেন্টে নারীদের ভোট দেওয়ায় অধিকার দানের প্রস্তাব পরাজিত হয়। বৃটেনে নারীদের অধিকার আদায়ের অন্দোলনে যাদের নাম শীর্ষে তাদের মধ্যে এমিলি উইলাডিং ডেভিশন একজন। এমিলি স্থাপন করেন।

"As I am a woman & women do not count in the state, then I refused to be counted."

হান্নান মিচেল তার 'দি হার্ড ওয়ে আপ' বইতে লিখেছেন,

"I realised that if women did not bestir themselves, the socialists would be quite content to accept manhood suffrage inspite of all their talk about equality"

আমাদের দেশে পঞ্চাশের দশকে ইলা মিত্র বাংলাদেশের নারীদের সংগ্রামের যে পথ চিনিয়ে দিয়ে গেছেন সে পথেই তাদের সত্যিকার মুক্তির পথ। আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী এই ভোটধিকার প্রয়োগ করতেন পুরুষের প্রভাবে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে। তখন সক্রিয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ছিল না বললেই চলে। কিছু সংখ্যক মহিলা দুএকটি বড় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এরা দলের মহিলা কর্মী হিসাবে সভা সমাবেশে যোগ দিতে। কোন কোন রাজনৈতিক দলের মহিলা শাখা থাকলেও তা ছিল নাম মাত্রই। স্বাধীনতার আগে এ অঞ্চলে প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ন উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্ব ছিল পুরুষের নিয়ন্ত্রনাধীন। জাতীয় নির্বাচনে কোন নারীর সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিষয়ও তখন বিবেচনা করা হত না। ১৯৭২ সালের সংবিধানে রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীদের সম অধিকারের স্বীকৃতি দেয়ার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদ ৩০০ আসনের পাশাপাশি নারীদের জন্য ১৫টি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা হয়। সংরক্ষিত আসনের বাইরে নারীদের সরাসরি ভোটযুদ্ধে অবতীর্ন হওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু রাজনীতিতে পুরুষের একচেটিয়া প্রাধান্য এবং অরস্থানগত কারনেই নারীর পক্ষে নির্বাচনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করা ছিল চিন্তা বাইরে। ১৯৭৯ সালের

Dhaka University Institutional Repository

উপ-নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন এমন একজন নারী এব্যাপারে তার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা পরে বর্ণনা করেছিলেন। এসম্পর্কে তার বর্ণনা ঃ একজন নারীর নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ধারনার বিরুদ্ধে স্থানীয় লোকজন তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলে এটা ইসলাম বিরোধী। তারা প্রচারনার কাজে নিয়োজিত লোকদের কাছ থেকে মাইক্রোফোন কেড়ে নেয়। তাদের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে এবং তাদেরকে গালমন্দ করে। এসব প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে জনমত ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রথম রাজনীতি ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নারী সমাজের ব্যপক অংশগ্রহনের উপায় জোর দেন। নারীদের অধিকার সম্পর্কে বাংলাদেশ জাতীয় তাবাদী দলের গঠনতন্ত্রে ধারা সংযোজন করা হয়। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের উদ্যোগ জাতীয় সংসদে মহিলাদের ১৫টি সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বাড়িয়ে দ্বিগুন করা হয়। আগেই করা হয়েছে সত্তর দশক পর্যন্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব নারীর কোন অবস্থান ছিল না। আশির দশকে বাংলাদেশের রাজনীতির নেতৃত্বে নারীর আগমন ঘটে। বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার রাজনীতিতে আগমনকে দলের ভিতরে সংকট উত্তরণের পদক্ষেপ যা ঘটনার ফল হিসাবে কেউ কেউ উল্লেখ করে থাকেন।

বেগম খালেদা জিয়া বিএনপি চেয়ারপারসন পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর শুধু দলের নেতৃত্ব নয় জাতীয় রাজনীতির মূল প্রোতধারায় নেতৃত্বেও চলে আসেন খুব কম সময়ের মধ্যেই। বেগম খালেদা জিয়া নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তখন দেশে এরশাদের স্বৈরশাসন জেঁকে বসেছে। ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালে দুটি সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করেন এরশাদ বিএনপি ছাড়া সফল উল্লেখযোগ্য দল এ দুটি নির্বাচনে অংশগ্রহন করেন। নির্বাচনে অংশ না নেয়ায় কোন মহল থেকে বেগম খালেদা জিয়র রাজনৈতিক বিচক্ষনতা নিয়ে প্রশ্ন উথাপন করা হয়। ১৯৮৬-এর মত ১৯৮৮ সালের নির্বাচন প্রত্যাখানের মাত্র দু বছরের মধ্যেই ছাত্র জনতার সফল গণঅভ্যুত্থান স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক দূরদর্শিতাই প্রমান করে। এরশাদের পতনের পর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারে অধীনে অনুষ্ঠিত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন জনগন ভোট দিয়ে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বের প্রতি আস্থা প্রকাশ করে। ১৯৯১ এর নির্বাচনে বংলাদেশের রাজনীতিতে নারীদের অবস্থানকে অনেক এগিয়ে নিয়ে যায়। ৯১ নির্বাচনে খালেদা জিয়া একসঙ্গে ৫টি আসনে প্রতিদ্বন্ধিতা করেন এবং সবকটিতে জয়লাভ করেন। আওয়ামীলীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তবে তিনি জয়লাভ করেন ১টি আসনে। সরাসরি নির্বাচনে আরো ২জন নারী জয়ী হন। এরা

Dhaka University Institutional Repository

হলেন বেগম সাজেদা চৌধুরী ও বেগম মতিয়া চৌধুরী। কয়েকজন নারী প্রার্থী অল্প ভোটের ব্যবধানে নির্বাচনে হেরে যান। নির্বাচনের পর বিএনপি সরকার গঠন করে। খালেদা জিয়া দেশের প্রধান নির্বাহী পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৯১ এর আগে কোন নারী এ দেশের প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট কিংবা প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন নি।

১৯৭৯ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৮২ সালের মার্চ পর্যন্ত ৮৯ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মধ্যেমাত্র ১ জন, প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ে ৫৪ জনের মধ্যে মাত্র ৩ জন এবং উপ-মন্ত্রী পর্যায়ে ১১ জনের মধ্যে মাত্র ৪ জন ছিলেন নারী। অর্থাৎ এ সময়ে ১৫৪ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৮ জন ছিলেন নারী। ক্যাবিনেট মন্ত্রী ছিলেন মাত্র ১ জন নারী। পিতৃতান্ত্রিক বা পুরুষ শাসিত এই সমাজে দেশের নেতৃত্বের শীর্ষ পদে একজন নারীর অধিষ্ঠান তাই সময়নীয় ঘটনা। সরকার প্রধান ও দেশের বিরোধী দলের নেতৃত্বে ছিলেন দুই নারী। ১৯৯৬ এর ১২ই জুন এর নির্বাচনে আওয়ামীলীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসেন। মোট মহিলা প্রত্যক্ষ নির্বাচনে জয় লাভ করে ৫ জন। বাংলাদেশে নারীদের রাজনীতিতে এ অবস্থা হতাশাজনক। পরোক্ষ নির্বাচনে ৩০ জন মহিলা রয়েছেন (সংরক্ষিত কোটা) অনুযায়ী। সম্প্রতি ৯৭টি ইউনিয়ন পরিষদে নারীর অংশগ্রহন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, এতে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহনের হার জরিপ করব।

Dhaka University Institutional Repository

## রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহনঃ আইনগত দিক

রাজনীতিতে নারী সংক্রান্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সনদ ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সংবিধানে উল্লেখ আছে।

### আন্তর্জাতিক সনদ ও নারীঃ

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহনের বিষয়টি জাতিসংঘের নারী বিষয়ক বিভিন্ন সম্মেলন ও এর প্রধান দলিলগুলিতে উল্লেখিত আছে। যেমন-

- দ্যা প্লান অফ এ্যাকশন (মেক্সিকো' ১৯৭৫)
- দ্যা প্রোগ্রাম অফ এ্যাকশন' (কোপেনহেগেন'৮০)
- দ্যা ফরওয়ার্ড লুকিং স্ট্র্যাটেজীস (এফ.এল.এস.)
  ফর দ্যা এডভান্সমেন্ট অফ উইমেন (নাইরোবী'৮৫)
- দ্যা প্লাটফর্ম অফ এ্যাকশন' (বেইজিং' ১৯৯৫)

নাইরোবী ফরওয়ার্ড লুকিং স্ট্র্যাটেজীতে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের অধীন প্রনয়ন সংস্থা, রাজনৈতিক দল ও উচ্চ পর্যায়ের নির্বাহী অবস্থানসমূহে অংশগ্রহনের সমতা অর্জনের প্রতিই প্রধানতঃ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রাজনৈতিক জনজীবন ও সিদ্ধান্তগ্রহন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহনের বিষয় এই স্ট্র্যাটেজির একাধিক অনুচ্ছেদে উল্লেখিত আছে। যথা-

অনুচ্ছেদ - ৩৩, ৪৬, ৫১,৭৮,৮৬,৮৮,৯১ ইত্যাদি। ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ' স্বাক্ষরদানকারী রাষ্ট্রসমূহের উপর নারীর সমতা ও সমঅধিকারের ক্ষেত্রে বিশেষ দায়িত্ব অর্পন করেছে। এ সনদ শরীক রাষ্ট্রসমূহকে সার্বিকভাবে দেশের রাজনীতি ও জনজীবনে নারীর প্রতি বিরাজমান সকল বৈষম্য দূরীকরনের লক্ষ্যে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহনের দায়িত্ব প্রদান করেছে।

### সংবিধান ও নারীঃ

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রাজনীতির মূলধারা সংবিধান কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ও কার্যক্রমগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র নারী পুরুষের সম অধিকারও সমতা ঘোষনা করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন

- সংবিধানে বর্নিত অধিকার নারী -পুরুষের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য করা হয়েছে।
- সংবিধানে উপলব্ধি করে যে, সমাজের বিভিন্ন অঙ্গনে নারীর অবস্থান অসম।
- নারী ও পুরুষের মধ্যে যে অবস্থানগত ব্যাপক অসমতা রয়েছে, তা দূরীকরনের জন্য সংবিধান রাষ্ট্রকে কতিপয় নির্দেশনা দিয়েছে।

সংবিধানের ধারাগুলোর মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সরকার সমাজের হাতে তুলে দিচ্ছে নারীর পক্ষে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহনের সাংবিধানিক নির্দেশনা স্বরূপ বৈধতার এক বিরাট হাতিয়ার। রাজনৈতিক ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংবিধানের মাধ্যমেই নিরাপত্তামূলক কিছু আসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। 'রাজনীতিতে নারী' প্রাসঙ্গিক বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে নিম্নোক্ত ধারার বিধান রয়েছে।

- ধারা - ৯ ঃ রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহকে উৎসাহ দান করবে এবং এ সকল প্রতিষ্ঠান সমূহে কৃষক, শ্রমিক ও মহিলাদেরকে যথা সম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেয়া হবে।
- ধারা - ১০ ঃ জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে
- ধারা - ২৭ ঃ সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী
- ধারা - ২৮ ঃ (১) কেবল ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, নারী -পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারনে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। (২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবে (৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রনয়ন হতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।
- ধারা - ২৯ ঃ (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে। (৩ - এর গ) কোন শ্রেনীর নিয়োগ বা পদ যেহেতু বিপরীত লিঙ্গশ্রেনীভুক্ত সদস্যের জন্য উপযোগী নয়, সেহেতু একটি বিশেষ লিঙ্গ শ্রেনীর সদস্যের জন্যে নির্দিষ্ট বা সংরক্ষিত রাখায় রাষ্ট্রকে কোনভাবে বিরত রাখা যাবে না
- ধারা - ৩৬-৩৯ ঃ নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার ও সংগঠনের ভিত্তি রচনাকারী এই ধারাসমূহ কোন ক্ষেত্রেই পার্থক্য নির্দেশ করে না। জনপ্রতিনিধিত্বশীল পদের জন্য প্রার্থী ও ভোটারদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সম্পর্কিত ধারাগুলি নারী পুরুষের মধ্যে কোন ব্যবধান টানে না।
- ধারা - ৬৫ ঃ (৩) সংবিধান (দশম সংশোধন)আইন, ১৯৯০ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে শুরু করে দশ বৎসরকাল অতিবাহিত হবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভেঙ্গে না যাওয়া পর্যন্ত ৩০ টি আসন মহিলা-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং তারা ৩০০ সদস্য কর্তৃক আইন অনুযায়ী নির্বাচিত হবে

Dhaka University Institutional Repository

### ধারাসমূহের সমালোচনা ঃ

সংবিধানের বিভিন্ন ধারাসমূহে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহনের বিষয়টি পর্যালোচনা করলে এটা খুবই স্পষ্ট যে, নারী ও নারী অধিকারের প্রশ্নটি আমাদের দেশের রাজনীতিতে এখনও পরিপূর্নভাবেই অনুপস্থিত। সংবিধানের ১০ ও ২৮ নং ধারার উপর বিভিন্ন নারী সংগঠন ও গোষ্ঠী গুরুত্ব আরোপ করে। কারন এই বিধানদ্বয়ে নারীদের অগ্রসরতার লক্ষ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহনের পক্ষে আইনগত ও সাংবিধানিক ছত্রচ্ছায়া প্রদান করা হয়েছে। ২৯ (গ) উপধারার সমালোচনা এই কারনে করা হয় যে এটা নারীর প্রতি বৈষম্য নির্দেশ করে। জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে পরোক্ষ নির্বাচন তথা মনোনয়ন পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। এ ধরনের মনোনয়নের ক্ষেত্রে সদস্যদের স্থানীয় পর্যায়ের দলীয় সংগঠন এবং নারী আন্দোলন/নারী সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থাকে না বলে বৃহত্তর রাজনীতির অঙ্গনে সেই পর্যায়ের ইস্যুগুলি তুলে ধরতে তাঁরা সক্ষম হন না। এই প্রেক্ষাপটে আইন সভায় নারীদের প্রতিনিধিত্বের লক্ষ্যে আসন সংরক্ষিত রাখার ব্যাপারে অধিকাংশ নারী সংগঠন সংসদে নারীদের সংরক্ষিত আসন অপরিবর্তিত রাখার এবং এ সকল আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের পক্ষপাতী। অপর দৃষ্টিভঙ্গী হলো আসন সংরক্ষন ব্যবস্থার পুরোপুরি অবলুপ্তি ঘটানো প্রয়োজন। কারন সকল আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না এলে নারী রাজনৈতিক ক্ষমতায় পূর্ন প্রবেশাধিকার অর্জন করতে পারবে না। ১৯৮৮ সনের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে ঘোষনাকে নারীর সমঅধিকারের ও মানবাধিকারের প্রতি একটি সম্ভাব্য হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশ্য এই সংশোধনী আরও নির্দেশ করে যে, অন্যান্য ধর্ম ও শান্তি ও সম্প্রীতির সঙ্গে বিরাজ করবে। তবে এই সংশোধনী প্রবর্তন রাষ্ট্রনীতির ধর্মনিরপেক্ষতাভিত্তিক ছিল না, বরং একটি চরম রাজনৈতিক কৌশলগত চাল ছিল।

### বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহন ঃ

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহনের বিষয়টি বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করা যায়। যেমন :-

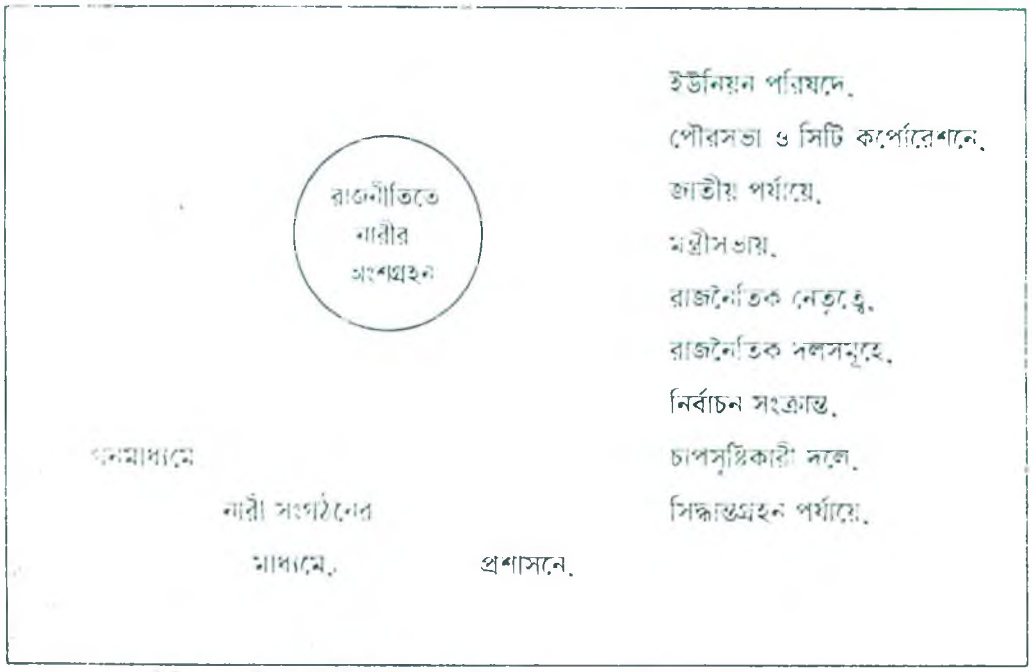


চিত্র : রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহনের বিভিন্ন দিক।

Dhaka University Institutional Repository

নারী ও রাজনীতি একটি বিশেষ সংমিশ্রন যেখানে দুটো ক্ষেত্রই সমস্যাসংকুল। নারীকে যেমন তার সঠিক সামাজিক মর্যাদা দেবার ব্যাপারে সমস্যা রয়েছে তেমনি সঠিক রাজনীতি প্রনয়নেও আমাদের সমস্যা রয়েছে। সকল ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার, সমাজে বিদ্যমান সার্বিক অনগ্রসরতা ও দারিদ্রের প্রেক্ষাপটে অবগুন্ঠনতায় আবদ্ধ নারীর বৈষম্যমূলক অস্তিত্ব ও অভিজ্ঞতা রাজনীতির স্রোতে সন্নিবেশিত হয়নি। রাজনীতি প্রায় সম্পূর্নভাবেই নারীর সমস্যা বিবর্জিত। এদেশে ক্ষমতাবন্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের ব্যাপারে নারী ও পুরুষের মধ্যে তীব্র অসমতা বিদ্যমান। যেমন-

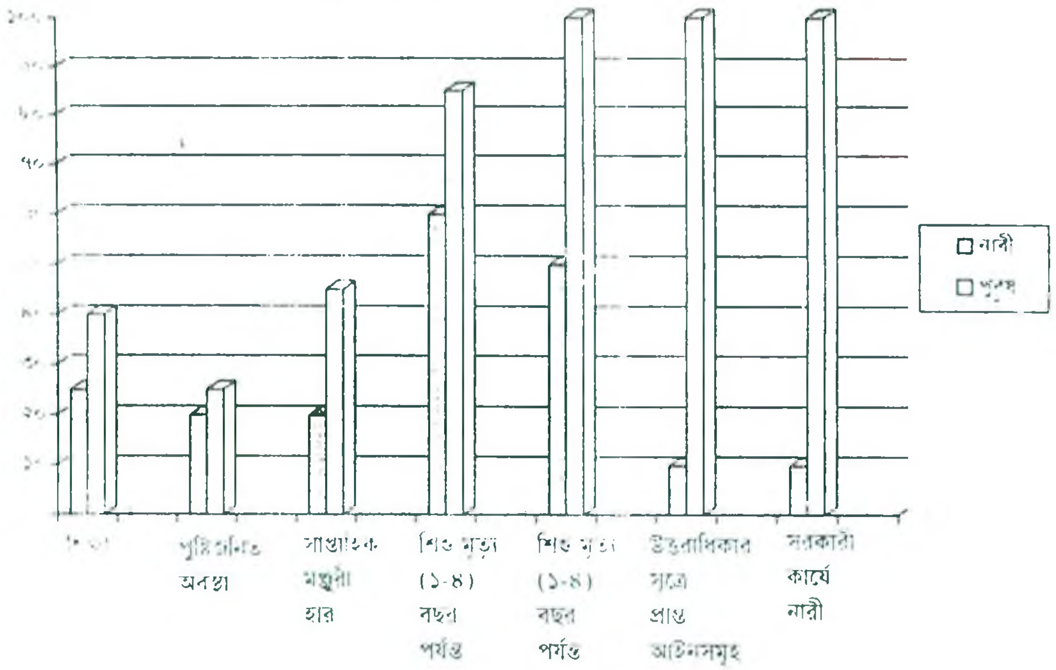


চিত্রঃ নারী পুরুষ অসমতা

উৎসঃ ইউএনডিপি প্রতিবেদন ১৯৯৪, বাংলাদেশে মানব উন্নয়ন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, ঢাকা, বাংলাদেশ, মার্চ ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-১

নারীর প্রতি বৈষম্য সম্পাদন দলিলে বাংলাদেশ ধারা সংরক্ষন করেছে। নারী সরকার প্রধান দেশ পরিচালনা করলেও সিদ্ধান্ত গ্রহন বা প্রনয়নের ব্যাপারে নারীরা বাদ পড়েছে। আইন প্রনয়নকারী সংস্থায় তারা স্বল্প সংখ্যক আসন লাভ করে থাকেন। প্রশাসন ও বিচার বিভাগের উচ্চপদে নারীর উপস্থিতি অত্যন্ত স্বল্প। রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্ত ও নীতি প্রনয়নের ক্ষেত্রে এবং দলীয় সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়েও তাদের সংখ্যা স্বল্প। নারী পুরুষের বৈষম্যের ধারনা রাজনৈতিক দলের ঘোষনা, নীতিমালা ও নির্বাচনী ইশতেহারের মধ্যে যথোপযুক্তভাবে প্রতিফলিত হয়নি। নারীর সমতা সাংবিধানিক ঘোষনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকলেও এসব অধিকারের নিশ্চয়তা স্বতন্ত্র আইন দ্বারা কার্যকরী করার কথা বলা হয়। পরিবারেও সিদ্ধান্ত গ্রহনে নারীর অংশগ্রহন সীমাবদ্ধ রয়ে যাচ্ছে।

স্বাধীনতার আগে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু নারী সংগঠন গড়ে উঠেছিল। যেমন- নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতি। বে-সরকারী পর্যায়েও কিছু সংগঠন গড়ে উঠেছিল। যেমন- বেগম ক্লাব। এই সংগঠনগুলি নারীদের রাজনৈতিক অধিকারের তুলনায় সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় বেশী সচেষ্ট ছিল। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু নারী ব্যক্তিগত পর্যায়ে ও রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। যেমন-১৯৮৮ এর ১০ মার্চ সিলেটে মহিলা সমাবেশ, নারায়নগঞ্জ মহিলা বিদ্যালয়ের শিক্ষায়িত্রী মমতাজ বেগমের কারাবরন, যশোরের হামিদা রহমানের নেতৃত্বে ছাত্র ধর্মঘট পালন ইত্যাদি। এই আন্দোলনগুলির চরিত্র ছিল রাজনৈতিক।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশে নারীদের সামাজিক আন্দোলন ও রাজনীতিতে অংশগ্রহন ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। নারীরা সচেতন হচ্ছে, স্বাধীনতার পর প্রায় ৫০০ সংগঠন ২০ লক্ষ নারীকে সংগঠিত করতে পেরেছে। এই সংগঠনগুলি মূলত গ্রামভিত্তিক। এ ধরনের সংগঠনের সূত্রপাত হয়েছিল কুমিল্লা সমবায় সমিতির মাধ্যমে। এই সংগঠনগুলির চরিত্র মূলতঃই অর্থনৈতিক। এই সংগঠনগুলি ছাড়াও অনেক মহিলাদের সহায়তায় শহরে বেশ কিছু সামাজিক অধিকার সম্পর্কিত সংগঠন গড়ে উঠেছে। রাজনীতিতে নারীদের অবস্থান স্বাধীনতার পূর্ব অবস্থা থেকে বর্তমানে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে।

রাজনীতির অঙ্গনে দুই নেত্রীর প্রাধান্য ও প্রচণ্ড দৃশ্যমানতার পাশাপাশি বিরাজ করছে প্রায় নারী - শূন্যতা। স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়, সর্বস্তরে বিশেষভাবে কাঠামোগত রাজনীতিতে নারীর অবস্থান মোটেই প্রাঞ্জল, সংগঠিত বা সুসংহত নয়।

Dhaka University Institutional Repository

# বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর সীমিত অংশগ্রহণের কারণঃ

## (CAUSES OF NON-IN VOLVEMENT OF WOMEN IN POLITICS)

১৯৯৫ সালের বেইজিং সম্মেলনে প্রস্তুতি কমিটির প্রতিবেদনে বিশ্লেষণমূলক সুপারিশ মালায় বলা হয়েছে যে, সাধারণত নারীর রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব রয়েছে গেছে, রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর সীমিত অংশ গ্রহণ থাকছে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীরা ইচ্ছা করলেও অংশ নিতে পারছে না নানা কারণে যেমন ঃ

১। রাজনৈতিক দলে এবং অঙ্গনে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও মূল্যবোধের অভাব।

২। সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, কালোটাকা ও সন্ত্রাসের ক্রমবর্ধমান প্রভাব।

৩। পরিবারের শিক্ষা, দরিদ্রতা ও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী।

৪। সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অঙ্গনে নারীর অসম অবস্থান বিশেষত সম্পদের উপর অধিকার ও নিয়ন্ত্রনের অভাব।

৫। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এর জন্য দায়ী, নারী, নির্যাতন প্রধান।

৬। প্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণের নিম্নহার।

### বাংলাদেশের নারীদের অবস্থান

১। নারী নির্যাতন।

২। নারীরা ফতোয়াবাজির মাধ্যমে নির্যাতিত হয়।

৩। পুলিশী ধর্ষন।

৪। নারীর প্রতি এসিড নিক্ষেপ।

৫। নারী ও শিশু পাচার।

Dhaka University Institutional Repository

এ সকল অবস্থা যা নারীর সুস্থভাবে গৃহে বসবাস করতে দেয় না আর রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করতে দিবে কিভাবে?

রাজনৈতিক দলগুলোকে গভীর ভাবে এসব বিষয় বিবেচনা করতে হবে। নারীরা প্রার্থী হতে চায় না এটা বললেই হবে না। দলের সব কাজে সারা বছর ধরে নারীর বাঁধা গুলো দূর করতে হবে।

**রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ সন্তোষজনক নয়**

- রাজনৈতিক দলগুলোতে নারী নেতৃত্ব এসেছে ঠিকই (যেহেতু) তৎসময়ে পরিস্থিতিতে পারিবারিক / উত্তরাধিকার সূত্রে যোগ্যতার কোন পুরুষ ছিলেন না। কিন্তু এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন।
- প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের সর্বোচ্চ পর্যায় নারীর অবস্থান থাকা সত্ত্বেও কোন দলের লিখিত কর্মসূচীতে নারী উন্নয়ন বিষয়ক কোন ব্যবস্থা বা কার্যক্রম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই।
- পরোক্ষ নির্বাচন (INDIRECT ELECTION) এবং সংরক্ষিত আসনের কারণে জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব পুরুষের দ্বারা ঐ পদে নির্ধারিত হয়ে থাকে।
- রক্ষণশীল সামাজিক মনোভাবের কারণে রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে না।
- যথাযথ শিক্ষা এবং সুযোগের অভাবে নারীর রাজনৈতিক সচেতনতা এখনো তাদের কম।
- নারী সম্মেলনে গৃহীত বেইজিং কর্ম পরিকল্পনার আলোকে দেশের নারী সমাজের উন্নয়ন ক্ষমতায়নের জন্য জাতীয় পর্যায় একটি সমন্বিত কর্মসূচী প্রনয়ন ও তার বাস্তবায়নে সরকার

Dhaka University Institutional Repository

৩২টি মন্ত্রনালয়ে ও বিভাগ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার উচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারকের সক্রিয় ভাবে সপৃক্ত করা।

সভায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিব অথবা তাঁর প্রতিনিধিগণ মহিলাদের জীবন ও কর্মকান্ডের ওপর ব্যাপকভাবে যে, সকল বিষয় প্রভাব বিস্তার করে তার ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং কয়েকটি সুপারিশ পেশ করে।

উল্লেখ মহিলা উন্নয়ন সম্পর্কিত জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়নের জন্য সরকার গত বছরের ডিসেম্বর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতিনিধি সমম্বয় একটি টাস্কফোর্স গঠন করেন।

টাস্কফোর্সের সঠিক তত্ত্বাবধায়নের জাতীয় কর্ম পরিকল্পনায় খসড়া প্রনয়নের জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি ফোর গ্রুপ গঠন করা হয়। ফোর গ্রুপ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় তার উপাত্ত ও চাহিদা নিরুপন করে একটি খসড়া পরিকল্পনা প্রনয়ন করবে এবং টাস্কফোর্স খসড়া পরিকল্পনাটি বাছাই ও পর্যালোচনা করে জাতীয় মহিলা উন্নয়ন পরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করবে।

বাংলাদেশের নারী সমাজের সার্বিক উন্নতি বিধানের জন্য প্রধানত সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারী ক্ষমতায়ন একান্ত প্রয়োজন। এজন্য ইউনিয়ন পরিষদ যাতে জাতীয় সংসদ পর্যন্ত সকল প্রতিনিধিত্বমূলক পদে মহিলাদের জন্য শতকরা অন্তত ৩০ ভাগ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা সংরক্ষিত রাখা একান্ত প্রয়োজন।

**বেইজিং সম্মেলন ঘোষণা নিয়ে আন্তঃ মন্ত্রণালয়ে বৈঠক ঃ নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিয়ে আলোচনাঃ**

চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনার ওপায়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারকদের এক আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা ও বেইজিং সম্মেলনের ডীব্রিফিং অধিবেশনে

Dhaka University Institutional Repository

২৬শে মে, ১৯৯৬ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত এর সভায় সভাপতিত্ব করনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ নাজমা চৌধুরী।

এই আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে গত সেপ্টেম্বর মাসে বেইজিং এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলন। এদেশের রাজনীতিতে সরকারী ও বিরোধী দলীয় উভয়ই নারী নেতৃত্ব। কিন্তু আপাতত ভাবে রাজনীতিতে সরকারী ও বিরোধী দলীয় উভয়ই নারী নেতৃত্ব। কিন্তু আপাততভাবে রাজনীতিতে মেয়েদের অংশগ্রহণের অবস্থায় কি খুব পরিবর্তন ঘটেছে ? দীর্ঘদিন ধরে বাম রাজনীতির সাথে যুক্ত একজন নেতৃস্থানীয় মহিলা বলেছেন। আমরা রাজনীতির করছি বহুদিন ধরে। মন প্রাণ ঢেলে দিয়েছি এই পাণে কিন্তু দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে আমরা বাদ পড়ে যাই অনায়াসে। বাদ পড়ে যাই নির্বাচনের সময় দলীয় মনোনয়নের তালিকা থেকে। রাজনীতিতে মেয়েদের অংশগ্রহণের জাতীয় রাজনৈতিক দলের উপর এক সেমিনারে গিয়ে অভিযোগ শুনলাম এদেশের রাজনৈতিক দলগুলো মহিলা কর্মীদের মনোনয়ন দিতে চায় না তার উপায় মেয়েদের এমন আসনে মনোনয়ন দেয় যেখানে সেই দলের পরাজয় নিশ্চিত। সরকারী দলের মন্ত্রীবর্গের তালিকায় মহিলা স্থান পায় কদাচিৎ।

Dhaka University Institutional Repository

# বিশ্ব চিত্র

Dhaka University Institutional Repository

# প্রথম মহিলা ॥ বিশ্বচিত্র

প্রথম নারী হিসেবে কৃতিত্বের খবরের পিছনে রয়েছে নারী সমাজের দীর্ঘ যুগের সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা। বিশ শতকের এরকম কৃতিত্ব অর্জনকারী-দের মধ্যে রয়েছেন ঃ

ঃ এলিজাবেথ গেরেট এন্ডারসন যুক্তরাজ্যের প্রথম নারী মেয়র।

গ্র্যাজুয়েট নারীদের ভোটাধিকারের দাবী জানিয়ে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে প্রথম নারী বক্তা ছিলেন ক্রিস্টাল ম্যাকমিলান।

জুলিয়া ওয়ার্ড হোয়ে আমেরিকার শিল্পকলা একাডেমীর প্রথম মহিলা সদস্য।

ঃ সেলমা লেগারলফ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন।

ঃ হ্যারিয়েট কুইম্বি প্রথম লাইসেন্সপ্রাপ্ত মহিলা পাইলট।

ঃ জেনেট র‍্যাঙ্কিন আমেরিকার কংগ্রেসের প্রথম মহিলা প্রতিনিধি।

ঃ মহিলা এমপি হিসেবে নির্বাচিত হবার আইন যুক্তরাজ্যে পাস হবার পর প্রথম নির্বাচিত মহিলা এমপি হলেন কনস্ট্যান্স মার্কিভিজ। কিন্তু তিনি সংসদে বসেননি।

ঃ ন্যান্সি এ্যাসটর হাউস অব কমনস-এ আসন গ্রহণকারী প্রথম মহিলা এমপি।

ঃ স্কটল্যান্ডের শান্তির জন্য ন্যায় বিচারক পদে প্রথমমনোনীত মহিলা এলিজাবেথ হলডেন।

ঃ কানাডার পার্লামেন্টে প্রথম নারী সদস্য ছিলেন এ্যাগনেস ম্যাকফেইল।

ঃ যুক্তরাজ্যের প্রথম মহিলা মন্ত্রী ক্যাথরিন এ্যাথল।

স্কটল্যান্ডের প্রথম নারী বার সদস্য ছিলেন মার্গারেট কিড।

১৯২৯ ঃ মার্গারেট বন্ডফিল্ড যুক্তরাজ্যের প্রথম মহিলা ক্যাবিনেট মিনিস্টার।

১৯৩২ ঃ আমেরিকার প্রথম মহিলা সিনেট সদস্য ছিলেন হ্যাটি ক্যারাওয়ে।

১৯৪৪ ঃ ফ্লোরেন্স টিম ওই লি হংকং এ্যাঙ্গলিকান চার্চের প্রথম মহিলা বিশপ।

১৯৫১ ঃ এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল আমেরিকার প্রথম মহিলা ডাক্তার হিসেবে পেশা শুরু করেন।

১৯৫৩ ঃ ভারতের বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত

*বৃটিশ শাসকদের কাছে মেয়েদের ভোটের অধিকারের দাবীতে মহিলা প্রতিনিধিদল*

১৯৩৩ ঃ আমেরিকার প্রথম মহিলা ডিপ্লোম্যাট রুথ রোড।

১৯৩৯ ঃ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা অধ্যাপক ডরোথী গ্যারোড।

১৯৪৩ ঃ সোভিয়েট রাজনীতিবিদ আলেক্সান্দ্রা কোলোনটাই বিশ্বের মধ্যে প্রথম মহিলা রাষ্ট্রদূত।

জাতিসংঘের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

১৯৫৭ ঃ ইয়েকাতেরিনা ফুরত্সেভা সোভিয়েট পলিটব্যুরোর প্রথম মহিলা সদস্য ছিলেন।

১৯৬০ ঃ শ্রীলংকার শ্রীমাভো বন্দরনায়েক ছিলেন পৃথিবীর প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী।

১৯৬৩ ঃ প্রথম মহিলা মহাশূন্য যাত্রী সোভিয়েট নারী ভেলেন্তিনা তেরেশকোভা।

১৯৬৫ ঃ এলিজাবেথ লেন যুক্তরাজ্যের প্রথম মহিলা বিচারক।

১৯৬৬ ঃ ডেন এনাবেলে র‍্যাঙ্কিন অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী।

১৯৭৫ ঃ যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক দলের প্রথম মহিলা প্রধান মার্গারেট থেচার।

১৯৭৮ ঃ হানা গ্রে আমেরিকার প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা প্রধান কর্মকর্তা।

১৯৭৯ ঃ মার্গারেট থেচার বৃটেনের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী।

১৯৮০ ঃ ডোমিনিকার ইউজিনিয়া চার্লস ক্যারিবিয়ান দেশগুলোর মধ্যে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী।

আইসল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট ভিগডিস ফিন বোগাডোটির বিশ্বের প্রথম নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান।

১৯৮১ ঃ নরওয়ের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী গ্রো হারলেম ব্রুন্ডটল্যান্ড।

ইটা বাটরোজ অস্ট্রেলিয়ার দৈনিক পত্রিকার প্রথম মহিলা সম্পাদক।

১৯৮৭ ঃ দিয়ানে এবট বৃটিশ সংসদের প্রথম কৃষ্ণ নারী সদস্য।

মেরী গডরন অস্ট্রেলিয়ার উচ্চ আদালতের প্রথম মহিলা বিচারক।

১৯৮৮ ঃ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো ।সমসাময়িক মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ছিলেন প্রথম মহিলা নেত্রী।

১৯৮৯ ঃ বারবারা হ্যারিস আমেরিকার এ্যাঙ্গলিকান চার্চের প্রথম মহিলা বিশপ।

১৯৯১ ঃ এডিথ ক্রেসন ফ্রান্সের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী।

খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী।

১৯৯৩ ঃ তুরস্কের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী তানসু সিলার।

ইংল্যান্ডের ব্যাংকের প্রথম মহিলা পরিচালক ফ্রান্সেস হিটন।

Dhaka University Institutional Repository

# বিশ শতক বিশ্ব নারী চিত্র

রাষ্ট্রক্ষমতায় নারীর অংশগ্রহণের বিশ্বচিত্র ঃ রাষ্ট্রক্ষমতায় নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান সবার ওপরে। বিভিন্ন দেশের জাতীয় আইণসভার প্রতিনিধিত্বমূলক বৈশ্বিক সংস্থা ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন প্রকাশিত বাম্পতিক এক জরিপে এ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। বার্তা সংস্থা এপি প্রকাশিত এ জরিপ বিশ্বের দেশসমূহের আইন সভায় নারীদের প্রতিনিধিত্বের শতকরা হার দেখানো হয়েছে। মোট ১৪৭টি দেশের এই জরিপের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৭৯ নম্বরে। দক্ষিণ এশিয়ার আর কোনো দেশ তালিকায় বাংলাদেশের ওপরে নেই। তালিকায় বাংলাদেশের পার্লামেন্টে নারীর অংশগ্রহণের হার দেখানো হয়েছে ৯ দশমিক ১ শতাংশ। তালিকায় শীর্ষ ৫টি স্থানই দখল করে নিয়েছে স্ক্যান্ডিনোভিয়ার দেশগুলো। পার্লামেন্টে ৪২ দশমিক ৭ শতাংশ নারীর অশগ্রহণ নিয়ে প্রথম স্থানটি অধিকার করেছে সুইডেন। ৩৭ দশমিক ৪ শতাংশ হার নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে ডেনমার্ক। ৩৭ শতাংশ নিয়ে তৃতীয় হয়েছে ফিনল্যান্ড। পরের দুটি দেশ যথাক্রমে নরওয়ে এবং নেদারল্যান্ড।

আফ্রিকান দেশগুলোর মধ্যো তালিকায় সর্বশীর্ষে ৮ নম্বর আছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এখানকার ক্ষমতাকাঠামোর নারীর অংশগ্রহণ ৩০ শতাংশ। মূল তালিকায় ১০ম স্থান নিয়ে এশীয় দেশগুলোর মধ্যে প্রথম হয়েছে ভিয়েতনাম। দেশটির পার্লামেন্ট নারীর অংশগ্রহণের হার ২৬ শতাংশ। ফিদেল ক্যাস্ট্রোর কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র কিউবাবাতে ক্ষমতায় নারীর অংশগ্রহণ হয়েছে ২৭ দশমিক ৬ শতাংশ হারে। তালিকায় কিউবার অবস্থান নবম। তালিকায় ২৬তম স্থান নিয়ে মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর মধ্যে আছে মধ্য এশিয়ার দেশ তুর্কমেনিস্তান।

প্রতিবেশী দেশ ভারতের স্থান ৮৫ নম্বরে। সেখানে নারীর অংশগ্রহণের হার ৮ দশমিক। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ নেপাল, শ্রীলংকা ও ভূটানের অবস্থান যথাক্রমে ১০৯, ১১৮ এবং ১৩৮।

বিশ্বের সবচেয়ে প্রতাপশালী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান তালিকার ৪৩ নম্বরে। অন্যতম ধনী দেশ জাপানোর অবস্থান একেবারে শেষের দিকে ১২২ নম্বরে।

নারীর সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগ ঃ নারীর আইনগত সমতা নিশ্চিত করার লক্ষে ১৯৪৫-১৯৬২ পর্যন্ত জাতিসংঘের প্রথম পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য কাজ মানবাধিকার কমিশন ও নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশন প্রতিষ্ঠা। ১৯৬৩-১৯৭৫ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য কাজ নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সনদ (সিডও সনদ) প্রণয়ন ও সদস্য রাষ্ট্রসমূহের স্বীকৃতি অর্জন, ১৯৭৫ সালকে বিশ্ব নারী বর্ষ ঘোষণা, প্রথম বিশ্ব নারী সম্মলন করা।

১৯৭৬-১৯৮৫ পর্যন্ত তৃতীয় পর্যায়ে বিশ্ব নারী দশকের দুটি সম্মলন কোপেন হেগেনে ও নাইরোবীতে উদযাপিত হয। ১৯৭৯ সালে সিডও সনদটি নারীর মানবাধিকারের বিল হিসেবে আন্তর্জতিক দলিল রুপে গৃহীত হয়।

১৯৮৬-২০০০ সালের চতুর্থ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য কাজ সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, ১৯৯৫ সালে বেইজিং-এ সকল রাষ্ট্র কর্তৃক বিনা আপত্তিতে বেইজিং কর্মপরিকল্পনা অনুমোদিত হওয়া এবং দেশে দেশে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া। বেইজিং পরবর্তী ৫ বছরের কাজের পর্যালোচনা।

নারীর ভোটাধিকার ঃ নারীর ভোটাধিকারের আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৮ শতকে। ১৯ শতকে এই আন্দোলন তীব্র রুপ পায়। বিশ্বশতকে ভোটাধিকার কার্যকরী হয়। ১৮৯৩ সালে আগে বাস্তবে তা কার্যকরী হয়নি। তার আগেই ১৯১৭ সালে সোভিয়েট দেশের নারীর সার্বজনীন ভোটাধকার পেয়েছেন। আমেরিকার নারী সমাজ ভোটাধিকার পেয়েছেন ১৯২০ সালে। ১৯১৪ সালে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের আন্তর্জাতিক সংগঠনের সভানেত্রী চ্যাপম্যান ক্যাট রির্পোটি উল্লেখ্য করেনঃ ৫২ বছর ধরে ভোটাধিকারের আন্দোলনে ৫৬ বার প্রচার চালাতে হয়েছে পুরুষ ভোটারদের সমথন চেয়ে,৪৮০ বার প্রচার চলছে সংশোধনীর দাবীতে, ৩০ বার দাবী উঠেছে। আর্ন্তজাতিক সংগঠনে এই দাবী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ১৯৫২ সালে জাতিসংঘে নারীর রাজনৈতিক অধিকারের সনদ গৃহীত সর্বশের তথ্যে জানা গেছে ১১৫ টি দেশের নারী ভোটের ও নির্বাচিত হবার অধিকার পেয়েছে। ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে নারী সমাজ ঃ ১৯৩০ সালে ইউরোপের কয়েকটি দেশে ফ্যাসিবাদ বিষাক্ত ফনা তুলেছিল। এর বিরুদ্ধে সেসব দেশের প্রগতিশীল নারীরা ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন যোগ দিয়ে ১৯৩৪ সালের আগষ্ট মাসে প্রতিষ্ঠা করেন আন্তর্জাতিক নারী কমিটি

Dhaka University Institutional Repository

। মাক্সিম গোর্কি, রোমা রোলা এবং পল লজভ্যার মত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই ঐকাবদ্ধ নারী কমিটির প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। ১৯৩৬-১৯৩৯ পর্যন্ত এই কমিটির উদ্যোগে স্পেনের বীর নারী লা প্যাসিওনারিয়া ডলারেস ইবারুবির নেতত্বে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত যোদ্ধাদের প্রথম সারিতে ছিলেন। আর্ন্তজাতিক নারী সংগঠন ঃ বিশ শতকের শুরুতে আর্ন্তজাতিক কয়েকটি নারী সংগঠন গড়ে উঠেছে। সেগুলো হচ্ছে ক্যাথলিক মহিলাদের সংস্থাসমূহের বিশ্ব ইউনিয়ন (১৯০১) শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য আর্ন্তজাতিক নারী লীগ (১৯১৫), ফেডারেশন অব ইউনির্ভাসিটি উইমেন (১৯১৯), ফেডারেশন অব বিজনেস এন্ড প্রফেশনাল উইমেন (১৯৩০), ইন্টারন্যাশনাল উইমেন কাউন্সিল (১৯৪০), ডব্লুআইডিএফ (১৯৯৫)। নারীদের সমঅধিকার, সমমজুরি, মা ও সন্তানের স্বাস্থ্য, কর্মজীবী নারীদের প্রসূতিকালীন ছুটি নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূর করার আন্দোলনে সারা পৃথিবী জুড়ে এইসব সংগঠন এখনও কাজ করছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হাজার হাজার নারী ইউরোপের দেশগুলিতে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন বন্দী শিবিরে ও জেলাখানায়। সে সময় দেশে দেশে নারীদের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর ঐক্য হয়েছিল। ১৯৪৫ সালের ২৬ নভেম্বর প্যারিস শহরের মিচ্যুয়ালি হলে সভানেত্রী ইউজিন কটোন এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক নারী ফেডারেশন (WIDF)।

জাতিসংঘে প্রতিনিধিত্বকারীদের মধ্যে পুরুষের একাধিপত্য ঃ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের একটি ব্যারোমিটার হচ্ছে উচু পদে নারীর অবস্থান। ১৯৯০ সালের তথ্যে জানা যায়, জাতিসংঘের ১৫৯ সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বকারী প্রধানদের মধ্যে মাত্র ৬ জন নারী এবং ১০০টি দেশের সকল উচুঁ পদ মন্ত্রী, ডেপুটি মন্ত্রীপদে পুরুষের একাধিপত্য রয়েছে।

নারী বৈষম্যের প্রতিকারে প্রটাকল ঃ বৈষম্য বিরোধী লড়াইয়ে নারীদের সহায়তার লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালের ১০ ডিসেম্বর বিশ্বের ২৩টি দেশ একটি আইনগত প্রটোকলে সই করেছে। এই প্রটোকলের আওতায় নারীরা বৈষম্য, যৌন হয়রানি এবং অন্যান্য নিপীড়নের বিষয়ে নিজ দেশে প্রতিকার না

Dhaka University Institutional Repository

পেলে সরাসরি জাতিসংঘে অভিযোগ জানাতে পারবে। এই প্রথম বিশ্বের নির্যাতিত নারীরা এই সুযোগ অর্জন করলেন।

Dhaka University Institutional Repository

# বৃটিশ আমলে নারীর অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

# নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন

উৎস: ১৮/৯/২০০১, ইত্তেফাক

নিজেকে বাকিংহাম প্রাসাদের বাইরে বেঁধে রাখতে রাজি আছো? আমি বললাম, অবশ্যই। নারী জাতির অধিকার আদায়ে যে কোন পন্থা গ্রহণ করতে আমি রাজি। কারখানা শ্রমিক জারেট এই কথাগুলো বলেন। নারীদের ভোটের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলনকে বেগবান করতে তিনি সহিংস মিছিলে অংশগ্রহণ করতেও রাজি ছিলেন। কারখানার বাইরে বিভিন্ন পেশার নারীদের অংশগ্রহণের সংখ্যাও বাড়তে লাগলো। বিশ শতকের প্রথমদিকে নারীদের জীবনের পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মর্যাদাও বেড়ে যেতে থাকে। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা সেই ভাবে বাড়েনি। ১৯০০ সালে শুধু নিউজিল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার কিছু কিছু স্থানে এবং আমেরিকার ওহিও অঙ্গরাজ্যে নারীদের ভোটের অধিকার রক্ষিত ছিল।

আমেরিকা এবং ইউরোপে নারীদের ভোটের অধিকারের জন্য চাপ বাড়তে থাকে। আমেরিকার নারীদের ভোটের অধিকার আন্দোলন, দাস প্রথা

বাতিলের আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িত ছিল। কিন্তু নিগ্রোরা আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পর ভোটের অধিকার পেলেও নারীরা ভোটের অধিকার তখনও পায়নি। পরে ১৯১৫ সালে ওহিও-এর মতো ১৫টি অঙ্গরাজ্য নারীদের ভোটের অধিকার প্রদান করে।

বৃটেনে প্রথম নারী আন্দোলন শুরু হয় ১৯০৩ সালে। এর নেতৃত্ব দিয়েছিল ওমেনস্ স্যোশাল এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল ইউনিয়ন। নারীর অধিকার নিয়ে আন্দোলনকারীদের সেই সময় সফ্রাজেট নামে অভিহিত করা হয়। তাদের আনোদলনের কৌশলের মধ্যে ছিল সভা, প্রতিবাদ মিছিল, আইন অমান্য করা, রাজনীতিবিদদের উত্যাক্ত করা এবং সর্বশেষ গ্রেফতার করা হলে অনশন করা। এর পর ধীরে ধীর সারা-বিশ্ব জুড়ে নারীদের সংগঠন গড়ে উঠতে থাকলে সফ্রাজেট আন্দলন আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি লাভ করে।

১৯০৭ সালে জার্মানির মহিলারা রাজনৈতিক পার্টি করার অধিকার পায়। ঐ বছরেই ইউরোপের প্রথম দেশ হিসেবে ফিনল্যাণ্ডে নারীদের প্রথম ভোটের অধিকার প্রদান করে। ১৯১৩ সালে নরওয়েতে মেয়েদের ভোটের অধিকার দেওয়া হয়। ডেনমার্কে নারীদের ভোটের অধিকার দেওয়া হয় ১৯১৫ সালে, রাশিয়ায় ভোটের অধিকার দেওয়া হয় ১৯১৭ সালে এবং কানাডায় ১৯১৮ সালে নারীর ভোটের অধিকার মেনে নেওয়া হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অনেক দেশের সরকার পরিবর্তন ঘটায় তাদের নেতৃত্ব যুদ্ধের সময় বিভিন্ন কাজে নারীদের অংশগ্রহণ- এর স্বীকৃতিস্বরূপ বৃটেন ১৯১৮ সালে নারীদের ভোটের অধিকার প্রদান করে। এ ছাড়া অষ্ট্রিয়া, চেকোস্লাভাকিয়া, জার্মানী ও পোল্যাণ্ডে নারীদের ভোটের অধিকার প্রদান করা হয়। ১৯২০ সালে গোটা আমেরিকায় নারীদের ভোটের অধিকার সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

❑ রাবেয়া সুলতানা ডেইজি

মহিলা অঙ্গন মহিলা অঙ্গন মহিলা অঙ্গন মহিলা অঙ্গন মহিলা অঙ্গন মহিলা অঙ্গন মহিলা অঙ্গন মহিলা অঙ্গন মহিলা অঙ্গন মহিলা

Dhaka University Institutional Repository



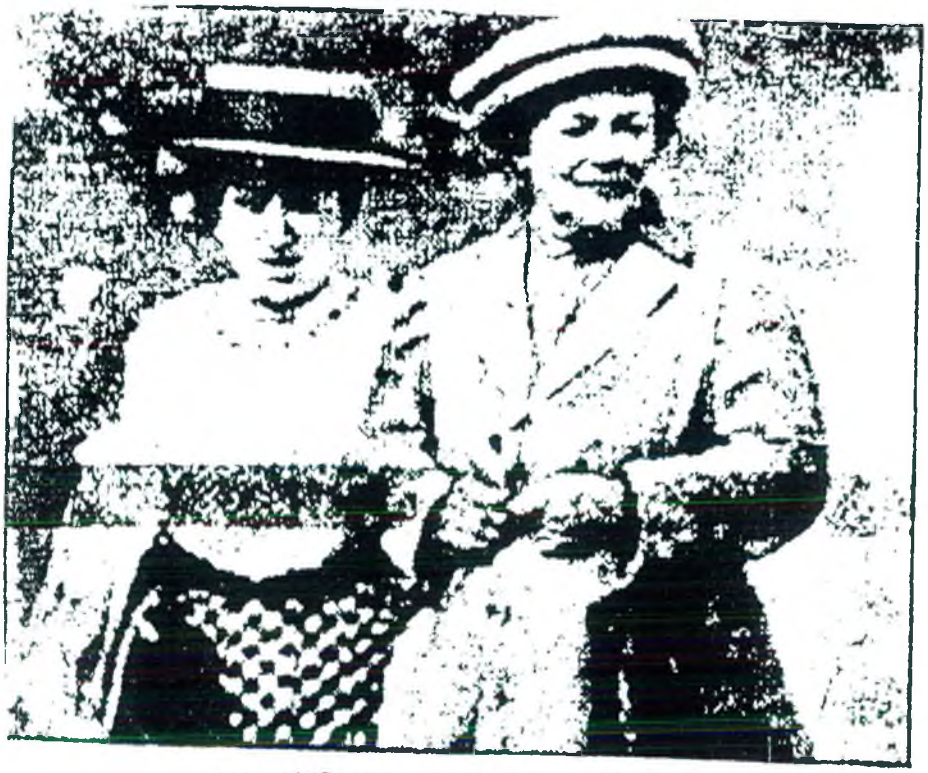

ক্লারা জেটকিনের সংগে রোজা লুক্সেমবার্গ

Dhaka University Institutional Repository

# বাঙালী নারীর অর্জন

Dhaka University Institutional Repository

# বাঙালি নারীর অর্জন

**১। ভোটাধিকার অর্জন ঃ** নারী সমাজের ভোটাধিকার আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ সরকার নারীর ভোটাধিকার দেয়ার বিষয়টি ভারতের প্রাদেশিক সরকারের বিবেচনায় অর্পণ করে। ১৯২১ সালে মাদ্রাজের আইনসভায় প্রথম মেয়েদের ভোটাধিকার অর্জিত হয়। উড়িষ্যা ও বিহার বাদে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের আইনসভায় নারীর ভোটাধিকার অর্জিত হয়ে থাকে।

১৯২৯ সালে বাংলার নারীরা ভোটাধিকার অর্জন করে। ১৯৩৫ সালে ইংরেজ সরকার ভারতে ৬০ লক্ষ নারী সমাজের ভোটাধিকারের আইন পাস করে।

**২। নারী শিক্ষার প্রসার ও উচ্চ শিক্ষার অধিকার অর্জন ঃ** ১৮১১ সালে ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার যাত্রা শুরু হয় মিশনারীদের উদ্যোগে। ১৯০০ সাল পর্যন্ত ৩৭ জন নারী বি. এ. ডিগ্রী অর্জন করেন। অবরোধ মুক্তি ঘটিয়ে নারী শিক্ষার বিকাশ ঘটাবার সামাজিক ও সরকারি প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মুসলিম নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকা হাতে এদেশের জনগণের কাছে অগ্রদূত হিসেবে স্মরণীয়।

১৯০১ সালে ৪০০ মুসলিম মহিলা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। ১৯২২ সালে সুলতানা বেগম কলকাতা থেকে আইন বিষয়ে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী লীলা নাগ ১৯২১ -২৩ সেশনে ভর্তি হয়ে সহ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করেন। পরবর্তীদের জন্য লীলা নাগ উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করেন। ১৯২৩ সালে তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাস করেন। ১৯২৭ সালে ম বাঙালি মুসলমান নারী ফজিলাতুন্নেসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে এম. এস-সি. পাস করেন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার কৃতিত্বসহ।

এরপর বহু কৃতী নারী উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বাংলাদেশের নারী শিক্ষার প্রসারে অবদান রেখেছেন। বর্তমান সময়ের বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হয়েছে। পৌর এলাকার বাইরের অসহায় নারীদের জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে।

**৩। সংস্কৃতি চর্চা ঃ** ১৯২৫ ...ল প্রকাশিত হয় স্ত্রী ধর্ম পত্রিকা। ১৯৩০ সালে সওগাত মহিলা সংখ্যা বের হয়। ১৯৪৭ সালে বেগম প্রকাশিত হয়। ১৯৮৫ সাল থেকে প্রকাশিত হচ্ছে অনন্যা পাক্ষিক। সম্পাদক তাসমিমা হোসেন 'মহিলা লেখিকা সংঘ' গড়ে তুলেছেন।

**৪। পারিবারিক, বিয়ে ও অন্যান্য আইনী অর্জন ঃ** ১৯২৯ সালে সারদা এ্যাক্ট পাস করা হয় বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য। ছেলের বিয়ের বয়স ১৮ ও মেয়ের ১৪ বছর নির্ধারণ করা হয়।

১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন বিবাহিতা মহিলাকে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দিয়েছে।

১৯৪৪ সাল রাও বিল উত্থাপিত হলে হিন্দু ও মুসলিম নারীর ধর্ম ভিত্তিক অধিকার দেয়ার দাবি তোলা হয় রাজনৈতিক কারণে। তবে নারী সমাজ এই আইনের সুফল পাবার জন্য কিছু কিছু সংস্কারের সুপারিশ দেয়। শেষ পর্যন্ত হিন্দু নারী সমাজের পারিবারিক আইনী অধিকার অর্জিত হয়। যার ভিত্তিতে দেশ বিভাগের পর শুধু ভারতের নারীরা অধিকার করলেও পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশের হিন্দু নারী সমাজ পারিবারিক আইনী অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। এক্ষেত্রে এদেশের আইন প্রণয়নের জন্য আন্দোলন হচ্ছে।

১৯৪৪ সালে Immoral Traffic Bill সংশোধিত হয়েছে।
১৯৫৬ সালের হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন পাস হয়।
১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ জারির ওপরে সংশোধিত আইন হয়।
১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানের নারীর সমান অধিকার দ্বারা মৌলিক অধিকার অর্জিত হয়।
১৯৭৪ সালে মুসলিম বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ রেজিস্ট্রীকরণ আইন প্রণীত হয়।
১৯৭৬ সালে পুলিশ ও আনসার বাহিনীতে নারীদের নিয়োগ করার অধ্যাদেশ জারি হয়।
১৯৮০ সালে যৌতুক নিরোধ আইন পাস হয়।
মহিলা মন্ত্রণালয় ও মহিলামন্ত্রী নিয়োগ হয় ১৯৭৮ সালে।
নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধের আইন হয় ১৯৮৩ ও ১৯৯৫ সালে।
১৯৮৪ সালে আন্তর্জাতিক নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সনদে 'সিডও) সংরক্ষিত ধারাসহ সরকারের স্বীকৃতি দান।
১৯৮৫ সালে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ হয়।
১৯৯৫ সালে এসিড নিক্ষেপ বিরোধী অধ্যাদেশ জারি হয়। নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষিত হয়েছে মার্চ ১৯৯৭।
সিডও সনদের ১৩-এ এবং ১৬.১ এফ ধারা প্রত্যাহার করা হয় ১৯৯৭ সালে।
বেইজিং নারী উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন (১৯৯৫) ও বাংলাদেশে তা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। নারী উন্নয়ন পরিষদ দেশের সর্বোচ্চ নারী উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষিত হয়েছে ১৯৯৬ সালে। নারী উন্নয়নে সরকারকে সহযোগিতার জন্য মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি ইউনিট 'PLAGE' নামে গঠিত হয়েছে।
শিশু অধিকার ও নারী অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক প্রায় সব সনদে সরকার স্বীকৃতি দিয়েছেন।
নারী অধিকার আন্দোলনের প্রতি সম্মান জানিয়ে দেশের নারী সমাজের অগ্রগতিতে যে নারী নেত্রীবৃন্দ অবদান রেখেছেন তাদেরকে "রোকেয়া পদক" দেয়ার আইন প্রবর্তিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository



# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ইচ্ছা ছিল প্রবল। কিন্তু বাধ সাধালো প্রশাসন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন জানাল মেয়েদের পড়াশুনার ব্যবস্থা এখানে নেই। এই ব্যবস্থা নারীকে লেখাপড়ার উচ্চ ডিগ্রী নেয়ার পথকে বন্ধ করে রেখেছে। চটে উঠলেন লীলা নাগ। সমগ্র নারী সমাজের হয়ে তিনি এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানালেন। তিনি চেয়েছিলেন ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ পড়তে। ঐতিহ্যমন্ডিত কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে না পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়তে এলে অনেকেই অবাক হন। তখন অবাক হলেও সুহৃদরা অচিরেই বুঝতে পারলেন। ঢাকাকেই তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের আদর্শ স্থান হিসেবে বেছে নেয়ার জন্যই লীলা নাগ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। লীলা নাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাদানুবাদ করেন। তার তীব্র প্রতিবাদের ফলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর পি, জে হাটগ্র ছাত্রীদের এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার অনুমতি দেন। সেই থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ও একমাত্র ছাত্রী হিসেবে তিনি ১৯২১ সালের শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হন। ১৯২৩ সালে ইংরেজি সাহিত্যে দ্বিতীয় বিভাগে এম. এ পাস করেন তিনি। বিপ্লবী লীলা নাগই হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী। তিনি মৌলভী বাজার জেলার রাজনগর থানার পাঁচগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০০ সাল তার জন্ম বছর। অর্থাৎ ১০০ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। বাবা গিরিশ চন্দ্র নাগ ও কুঞ্জলতা নাগের আদর্শে প্রতিপালিত লীলা নাগ শৈশবেই তেজস্বী, নির্ভিক আর আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠেছিলেন। দেওঘরের একটি স্কুলে তার হাতে খড়ি হয়। ১৯০৭ সালে তিনি ভর্তি হন কোলকাতার ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে। ৪ বছর পর ঢাকার ইডেন হাই স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৭১ সালে ১৫ টাকা বৃত্তিসহ কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেটাই ছিল রুশ বিপ্লবের বছর। প্রবেশিকা পাস করার পর বেথুন কলেজে পড়ার জন্য আবার কোলকাতা যান। ১৯২১ সালে এম. এ পড়ার জন্য ঢাকায় আসেন। তখন সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গুটি কয়েক বিষয় অনার্স এবং এম. এ ক্লাস শুরু হয়েছিল। বিপ্লবী লীলা নাগ এরপর প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। বারোজন বন্ধু সহযোগী নিয়ে বাংলার নারী সমাজের অন্ধকার অভিশপ্ত জীবনে শিক্ষার আলো পৌছে দেয়ার চেষ্টা করেন। তারা প্রতিষ্ঠা করেন দীপালী সংঘ। এই পাঠ চক্রে জ্যান্ডার ল্যান্ডের, ইন্ডিয়ান বন্ডেজে'র মত বই পড়ানো হত, লাবন্য দাশগুপ্তা, প্রমীলাগুপ্তা, ঘুযমা দাশ, অশ্রু কান সেন এরা নীলা নাগের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগদেন। বিপ্লবী কন্যা প্রতি লতা ওয়াদ্দারও ইডেন কলেজে পড়ার সময় দিপালী সংঘের সদস্য ছিলেন। লীলা নাগ ১৯৩১ সালের ঢাকার বাংলা বাজার ডাকঘরের অর্থ লুটের মূল পরিকল্পক ছিলেন। বিনা বিচারে আটক প্রথম মহিলা রাজবন্দী হিসেবে জেলও খেটেছেন। এমনি সংগ্রাম মুখর জীবনের অবসান হয় ১৯৭০ সালে।

Dhaka University Institutional Repository

# পাকিস্তান আমলে নারীর অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

# ভাষা আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহন

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা ঃ সোমবার, ২রা ফাল্গুন, ১৪০৬

মহিলা অঙ্গন মহিলা অঙ্গন মহিলা অঙ্গন মহিলা অঙ্গন মহিলা অঙ্গন

# ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে নারীর অবদানের কথা উপেক্ষিত

'ফেব্রুয়ারী' মহান ভাষা আন্দোলনের মাস। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন জাতীয় আন্দোলন। আর এ আন্দোলন হঠাৎ করে শুরু হয়নি। এই আন্দোলনের শুরু হয়েছিল পঞ্চাশ দশকের প্রথমে, তবে এর শেকড় ছিল চল্লিশ দশকের শেষেই। বাংলা ভাষা দাবীর প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৪৮ সালে। সেই সময় পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে ঢাকার এক বিশাল জনসভায় ঘোষণা করেন-"উর্দু, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা"। সেই কঠিন কয়েকটি শব্দ মন্দ্রিত হয়ে আকাশ, বাতাস, দেশকাল ছাড়িয়ে আগুন জ্বেলেছিল এ দেশের তরুণদের বুকে। আর স্বাধীন হয়েও পরাধীনতার গ্লানি দগ্ধ করেছিল সেইসব তরুণ প্রাণকে ঝলকে ঝলকে। সেই দহন জ্বালা উৎসারিত হয়েছিল আগ্নেয় প্রবাহে। তার রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের পথে-প্রান্তরে। উজ্জীবিত করেছিল সহস্র প্রাণকে, অনুপ্রাণিত করেছিল মহাবিদ্রোহের প্রবল প্রবাহকে। সেই বিদ্রোহ কাল থেকে মহাকালের সময়সীমাকে অতিক্রম করে, সার্বজনীন ক্ষেত্রে, বহু প্রাণের, বহু সাধনা, ত্যাগ এবং কালজয়ী মৃত্যু এনে দিয়েছিল একটি 'শহীদ মিনার'। আর একটি 'শহীদ মিনার' থেকে সৃষ্টি হয়েছে এ দেশের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে সংখ্যাতীত শহীদ মিনার। এর মধ্য দিয়েই ঘটেছিল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ।

পাকিস্তানী দুঃশাসনের, দুঃস্বপ্নের তিমির রাত্রি শেষে পূর্ব দিগন্তে উদিত হয়েছিল নতুন সূর্য। ঐক্য, সংহতি ও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বাঙালী জাতি এক দেহ, এক প্রাণ হয়ে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার রক্ত গোলাপ।

একটি জাতি কতভাবে বিকশিত হতে পারে, ত্যাগে, মহত্বে, মানবিকতায়, সাহসে, শৌর্যে, আত্মমর্যাদায়, তার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল বাঙালী জাতি।

একুশে পালন করতে গিয়ে আমাদের আরো একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, আমাদের সুদীর্ঘ সংগ্রামী ইতিহাসের উত্থান-পতন, গৌরবমণ্ডিত ঘটনাবলীর বহুবিধ বিষয়ের সঙ্গে নারীর অংশগ্রহণ ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনও ছিল নারী-পুরুষের মিলিত সংগ্রাম। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের সেই গৌরবগাথার ইতিহাসে নারীর অবদান উপেক্ষিত। অথচ পঞ্চাশ দশকের রক্ষণশীল সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীরাও একুশের ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামে গভীরভাবে জড়িত ছিল। সেই সময়ের রাজনীতির ঢেউ মেয়েদের সচেতন করে তোলে। তাঁরা বিক্ষোভ, মিছিলে এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সমাবেশে যোগ দেয়। আহত ছাত্রদের চিকিৎসার সাহায্যার্থে প্রতিকূল পরিবেশেও বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলে আনে। ছাত্রদের পুলিশী নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের হল থেকে মাইক এনে নিজেদের কাছে লুকিয়ে রাখে। আবার বন্দী ছাত্রদের জন্য খাবার সরবরাহ করে, পোষ্টার লেখে। শুধু ছাত্রীরাই নয়, গৃহিণীরাও গায়ের অলংকার খুলে দিয়ে সাহায্য করে। ভাষা আন্দোলনে নারীর এহেন অবদান থাকা সত্ত্বেও তাদের অংশগ্রহণের সঠিক তথ্য নেই, শুধু বিক্ষিপ্তভাবে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। যেমন : ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তদানীন্তন পাকিস্তান গণপরিষদের বৈঠকে উর্দু ও ইংরেজী ভাষার পাশাপাশি বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দাবী জানান হয়। সেই মুহূর্তে পাকিস্তান গণপরিষদে এ দাবীর বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করা হয়। ফলে ঢাকায় জনমনে বিশেষ করে ছাত্র সমাজে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এর প্রেক্ষাপটে ১৯৪৮ সালের ২রা মার্চ ঢাকায় ফজলুল হক হলের মিলনায়তনে এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এই বৈঠকে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লিলি খান এবং আনোয়ারা খাতুন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী ছিলেন [illegible] বেগম। ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে অলি আহাদ একটি দৈনিক পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে লেখেন 'মর্গান হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মমতাজ বেগম ছিলেন ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী। সরকার ও সমাজের সর্বপ্রকার রক্তচক্ষুকে অবজ্ঞার সাথে উপেক্ষা করে এই অপ্রতিরোধ্য তেজস্বিনী নেত্রী যুবলীগ নেতা সামসুজ্জোহা, সফি হোসেন খান এবং ডাঃ মুজিবর রহমানের সাথে হাত মিলিয়ে শহীদদের রক্ত শপথে নারায়ণগঞ্জবাসীদের একান্ত আন্দোলনে উজ্জীবিত করেন।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে মেয়েদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে আহমদ রফিক তাঁর "একুশের ইতিহাস আমাদের ইতিহাস" গ্রন্থটিতে উল্লেখ করেন-"মেয়েরাও যে পিছিয়ে নেই, আন্দোলনের এই দুর্বল সময়ও তা দেখা গেল। ১২ নং অভয় দাস লেনে ২৬শে ফেব্রুয়ারী মহিলাদের এক বিপুল সমাবেশের ব্যবস্থা হল। রিকশা, ঘোড়ার গাড়ী ইত্যাদি বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বহুদূর থেকে পায়ে হেঁটে বৃদ্ধা ও প্রবীণ মহিলারা পর্যন্ত এ সভায় যোগদান করেন। সভায় সরকারের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে রাষ্ট্রভাষা বাংলার সংরক্ষণ ও সরকারের পদত্যাগ দাবী করা হয়।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বিষয়টি সে সময় লেখক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক মহলেও দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার একক যোগ্যতা জোরালোভাবে তাঁরা তুলে ধরেন। সাপ্তাহিক 'বেগম' পত্রিকা বয়সে নবীন ও মেয়েদের একমাত্র পত্রিকা হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। ভাষা আন্দোলনে মেয়েদের সম্পৃক্ততা, তুষার আব্দুল্লাহ্ সম্পাদিত 'ভাষাকন্যা' বইটি পড়লে বোঝা যায়। তবে একথা সত্য যে, পঞ্চাশ দশকের পটভূমিকায় ভাষা আন্দোলনে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ আনুপাতিক হারে কম ছিল, কিন্তু সেই অংশগ্রহণ স্বীকৃতির দাবীদার।

আজ থেকে আটচল্লিশ বছর আগে আমরা যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি সেই ঘটনার ইতিহাসে বিস্মৃতির বালিচাপা পড়ে আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। অথচ একটি জাতির শেকড়ের সাথে তার ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রেরণার বন্ধনে আবদ্ধ। জাতি কোনদিনই তার অতীত সংগ্রামী জীবনকে উপেক্ষা করতে পারে না। আজকের বর্তমান অতীতের সাক্ষী এবং আগামীকালের চালিকাশক্তি। এই শক্তির প্রকৃত ঘটনা ইতিহাসের উপাদান। ইতিহাসের এই প্রেক্ষিত যুগে যুগে প্রজন্মকে প্রেরণা যোগায়। কিন্তু ২১শে ফেব্রুয়ারীর প্রকৃত ঘটনা ইতিহাসে অনুপস্থিত। তাই শহীদ দিবসের উপলক্ষটি নতুন প্রজন্মের অজানা। এই প্রেরণাদায়ী দিনটি অজানা থাকার কারণে এই দিনটির আবেগ তাদের মনে দাগ কাটে না। এই দিনটির স্পর্শে তাদের রক্তস্রোত তীব্র হয় না, হৃদস্পন্দন দ্রুততর হয় না। তাই আমরা আশা করব, ভাষা আন্দোলনের ইতিকথা সবিস্তারে তুলে ধরা হোক। যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কিছু রূপরেখা চিহ্নিত করে রাখবে। এই রূপরেখাই জাতির জীবনে অফুরন্ত সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়ে উন্মোচিত করবে বহু পথ, সাফল্য, অগ্রগতি, আত্মবিশ্বাস ও মনুষ্যত্ব। এই অর্জনের মধ্য দিয়ে নতুন প্রজন্ম আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

# অন্যপক্ষ

সূত্র: ভোরের কাগজ, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯

# ভাষাকন্যাদের কথা বলছি

ভাষা আন্দোলনের পর কয়েক যুগ পার হয়ে গেছে। ভাষাসৈনিক হিসেবে আমরা সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারের নাম খুঁজে পেয়েছি। তারা শহীদ হয়েছেন। এ ছাড়াও ভাষাসৈনিক হিসেবে অনেকের নাম উঠে এসেছে। কিন্তু ভাষাকন্যারা চিরকাল অবহেলিত উপেক্ষিত রয়ে গেছেন। তাদের অনেকের নাম আমরা জানি না, শুনিনি কখনো। তাদের নাম লেখা হয়নি ইতিহাসে। এদের অনেকে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছেন ভাষা আন্দোলন, অনেকে যুগিয়েছেন সাহস, অনুপ্রেরণা, সংগঠিত করার দায়িত্ব ছিল কারো কাঁধে। আমরা চাই ভাষাকন্যাদের কথা উঠে আসুক আমাদের ইতিহাসে।

মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য, মায়ের ভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করবে সন্তান। মা আশীর্বাদ দিয়ে সন্তানকে ঠেলে দিলেন রাজপথে, যুদ্ধক্ষেত্রে। বীর সন্তান দেশের স্বাধীনতার জন্য যদি শহীদ হয়, মা কষ্ট পান, তার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয় কিন্তু তবুও তিনি হন গর্বিত। ভাষাসৈনিক বরকতের মা সন্তানের কবরের পাশে।

# ভাষা সৈনিক সোফিয়া খান

বাংলা ভাষার স্কুলগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে না। বাংলাভাষার জন্য যে এত ত্যাগ-তিতিক্ষা সেই ভাষার মর্যাদা দেয়া হচ্ছে না। অবহেলার বস্তু হয়ে গেছে। সবাই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের দিকে ছুটছেন। যাদের একটু সামর্থ্য আছে তারাই সন্তানদের পাঠাচ্ছেন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে।"

Dhaka University Institutional Repository

# ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নারীর অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository



নির্বাচন

৭ ডিসেম্বর ,১৯৭০ জাতীয় পরিষদ এবং ১৭ জানুয়ারি ,'৭১ প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়। জাতীয় পরিষদে মোট আসন ৩১৩ টি। এর মধ্যে ৩০০ টি নির্বাচিত এবং ১৩টি সংরক্ষিত মহিলা আসন। আসন বন্টিত হয়েছিল জনসংখ্যার ভিত্তিতে।

পূর্ব পাকিস্তান

| | |
|---|---|
| নির্বাচিত আসন | ১৬২টি |
| মহিলা আসন | ৭টি |
| মোট | ১৬৯টি |

পশ্চিম পাকিস্তান ঃ

| | |
|---|---|
| নির্বাচিত আসন | ১৩৮ টি |
| মহিলা আসন | ৬টি |
| মোট | ১৪৪ টি |

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নির্বাচিত ১৬০টি এবং মহিলা ৭টি সহ মোট ১৬৭টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি নির্বাচিত ৮৪টি এবং মহিলা ৪টি সহ মোট ৮৮টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ৩০০ টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮ টি আসন পেয়ে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে।

Dhaka University Institutional Repository

# মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহন

Dhaka University Institutional Repository

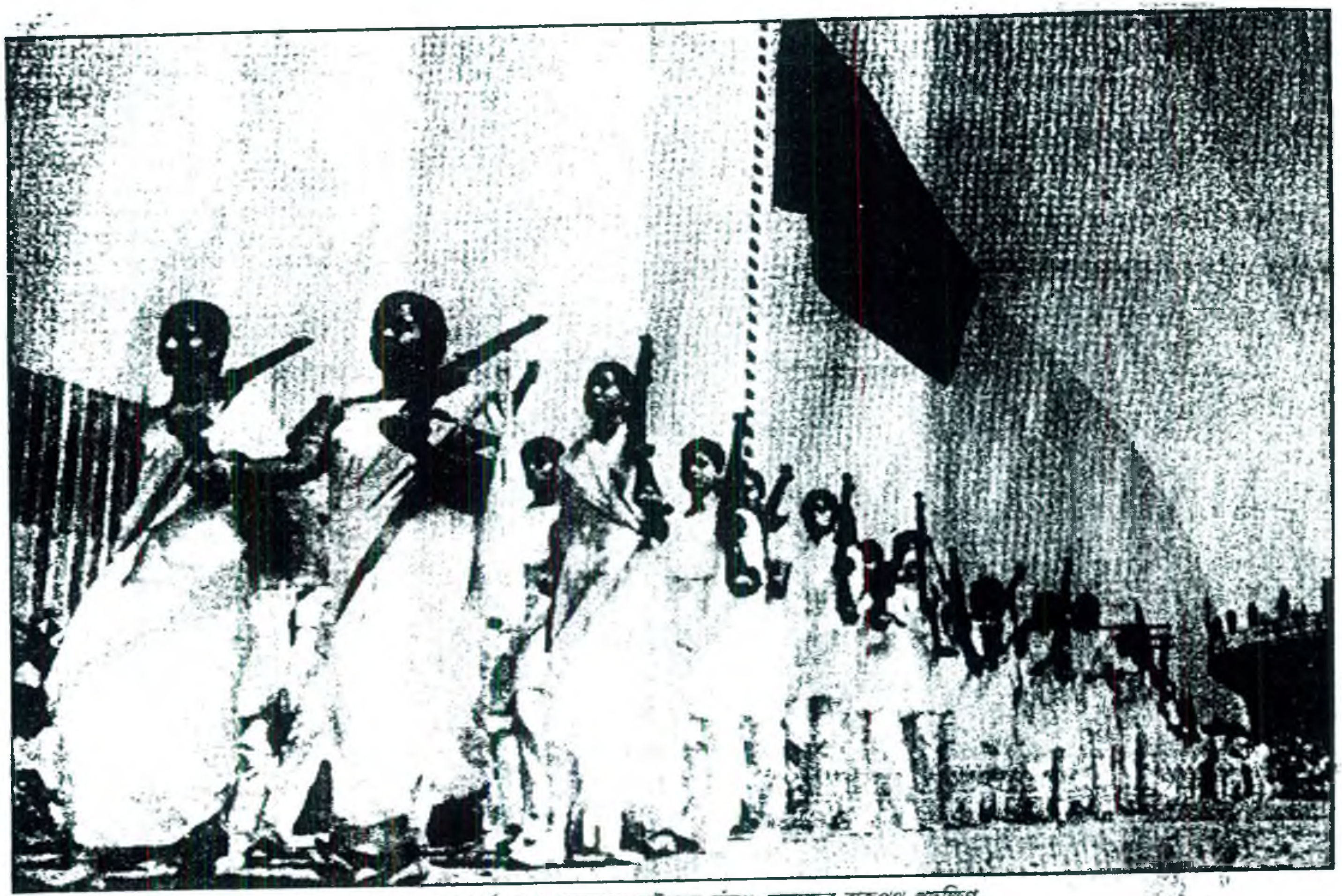

১৯৭১-এর মার্চ। দৃপ্ত পদক্ষেপে রাইফেল কাঁধে মেয়েদের রাজপথ প্রদক্ষিণ

Dhaka University Institutional Repository

মিনা বেগম

মনোয়ারা বেগম

সকিনা বেগম

# কিশোরগঞ্জে আরো ৩ জন বীরাঙ্গনার সন্ধান লাভ

উৎস: প্রথম আলো
২৬ মার্চ
২০০৩

**সাইফুল হক মোল্লা দুলু, কিশোরগঞ্জ**

সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি বাঙালি নারীসমাজও অংশগ্রহণ করে সরাসরি যুদ্ধে। কিশোরগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অবঃ) ডা. সিতারা বেগম বীর প্রতীক ছাড়াও আরো তিনজন মহিলা মুক্তিযোদ্ধার সন্ধান সম্প্রতি জানা গেছে।

**সকিনা বেগম** : কিশোরগঞ্জের মোছাঃ সকিনা বেগমের ডাকনাম খটকী। পিতা মৃত মোঃ মোনাফফ। নিকলী থানার গুরুই গ্রামের সকিনা বেগম মুক্তিযুদ্ধে নিকলী থানায় পাঁচ রাজাকারকে হত্যা করে।

'৭১-এর বীর মুক্তিযোদ্ধা 'বসু' বাহিনীর অধীনে স্থানীয়ভাবে সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে সকিনা বেগম সরাসরি নিকলী থানা মুক্ত করার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বড়ছড়া সাব-সেক্টরের কোবরা কোম্পানির সহকারী কমান্ডার রিয়াজুল ইসলাম খান বাচ্চু জানান, সকিনা খাতুন পাঁচজন পাকসেনাকে হত্যা এবং বিভিন্ন রণাঙ্গনে পুরুষোচিত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

১৯৭১-এর ১৯ অক্টোবর নিকলীর যুদ্ধে তার ভাগনে মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান পাক হানাদার বাহিনীর গুলিতে সম্মুখযুদ্ধে শহীদ হলে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে পাকবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার হত্যায় উন্মুখ হয়ে ওঠেন। সম্প্রতি তার বীরত্বের কথা জানতে পেরে প্রধানমন্ত্রী তাকে ৫০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করেন।

**মনোয়ারা বেগম** : বসু গ্রুপের আরেক সাহসী মহিলা মুক্তিযোদ্ধা মনোয়ারা বেগম। জেলার বাজিতপুর থানার হিলচিয়া গ্রামের মৃত হেকমত আলীর মেয়ে মনোয়ারা গুরুই-হিলচিয়া মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রেঁধেছেন, খাইয়েছেন, আহত যোদ্ধাদের সেবাশুশ্রূষা করেছেন।

মনোয়ারা বর্তমানে বাজিতপুর থানাসংলগ্ন এলাকায় বসবাস করছেন। মনোয়ারার এক মেয়ে। মুক্তিযুদ্ধের সম... বিয়ে হয় গুরুই গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা মতিউ... রহমানের সঙ্গে। নিকলী থানা মুক্ত করতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা মতিউর সম্মুখযুদ্ধে শহী... হন।

**মিনা বেগম** : জেলার মিঠাম... থানার চারি গ্রামের মৃত আব্দুল আলী... মেয়ে মিনা বেগম। দীর্ঘ ২৮ বছর ... '৭১-এর বুলেটবিদ্ধ আহত মিনার শরী... বাম উরু থেকে মেশিনগানের বু... বাজিতপুর জহুরুল ইসলাম মেডিকে... কলেজ হাসপাতালের ডাক্তার লুৎ... রহমান অস্ত্রোপচার করে সম্প্রতি ... করেছেন।

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় মিনা বেগমের বয়স ছিল মাত্র ১০ বছর। ... এপ্রিল হানাদার পাকবাহিনী জে... নিকলী, মিঠামইন ও ইটনা থানার বাঙা... নিরীহ নারী-পুরুষের ওপর হঠাৎ দুপুরে ... পর বোমারু জেট বিমান থেকে মেশিনগানের গুলিবর্ষণ করলে চারি গ্রামে... কিশোরী মিনা বেগম ও তার ছোট বো... মাহেনা বেগম বুলেটবিদ্ধ হয়ে আহত হন। সে সময় তার বড় ভাই ভারতে মুক্তিযুদ্ধে চলে যাওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসায় মাহেনা সুস্থ হলেও বড় বোন মিনা বেগম শরীরে পাক হানাদার বাহিনীর বুলেট নিয়েই নীরবে সহ্য করে কাটিয়েছেন দীর্ঘ ২৮ বছর। মিনা বেগম যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার ন্যূনতম স্বীকৃত দাবি করেছে।

Dhaka University Institutional Repository


# মানবেতর জীবন যাপন করছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সকিনা খাতুন

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস জাতি উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে উদযাপন করেছে। স্বাধীনতার বিজয় ছিনিয়ে আনতে শোষণ আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে এ জাতিকে করতে হয়েছে দীর্ঘ সংগ্রাম। তারপর নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ এদেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতা মুক্তিযুদ্ধে লড়াই করেছে। পুরুষের পাশাপাশি নারীও কাঁধে তুলে নিয়েছে অস্ত্র। এমনই একজন মুক্তিযোদ্ধা সকিনা খাতুন। তার বীরত্বের কাহিনী এলাকাবাসীর মুখে মুখে থাকলেও দেশবাসী এতদিন জানতেন না তার কথা। সাম্প্রতিককালের বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই করতে গেলে তার নাম জানা গেছে। এলাকাবাসী এক বাক্যে সাক্ষী দিয়ে তাকে বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অভিহিত করেছেন। বর্তমানে বার্ধক্যের ভারে নত ৬৫ বছর বয়সী সকিনা খাতুন মানবেতর জীবন যাপন করছেন। স্বাধীনতার ২৯ বছর পার হয়ে গেছে কিন্তু এই বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধার খোঁজ কেউ রাখেনি। সকিনা খাতুন ওরফে ঘটকী বেগম কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর এলাকা নিকলী থানার গুরুইব গ্রামের একজন অভাবী মানুষ। তিনি স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে তৎকালীন কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্যতম সাহসী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন। এ সময়ে ১৯৭১ সালে বীর মুক্তিযোদ্ধা ভরসা ওরফে ভর্সার অধীনে স্থানীয়ভাবে একটি মুক্তিবাহিনী দল গঠন করেন। এই দলে নাম লেখিয়ে সকিনা খাতুন স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ নেন। সে দলে থেকেই তিনি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। যুদ্ধের সময় তিনি গুরুইব হিলচিয়া, নিকলি, গচিহাটা, সুগার মিল ও কিশোরগঞ্জ সদর মহকুমা শহর মুক্ত করতে গিয়ে সাহসী অপারেশন চালিয়েছিলেন। এখনও এলাকাবাসী তাঁর বীরত্বগাথার কথা স্মরণ করে। ১৮ অক্টোবর ১৯৭১ সাল। ৫নং সেক্টরের কোবরা কোম্পানী কমান্ডার সিরাজুল ইসলাম বাচ্চু বোমা ফাটিয়ে নিকলী থানার পাকবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকারদের বিরুদ্ধে আক্রমণের সূচনা করেন। রাত তখন তিনটে বাজে। যুদ্ধ চলছে অবিরাম, ১৯ অক্টোবর পুনরায় দুপুর ৩টায় সম্মুখযুদ্ধ শুরু হয়। সকিনা খাতুন তাঁর গ্রুপ কমান্ডার বশার মিয়ার নেতৃত্বে তার ভাগনে মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমানকে নিয়ে নিকলী থানা আক্রমণে অংশ নেন। এই যুদ্ধে পাক সেনাদের গুলীতে শহীদ হন মুক্তিযোদ্ধা নান্টু মোজাম্মেল হক। শহীদ হন মুক্তিযোদ্ধা মেঘু। সকিনা খাতুনের কাছাকাছি একটি গোরস্থানের কাছে শত্রুর গুলীতে গুলীবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মালেক ও মতিউর রহমান। সেদিনের যুদ্ধে আহত হন কমান্ডার হাবিব ঠাকুর ও মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মালেক (গুন্দর) এবং সোনা মিয়া। দুই রাত একদিন প্রচণ্ড যুদ্ধ শেষে ২০ অক্টোবর ভোরে পাকবাহিনীর দোসর রাজাকার বাহিনীর দু'শতাধিক অস্ত্রধারী রাজাকার আত্মসমর্পণ করে এবং মুক্ত হয় নিকলী এলাকার ৭টি ইউনিয়ন। এ যুদ্ধে তাঁর চোখের সামনে রাজাকারদের গুলীতে শহীদ হন তাঁর ভাগনে মতিউর রহমান। মতিউর রহমানের এই অকালমৃত্যু তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি ক্ষীপ্ত হয়ে নিজ হাতে অস্ত্র তুলে নেন এবং প্রচণ্ড আক্রোশে একে একে পাঁচজন রাজাকারকে হত্যা করেন। তিনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়েন এবং সম্মুখ যুদ্ধে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে এগিয়ে যান।

নিকলী থানার মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রতিষ্ঠা লগ্নের কমান্ডার রিয়াজুল ইসলাম খান বাচ্চু। নিকলীর মতিউর রহমান বীর বিক্রম, নিকলী থানার বর্তমান ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার আহাম্মদ আলী, গুরুই ইউনিয়নের ইউপি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ দিমারিস মিয়াসহ সবাই সকিনা খাতুনের বীরত্বপূর্ণ অবদানের ব্যাপারে সার্টিফাই করেছেন।

হতদরিদ্র সকিনা খাতুনের জীবনের শেষ দিনগুলো খুবই অসহায়ত্ব ও কষ্টের ভেতর দিয়ে কাটছে। ভিটে মাটিহীন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা অজ্ঞাত ও অবহেলিত রয়ে গেছেন। তিনি গুরুই ইউনিয়নের "বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র" নামক শিবিরে অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করছেন। কখনও অনাহার কখনও অর্ধাহারে থাকতে হচ্ছে তাঁকে।

এলাকার বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্নভাবে সার্টিফিকেট প্রদান করে তাঁর ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আবেদন করেছে। কিন্তু এখনও কোন ফল হয়নি। অবশ্য এই বৃদ্ধা সকিনা খাতুন জীবনের শেষপ্রান্তে এসে কারো সাহায্যের প্রত্যাশা করে না। তাঁর জীবনে চাওয়া-পাওয়ার আর কিছু নেই। দেশের স্বাধীনতা আনার প্রয়োজনে তিনি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ ট্রেনিং নিয়েছিলেন এবং যুদ্ধ করেছিলেন। যে রাজাকাররা তাঁর প্রাণপ্রিয় ভাগনে মতিউর রহমানকে বুলেটের আঘাতে নির্মমভাবে হত্যা করেছে সেই রাজাকারের পাঁচজনকে তিনি হত্যা করতে পেরেছেন এটা তাঁর মনে হলে নিজেকে খুবই গৌরবান্বিত মনে করেন।

সকিনা খাতুনের মতো হয়ত আরো অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধা গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। তাদের অনুসন্ধান বা তাদের মূল্যায়নের তেমন কোন উদ্যোগ নেই। একজন গ্রামের সহজ সরল পল্লীবালা সকিনা খাতুনের মধ্যে যে এত সাহস এত উদ্দীপনা লুকিয়ে ছিল হয়ত মুক্তিযুদ্ধ না হলে বোঝা যেত না। যারা এ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তারা জীবনের মায়া ত্যাগ করে কোন কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা না করে স্বাধীনতাকে সামনে রেখে বীর বিক্রমে এগিয়ে গিয়েছেন। আজ তাদের বাঁচার একমাত্র অবলম্বন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি।

❑ মেহেরুন্নেসা

Dhaka University Institutional Repository

# গবেষণার উদ্দেশ্য সমূহ

Dhaka University Institutional Repository

## গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

যদি রাজনীতিতে মেয়েদেরকে নিয়ে ব্যাপক গবেষনা হয় তাহলে আমরা বুঝাতে পারবো কেন মেয়েরা রাজনীতিতে কম অংশীদারীত্বের অধিকারী, বুঝাতে পারব কোন পথে এগুলো রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যাবে। সেক্ষেত্রে নারীর বর্তমান অবস্থা, সামাজিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচ্য গবেষণায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হলে গবেষনা কর্মটি নিম্নোক্ত প্রশ্নাবলীর যথাযথ উত্তর প্রদানে সক্ষম হবে ঃ

ক) কোন সামাজিক প্রেক্ষিত রাজনীতিতে নারীর সীমিত অংশগ্রহনের জন্য দায়ী।

খ) রাজনীতিতে নারীর যথাযথ অংশগ্রহনের সম্ভাবনা কতটুকু।

গ) নারীর প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক পশ্চাৎ পাদতা এর জন্য কতটুক দায়ী।

ঘ) রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে কিকি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

ঙ) এসব সমস্যার পরিবর্তন, রূপান্তর এবং দূরীকরনে কি কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

# গবেষণার পদ্ধতিসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

## গবেষণার পদ্ধতি ঃ

Sample Design এই গবেষনায় আমরা সারা বাংলাদেশের মহিলাদের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহন এর হার দেখব। তাছাড়া মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয় ও নিবার্চন কমিশনের তথ্য জারিপের আওতায় আনব।

ক) জাতীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এর হার জরিপ। সাধারন নিবার্চন এবং সংরক্ষিত আসনের হার জরিপ।

খ) স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন, মহিলাদের অবস্থান জরিপ।

গ) প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মহিলাদের অবস্থান জরিপ , এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর সিন্ডিকেট নিবার্চন-এ মহিলাদের অবস্থান জরিপের আওতায় আনব।

ঘ)সামাজিক কুসংস্কার এবং পশ্চাৎ পাদতার প্রভাবে অংশীদারীত্বে বাঁধাগ্রস্থ নারীর সংখ্যা জরিপ। বিশেয় করে নারী নির্যাতন - পুলিশি ধর্ষন, ফতোয়াবাজির দ্বারা নির্যাতন, গ্যাং রেপ, ধর্ষন, এসিডদগ্ধ, হত্যা, নারীপাচার ও শিশু পাচার, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি সম্পর্কে জরিপ নির্নয়।

ঙ) নারীর শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাৎ পদতা , পিতৃতান্ত্রিক, পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব।

চ) নারীর দারিদ্র ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনাগ্রসরতা।

Dhaka University Institutional Repository

# তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ

Dhaka University Institutional Repository

## তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ঃ

তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে আমরা কয়েকটি পদ্ধতি গ্রহণ করবো, মূলত আমরা Primary & Secondary method গ্রহণ করব । এছাড়া দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত Case study ও গ্রহন করা হয়েছে ।

১। প্রকাশিত প্রবন্ধ নিবন্ধ, গবেষনা ইত্যাদির ভিত্তিতে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহকরন, বিভিন্ন নারী সংগঠন এবং নারীবাদী লেখিকা কর্তৃক প্রকাশিত গবেষনা কর্মের সাহায্যে তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ ।

২। নারী বিষয়ক মন্ত্রনালয় ও সমাজ কল্যান অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত পরিসংখ্যান সমূহের ভিত্তিতে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করন ।

৩। পত্র-পত্রিকা বিশেষ করে 'ভোরের কাগজ' 'জনকণ্ঠ' 'ইত্তেফাক' The Daily Stair 'আজকের কাগজ' থেকে প্রকাশিত তথ্য ।

৪। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, Daily Star ম্যাগাজিন, Observer Magazine থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ।

৫। রেডিও টেলিভিশন কর্তৃক প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহ থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহকরন । রাজনৈতিক দলগুলোর সাক্ষাৎকার টেপ করা ।

৬। Case study (পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত)

Dhaka University Institutional Repository

নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন।

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা নারীর অংশ গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অর্ধেক জনসংখ্যাই হলো নারী। সুতারাং নারীকে বাইরে রেখে কোন ভাবেই জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর পরই সাংবিধানিকভাবে নারীর অংশ গ্রহণ ও নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি কল্পে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশ গ্রহণ আশানুরূপ হয়নি।

<u>বাংলাদেশে নারীর অবস্থানঃ-</u>

(১) <u>সামাজিক অবস্থাঃ</u>

i) সামাজিক নিরাপত্তার অভাব।
ii) নারীদের প্রতি ধর্ষণ, হত্যা, যৌতুক, ফতোয়া ইত্যাদির মাধ্যমে নির্যাতন।
iii) কর্মক্ষেত্রে নারীদের সীমাবদ্ধতা।
iv) নারীদের প্রতি অবিচার ও অবহেলা।
v) অত্যাধিক দারিদ্রতা: ৪৬% নারী দারিদ্র সীমার নীচে।

(২) <u>রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নারীঃ-</u> উন্নত বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশের রাজনীতি ও প্রশাসনে নারীর অবস্থান খুবই সীমিত। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়

- ♦ জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ- ১১.২%
- ♦ সরকারী চাকরিতে নারীদের অবস্থান- ৭.৪%
- ♦ প্রাইমারী শিক্ষক হিসেবে- ৬০%

(৩) <u>মানব সম্পদ হিসেবেঃ-</u> মানব সম্পদও হিসেবে নারীর অবস্থান আশাব্যঞ্জক নয়। নর-নারী তুলনামূলক চিত্র-

| | নারী | পুরুষ |
|---|---|---|
| শিক্ষা | ২৫.৫% | ৩৮.৯% |
| গড় আয়ু | ৫৮.১% | ৫৮.৬% |
| অপুষ্টি | ৪৩.৮% | ৪৭.৬% |
| শিশু শিক্ষা | ৭৮.০% | ৮৮.০% |

বাংলাদেশে নারী বৈষম্যের কারণঃ- বাংলাদেশের নর-নারীর মধ্যে ব্যাপক বৈষম্যের মূল কারণ হলো সামাজিক প্রেক্ষাপট। সামাজিক কাঠামোই নারীদেরকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ থেকে বিরত রাখছে। অন্যান্য কারণগুলো-

i) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকীর্ণতা।
ii) ধর্মীয় বিধিনিষেধ ও কড়াকড়ি আরোপ।
iii) শিক্ষার অভাব ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ না নেয়া।
iv) রাজনৈতিক সহিংসতা।

Dhaka University Institutional Repository

## চাপসৃষ্টিকারী দল ও নারী অংশগ্রহনঃ

সংগঠিত চাপ সৃষ্টিকারী দল যেমন শ্রমিক সংঘ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি রাজনৈতিক প্রভাবের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন চ্যানেল হিসেবে কাজ করে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ সবল প্রতিষ্ঠানে নারীদের উপস্থিতি প্রান্তিক ও সীমাবদ্ধ যদিও শহরের মহিলা শ্রমিক সংঘের কোন সদস্য থাকলেও দেশের শ্রমিক সংঘের কোন চেয়ারম্যান বা প্রেসিডেন্ট বা সাধারন সম্পাদক পদে কোন মহিলা অংশগ্রহন নেই। একইভাবে 'চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ' বা প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের 'জাতীয় শিক্ষক এসোসিয়েশন'-এ খুব কম মহিলা প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯৯৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে চেয়ারম্যান, সদস্য পরিচালক, সচিব, উপ-সচিব,উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক পদে কোন নারী ছিলেন না। শুধুমাত্র চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে ১৯ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন নারী।

Dhaka University Institutional Repository

# STATISTICS IN WOMEN REPRESENTATION IN UNIVERSITY

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ

সিদ্ধান্ত গ্রহনে মেয়েরা কোথায় ?

| পদ | মহিলা | পুরুষ | মোট |
|---|---|---|---|
| সিন্ডিকেট সদস্য | ১ | ১৬ | ১৭ |
| ফাইন্যান্স কমিটি | ০ | ৮ | ৮ |
| প্রক্টর | ০ | ১ | ১ |
| সহকারী প্রক্টর | ১ | ৭ | ৮ |
| ডীন | ০ | ৭ | ৭ |
| ছাত্র উপাদেষ্টা | ১৭ | ৫৬ | ৭৩ |
| ঢা. বি. গবেষণা পত্রিকার সম্পাদনা পরিষদ | ১ | ৬ | ৭ |

উৎস ঃ- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরনী ১৯৯৩-৯৪

২২ শে নভেম্বর, ১৯৯৬, ভোরের কাগজ।

*Dhaka University Institutional Repository*

# ঢাবি সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনে বিজয়ী নারীরা

সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক- ১১/৯/০১

গত ৩ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন। সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ৯৮০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ৭১ জন প্রতিনিধির মধ্য থেকে ৩৫ জনকে নির্বাচিত করেছেন। সাদা এবং নীল দলে বিভক্ত প্যানেলের মধ্যে মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলেন ৮ জন, বিজয়ী হয়েছেন ৫ জন। একজন শিক্ষিকা নিরপেক্ষ প্রতিনিধি ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী সংস্থা হচ্ছে সিনেট। এ সংস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন প্রণয়ন, বাজেট অনুমোদন, উপাচার্য নিয়োগের প্যানেল তৈরী এবং শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় কার্যকর দিক-নির্দেশনা দান করে। গুরুত্বপূর্ণ এই সংস্থায় সরাসরি নির্বাচনে বিজয়ী পাঁচজন নারীর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে জানতে তাদের মুখোমুখি হই।

ডঃ জিন্নাতুন নেছা তাহমিদা — ডঃ সুলতানা সফি — ডঃ ইউএবি রাজিয়া আক্তার বানু — ডঃ নীলুফার নাহার

**ডঃ জিন্নাতুন নেছা তাহমিদা বেগম**
**অধ্যাপক চেয়ারপার্সন, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ**

তিনি ১৯৭০ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। ১৯৭৭ সালে ইংল্যান্ডের লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি মনে করেন যে, সিনেটর হবার পর তার দায়িত্ব হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ সাধন করে বর্তমান শিক্ষাক্রমকে যুগোপযোগী করা, ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদানের পাশাপাশি প্রকৃত এবং সচেতন নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে দল মতের উর্ধ্বে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতি সাধন ও সন্ত্রাসমুক্ত করা।

**ডঃ সুলতানা সফি**
**অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান, বিজ্ঞান**

অধ্যাপক সুলতানা শফি বর্তমানে শামছুননাহার হলের প্রোভোস্ট। ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশায় যোগদান করেন। এ বছর তিনি সিনেটে তৃতীয় বারের মত নির্বাচিত হলেন। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। সেখানে তিনি ফেলো এবং সিনেটের মেম্বার ছিলেন।

অধ্যাপক সুলতানা শফি মনে করেন, দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ্যাকাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত কাঠামো ও সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারিত করা, শিক্ষকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবি আদায় ও শিক্ষা কার্যক্রমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় সর্বদা সক্রিয় ভূমিকা পালন করার একান্ত দরকার। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে চাই। শিক্ষকদের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নীতিমালা নির্ধারণ করতে সমর্থন করবো।

**ডঃ ইউএবি রাজিয়া আক্তার বানু**
**অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ**

১৯৮০ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশায় যোগদান করেন। তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন।

অধ্যাপক ইউএবি রাজিয়া আক্তার বানু বলেন, আমরা মহিলা সিনেটর ব্যাপক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছি। তাই আমাদের দায়িত্ব অনেকাংশে বেড়ে গেছে। আমাদের সকল সদস্য দলমতের উর্ধ্বে থেকে সমাধান করতে হবে। আমরা যে দল থেকেই নির্বাচিত হই না কেন বিশ্ববিদ্যালয় এর গুণগত মান উন্নয়ন করা আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হল বর্তমানে সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও অপহরণকারীদের নিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য গবেষণা ভাতা প্রদান ও গবেষণার আনুসাঙ্গিক সুবিধা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

**ডঃ নীলুফার নাহার**
**অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ**

১৯৭৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যোগদান করেন। তিনি সুইডিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি এবং এমফিল ডিগ্রী অর্জন করেন। অধ্যাপক নিলুফার নাহার বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট প্রণয়ন, উপাচার্য নির্বাচন, গবেষণাগার আধুনিকরণ, ওমেন স্টাডি গবেষণাগার নির্মাণ, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমুন্নত রাখা, সব ধরনের সন্ত্রাস নির্মূল করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ নিশ্চিত করা, অনুষদসমূহের পাঠক্রম উন্নত ও সময় উপযোগী করা অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সিনেট প্রতিনিধির দলমতে মিলিত প্রয়াস হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন করা। ❑

Dhaka University Institutional Repository

# এফবিসিসিআই নির্বাচনে নারী প্রতিনিধিত্ব

২।১০।২০০০

মাসুদা এম. রশীদ চৌধুরী

সেলিমা আহমেদ

নারী আজ পুরুষের পাশাপাশি সবক্ষেত্রেই গৌরবের সঙ্গে অংশগ্রহণ করছে। আগামী ১২ই অক্টোবর বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ ফোরাম এফবিসিসিআই-এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই নির্বাচন দেশের শিল্প-বাণিজ্য অঙ্গনের সংশ্লিষ্টদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসায়ীদের এই শীর্ষ ফোরামে পুরুষের পাশাপাশি দু'জন নারীও ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছেন।

**প্রফেসর মাসুদা এম রশীদ চৌধুরী**
**পরিচালক প্রার্থী**
**এফবিসিসিআই**

প্রফেসর মাসুদা এম রশীদ চৌধুরী (সায়মা) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষকতা করছেন। তিনি এফবিসিসিআই-এর স্ট্যান্ডিং কমিটির মহিলা উদ্যোক্তা, বাংলাদেশ সেলুফিন মার্চেন্টস্ এসোসিয়েশনের সদস্য, বাংলাদেশ হস্তশিল্প প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট (তিন টার্ম), বাংলাদেশ টিস্যার মার্চেন্টস্ এসোসি-য়েশনের সাবেক সদস্য।

মাসুদা এম রশীদ চৌধুরী ব্যবসায়ীদের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে চান। পুরুষ ও নারীদের আলাদাভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এমন নীতিতে তিনি বিশ্বাসী নন। তিনি বলেন- সবাই একত্রে দেশের সেবা করতে আগ্রহী হতে হবে। দেশে বেকার সমস্যা দূর করার জন্য ব্যবসায়ীদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি মনে করেন একজন ব্যবসায়ী একজন সৃজনশীল ব্যক্তি তার উৎপাদিত পণ্য জনকল্যাণে অবদান রাখে। ফেডারেশনের সকল সদস্যকে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। এফবিসিসিআইকে নতুনরূপে সাজিয়ে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী সংগঠন হিসেবে উন্নতি এবং প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। মাসুদা চৌধুরী বলেন-সবাই যদি একত্রিতভাবে আমরা দেশের মঙ্গলের জন্য সেক্টর অনুযায়ী এগিয়ে আসি তাহলে দেশের উন্নয়ন অবশ্যই সম্ভব হবে।

**সেলিমা আহমেদ**
**পরিচালক প্রার্থী**
**এফবিসিসিআই**

মিসেস সেলিমা আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনা বিভাগে বিকম অনার্স এবং এমকম ডিগ্রী অর্জন করেন। ছাত্রী জীবন থেকেই তিনি হস্তশিল্প রপ্তানি ব্যবসার সাথে জড়িত হন। বর্তমানে দেশের ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি-এর একমাত্র মহিলা পরিচালক।

ব্যবসায়ী ভাই-বোনদের বৃহত্তর স্বার্থে ফেডারেশনের হয়ে কাজ করতে আগ্রহী। যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে তিনি মনে করেন, যিনি নিঃস্বার্থভাবে কাজে করে যাবেন তিনিই যোগ্য ব্যক্তি হবেন। এখন বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যিনি সৎ এবং নিজের স্বার্থ কম দেখেন। আমরা যদি খতিয়ে দেখি তাহলে দেখব ফেডারেশনে আমরা অনেক কিছু করেছি। আরো অনেক কিছু করতেও পারি। তাই ফেডারেশনকে সকল কিছুর উর্ধ্বে রেখে, রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত রেখে শুধু ব্যবসায়ীদের স্বার্থের জন্য সৎ নেতৃত্ব দরকার। আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। কারো প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ বা ফায়দা না লুটে আমরা সবাই এক সাথে কাজ করতে পারি। যেহেতু ব্যবসা একটা স্বধীন পেশা তাই আমাদের সবার উচিত যেন সেটা দেশ এবং দেশের জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত হয়।

❑তৌহিদা খান শীলা

Dhaka University Institutional Repository

# "রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংক"

## ১৯৯৬

| দফা | নিয়োগ পদে | মোট ব্যাংক | মোট পদ | পুরুষ | নারী |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ম দফা | চেয়ারম্যান ও পরিচালক পদ | ১১ টি | ১৩ টি | ১২ জন | ১ জন |
| ২য় দফা | চেয়ারম্যান ও পরিচালক পদ | ৭ টি | ১৩ টি | ১১ জন | ১ জন |
| ৩য় দফা | " | ৪টি | ৪টি | ৪ জন | ০ |

- সমাজ কর্মী খালেদা চৌধুরী

  (রূপালী ব্যাংক এ পরিচালক পদে)

- খুশী কবীর, সোনালী ব্যাংক এ পরিচালক পদে। তিনি একজন এন জিও কর্মকর্তা কর্মকর্তা ছিলেন।

- এছাড়াও অর্থনৈতিক বিভিন্ন সেক্টরে নারীর এ নিম্ন হার/নিম্ন অংশগ্রহণের প্রবণতা যা নারীকে মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী পদ অনিশ্চিত অংশগ্রহণ দেয়। এজন্য নারীকে নিয়োজিত করতে হবে অর্থনৈতিক সেক্টরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

*Dhaka University Institutional Repository*



# বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রথম নারী মহাব্যবস্থাপক

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি পেয়েছেন নাজনীন সুলতানা। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক পদে এই প্রথম কোন নারী আসীন হলেন।

*সততা, কাজের প্রতি আন্তরিকতা এবং আমার সৃষ্টিশীলতাই আমাকে এ পর্যন্ত এনেছে। আজকে আমার যে সাফল্য, এটা একদিনে হয়নি, এর পেছনে আমাকে পরিশ্রম করতে হয়েছে, খাটতে হয়েছে। আসলে নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে নিতে হয়। আমি মনে করি সামগ্রিকভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করলে কোন মেয়েই পিছিয়ে থাকবে না।*

Dhaka University Institutional Repository

## ■ নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে নারী অংশগ্রহনঃ

সাম্প্রতিক সময়ে ভোটদানের রাজনৈতিক গুরুত্ব অত্যধিক। প্রতিযোগীতামূলক দল ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ভোটের মূল্য প্রশ্নাতীত। প্রার্থীদের সীমাবদ্ধতা, সংরক্ষিত আসন, তথ্যের অপার্যপ্ততা, আত্মীয়তা, ভোটদানের ক্ষেত্রে স্বামীদের প্রভাব ইত্যাদি সমাবদ্ধতার কারনে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বৈধতা হ্রাস পায়। এতদ্বসত্ত্বেও দেখা যায় যে, একত্রিতভাবে নারী ভোটারগন তাদের ভোট প্রদানের মাধ্যমে রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখে।

১৯৭৯ সালের নির্বাচনে ১,৮৪,০৩,৮৫২ জন মহিলা ভোটার ছিলেন যারা মোট ভোটারের ৪৮% ১৯৯৬ সালের ১২ই জুন নির্বাচনে ৫,৬৭,১৬,৯৩৬ জন ভোটারের মধ্যে মহিলা ভোটারদের সংখ্যা ছিল ২,৭৯,৫৬,৯৪১ জন। সুতরাং নির্বাচনে ভোটদানের মধ্যেমে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে নারী অংশগ্রহন গুরুত্বপূর্ন।

নির্বাচনে জেন্ডারভিত্তিক ভোটদান পরিসংখ্যান গ্রহনের পদ্ধতি এখনো প্রচলিত হয়নি। ক্ষুদ্র পরিসরে পরিচালিত জরিপ ভিত্তিক তথ্য এবং সংবাদপত্রের বিবরন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রায় নজিরবিহীন সংখ্যক নারী ভোটার সপ্তম সংসদ নির্বাচনে ভোটদান করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, নারী নারী ভোটার সচেতনভাবে তাদের ভোটের অধিকার প্রয়োগ করেছেন। শান্তিপূর্ন পরিস্থিতি বিরাজ করলে অতীতেও নারী বিশেষ ব্যক্তিত্ব বা দলের পক্ষে ভোটদান করেছেন বলে অনুমান করা হয়। সুতরাং নারী ভোটারগন নির্বাচনী ফলাফলে গুরুত্বপূর্ন প্রভাব রাখার ক্ষমতা ধারন করে।

নারী রাজনীতিবিদদের নির্বাচনী কার্যসম্পন্নতা ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। নিম্নোক্ত তথ্যে তার প্রমান পাওয়া যায়-

সারণীঃ মহিলাদের নির্বাচনী কার্যসম্পদনা (শতকরা হার)

| বছর | সাংসদদের সংখ্যা | সাংসদদের সংখ্যা | সাংসদদের সংখ্যা | সাংসদদের সংখ্যা | সাংসদদের সংখ্যা | সাংসদদের সংখ্যা | সাংসদদের সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১% এর নীচে | ১%-১০% | ১১%-২০% | ২১%-৩০% | ৩১-%-৪০% | ৪১%-৫০% | ৫০% এর উর্ধ্বে |
| ১৯৭৯ | ৭ | ৬ | ১ | ৩ | ০ | ০ | ০ |
| ১৯৮৬ | ২ | ৫ | ৩ | ১ | ১ | ৩ | ৩ |
| ১৯৮৮ | ০ | ১ | ১ | ০ | ১ | ০ | ৪ |
| ১৯৯১ | ২০ | ৯ | ২ | ১ | ৮ | ২ | ৩ |

উৎসঃ 'উইমেন ইন বাংলাদেশ' 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল রিপোর্ট' ১৯৯৫, পৃষ্টা - ৯।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন কমিশন অফিসের প্রথম শ্রেনীর ১২৫ জন কর্মকর্তার মধ্যে নারীর সংখ্যা ৬ জন। এদের মধ্যে ৫ জন জেলা নির্বাচন অফিসার এবং একজন সিনিয়র সহকারী সচিব। সিনিয়র সহকারী সচিব সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহন করে থাকেন।

বর্তমানে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে ৫৫ জন কর্মকর্তা আছেন। যারা অফিসের সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহন করে থাকেন। এর মাঝে নারী কর্মকর্তার সংখ্যা ১০ জন মাত্র। এরা সকলেই কমিশনের কোন সিদ্ধান্তে মতামত প্রদান করে থাকেন। বর্তমান সদস্যদের মধ্যে অতি সম্প্রতি দুজন মহিলা সদস্যপদ লাভ করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে কোন নারী নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি অনুষদের সাম্প্রতিক নির্বাচনে কোন মহিলা প্রতিদ্বন্দিতা করেননি।

রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে মাত্র একজন নারী রয়েছেন। যিনি ভূটানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে বর্তমানে কর্মরত। তার নাম মাহমুদা চৌধুরী। সরকারী কর্মকমিশনের একটি সাম্প্রতিক জরিপে জানা যায় যে, সরকারী চাকুরীতে যে সকল নারী প্রবেশ করেছেন তাদের সংখ্যা সর্বমোট সংখ্যার ১৪ শতাংশ।

সাধারনভাবে একটি পরিবারের কর্তা হিসাবে স্বামী অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। একটি গবেষনায় দেখা যায় যে, সামাজিক জীবনে নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহনে অংশগ্রহন অধিক, কিন্তু পারিবারিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহনে অংশগ্রহন খুবই কম -

সারণীঃ সিদ্ধান্তগ্রহনে নারীদের ভূমিকা।

| সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্র | অংশগ্রহনের অনুপাত |
|---|---|
| পরিবার পরিকল্পনা গ্রহন | ৫৭ |
| ছেলেমেয়েদের শিক্ষা | ৮৩ |
| ছেলেমেয়েদের বিবাহ | ৬০ |
| পারিবারিক ব্যয় | ২৮ |

উৎসঃ প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদনঃ ১৯৯৪, বাংলাদেশে মানব উন্নয়ন।
মার্চ ১৯৯৪, পৃষ্টা-৪।

এই সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত অনান্য নীতিপ্রনয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় প্রায় সর্বাংশেই পুরুষরা নিয়োজিত। সরকারী নীতি নির্ধারনে নারীর প্রেক্ষিত ও সমস্যাসমূহ পুরুষ সঠিক ও পর্যাপ্তভাবে প্রতিফলনে সক্ষম কি না, নারীবাদী চিন্তাভাবনার এই প্রসঙ্গে না গিয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সকল পর্যায়ে জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে অধিক হারে নারীর উপস্থিতি প্রয়োজন একথা জোরের সাথেই বলা যায়।

উদাহরনভাবে বলা যায়, বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিব বা অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহন স্তরে তাঁদের পৌছুতে প্রায় ২০ বছর সময় প্রয়োজন হবে। ফলে দূর্বল অবস্থান, জনপ্রিয়তার অভাব, সরকারী ও রাজনৈতিক কার্যে 'অরিয়েন্টেশনের' অভাব ইত্যাদির কারনে তাদের উর্দ্ধতন পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহন ব্যাহত করে।

একারনে নারীর পক্ষে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন এবং এখনই সময়। নির্বাহী পদ এবং অন্যান্য উচ্চপদে নারীদের বিদ্যমান দক্ষতা ও বিশেষজ্ঞতা ব্যবহার এখনই নিশ্চিত করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় সরকারের উচ্চ পর্যায়ে মহিলার সংখ্যা বেশি না থাকলেও এদেশের বহু এনজিও ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে মহিলা কর্মীসংখ্যা বেশী।

## ■ প্রশাসনের উর্দ্ধতন কাঠামোয় নারী অংশগ্রহনঃ

নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহন সম্পর্কিত আলোচনায় প্রশাসনের উর্দ্ধতন কাঠামোয় নারীর অবস্থান বিশ্লেষনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সরাসরিভাবে প্রশাসন রাজনীতির আওতায় আসে না, কেননা এ দুটি ক্ষেত্রে প্রবেশ ও উর্দ্ধগামিতার প্রক্রিয়া ভিন্ন। রাজনৈতিক অংশগ্রহন ও প্রশাসনের উর্দ্ধতন কাঠামোয় অংশগ্রহন, উভয় প্রক্রিয়ায় নারী উন্নয়ন ও সমতার লক্ষ্যে নির্ধারিত কলাকৌশলে একত্রে চিহ্নিত করা হয়। কারন উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রনীতি প্রনয়ন ও রাষ্ট্র পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত। এছাড়াও গনতান্ত্রিক মূল্যবোধ স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা, 'জেন্ডার ইক্যুইটি' নারী প্রেক্ষিত সংযোজন এসব কারনে রাষ্ট্রের অর্ধেক নাগরিক নারীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় প্রশাসনের উর্দ্ধতন কাঠামোয় উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন।

প্রশাসনে নারীর অংশগ্রহনের বিষয়টি নিম্নোক্তভাবে আলোচনা করা যায়-

### প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে অংশগ্রহনঃ

সরকারী প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহন অত্যন্ত কম। সচিব পদে কোন মহিলা নেই। বর্তমানে একমাত্র মহিলা অতিরিক্ত সচিব অবসর গ্রহন করার পদে কোন মহিলা অতিরিক্ত সচিব নেই। যুগ্ম-সচিব পদে চারজন এবং উপ-সচিব পদে চারজন মহিলা আছেন। সরকারী প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ে মাত্র এক শতাংশ নারী কর্মরত আছেন। এ ক্ষেত্রে নারী

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণের হার বাড়াতে সচেষ্ট হতে হবে। নিম্নোক্ত সারনীতে প্রশাসনের উচচ -পর্যায়ে নারী অংশগ্রহনের বিষয়টি তুলে ধরা হলো-

সারনীঃ বাংলাদেশের সরকারী প্রশাসনের উচচ পর্যায়ে

মহিলাদের অংশগ্রহন ও শতকরা হার।

| পদবী | পুরুষ | মহিলা |
|---|---|---|
| সচিব | ৫১ | ১ |
| অতিরিক্ত সচিব | ৭৮ | ২ |
| যুগ্ম সচিব | ২৮৫ | ২ |
| উপ-সচিব | ৪৬৭ | ৭ |
| সর্বমোট | ৮৮১ | ১২ |

উৎসঃ ডঃ দিলারা চৌধুরী এবং আল মাসুদ হাসানুজ্জামান, ১৯৯৩।

এবং, জাতিসংঘের 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরন সনদ' কমিটির বিবেচনার জন্য

উপস্থাপিত প্রতিবেদন মার্চ - ১৯৯৭ পৃঃ ২০।

**মন্ত্রনালয়/বিভাগ প্রথম শ্রেনীর মহিলা কর্মকর্তাঃ**

মন্ত্রনালয়/বিভাগে নারী-পুরুষ অসমতা থাকায় নীতি প্রনয়ন ও উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ন ক্ষেত্রে নারী অংশগ্রহন সীমিত। নিম্নের পরিসংখ্যানে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সারণীঃ কতিপয় গুরুত্বপূর্ন মন্ত্রনালয়/বিভাগে (সচিবালয়)

প্রথম শ্রেনীর নারী কর্মকর্তাদের পদ। ১৯৮৯।

| মন্ত্রনালয়ের নাম | প্রথম শ্রেনীর নারী কর্মকর্তা | প্রথম শ্রেনীর পুরুষ কর্মকর্তা |
|---|---|---|
| পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় | ২৮ | ২০২ |
| শিক্ষা মন্ত্রনালয় | ৮ | ৫৮ |
| রাষ্ট্রপতির সচিবালয় | ৭ | ১৩৫ |
| কৃষি মন্ত্রনালয় | ৫ | ৪৫ |
| অর্থ মন্ত্রনালয় | ৫ | ১৯৮ |
| সংস্থাপন মন্ত্রনালয় | ৫ | ৯১ |
| পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় | ৪ | ৮০ |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় | ৪ | ৪৭ |
| বাণিজ্য মন্ত্রনালয় | ৪ | ৪৩ |
| তথ্য মন্ত্রনালয় | ৯ | ২৯ |
| শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রনালয় | ৩ | ২৩ |
| স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রনালয় | ৩ | ৩৫ |
| মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয় | ৩ | ১০ |
| শিল্প মন্ত্রনালয় | ২ | ৫৩ |
| সমাজ কল্যান মন্ত্রনালয় | ১ | ১০ |
| মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রনালয় | ১ | ৩০ |
| খাদ্য মন্ত্রনালয় | ১ | ৩৫ |
| স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় | ১ | ৪০ |

উৎসঃ সালমা খান, 'উইমেন এন্ড বুরোক্র্যাসিঃ বাংলাদেশ পারসপেকটিভ'

বইঃ উইমেন ইন পলিটিকস এন্ড বুরোক্রাসি। উইমেন ফর উইমেন ১৯৯৫, পৃঃ ৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

## সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় নারী অংশগ্রহনঃ

১৯৮২ সাল থেকে নারীরা নিয়মিতভাবে বি.সি.এস. পরীক্ষায় অবতীর্ন হচ্ছে। তবে ১৯৯১ সাল থেকে বি.সি.এস (পুলিশ) ক্যাডারে তাদের নিয়োগ বন্ধ যা সাংবিধানিক আইন বিরোধী। ফলে এই ক্যাডারে নিয়োগ বন্ধ করে নারীদের সুযোগ সীমিত করা হয়েছে। নিম্নে বি.সি.এস. পরীক্ষায় নারীর অংশগ্রহন দেয়া হল-

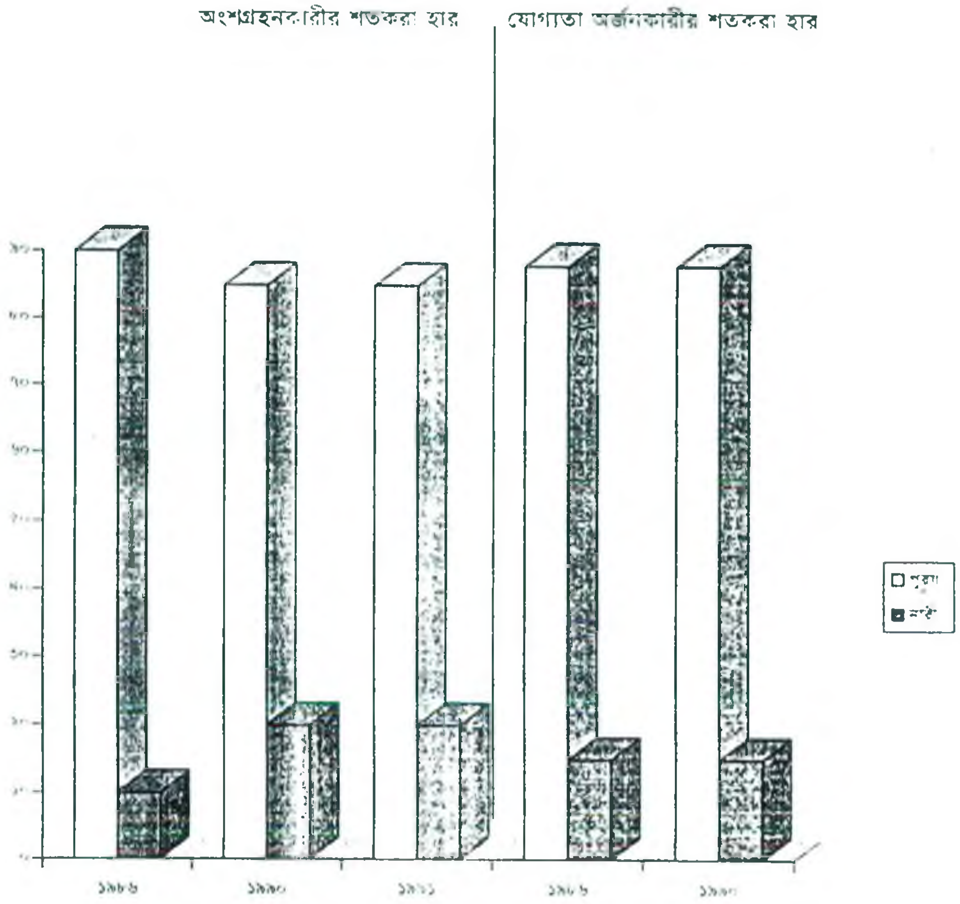


চিত্রঃ বি.সি.এস. পরীক্ষায় নারীর অংশগ্রহন ও কৃতকার্যতার হার।

Dhaka University Institutional Repository

## ক্যাডারভিত্তিক নারী কর্মকর্তাঃ

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ২৯টি ক্যাডারে নারী কর্মকর্তাদের সংখ্যা নিম্নোক্ত-

সারণীঃ ২৯টি ক্যাডারে নারী কর্মকর্তাদের সংখ্যা।

| ক্যাডারের নাম | সংখ্যা |
|---|---|
| ১। বি,সি,এস, (প্রশাসন) | ১১২ |
| ২। বি,সি,এস, (কৃষি) | ৭ |
| ৩। বি,সি,এস (আনসার) | ৩ |
| ৪। বি,সি,এস, (হিসাব ও নিরীক্ষন) | ৭ |
| ৫। বি,সি,এস, (সমবায়) | ৭ |
| ৬। বি,সি,এস,(শুল্ক ও আবগারী) | ৪ |
| ৭। বি,সি,এস, (অর্থনৈতিক) | ৫৩ |
| ৮। বি,সি,এস, (পরিবার পরিকল্পনা) | ১৪ |
| ৯। বি,সি,এস, (মৎস্য চাষ) | ৯ |
| ১০। বি,সি,এস, (খাদ্য) | ৩ |
| ১১। বি,সি,এস, (পররাষ্ট্র ) | ৬ |
| ১২। বি,সি,এস, (বন) | ৪ |
| ১৩। বি,সি,এস, (সাধারন শিক্ষা) | ৬৮০ |
| ১৪। বি,সি,এস, (স্বাস্থ্য) | ৪০০ |
| ১৫। বি,সি,এস, (তথ্য) | ২২ |
| ১৬। বি,সি,এস, (বিচার বিভাগ) | ৪২ |
| ১৭। বি,সি,এস, (পুলিশ) | ২ |
| ১৮। বি,সি,এস,(পশুপালন) | ৮ |
| ১৯। বি,সি,এস, (ডাক) | ৪ |
| ২০। বি,সি,এস, (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী) | ১ |
| ২১। বি,সি,এস, (গনপূর্ত) | ১ |
| ২২। বি,সি,এস, (রেলওয়ে প্রকৌশল) | ০ |
| ২৩। বি,সি,এস, (রেলওয়ে পরিবহন ও বাণিজ্যিক) | ২ |
| ২৪। বি,সি,এস, (সড়ক ও জনপথ) | ১ |
| ২৫। বি,সি,এস, (পরিসংখ্যান) | ১০ |
| ২৬। বি,সি,এস, (টেলিযোগাযোগ) | ১ |
| ২৭। বি,সি,এস, (কর) | ৮ |
| ২৮। বি,সি,এস,(কারিগরী শিক্ষা) | ৬ |
| ২৯। বি,সি,এস, (বাণিজ্য) | ১ |

উৎসঃ নাজমুন্নেছা মাহতাব, 'উইমেন ইন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ক্যাডারস(১৯৭২-১৯৮৬)
' বইঃ 'উইমেন ইন পলিটিক্স এন্ড ব্যুরোক্রাসি' উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৫, পৃষ্টা-৯৪।

উপরোক্ত সারণী অনুযায়ী এখনও বি,সি,এস, রেলওয়ে প্রকৌশল) ক্যাডারে কোন নারী নেই। বি,সি,এস (টেলিযোগাযোগ), বি,সি,এস, (সড়ক ও রেলপথ), বি,সি,এস, (বাণিজ্য) ক্যাডারে মাত্র একজন করে নারী কর্মরত। বি,সি,এস,(স্বাস্থ্য) বি,সি,এস, (শিক্ষা), বি,সি,এস,(প্রশাসন), বি,সি,এস (বিচার বিভাগীয়) এবং বি,সি,এস, (অর্থনৈতিক) ক্যাডারে সর্বাধিক নারী কর্মরত। অন্যান্য ক্যাডারে নারীদের অন্তর্ভূক্তির প্রবনতা খুবই কম। এর প্রধান কারন, নারীদের উচ্চশিক্ষার অভাব, এবং বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাশ করা নারীগণের ক্যাডারভূক্তির প্রবনতা কম থাকা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে কার্য সম্পাদনার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ১৭টি ক্যাডার নারীদের জন্য উপযোগী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে-

- সাধারন শিক্ষা।
- স্বাস্থ্য।
- পরিবার পরিকল্পনা।

Dhaka University Institutional Repository

সচিবালয়।

- হিসাব ও নিরীক্ষন।
- তথ্য।
- কর।
- পরিসংখ্যান।
- অর্থনৈতিক।
- সমবায়।
- 'পোস্টাল'।
- শুল্ক ও আবগারী
- প্রশাসন।
- বিচার বিভাগীয়।
- কারিগরী শিক্ষা।
- বাণিজ্য এবং
- পররাষ্ট্র ।

**প্রশাসন ক্যাডারে নারী কর্মকর্তাগনঃ**

বি.সি.এস. (প্রশাসন) ক্যাডারে ১৯৯৩ সালে নারী কর্মকর্তাগন উর্দ্ধতন পদের যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি। প্রবেশ পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব থাকলেও উর্দ্ধতন পদে নারী কর্মকর্তাদের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানে-

সারণীঃ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন ক্যাডারে নারী কর্মকর্তাদের ' র‍্যাংক'/স্তর বিন্যাস। (১৯৯৩)

| 'র‍্যাংক'/স্তর | সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|
| সচিব | - | - |
| অতিরিক্ত সচিব | - | - |
| যুগ্ম সচিব | - | - |
| উপ সচিব | ৩ | ১.১ |
| 'সিনিয়র এসিসটেন্ট 'সেক্রেটারী' | ৪৩ | ১৫.৬ |
| সহকারী সচিব | ২৩০ | ৪৩.৩ |

উৎসঃ সংস্থাপন মন্ত্রনালয়, ১৯৯৩।

সারণীঃ বি.সি.এস. প্রশাসন ক্যাডারে নারী-পুরুষ কর্মকর্তা।

| লিঙ্গ | শতকরা হার |
|---|---|
| পুরুষ | ৯৩.৫ |
| নারী | ৬.৫ |
| মোট | ১০০ |

উৎসঃ 'রিপোর্ট ' অন পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেক্টর স্টাডি ইন বাংলাদেশ'ইউএনডিপি, জুলাই ১৯৯৩, পৃঃ ১৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

## 'ডাইরেকটরেট'-এ প্রথম শ্রেনীর মহিলা কর্মকর্তাঃ

নিম্নের সারণীতে কিছু গুরত্বপূর্ন মন্ত্রনালয়ের অধীনে কতিপয় "ডাইরেকটরেট"-এ প্রথম শ্রেনীর মহিলা কর্মকর্তাদের পদ দেখানো হলো-

সারণীঃ কিছু গুরত্বপূর্ন মন্ত্রনালয়ের অধীনে কতিপয় "ডাইরেকটরেট"-এ
প্রথম শ্রেনীর মহিলা কর্মকর্তাদের পদ (১৯৮৯)।

| 'ডাইরেকটরেট'-এর নাম | প্রথম শ্রেনীর মহিলা কর্মকর্তা | প্রথম শ্রেনীর পুরুষ কর্মকর্তা |
|---|---|---|
| স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা | ৫৫৪ | ৬৫৪৮ |
| শিক্ষা | ২২৬ | ৬০২০ |
| মৎস্য ও পশুসম্পদ | ৩৮ | ১৬৪৯ |
| তথ্য ও | ৩৮ | ৭০৬ |
| অর্থ | ৩০ | ১৩৩৩ |
| সমাজকল্যান | ২৬ | ৮৭ |
| ডাক ও টেলিযোগাযোগ | ১৩ | ৮১৯ |
| মহিলা বিষয়ক | ১৩ | ১৬ |
| যোগাযোগ | ১২ | ৮০৩ |
| কৃষি | ১২ | ১৩৯৬ |
| পররাষ্ট্র | ১২ | ১০৯৫ |
| স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন | ৯ | ২৩৬ |
| প্রতিরক্ষা | ৭ | ৪১৩ |
| কর্ম | ৭ | ৫৫৩ |
| শ্রম ও জনশক্তি | ৬ | ২১৯ |
| সংস্থাপন | ৬ | ৫৯ |
| খাদ্য | ৩ | ১৫৯ |
| শিল্প | ৩ | ৮৩ |

উৎসঃ সালমা খান, 'উইমেন এন্ড বুরোক্রাসিঃ বাংলাদেশ পারসপেকটিভ'।
বই উইমেন ইন পলিটিকস্ 'উইমেন ফর উইমেন ১৯৯৫,পৃষ্টা-৭৬।

## প্রথম শ্রেনীর মহিলা কর্মকর্তার বেতনভিত্তিক বিন্যাসঃ

নিম্নের সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রথম শ্রেনীর নারী কর্মকর্তার বেতনভিত্তিক বিন্যাস থেকে এটাই ধারনা করা যায় যে, উপরের স্কেলে বেতন পান এমন নারীর সংখ্যা খুবই কম-

সারণীঃ সরকারী অফিস এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে
প্রথম শ্রেনীর মহিলা কর্মকর্তার বেতনভিত্তিক বিন্যাস।

| বেতন (টাকা) | সচিবালয় | সরকারী বিভিন্ন বিভাগ | স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ১৫০০০ নির্ধারিত | - | - | ১ | ১ |
| ১২৯০০-১৪৩০০ | - | ৪ | ১ | ৫ |
| ১১৭০০-১৩৫০০ | ২ | ২১ | ৩৫ | ৫৮ |
| ১০৭০০-১৩১০০ | - | ৭৬ | ১২৩ | ১৯৯ |
| ৯৫০০-১২১০০ | ৭ | ৯৯ | ৯১ | ১৯৭ |
| ৭২০০-১০৮৪০ | ২৭ | ৩৫৭ | ২৮ | ৪১২ |
| ৬১০০-৯৭৫০ | ১ | ৩০৮ | ৫৪১ | ৮৫০ |
| ৪৮০০-৮১৬০ | - | ৯৯৩ | ২ | ৯৯৫ |
| ৪৩০০-৭৭৪৫ | ১২৭ | ১০৬৭ | ১১৫৫ | ২৩৪৯ |
| সর্বমোট প্রথম শ্রেনী | ১৬৪ | ২৯২৫ | ১৯৭৭ | ৫০৬৬ |

উৎসঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রনালয়, সিভিল অফিসার ও স্টাফ পরিসংখ্যান, ১৯৯২। এবং বর্তমান জাতীয় বেতন স্কেল ১৯৯৭ পদত্ত বেতন স্কেল, ভোরের কাগজ। তারিখ ৭ অক্টোবর ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

# প্রশাসনে নারীর অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

# প্রশাসনে নারীর ক্ষমতায়নের চিত্র

লেখস্তম্ভ ঃ ১৯৯৫

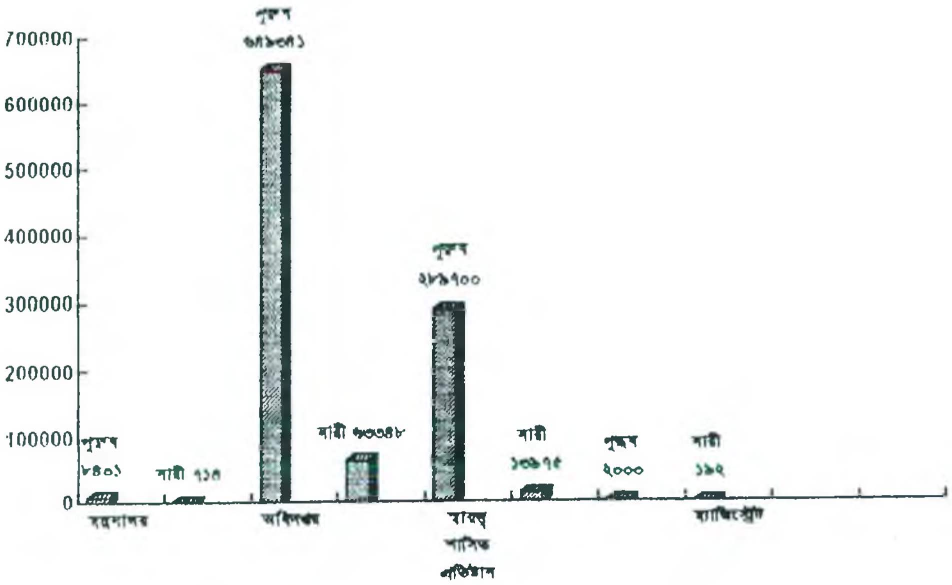


□ **Source :** মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় রিপোর্ট ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

# প্রশাসনে নারীর অবস্থান

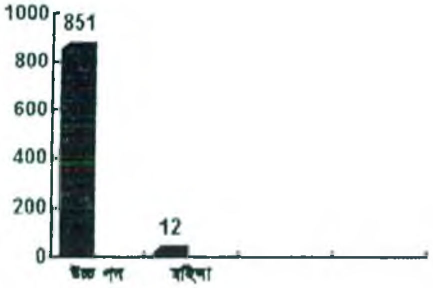


- Ds থেকে Secretary পদে ।
- সচিব পদে একজন ও নেই
- শুধুমাত্র অতিরিক্ত সচিব পদে একজন মহিলা আছেন।
- এমবাসেডর পদে বর্তমানে একজন মহিলা আছেন।

রাষ্ট্রীয় পার্যায় বাংলাদেশের নারীদের সমঅধিকারের দাবি অগ্রাহ্য করা হয়েছে। সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে, ঘোষিত কোটানীতি, সরকারী অফিস সমূহেই বাস্তবায়িত হচ্ছে না। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সে, উচ্চ পদস্থ চাকরীর চেয়ে নিম্ন পাদস্থ চাকুরীতে নারীরা বেশি সুযোগ পাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

## সরকারী কার্যে নারীদের অবস্থানঃ

১৯৭৬ সালে যদিও মহিলাদের জন্য ১০% কোটা সংরক্ষন করা হয় তথাপি ১৯৮২ পর্যন্ত তার উপস্থিতি ছিল অল্প। পাশাপাশি ১.৫% নন-গেজেটেড পদ নারীদের জন্য সংরক্ষিত হয়। বর্তমানে বিভিন্ন মন্ত্রনালয়/বিভাগ, 'ডাইরেক্টরেট', স্বায়ত্বশাসিত কর্পোরেশনে ৪৯৮৮ জন নারী কর্মে নিয়োজিত। তন্মধ্যে ১৮৮৯ জন প্রথম শ্রেনীর কর্মকর্তা রয়েছেন। নিম্নের ছক নারীর দুর্বল উপস্থিতি নির্দেশ করে।

সারণীঃ সচিবালয়ে, অধিদপ্তরে এবং স্বায়িত্বশাসিত কাঠামোতে সিভিল কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যা এবং ধরন অনুযায়ী নারী কর্মকর্তার সংখ্যা(১৯৯৬)

| শ্রেনী | মন্ত্রনালয় | | সরকারী দপ্তর | | স্বায়ত্বশাসিত কাঠামো | | মোট | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | মোট | নারী | মোট কর্মচারী | নারী | মোট কর্মচারী | নারী | মোট কর্মচারী | নারী |
| ১ম শ্রেনী | ২০০০ | ২০১ | ৩৫২৫৫ | ৩৪৪৬ | ৪৩৬৮৭ | ১৯৮১ | ৮০৯৪২ | ৫৬২৮ (৬.৪৪%) |
| ২য় শ্রেনী | ৭০ | ১১ | ১৩৫১৫ | ১২৩৩ | ২৪৪৮১ | ১৪০০ | ৩৮০৬৬ | ২৬৪৪ (৬.৭৪) |
| ৩য় শ্রেনী | ৪১৮৭ | ৩০৮ | ৪৫৮৪৩৩ | ৫৪৮৯০ | ১৩৫৪৯৯ | ৬৮৩১ | ৫৯৮১১৯ | ৬২০২৯ (১০.৩১%) |
| ৪র্থ শ্রেনী | ২৩৫৮ | ২০৯ | ১৪৯২০২ | ৯৩৩৩ | ১০৪১৫০ | ৩২৭৬ | ২৫৫৭১০ | ১২৮২০ (৪.৯৫%) |
| সর্বমোট | ৮৬১১ | ৭২৯ | ৬৫৬৪০৫ | ৬৮৯০২ | ৩০৭৮২১ | ১৩৪৯০ | ৯৭২৮৩৭ | ৮৩১৭১ |

উৎসঃ জাতিসংঘের 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরন সনদ' কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত প্রতিবেদন। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মার্চ, ১৯৯৭। পৃষ্টা-১৯।

Dhaka University Institutional Repository

# বিচার বিভাগে নারীর অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

## বিচার বিভাগীয় কার্যে নারীঃ

বিচার বিভাগীয় কার্যেও একইভাবে নারীরা পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে আছে। নিম্নোক্ত ছকে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়-

সারণীঃ বিচার বিভাগীয় কার্যে নারী অংশগ্রহন।

| পদ | পুরুষ | নারী |
|---|---|---|
| জেলা জজ | ৬১ | - |
| অতিরিক্ত জেলা জজ | ৭৫ | ১ |
| সাব-জজ | ১০২ | ৮ |
| সহকারী সাব-জজ | ৩৯১ | ৩৮ |

উৎসঃ বেনী মওদুদ, বাংলাদেশের নারী, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪, পৃষ্টা-৫১।

১৯৮৫ সালে 'এনএফএলএস' গ্রহনের পর আইন ডিগ্রীপ্রাপ্ত কিছু মহিলা বিচার বিভাগীয় কার্যে যোগদান করে এবং তারা এখন অতিরিক্ত জজ, সাব-জজ, যুগ্ম জজ পদে অধিষ্ঠিত। বিচার বিভাগীয় কার্যে নারী কর্মকর্তাদের সংখ্যাগত তথ্য অনুযায়ী বিচার বিভাগীয় কার্যে নারীদের অংশগ্রহন কম। পরবর্তী পৃষ্টায় তা দেখানো হলো-

সারণীঃ বিচার বিভাগীয় কার্যে নারী কর্মকর্তাগন (১৯৯৪)

| কোর্ট সমূহ | মহিলা | |
|---|---|---|
| | প্রথম শ্রেনী | দ্বিতীয় শ্রেনী |
| সুপ্রীম কোর্ট | - | - |
| ট্রাইবুনালসমূহ | ২ | - |
| জজ কোর্ট | ৪০ | - |
| ম্যাজিস্ট্রেস | ১৯২ | - |

উৎসঃ 'উইমেন ইন বাংলাদেশ।' 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল রিপোর্ট' ১৯৯৫, পৃষ্টা-৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

# 'সৎ নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের কারণে এ পর্যন্ত আসতে পেরেছি'

## প্রথম মহিলা বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা

"বিচার বিভাগে নারীর অংশগ্রহণ চ্যালেঞ্জস্বরূপ। এপেশা এখন পর্যন্ত নারীর অনুকূলে হয়নি। তবে সরকার বিচার বিভাগে নারীদের উৎসাহিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। যদিও তা ধীরে ধীরে এগুচ্ছে। বিচার বিভাগসহ সকল পেশায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়তে সরকার যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে বলে আমার বিশ্বাস।" একথাগুলো বলেছেন দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের প্রথম নারী বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা।

> মহান আল্লাহতা'লার ইচ্ছায় এতোদূর এসেছি। আমি আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবো বলে আশা রাখি। কোন প্রলোভন, ভয়-ভীতি আমাকে নীতি থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।

Dhaka University Institutional Repository

## পুলিশ সার্ভিসে নারীঃ

একই চিত্র পরিলক্ষিত হয় পুলিশ সার্ভিসে। এখানে মাত্র ২ জন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট এবং ৪ জন সহকারী পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট রয়েছেন। পুলিশ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নারী বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত হয় ১৯৭৬-৮০ সময়কালে।

সারণীঃ পুলিশ সার্ভিসে নারী (১৯৯৪)

| শ্রেনী | পুরুষ | নারী |
|---|---|---|
| প্রথম শ্রেনী | ৭৩২ | ১২ |
| দ্বিতীয় শ্রেনী | ২২৫ | ২৫ |
| কনস্টেবল | ৭৯৮৫৯ | ২২০ |
| মোট | ৮০,৮১৬ | ২৫৭ |

উৎসঃ 'উইমেন ইন বাংলাদেশ' 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল রিপোর্ট ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

# সামরিক ক্ষেত্রে নারী

Dhaka University Institutional Repository

# সেনাবাহিনীতে নারী

প্রথমবারের মত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নারী সরাসরি ক্যাডেট হিসাবে নিয়োগ পেতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রাথমিক বাঁছাইয়ের পর লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। উত্তীর্ণ প্রার্থীরা এখন সাক্ষাৎকার বোর্ডের মুখোমুখি হওয়ার অপেক্ষায় আছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন মুসলিম দেশে নারীদেরকে ক্রমান্বয়ে মহিলা পুলিশ, আধা-সামরিক বাহিনী এবং সামরিক বাহিনীর মত বিপজ্জনক ও কষ্টসাধ্য পেশায় নিয়োগ করা হলেও তা সেবামূলক ও সীমিত প্রশাসনিক দায়িত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ইরান, লিবিয়া, সুদানে নারীদেরকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্য থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হয়। যদিও প্রত্যক্ষ সমরে এখনো তাদের ব্যবহার করা হয়নি। গ্রেটব্রিটেন ১৯৯৭ সাল থেকে পদাতিক ও সাঁজোয়া বাহিনী ব্যতীত অন্যান্য আর্মস-এর নারীদের অন্তর্ভুক্তি অনুমোদন করেছে। আমেরিকান সেনাবাহিনীতে নারীরা প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন পরিবেশে পুরুষদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে। এই উপমহাদেশের মধ্যে ভারত সর্বপ্রথম ১৯৯২ সালে সশস্ত্র বাহিনীতে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করে। সামরিক ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নারীর আবির্ভাব ঘটেছে, যাদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রাঃ), প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মী বাঈ, সুলতানা রাজিয়া, লায়লা খালেদ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই দেশের নিরাপত্তা বাহিনীতে মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি জোরদার হতে থাকলে নারীদেরকে আর্মি মেডিক্যাল কোর এবং আর্মড ফোর্সেস নার্সিং সার্ভিস (AFNS)- নিয়োগ করা হয়।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নারীদের এই অন্তর্ভুক্তি নারীর ক্ষমতায়নের পাশাপাশি সামরিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন চিন্তা-চেতনা, অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও তা উজ্জ্বল ভূমিকা রাখবে।

Dhaka University Institutional Repository

# নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

# নারীর অর্থনৈতিক অবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

# অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ

খাদ্যের প্রাথমিক যোগানদাতা নারীসমাজ হলেও এবং সর্বত্র অর্থনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে তাদের বাইরে রাখা হয়। বেশির ভাগ সমাজে জমি, মূলধন ও প্রযুক্তিসহ উৎপাদনের বিভিন্ন উপায়-উপকরণ লাভ ও সেগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মেয়েদের সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে এবং তাদের কাজের মূল্য ও মজুরি দু-ই কম। তবে, অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, সম্পদ, প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণের সুযোগ দিলে মেয়েরা উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে পারে।

▲ ১৯৯০ সালে বিশ্বের শ্রমশক্তির প্রায় ৩২ শতাংশ, প্রায় ৮৫৪ মিলিয়ন মহিলা অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিল ;

▲ শীর্ষস্থানীয় সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী (মন্ত্রী পর্যায়ে বা উচ্চতর) পদে মেয়েদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম : সকল মন্ত্রী পদের ৬.২ শতাংশ মহিলা। অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয়ে মহিলাদের সংখ্যা মাত্র ৩.৬ শতাংশ। ১৪৪টি দেশে এসব ক্ষেত্রে ও এসব পর্যায়ে আদৌ কোনো মহিলা নেই ;

▲ কর্পোরেট পর্যায়ে মার্কিন কোম্পানিগুলোতে মহিলাদের সংখ্যা প্রতি ১০০ পুরুষপিছু ৯ জন। অপেক্ষাকৃত নিচের স্তরে মহিলা ম্যানেজারের সংখ্যা বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে এক হাজার বৃহত্তম কর্পোরেশনে প্রতি ১০০টি নির্বাহী পদে একজন মাত্র মহিলা।

## পিএফএ প্রস্তাবিত ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে :

### সরকারের করণীয় :

▲ নারী ও পুরুষের সমান কাজের জন্য সমান মজুরির অধিকার নিশ্চিত করে আইন প্রণয়ন ও বলবৎ করা ;

▲ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য-বিরোধী আইন গ্রহণ [illegible]

▲ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে মেয়েদের পূর্ণ ও সমান অংশগ্রহণে [illegible] করার কোনো উদ্দেশ্যে পদ্ধতি উদ্ভাবন ও গঠনমূলক [illegible] ব্যবস্থা গ্রহণ করা ;

▲ মহিলাদের পরিচালিত ব্যবসায়ের উন্নয়ন ঘটানো ও সহায়তা-দান এবং তাদের ঋণ ও মূলধন লাভের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

### সরকার ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানের করণীয় :

▲ উপদেষ্টা বোর্ড ও অন্যান্য ফোরামে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা ;

▲ মেয়েদের ঋণদান বাড়াতে ব্যাংকিং খাতকে উৎসাহিত করা।

### জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ও উন্নয়ন সংস্থার করণীয় :

▲ গ্রামের মেয়েদের আরো সম্পদ দানের নীতি বাস্তবায়ন করা ;

▲ মেয়েদের ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগে সম্পদ যোগানোর প্রয়াসকে সহায়তা দেয়া।

Dhaka University Institutional Repository

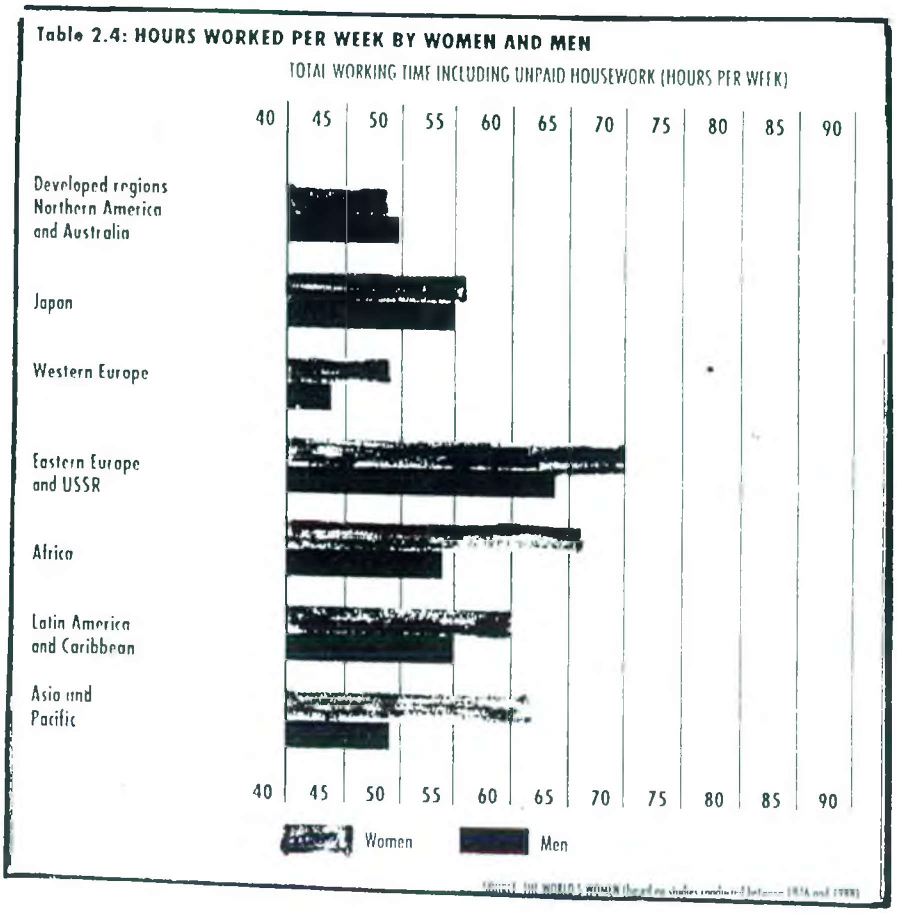


**দক্ষিণ এশিয়ায় নারী-পুরুষের তুলনামূলক বৈষম্যের চিত্র,**

| দেশ | অবস্থান | জাতীয়-আয় (নারীদের অংশ) | জীবন যাত্রার ব্যয় নারী ঃ পুরুষ | শিক্ষার হার নারী ঃ পুরুষ (%) |
|---|---|---|---|---|
| শ্রীলংকা | ৫৮ | ২৫% | ৭৪-৭০ | ৮৬-৯৩ % |
| চীন | ৭১ | ৩১% | ৭০-৬৮ | ৭০-৮৮ |
| মালদ্বীপ | ৭৯ | ১৭% | ৬১-৬৩ | ৯২-৯৩ |
| ভারত | ৯৯ | ১৯% | ৬০-৬০ | ৩৫-৬৪ |
| পাকিস্তান | ১০৩ | ১০% | ৬৩-৬১ | ২২-৪৮ |
| বাংলাদেশ | ১০৮ | ২৩% | ৫৬-৫৬ | ২৪-৪৮ |
| নেপাল | ১১৫ | ২৬% | ৫৩-৫৪ | ১২-৩৯ |

সূত্র ঃ ইউএনডিপি; মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ১৯৯৫

উৎস: দৈনিক ইত্তেফাক, [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

৭

# ভোরের কাগজ

ঢাকা বুধবার ৭ শ্রাবণ ১৪০৫
২২ জুলাই ১৯৯৮

*মেয়েরা পরিবারে, সমাজে কায়িক পরিশ্রমে কতোটুকু অবদান রাখতে পারে কিংবা পারেনা এই নিয়ে যখন সেমিনারে, প্রবন্ধে চলছে যুক্তি পাল্টা যুক্তি তখন সমাজের কিছু মেয়ে পেটের তাগিদে অতোকিছু না ভেবেই দিনের পর দিন করে যাচ্ছে অক্লান্ত শারীরিক পরিশ্রম। ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে লাকড়ি সংগ্রহের এই ছবিটি তুলেছেন মুক্তি রহমান।*

Dhaka University Institutional Repository

# WOMEN'S SHARE IN THE LABOUR FORCE

Table 2.2: FEMALE SHARE OF MAJOR SECTOR, DEVELOPING COUNTRIES, 1950–2000

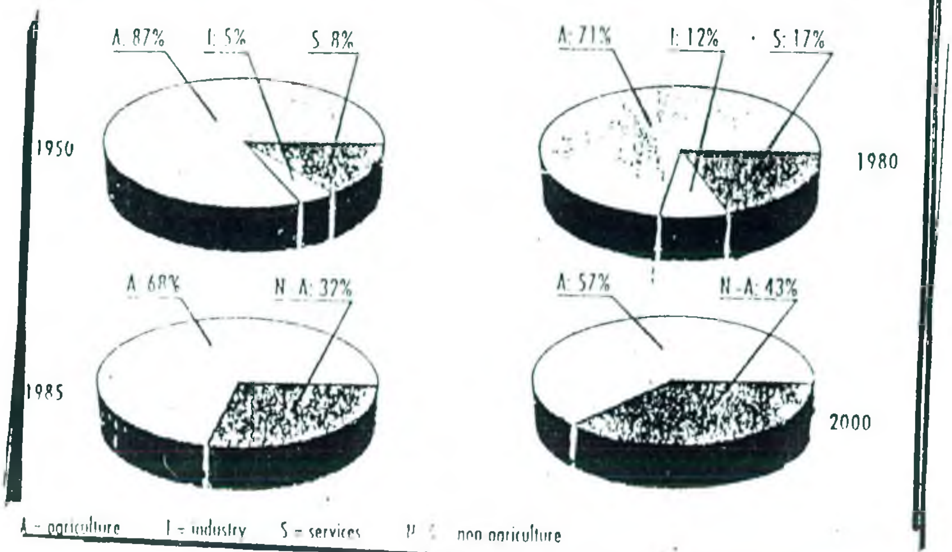


Table 2.3: FEMALE SHARE OF MAJOR SECTORS, INDUSTRIALIZED COUNTRIES, 1950–2000

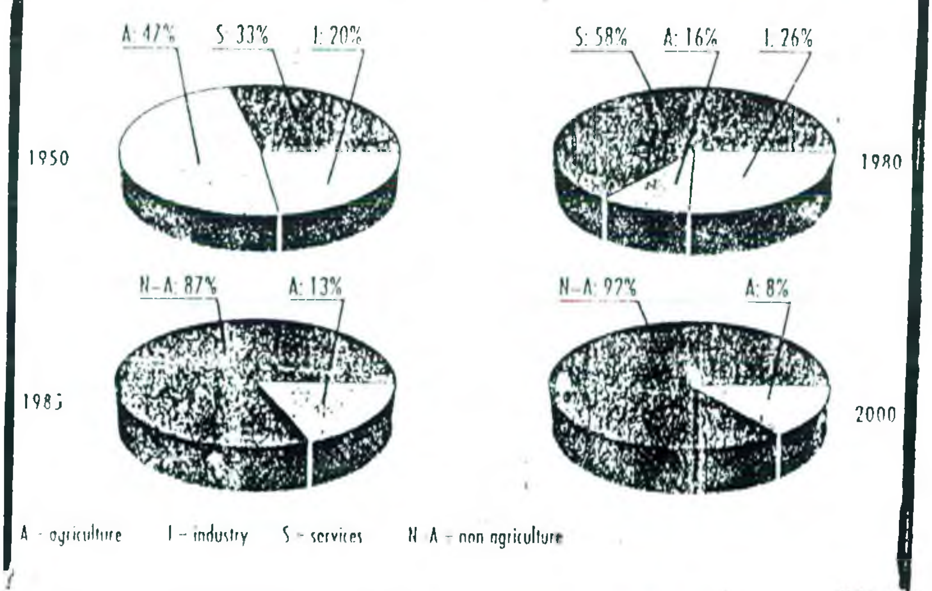

সারণী : [illegible]

## গ্রামীণ ঋণ প্রক্রিয়ায় নারীর অবস্থান

| এজেন্সী (সংস্থা) | ১৯৮৮ | | ১৯৯৩ | |
|---|---|---|---|---|
| | বিতরণকৃত অর্থ (মিলিয়ন টাকা) | নারীর সংখ্যা (হাজারে) | বিতরণকৃত অর্থ (মিলিয়ন টাকা) | নারীর সংখ্যা (হাজারে) |
| বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প সংস্থা | ১৫ | ৯ | ৬৪ | ২১ |
| স্বনির্ভর | ৪৬০ | ৩০০ | ৯৪৪ | ৩৬৭ |
| গ্রামীণ ব্যাংক | ২০১৫ | ৩৬৭ | ১৪১৭৫ | ১৩৩৪ |
| ব্র্যাক | ৭৩ | ৯১ | ২২৬০ | ৭০০ |
| মোট | ২৫৬৩ | ৭৬৭ | ১৭৪৬৩ | ২৪৫২ |

উৎস : হোসেন ও আফসার (১৯৮৮)। আহমদ ১৯৯১। বার্ষিক রিপোর্ট (১৯৯৩) গ্রামীণ ব্যাংক, স্বনির্ভর, ব্র্যাক, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প সংস্থা।

১৯৮৮ সনে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সাত লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার মহিলাকে দুইশত ছাপ্পান্ন কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে; এবং ১৯৯৩ সনে চব্বিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার মহিলাকে এক হাজার সাতশত ছিচল্লিশ কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা ঋণ হিসাবে দেয়া হয়। উল্লেখ্য এই ঋণের শতকরা ৯০ ভাগের বেশিই পরিশোধ করা হয়েছে। সুতরাং এ অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় "নারী বিশ্বস্ত Client"। সুতরাং Credit Input পেলে নারী পরিবারের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজ তথা দেশের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

চিত্র-৩.২

## মহিলাদের অর্থ উপার্জনে বাধার কারণ সমূহ

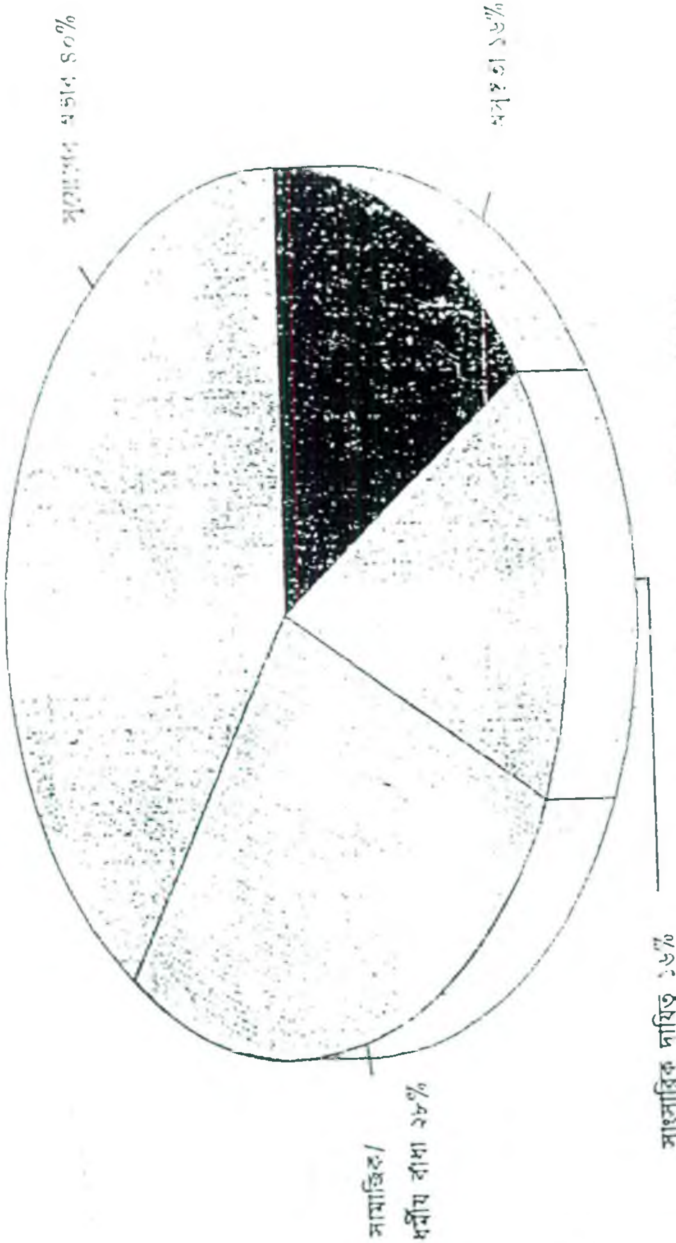


উৎস : সিরডাপ (১৯৯৩): বাংলাদেশের দরিদ্রতা এবং মনিটরিং সমন্বয়, ১৯৯৩।



Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা ঃ রবিবার ২৭ ডিসেম্বর ১৯৯৮ ইংরেজী
উৎস: ২৭ ডিসেম্বর-৯৮, জনকণ্ঠ
দেশের

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের সাফল্য

# সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ঋণদান॥ নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছে নারী

সমুদ্র হক

চুপিনগরের বিরকুত্সা গ্রামের তরুণ কৃষক মাহবুবার রহমান মাসুদ বন্যার পর দ্রুত আবাদ করে। হঠাৎ বৃষ্টিতে আবাদ মার খায়। তবুও মুষড়ে পড়েনি সে। আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাত্র ২৫ শতাংশ জমিতে স্বল্প সময়ে পিঁয়াজ আবাদ করে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা তুলেছে। ব্যাংক ঋণ আগাম শোধ করে সুদের বোঝা কমিয়েছে। এখন করছে সবজি আবাদ। প্রস্তুতি নিচ্ছে আগাম বোরো আবাদের। ব্যাংকই পৌঁছে গেছে তার দুয়ারে। একই গ্রামের লাইলী বেগম ঋণ নিয়ে আয়ের পথ প্রশস্ত করে এখন কিনেছে পাওয়ার টিলার। তার স্বামী ভাড়ায় টিলার চালিয়ে অভাব দূর করেছে। বড়পাথার গ্রামের রেখা খাতুনের ঘটনা আরও চমকপ্রদ। অভাবের টানাপোড়েনে স্বামী তাকে তালাক দেয়। তালাকপ্রাপ্তা রেখা ঋণ নিয়ে শুধু স্বাবলম্বীই হয়নি জুটে যায় বিয়ের পাত্র আবার। এবার দেখেশুনে যাচাই করে রেখা বিয়ের পিড়িতে বসে। ঋণদাতা ব্যাংক শুধু ঋণের জন্য ঋণ দিচ্ছে না। সামাজিক সচেতনতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কৃষি ইত্যাদিতে শক্তি গড়ে তোলার পর ঋণ নিয়ে গেছে গরিব মানুষের দুয়ারে। এমন ধরনের ১শ' ভাগ সফলতার ঋণ কার্যক্রমের খবর অধিকাংশ মানুষেরই অজানা। এমনকি সরকারের সর্বোচ্চ মহলেও খুবই ব্যতিক্রমী এই ঋণের সফলতা গিয়ে পৌঁছেনি। পৌঁছলে পরে সময়োপযোগী দারিদ্র্য বিমোচনের এই ঋণদান কৌশলটি প্রতিটি ব্যাংকের কাঁধে গিয়ে পড়ত। বন্যাপরবর্তী সময়ে কৃষি পুনর্বাসনে কৃষি ঋণদান কার্যক্রমে আসল কৃষকের পাশাপাশি যখন অনেক অকৃষকও ঋণ পাচ্ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে ঋণ আদায় হবে কিনা এ নিয়ে দ্বন্দ্বে ভুগছে অনেকে, আবার কোন স্থানে সুষ্ঠুভাবে ঋণ বিতরণে অন্তরায় সৃষ্টি করছে একশ্রেণীর দাদন ব্যবসায়ীচক্র। প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে চলে আসা রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব)-এর আত্মনির্ভর ঋণ কর্মসূচী খোদ রাকাবেরই প্রায় তিন-চতুর্থাংশ শাখায় এখনও চালু হয়নি। উত্তরের ৩শ' শাখার মধ্যে মাত্র ৮০টি শাখায় চালু হয়েছে। এই ৮০টি শাখার প্রায় দেড় হাজার গ্রুপের (প্রতি গ্রুপের সদস্য ১০ থেকে ১৫ জন নারী ও পুরুষ) অন্তত ১৮ হাজার সদস্যের ঘরে বন্যার ভয়াবহ ক্ষতির পরও খাদ্যাভাব তো নেই-ই। উল্টো এসব সদস্য দারিদ্র্য দূর করতে অন্যদেরও সহযোগিতা দিচ্ছে।

রাকাবের ঋণের জন্য কোন জামানত, বন্ধ এমনকি প্রথানুযায়ী ফর্মেরও প্রয়োজন নেই। এমনকি প্রয়োজন নেই কোন সাক্ষীর। রাকাবের এয়ার মার্ক করা প্রোগ্রাম অফিসার তার কর্মপরিধির গ্রামগুলোতে গিয়ে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলে একেবারে হাঁড়ির ভিতরে খবর নিয়ে একেকটি গ্রুপ করে নিয়ে ঋণ বিতরণ করছেন। এই ঋণ নিয়ে কি করা হবে তার প্রকল্পও তৈরি করে দিচ্ছে গাঁয়ের গরিব মানুষ, ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষক। রাকাবের কৃষি বিষয়ক কমপোন্যান্ট-এর মধ্যে এগুলো অন্তর্ভুক্ত করে কৃষি ও অকৃষি খাত আলাদা করে গ্রুপের প্রতি সদস্যকেই ঋণ দেয়া হয়। বগুড়া রাকাবের প্রধান শাখার ব্যবস্থাপক ময়েনউদ্দিন ও এই শাখার এয়ার মার্ক অফিসার আখতারুজ্জামান ফারুকীকে দেখা গেল চুপিনগর ও খোট্টাপাড়া গ্রামে। কৃষিতে কোন সময়ে কি আবাদ করে ফসল পাওয়া যাবে এবং কোনটি লাভজনক হবে তার পরামর্শও দিচ্ছেন তারা। প্রোগ্রাম অফিসার ফারুকী জানান, তার পরিধিভুক্ত এলাকায় ৩২টি গ্রুপের সদস্য রয়েছে ৩শ' ৩০ জন। ১৮টি গ্রুপ এ পর্যন্ত ঋণ নিয়েছে প্রায় ১২ লাখ টাকা। আদায়ের হার ১শ' শতাংশ। কৃষি ঋণের জন্য সময় এক বছর। অন্যান্য ঋণের মেয়াদ দেড় থেকে ৩ বছর। সুদের হার ১৬ শতাংশ হলেও সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণ শোধ করলে এ হার ৯ শতাংশে এসে দাঁড়ায়। যথাসময়ে ঋণ শোধ করার জন্য গ্রুপের সকল সদস্য এগিয়ে আসে। ঋণ আগে শোধ করতে পারলে পরবর্তী কোন ঋণ নিতে ন্যূনতম অসুবিধা হয় না। এমনকি, গ্রুপ করে প্রথম ঋণ নিতেও আবেদন পূরণ করে একটি রেভিনিউ ট্যাম্পের ওপর স্বাক্ষরই যথেষ্ট। আবেদন করার এক ঘণ্টার এই মধ্যেই এই ঋণ বিতরণ করা হয়। তবে এই ঋণ পেতে হলে যে কৌশল অবলম্বন করা হয় সেটি ছ'মাসের। গ্রামে একটি গ্রুপ তৈরি করে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, সামাজিক সচেতনতা, কৃষি সচেতনতা গড়ে তুলতে রাকাবের এয়ার মার্ক কর্মকর্তা প্রতিসপ্তাহে প্রশিক্ষণ দিয়ে স্থায়ী বাসিন্দা, জমিজমার অবস্থা (শূন্য থেকে দেড় একরের মধ্যে কিনা) ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে ঋণ বিতরণ করবেন। রাকাব কর্মকর্তা ফারুকী জানান, নিজেই এ কাজ করছেন ও গ্রুপগুলোর 'ক্যাটি' নামও দিয়েছেন। যেমন জাগরণ, সন্ধানী, পলাশ, রজনীগন্ধা, নিরুপমা, উৎসাহী, সবুজবাংলা, কৃষ্ণচূড়া ইত্যাদি। জাগরণ গ্রুপের কৃষক মাসুদ বললেন, এই ঋণ কার্যক্রমের কারণে বন্যার পর তিনি এবং গ্রুপের সব সদস্য মোটেও ঘাবড়ে যাননি। কারণ ছ'মাসে যে প্রশিক্ষণ তারা পেয়েছে কৃষি বিভাগের অনেক কর্মচারীরই তা জানা নেই। খোট্টাপাড়া গ্রামের অনেক ঋণগ্রহীতাই আবাদ করেছে পটলের। ব্যবস্থাপক ময়েনউদ্দিন নিয়ে গিয়ে এ পরামর্শ দিয়েছেন। বড়পাথার গ্রামের রেখা বেগম দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'মাইয়া হয়া জন্মাইছি বলে কাম করবার পারবো না এইডা ভুল। যে স্বামী তালাক দিছিল তারে বুঝাইয়া দিছি আমরাও কাম করবার পারি।' লাইলী বেগম বললেন, 'বুঝলেন পাওয়ার টিলার কিনে স্বামীকে দিছি। কইছি চালাও টিলার, আবাদ করে দ্যাও।' রাকাবের এই ঋণ পেয়ে সামাজিক চেতনা যে কিভাবে বেড়েছে গ্রামে যারা এই ঋণ পেয়েছে তাদের দুয়ারে না গেলে বোঝা যাবে না। ঋণের এই কনসেপ্টটি এসেছে কুড়িগ্রামের জিটিজেড প্রকল্প থেকে। জিটিজেড-এর কাছ থেকে ইফাদ প্রকল্প এটি হাতে নেয়। তাদের প্রশিক্ষণ মেয়াদ ছিল এক বছর। '৮৬ সাল থেকে কুড়িগ্রামে চলছে মার্জিনাল স্মল ফার্মার ইনটেনসিফিকেশন প্রোগ্রাম। এ পর্যন্ত কুড়িগ্রামে গ্রুপ হয়েছে প্রায় ৩ হাজার। '৯৪-৯৫ বছরে রাকাব এই কনসেপ্টকে সংস্কার করে প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৬ মাস করে পরীক্ষামূলক বাস্তবায়ন শুরু করে। রাকাব এ পর্যন্ত উত্তরের ১৫টি জেলায় চার কোটি টাকারও বেশি আরএসসিপি ঋণ দিয়েছে।

ঋণের মেয়াদ শেষ হওয়া দুই কোটি ৭১ লাখ ৭৭ হাজার ৬শ' ৩ টাকার মধ্যে সব টাকাই আদায় হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার ১শ' শতাংশই। রাকাবের কর্মকর্তা ময়েনউদ্দিন বললেন ঃ মাঠ পর্যায়ে এই ঋণের এয়ার মার্ক কর্মকর্তা বাড়ালেও প্রতিটি ব্যাংক এই কনসেপ্ট নিয়ে ঋণ প্রদানে এগিয়ে এলে দারিদ্র্য বিমোচন দূর করা সম্ভব হবে। এই ঋণ কৃষি ছাড়াও উন্নয়নমূলক সব কর্মকাণ্ডে দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে এর লিমিট প্রতি সদস্যের জন্য ১২ হাজার টাকা পর্যন্ত। ২ হাজার ১ সাল পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে এটি চলবে।

Dhaka University Institutional Repository

# নারী শ্রমিক

*Dhaka University Institutional Repository*

# এশিয়ায় নারীর শ্রমমূল্য পুরুষের ৩০%
# অথচ দায়িত্ব অনেক বেশি

এশিয়ার সমাজে নারীরা তাদের ভাগ্য নিয়ে ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ছে। এই সমাজ পুরুষের তুলনায় নারীদের অনেক কম মূল্য দেয় অথচ অনেক বেশি দায়িত্ব পালনে বাধ্য করে। আর এসব প্রায় মুখ বুজেই সহ্য করে এখানকার নারীরা। এ অঞ্চলের বৃহত্তম বিজ্ঞাপনী সংস্থা 'ওগিলভি এন্ড মাদার এশিয়া প্যাসিফিক' পরিচালিত এক জরিপের ফলাফলে এ তথ্য মিলেছে। গত মঙ্গলবার সিঙ্গাপুরে এ ফলাফল প্রকাশিত হয়। এপি।

জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, এশীয় সমাজে কাজের ক্ষেত্রে পুরুষরা যে বেতন-ভাতা পায়, তার মাত্র ৩০ শতাংশ পায় নারীরা। অন্যদিকে পশ্চিমা সমাজে নরীরা পুরুষদের প্রায় ৮০ শতাংশ মূল্য পেয়ে থাকে।

জরিপকারী বিজ্ঞাপনী সংস্থাটির পরিকল্পনা পরিচালক মার্ক ব্রেয়ার বলেছেন, এশিয়ার উন্নত এবং উন্নয়নশীল-এ দু ধরনের আঞ্চলেই নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য দেখা গেছে। এশিয়ায় নারীদের জীবন মোটেও সাবলীল নয়। তারা তাদের অবস্থান নিয়ে পরিতৃপ্ত না হলেও পশ্চিমা নারীদের তুলনায় নিজেদের অবস্থাটা অনেকটা সহজেই মেনে নেয়। তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের উৎসর্গ করে। তবে তারা এসবের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রত্যাশাও করে।

জাপান, ভারত, হংকংসহ চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, তাইওয়ান ও থাইল্যান্ডের মোট ২২টি শহরে কয়েক মাস ধরে এ জরিপ চালানো হয়। দুগ্ধপোষ্য শিশু রয়েছে- এমন আনুমানিক ২৫ থেকে ৫০ বছর বয়সী প্রায় ১হাজার ২০০ মহিলা এই জরিপে অংশ নেন।

জরিপের ফলাফলে আরো দেখা গেছে, পশ্চিমা নারীদের মতো খোলামেলাভাবে ক্ষোভ-প্রকাশ না করলেও এশীয় নারীরা তাদের শান্ত চেহারার আড়ালে নিরন্তর ফুঁসতে থাকে। তাদের অসন্তোষের কারণ রয়েছে অনেক। এর মধ্যে রয়েছে সামান্য অর্থপ্রাপ্তি, বিশাল দায়িত্ব, অল্প সম্মান, স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান, পারিবারিক কারণে উচ্চাভিলাষের ইতি টানা ইত্যাদি।

এছাড়াও জরিপে দেখা গেছে, পশ্চিমাদের তুলনায় নারীবাদী ধারণা এশীয় সমাজে খুব সামান্যই শিকড় গাড়তে পেরেছে। তার পরিবর্তে এ অঞ্চলের নারীরা প্রথমত পরিবারের সঙ্গে এবং দ্বিতীয়ত দেশ অথবা জাতির সঙ্গে নিজেদের অস্তিত্বের যোগসূত্র গেঁথে নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

# এডাম স্মিথের অদৃশ্য হস্ত ও দৃশ্যমান অবরোধ

অর্থনীতির সকল সমস্যা সমাধানে 'বাজার অর্থনীতি'র স্বয়ংক্রিয় ক্ষমতা নিয়ে যখন একদিকে বিপুল বাগাড়ম্বর চলছে ঠিক তখনই এর নিজেরই মৌলিক একটি সমস্যা নিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বাজার অর্থনীতির অন্যতম প্রবক্তা 'মূলধারার' শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদ পল স্যামুয়েলসন। তিনি নিজেই প্রশ্ন করেছেন যে, 'বাজারে পাওনা পরিশোধ নিশ্চিত করতে পারে? যাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করেন তাঁদের জন্য শোভন জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করতে পারে ?' তিনিই আবার উত্তর দিয়েছেন, 'না'। বলেছেন 'আসলে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সবচাইতে যার দাবি বেশি বা যার পাবার কথা তার কাছে সম্পদ নিয়ে যাওয়া নিশ্চিত করতে পারে না। বরঞ্চ উল্টোদিকে এটি আরও ব্যাপক বৈষম্যের দিকে সমাজকে নিয়ে যেতে পারে, তৈরি করতে পারে অসংখ্য অপুষ্ট শিশু যারা আরও অপুষ্ট শিশু তৈরী করবে এবং প্রজন্ম পরম্পরায় এই বৈষম্য চলতে থাকবে।

স্যামুয়েলসনের মতে, শুরুতেই বৈষম্য থাকলে বাজার অর্থনীতি তাদের করতে পারে না। কেবল বাড়াতেই পারে। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন 'এ্যাডাম সিমথ এই ধারণায় ঠিক নন যে, অদৃশ্য হস্তের মাধ্যমে ব্যক্তির স্বার্থ ও সমাজের স্বার্থ এক জায়গায় গিয়ে মিশবে'।

স্যামুয়েলসন এসব কথা খুব আগ্রহ নিয়ে যে বলেছেন তা নয়। বলা যায় বিশ্ব পরিস্থিতি তাঁকে এসব কথা বলতে বাধ্য করেছে। আমরা বিশ্বব্যাংক বা জাতিসংঘের বিভিন্ন তথ্য থেকে দেখি, একদিকে এই বিশ্বের সম্পদ বাড়ছে আগের যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক উচ্চহারে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ হচ্ছে-আগের যে কোন সময়কালের তুলনায় অনেক দ্রুতহারে কিন্তু অন্যদিকে সেই সঙ্গে বাড়ছে অপচয় এবং মানবিক ও বস্তুগত জীবন ধ্বংসের তৎপরতা। অধিকাংশ মানুষের জীবনই প্রবল অনিশ্চয়তার মধ্যে, ন্যূনতম চাহিদা থেকে বঞ্চনার মধ্যে এবং অমানবিক সম্পর্কের মধ্যে বৃত্তাবদ্ধ থাকছে। একই সঙ্গে সম্পদ ও বৈষম্য বাড়ছে। তথাকথিত দারিদ্রসীমাকেও যদি একটি মাপকাঠি ধরা যায় তাহলেও তার নিচে মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, কমছে না।

Dhaka University Institutional Repository

এ সব তথ্য থেকে একটি বিষয় আমাদের কাছে পরিস্কার হওয়া দরকার যে, বিশ্বের ভয়াবহ বঞ্চনার চিত্রের পিছনে সম্পদের অভাব নয়, অন্য কোন কারণ কাজ করছে। অনেক সময় সম্পদ বেশী হলে অধিকাংশ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা কমে যাবার সম্ভাবনা দেখা যায়। এরপর আমরা যখন দেখি বিশ্বের সবচাইতে সম্পদশালী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই বৈষম্য, অপচয়, দারিদ্র পাহাড়প্রমাণ, তখন আমাদের মধ্যে প্রশ্ন আরও বেড়ে যায়। সম্পদের অভাব বা বাজার প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতি দিয়ে সকল প্রশ্নের উত্তর দেয়ার যে প্রবণতা প্রচলিত পাঠ্যবই বা জ্ঞানচর্চার মধ্যে আছে তা দিয়ে মনোযোগী কাউকে সন্তুষ্ট করা যাবে না। বৈষম্য বা বঞ্চনার বিভিন্ন তথ্য থেকে আমরা দেখি বৈষম্য শুধু যে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয় এটি একই দেশের মধ্যে নারী পুরুষ বিভিন্ন জাতির মধ্যে হয়। এটি হয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের মধ্যে । নিচে কয়েকটি ছক থেকে এর একটি চিত্র পাওয়া যাবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়ের ক্ষেত্রে জাতিগত ও লিঙ্গীয় বৈষম্য

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আয়ের চিত্র (ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের শতকরা অংশ হিসাবে)

| জনগোষ্ঠী | পুরুষ | নারী |
|---|---|---|
| শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় (স্পেনীয় বাদে) | ১০০ | ৬৭ |
| শ্বেতাঙ্গ হিপনিক | ৭৩ | ৫৭ |
| এশিয়ান | ৯৪ | ৭১ |
| কৃষ্ণাঙ্গ | ৭৩ | ৫৬ |
| আদিবাসী আমেরিকান | ৭১ | ৫৩ |

উপরের ছকে যুক্তরাষ্ট্রের একটি চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি, যাতে ঐ দেশে মজুরি ও আয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের বৈষম্যের চেহারা পাওয়া যাচ্ছে। বৈষম্য আমরা দেখছি নারী-পুরুষ, জাতিগত এবং

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণগত। এর মধ্যে সবচাইতে সুবিধাজনক অবস্থানে আছেন শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় পুরুষ, শ্বোতঙ্গ ইউরোপীয় নারীর আয় তার চাইতে কম। আবার সবচাইতে খারাপ অবস্থায় আছে যথাক্রমে কৃষ্ণাঙ্গ ও আদিবাসী আমেরিকান নারী।

যুক্তরাষ্ট্রে পেশাগত অবস্থানে নারী-পুরুষ

পেশা নারী অংশগ্রহণ (শতকরা হার)

উঁচু আয় সম্পন্ন পেশা

| | |
|---|---|
| প্রকৌশলী | ৮.৫ |
| ডাক্তার | ২৬.৪ |
| আইনজীবী | ২৯.৫ |
| নিম্ন আয় সম্পন্ন পেশা | |
| শিশু যত্নকর্মী | ৯৭.১ |
| ব্যক্তিগত সচিব | ৯৮.৬ |
| নার্স, সহযোগী | ৮৮.৪ |

উপরের ছকে নির্দিষ্টভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নারী-পুরুষের পেশাগত এমন একটি চিত্র আমরা পাচ্ছি যেখান থেকে বোঝা সম্ভব কিভাবে পেশার শুরুতেই বৈষম্যের বীজ রোপিত হয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে যেসব পেশায় আয় কম, মেয়েদের অংশগ্রহণ কিংবা কর্মসংস্থান সেগুলোতেই বেশি। এর অনুপাত শতকরা ৮৮ থেকে শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্যদিকে যেসব পেশায় আয় বেশি সেগুলোতে মেয়েদের প্রবেশাধিকার খুবই কম। একই প্রক্রিয়া আমরা কালো ও সাদা জনগোষ্ঠীর মধ্যেও দেখি। কালো জনগোষ্ঠী প্রথম থেকেই এমন কাজ, শিক্ষা ও জীবন যাপনের মধ্যে আটকে যায় যাতে ক্রমাগত তাদের সঙ্গে সুবিধাভোগীদের ব্যবধান আরও বেড়ে যায়। এরকম চিত্র শুধু যুক্তরাষ্ট্রের নয় আন্তর্জাতিক । বাংলাদেশও একই ঘটনা আছে। বাংলাদেশের মতো দেশে মজুরিবিহীন শ্রমে মেয়েদের একটি বড় অংশ নিয়োজিত আছেন। কৃষি এর একটি বড় ক্ষেত্র। এ ছাড়া পারিবারিক শিল্প বা ব্যবসায়ে তাদের শ্রম স্বীকৃত নয়। শিশু পালন বা গার্হস্থ্য শ্রম তো আছেই। বাংলাদেশে দিনমজুর বা শিল্পমজুর হিসাবে মেয়েদের অংশ গ্রহণ এখন আগের তুলনায় বেশি

# গর্ভবতী নারীদের ব্যাপক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি অনুমোদন

জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কর্মক্ষেত্রে গর্ভবতী নারী এবং প্রসূতি মায়েদের জন্য ব্যাপক অধিকার সংক্রান্ত এক চুক্তি অনুমোদন করেছে। জেনেভায় অনুষ্ঠিত আইএলওর বার্ষিক সম্মেলনে চুক্তিটি অনুমোদিত হয়েছে বলে সংস্থা সম্প্রতি ঘোষণা করেছে। সংস্থার ১৭৪টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়োগকারী ও শ্রমজীবী গ্রুপ সম্মেলনে অনুষ্ঠিত ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করে / *সূত্র : রয়টার্স*

Dhaka University Institutional Repository

# নারী শ্রমিক বাড়ছে ॥ বাড়ছে না মজুরি

উৎস : জনকণ্ঠ ১৮-জুন ২০০৮

*রাজ যোগানির কাজ করছে নারী* - *জনকণ্ঠ*

**কাজী ইসহাক আহমেদ বাবু, ভৈরব থেকে ॥** ভৈরবসহ কিশোরগঞ্জ জেলার ১৩ থানায় প্রায় ৫০ হাজার নারী শ্রমিক বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। ভৈরবসহ কিশোরগঞ্জ সদর, কটিয়াদি, মিটামন, নিকলী, কুলিয়ারচর, বাজিতপুর, অষ্টগ্রাম, হোসেনপুর, পাকুন্দিয়া, তাড়াইল, ইটনা ও করিমগঞ্জ থানা এলাকায় মহিলা শ্রমিকদের মাটিকাটা, রাজমিস্ত্রির যোগানী দেয়া, বিড়ি কারখানায় কাজ করাসহ বিভিন্ন সাবান কারখানায় কাজ করতে দেখা যাচ্ছে। এসকল নারী শ্রমিকের মধ্যে স্বামী পরিত্যক্ত ও বিধবাই বেশি। অনেক মহিলা আবার স্বামীর অভাবের সংসারে বাড়তি অর্থ উপার্জনের জন্য সাবান কারখানা ও ধানকাটার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

এসকল কাজ করে মহিলারা প্রায়ই পুরুষের সাথে সমান কাজ করলেও সমান মজুরি পাচ্ছেন না। একই কাজে কোন পুরুষ শ্রমিক প্রতিদিন ৮০/৮৫ টাকা পেলেও মহিলাদের বেলায় চলছে বৈষম্য। তাঁদেরকে দেয়া হয় মাত্র ৫০/৬০ টাকা। ঠিকাদারদের অধীনে কাজ করলে মহিলা শ্রমিকদের আরও কম মজুরি দেয়া হয়।

রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য স্থানে দাবি আদায়ের জন্য মহিলাদের কোন শ্রমিক সংগঠন নেই। ফলে কাজের পারিশ্রমিক কম পেলেও নারীরা প্রতিবাদ করতে পারেন না। তাই বর্তমানে যে কোন কাজে মহিলা শ্রমিকদের অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে অল্প খরচে বেশি কাজ পাওয়া যায় বলে। কলকারখানায় কাজ করতে গেলে অনেক সময় কোলের বাচ্চা নিয়ে বিড়ম্বনার শিকার হতে হয় মহিলাদের। মহিলা শ্রমিকদের মধ্যে যাঁদের বাচ্চা কোলে থাকে তাঁরা আবার কাজও পান না। তবু পরিবারের নিত্যকার প্রয়োজনে কাজ করে যেতে হয় তাঁদের। দুঃখজনক যে, কঠোর পরিশ্রম করেও নারী শ্রমিকরা বঞ্চিত হচ্ছেন তাঁদের ন্যায্য মজুরি থেকে। এই বঞ্চনার দিকটি দেখারও কেউ নেই। কেউ নেই তাঁদের মজুরি বাড়ানোর কথা বলার।

Dhaka University Institutional Repository

## স্বদেশ নিউজ বিচিত্রা

# সরকারি চাকরিতে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত

সরকারি চাকরিতে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি এক সার্কুলারের মাধ্যমে সরকার এ বিষয়টি ঘোষণা করেছে। এখন থেকে সরকারি মহিলা কর্মকর্তা 'নারী' হিসেবে বিবেচিত হবেন না, 'সরকারি কর্মকর্তা' হিসেবেই বিবেচিত হবেন। এতে করে নারী হিসেবে কোনো সরকারি কর্মকর্তা বিশেষ যেসব সুবিধা ভোগ করতেন, কিংবা কতিপয় 'কাঙ্খিত' সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতেন তা উঠে গেলো। কোন একজন মহিলা কর্মকর্তা এখন থেকে তার পুরুষ সহকর্মীর সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন। পদোন্নতি ও পোষ্টিং বা বদলির ক্ষেত্রেই এ বিষয়টি বিবেচিত ও কার্যকর হবে।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে জারিকৃত নয়া এ সাকুলারটিতে বলা হয়েছে 'সরকরের বিভিন্ন স্তরে মহিলাদের ক্রমবর্ধমান নিয়োগ একটি সরকারি নীতি।

Dhaka University Institutional Repository

# সমতাধিকার শুধু কাগজে কলমেই সীমিত

সম্প্রতি নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বিশ্বব্যাপী নারী উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইয়ে গেল। বেইজিং প্লাস ফাইভ নারী সম্মেলনের ১৮০ টিরও বেশী দেশের প্রতিনিধিরা তাদের নিজ নিজ দেশের নারীদের অবস্থা তুলে ধরেন। এ সম্মলনের মূল বিষয় ছিল ২০০০ সালে নারী ঃ একবিংশ শতাব্দীতে নারী-পুরুষ সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি। সম্মলেনে পাঁচ বছর আগে চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মলনে গৃহীত কর্মরিকল্পনা কতটা বাস্তবায়ন হয়েছে তাও পর্যালোচনা হয়। সাধারণ পরিষদে বেইজিং প্লাস ফাইভ বিশেষ অধিবেশন জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান তাঁর বক্তাতায় বলেন, '১৪টি দেশের পালার্মেন্টে শতকরা ২৫ ভাগ নারী, সাতটি দেশের প্রধান নারী, ১১টি দেশের জাতিসংঘ প্রতিনিধি নারী। এই সংখ্যাল্পতা প্রমাণ করছে বেইজিং সম্মলনে অঙ্গীকার করলেও রাষ্ট্রগুলো নারীর ক্ষমতায়নে সাফল্য অর্জন করেনি। নারীর ক্ষমতা উন্নয়ন অর্জনে যেতে হবে বহুপথ। রাষ্ট্রসমূহকে অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আরও দৃঢ় হতে হবে। কফি আনানের বক্তৃতার সূত্র ধরেই দেখা যাক, বাংলাদেশে নারীর অবস্থান কোথায় ?

'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন। একথা দেশের সংবিধান ২৮ ভাগে ২য় অনুচ্ছেদে বলা হলেও নারী-পুরুষের সম-অধিকারের বিষয়টি এখানো বাস্ত বায়ন হয়নি। এটি কাগজে-কলমেই সীমিত রয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে যারাই রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হয়েছে তারাই নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা জোরেসোরে বলেছেন। কার্যত ক্ষমতার পালাবদল অবিরাম চললে ও নারী অধিকারের বিষয়টি কথার মধ্যে আটকে থেকেছে।

বর্তমান সরকারই প্রথম নারীর ক্ষমতায়ন পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা সদস্যদের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছে। এব্যাপারটি নিঃসন্দেহে নারী সমাজের দীর্ঘদিনের আন্দোলন-সংগ্রামের অনেক দাবীর একটি বাস্তবায়ন। তার মানে এই নয় যে, নারী অধিকার বাস্তবায়িত হয়েছে। নারী সমাজ যে দাবীগুলো নিয়ে এখনো রাজপথে আছে তা হলো, সংসদে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন ও আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৬৪ করা। পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে সমমর্যাদাপূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, উত্তরাধিকার আইন, পারিবারিক আইন সংশোধন করে পারিবারিক দেওয়ানী আইন চালু করা, সৃষ্টিশীল ও কর্ম ইচ্ছুক নারীদের কাজের মর্যাদা, নিরাপত্তা প্রদান এবং বেতন বৈষম্য দূর করা।

অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে দেশের নারী সমাজ এখন অনেক বেশী সচেতন। অধিকার আদায়ে রাজপথে নামতে সচেষ্ট। তারপরও অগ্রগতির ধারা খুবই শ্লথ।

কল-কারখানায় কর্মরত নারীরা মজুরি বৈষম্যের শিকার হয়। সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে তাদের কোটা পূরণ করা হয় না। সরকারী চাকুরীর দিকে নজর দিলে দেখা যায়, সরকারের যেকোন মন্ত্রণালয়ে কর্মকর্তা পদে শতকরা ১০ ভাগ এবং কর্মচারীপদে শতকরা ১৫ ভাগ নিয়োগের নির্দেশ থাকলেও তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষক পদে শতকরা ৬০ ভাগ নারী নিয়োগের কার্যকর নির্দেশ থাকলেও বর্তমানে এপদে শতকরা ৩৩ভাগ নারী নিয়োগ কার্যকর করা হয়েছে। জানা যায়, সরকারী চাকুরীতে নারীর কোটা পূরণে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেই। এব্যাপারে গঠিত কমিটিগুলো ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে না। সরকারের মাত্র তিনটি মন্ত্রণালয় ছাড়া বেশীরভাগ মন্ত্রণালয়ে নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের চিত্র দেখে হতাশ হতে হয়।

400845

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ এর আওতাধীন সকল বিভাগে শতকরা ৬২ ভাগ নারী কর্মরত থাকলেও অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং বিভাগে নারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো এ পর্যন্ত যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারেনি। জানাগেছে, এ ব্যাপারে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাজের দায়িত্ব বা পরিধি সংশোধনের জন্য মন্ত্রীপরিষদে একটি প্রস্তাব ছয় মাস আগে পেশ করো হলেও প্রস্তাবটি এখনও পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি। জানা যায়, মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকারের ১৫টি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগ অগ্রাধিকারভিত্তিতে নারীর চাকুরীসহ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যাপার নারী উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠিত হওয়ার পর ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে ঐ কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এরপর চলতি বছরের গত ৩রা মে দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হলেও ওই কমিটি এখনো পর্যন্ত কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি। জানা গছে, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সমাজ কল্যাণ



ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রণালয় সরকারী বিধি মোতাবেক নারীর নিয়োগ দিয়েছে। অন্যান্য মন্ত্রণালয় কোটা পূরণে তৎপর হয়নি। স্বারাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাত্র ২.০৭%, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৪.০৪%, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ১.৭৭%, আইন বিচার ও সংষদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৮.৩৯%, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে ৭.৬৫% নারী কর্মরত আছে।

Dhaka University Institutional Repository

# নারী নির্যাতন

Dhaka University Institutional Repository

পাঠক কর্নার

# নারীর ক্ষমতায়ন নারী নির্যাতন রোধ করতে পারে

কোন সুপ্রাচীনকালে পুরুষরা নারী নির্যাতনে হাতেখড়ি নিয়েছিল তা আজ বলার উপায় নেই। তবে নির্যাতনের হার এবং ধরনের কথা বিবেচনা করলে বলা চলে, বর্তমানে এই নির্যাতন সেই আদিম-বর্বর যুগের চেয়ে হয়তো কিছুমাত্র কমেনি, বরং বেড়েছে। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ শিখে নিয়েছে নির্যাতনের নানা কৌশল। এসিড থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সবই প্রয়োগ হচ্ছে নারীর শারীরিক নির্যাতনের কাজে। নারীর মানসিক নির্যাতনের কথা ছেড়েই দিলাম। কারণ প্রতিদিন কত অসংখ্য নারীর হৃদয় রক্তাক্ত হচ্ছে আধুনিক পুরুষদের মানসিক অত্যাচারে তার হিসাব রাখার কোন উপায় নেই।

যদিও আমরা জানি নারী নির্যাতন রোধে বর্তমান সরকার বেশকিছু আইন প্রণয়ন করেছে–তবুও বলছি যে, কেবল আইন প্রণয়ন করেই নারী নির্যাতন রোধ করা সম্ভব নয়। নারী নির্যাতন রোধে কেবল আইন নয়, পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে বিশেষ উদ্যোগ প্রয়োজন। কারণ পুরুষ নারীর ওপর যে দাপটটা দেখায়, সেটা তাদের ক্ষমতার দাপট। নারীকেও যদি অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পুরুষের সমান ক্ষমতায় ক্ষমতাসীন করে তোলা যায় তবে নারী নির্যাতন রোধে বিশেষ আইন প্রণয়নের আর কোন প্রয়োজন হবে না বলেই মনে করি।

❑ মঞ্জুরা খাতুন, ফুলগাজী, ফেনী।

Dhaka University Institutional Repository

## Violence against women
Selected Countries (around 1990)

| Norway | USA | Thailand | Peru |
|---|---|---|---|
| 25% of female gynecological patients have been sexually abused by their partners. | 1 in 5 adult women has been raped. | In the biggest slum in Bangkok 50% of married women are beaten regularly. | 70 [illegible] crimes reported to police [illegible] of wom[illegible] beaten by th[illegible] [illegible] |

Source: Lori Heise, Pacific Institute for Women's Health, 1992

One woman is physically abused **EVERY EIGHT SECONDS**

and one is raped **EVERY SIX MINUTES**

Source: National Center on Women and Family Law, USA, 1988/The New York Times, 19 October 1994

*All materials-courtesy: UN Publications*

Source: The Daily Star. 18th September, 1995.

Dhaka University Institutional Repository

## আইডিআর-এর জরিপ

১ জানুয়ারি থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে ৭৩০ জন নারী ও শিশু ধর্ষিত, এসিড নিক্ষেপের শিকার ১৬৮, যৌতুকের শিকার ১৪১ এবং বিভিন্ন ঘটনায় ২৪৭৩ ব্যক্তি খুন হয়েছে। দেশের প্রধান প্রধান জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে এবং নিজস্ব সূত্রের মাধ্যমে আইন সহায়তাকারী মানবাধিকার সংস্থা দি ইনস্টিটিউট অব ডেমোক্রেটিক রাইটস আইডিআর-এর তথ্য সংরক্ষণ সেল এ জরিপ করে।

জরিপের তথ্যানুযায়ী ১৯৯৯ সালে সারা দেশে ধর্ষিত হয়েছে ৭৩০ জন নারী ও শিশু। প্রতিদিন ২টি করে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ধর্ষিতাদের বয়স সর্বনিম্ন ৩ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৫৭ বছর। এসময় ধর্ষণের পর ৬৪ জনকে হত্যা করা হয়েছে এবং ২৭৫ জন গণধর্ষণের শিকার হয়। উল্লেখ্য '৯৮-এর ধর্ষণের সংখ্যা ৮৪৩ টি এবং '৯৭ সালে ছিল ৪৮৭ টি।

চলতি বছর সারা দেশে ১৪১ গৃহবধূ যৌতুকের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ৮৩ জন গৃহবধূ তাদের স্বামী এবং স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের নির্যাতনে প্রাণ হারিয়েছে এবং নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেতে আত্মহত্যা করেছে ৭ জন। উল্লেখ্য, '৯৮ সালে ১৫৮ জন নারী যৌতুকের শিকার হয়, '৯৭ সালে এ সংখ্যা ছিল ৯৮টি।

জরিপ মতে, ১৯৯৯ সালে দেশে এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছে ১৬৮ জন, অপহরণ ৫২৬, আত্মহত্যা ৬৯১, ফতোয়ার শিকার ২৬, কারা হেফাজতে বন্দী মৃত্যু ৩৯, পুলিশের গুলিতে ও হেফাজতের নিহত ২৬, বিডিআর'র গুলিতে নিহত ৬, আনসারের গুলিতে নিহত ৩ এবং ভারতীয় বিএসএফ'র গুলিতে নিহত হয়েছে ৩১ জন।

উল্লেখ, ১৯৯৮ সালে দেশে এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছিল ১৮০, অপহরণ ৫৪৪, আত্মহত্যা ৬৩৩, কারা হেফাজতে বন্দী মৃত্যু ৪৮, আনসার, পুলিশ ও বিডিআর -এর গুলিতে ও হেফাজতে নিহত ৩৪, বিএসএফ'র গুলিতে নিহতের সংখ্যা ছিলো ২৪টি। ১৯৯৭ সালে এ সংখ্যা ছিল এসিড নিক্ষেপ ১৬৩, আত্মহত্যা ৪৮৩, কারা হেফাজতে বন্দী মৃত্যু ১৯, পুলিশ, বিডিআর-এর গুলিতে নিহত হয় ৪০ জন। আইডিআর-এর জরিপ মতে, ১৯৯৯ সালে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে বিভিন্ন ঘটনার শিকার হয়ে খুন হয়েছে ২৪৭৩ ব্যক্তি। এর মধ্যে ১৮৯৪ জন পুরুষ ও ৫৫৯ জন নারী রয়েছে। এ সময় দেশে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৭টি করে খুন সংঘটিত হয়েছে। '৯৮ ও '৯৭ সালে খুনের ঘটনা ঘটেছে যথাক্রমে ১৮৭৭ ও ১৬৫৭।

এছাড়া জরিপের তথ্য মতে, চলতি বছরের উল্লেখিত সময়ে দেশে সড়ক, রেল ও জলপথ দুর্ঘটনার শিকার হয়ে নিহত হয়েছে ২১৩৪ ব্যক্তি। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে নিহত হয়েছে ৬ জন। '৯৮ সালে এ সংখ্যা ছিল ২৪৩৯ এবং '৯৭ সালে ৩২৭৪ জন।

জরিপ মতে, পত্রিকায় প্রকাশিত মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার বাইরেও অপ্রকাশিত আইডিআর-এর জরিপে উল্লেখিত অপরাধের সংখ্যার তুলনায় প্রকৃত সংখ্যা আরো বেশি হতে পারে। তবে জরিপে প্রাপ্ত তথ্য ও সংখ্যা চলতি বছরে দেশে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে সহায়ক হবে। তথ্যসূত্র আজকের কাগজ-২৮/১২/৯৯

Dhaka University Institutional Repository

# নারী নির্যাতনের চিত্র

নারী নির্যাতনের চিত্র : ৯৫

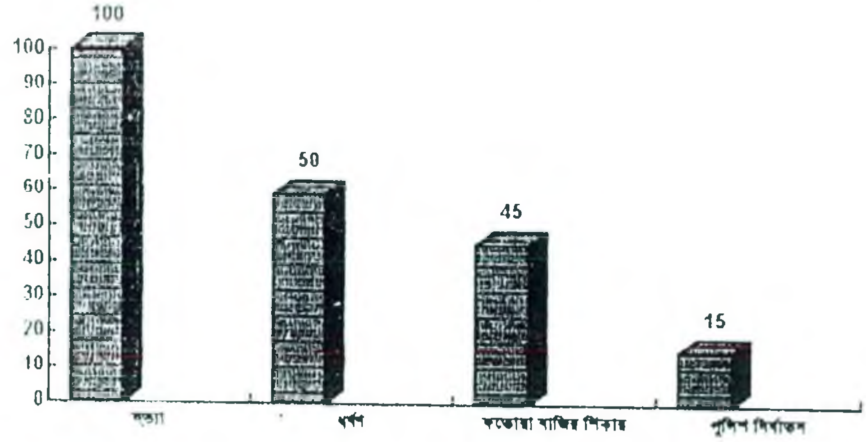


Source : 'ভোরের কাগজ'
৩রা ডিসেম্বর, ১৯৯৫ইং।

চলতি বছর জানুয়ারী (১৯৯৫) থেকে নভেম্বর পর্যন্ত দেশে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে .৪৫৪টি। এর মধ্যে হত্যাকাণ্ড ১০০, পুলিশি নির্যাতন ১৫, ধর্ষণ ৫৯, অপহরন ৪০ এবং ফতোয়া দিয়ে নির্যাতনের সংখ্যা ৪৫।

২রা ডিসেম্বর ১৯৯৫ অনুযায়ী বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের সূত্রধরে এই রিপোর্টটি প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

# নারী নির্যাতনের চিত্র -

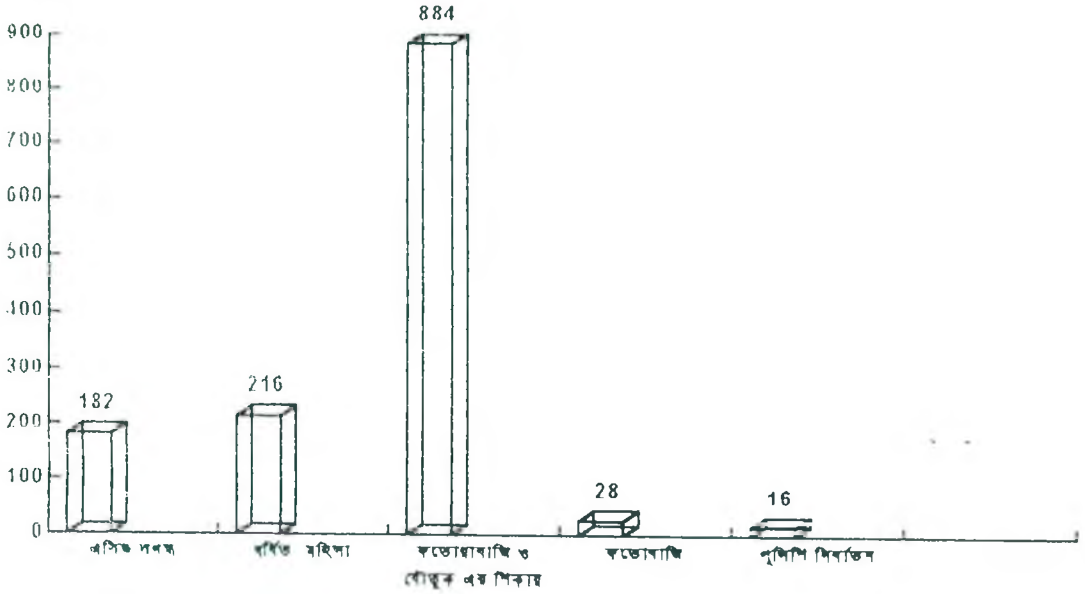


Source : দৈনিক জনকণ্ঠ,
৭ই জ্যৈষ্ঠ
১৪০৩ বাংলা।

Dhaka University Institutional Repository

| Incidents of Police Rape | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Name | Age | Occupation | Area | Jail/Camp | Date | Source |
| 1 | Maluni Tripura | 14 | Unknown | Chittagong | 3BDR members | 6.1.1998 | Ittafaq. 9.1.1998 |
| 2 | Nayani Tripura | Unknown | Unknown | Chittagong | 3 BDR mambers | 6.1.1998 | Ittafaq 9.1.1998 |
| 3 | Raju Akhtar | 17 | Housewife | Chittagong | Court Guard | 4.2.1998 | Janakontho 19.3.1998 |
| 4 | Rani Badra | 10 | Unknown | Tangail | Police Constable | 7.2.1998 | Sangbad 23.3.1998 |
| 5 | unknown | Unknown | Housewife | Barisal | Police Constable | 10.4.1998 | Ittefaq 16.4.1998 |
| 6 | Laily | 10 | Unknown | Shantibagh Dhaka | Police Constable | 14.4.1998 | Inquilab 21.4.1998 |
| 7 | Kabita | 18 | Unknown | CMM court | Police Constable | 16.5.1998 | Bhorer Kagoj 17.5.1998 |
| 8 | Monalakkhi Tripura | 14 | Unknown | Ramgor | BDR camp Sepoy | — | Ittefaq 13.6.1998 |
| 9 | Sajeda Akhtar | 12 | Unknown | Ramgor | Police Constable | Ittefaq | 13.6.1998 |
| 10 | Khadija | 30 | Widow | Fulchori | Police Constable | 3.7.1998 | Sangbad 24.7.1998 |
| 11 | Rokeya Khatun | 25 | Unknown | Haluaghat | OC of Haluaghat PS | 19.7.1998 | Sangbad 24.7.1998 |
| 12 | Monowara | 28 | Unknown | Daudkandi | 5 Police of DaudkandiPS | — | Inquilab 26.7.1998 |
| 13 | Najma | 14 | Housewife | Jhalokathi | Police Constable | 13.8.1998 | Bhorer Kagoj 18.8.1998 |
| 14 | Unknown | 20 | Unknown | Chuadanga | 2 Police Constable | 8.9.1998 | Sangbad 13.9.1998 |
| 15 | Unknown | 35 | Unknown | Paachbibe | 2 Police Constables | 16.9.1998 | Bhorer Kagoj 19.9.1998 |
| 16 | Unknown | ? | Unknown | Joypurhat | Police Constable | 23.9.1998 | Sangbad 26.9.1998 |

Dhaka University Institutional Repository

## পুলিশ কর্তৃক ধর্ষণ '৯৫

| তারিখ | ধর্ষিতা | স্থান | ধর্ষণকারী |
|---|---|---|---|
| ৫ মে | ১০ বছরের কাজের মেয়ে | মাটিরাঙ্গা থানা | মাটিরাঙ্গা থানা কনস্টেবল ব্রজ গোপাল |
| ২৩ জুলাই | মনোয়ারা বেগম | সাভার দক্ষিণপাড়া | সাভার থানা পুলিশ কনস্টেবল হাশমত |
| [illegible] আগস্ট | ইয়াসমিন বেগম | দিনাজপুর দশমাইল | এএসআই মইনুল হক কনস্টেবল অমৃত ও সাত্তার |
| [illegible] আগস্ট | আনোয়ারা বেগম | সীতাকুন্ড | থানা পুলিশ |
| [illegible] সেপ্টেম্বর | ঢাকা বোটানিক্যাল গার্ডেন মালির স্ত্রী | ঢাকা | টহলরত ২ পুলিশ কনস্টেল |
| [illegible] সেপ্টেম্বর | শেফালী আক্তার | ফেনী | সোনাগাজী থানার দারোগা হানিফ |
| [illegible] অক্টোবর | লিলি | ঠাকুরগাঁও জগরহাট | পুলিশ কনস্টেবল মাহফজুর রহমান ও শফিকুল ইসলাম |
| [illegible] অক্টোবর | নাইনী বেগম | নীলফামারী জেলার ডিমলা থানার ওসির বাসভবন | ডিমলা থানার ওসি এনামুল মজিদ |
| [illegible] অক্টোবর | মর্জিনা | চুয়াডাঙ্গা | কনস্টেবল আবদুল জব্বার ও লুৎফর |
| [illegible] অক্টোবর | তহুরা বেগম | টেকনাফ | পুলিশ কনস্টেবল গোলাম নবী |
| [illegible] অক্টোবর | জুলেখা | দীঘিনালার বেতছড়ি গ্রাম | সুবেদার ইসলাম |
| ১ নভেম্বর | জনৈক কলেজ ছাত্রী ও তার খালার শ্লীলতাহানির চেষ্টা | সাভার বাজার বাসস্ট্যান্ড | পুলিশ কনস্টেবল আলমগীর ও মকবুল |

Dhaka University Institutional Repository

# ফতোয়াবাজি

Dhaka University Institutional Repository

# বাংলাদেশে ফতোয়া ও সালিশের মাধ্যমে নারী নির্যাতনের চিত্র:

| ভিকটিম | তারিখ | স্থান | ফতোয়া | অভিযুক্ত ব্যক্তি | ফতোয়ার কারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। জোহরা খাতুন | ২৪-৩-৯৫ | মানিকগঞ্জ | জুতাপেটা করা | ইউনুস মাতব্বর আইয়ুব খান ইত্যাদি | জোহরার গরু প্রতিবেশীর ধান খেয়ে ফেলে |
| ২। রাজিয়া বেগম | ২৮-৩-৯৫ | পিরোজপুর | ৪১টি দোররা মারা | মৌলভী ইদ্রিস মৌলানা, ইমাম আয়জ্জাস | হিল্লা পালন না করে স্বামীর সাথে কাবিন। |
| ৩। মনোয়ারা | ২৯-৪-৯৫ | হবিগঞ্জ | ১০০টি দোররা মারা | মাওলানা ইব্রাহিম ইয়াকুল্লা ইত্যাদি | স্বামীকে তালাক দেয়ার জন্য। |
| ৪। আমেনা | ১০-৬-৯৫ | সাতক্ষীরা | ১০১টি ঝাঁটাপেটা | মাওলানা ওবাইদুর ও এলাকার মাতব্বর | অবৈধ সম্পর্কের কারণে। |
| ৫। জাহানারা | ৮-৬-৯৬ | চট্টগ্রাম | সমাজচ্যুত করা | জামায়াত নেতা মোঃ সোলায়মান | |
| ৬। জোহরা | ১৯-৭-৯৫ | ময়মনসিংহ | চুল কেটে দেয়া | রশিদ, হেকিম, আব্দুল হাই ইত্যাদি | হুজুরের কু-প্রস্তাবে রাজি না হওয়া |
| ৭। তাসলিমা | ১৮-৮-৯৫ | মেহেরপুর | ঘর থেকে বের করে দেয়া | মৌলানা আব্দুল কাদের ও ছয় সদস্যের আদেশ গ্রুপ। | হিল্লা পালন না করে স্বামীর সাথে কাবিন। |
| ৮। নাসিমা খাতুন | ২১-৮-৯৫ | সাভার | ১০১টি দোররা মারা এবং ২১ বার জুতাপেটা করা | ইমাম মাওলানা বেলায়েত হোসেন বিল্লাল | অবৈধ গর্ভধারণ |
| ৯। কানিজ বেগম | ২৯-৭-৯৫ | গাজীপুর | মাটিতে পুঁতে দোররা মারা | গ্রামের মাতব্বর আইনউদ্দিন | অবৈধ সম্পর্কের কারণে গর্ভধারণ। |
| ১০। আমিনা খাতুন | ২৩-৭-৯৫ | ফেনী | ১০১টি দোররা মারা | ইমাম আবু তাহের এবং ১০ জন মাতব্বর শ্রেণীর লোক | অবৈধ সম্পর্ক |
| ১১। হাওয়া বেগম | ১৩-৯-৯৫ | গাজীপুর | ১০১টি দোররা মারা | দাখিল মাদ্রাসার সুপার মৌলানা আব্দুল মজিদ | অবৈধ সম্পর্ক |
| ১২। কানিজো | ১৭-৯-৯৫ | কুষ্টিয়া | ১০০টি দোররা মারা ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা. | আমির হোসেন বিশ্বাস, জামাত আলী বিশ্বাস | দুশ্চরিত্র সাজিয়ে ফতোয়া দেয় |
| ১৩। রেজিয়া | ২৪-৯-৯৫ | শেরপুর | ১০১টি দোররা মারা | মসজিদের ইমাম মওলানা মহির ও মাতব্বর নদিম মুন্সী ইত্যাদি | অবৈধ সম্পর্ক |
| ১৪। গোলাপী বেগম | ২৯-৯-৯৫ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ১০১টি দোররা মারা | মৌলভী আবদুল হাই মিয়া এবং গ্রাম্য মাতব্বর | অবৈধ সম্পর্কের কারণে গর্ভধারণ |
| ১৫। মমতা | ৮-১০-৯৫ | ময়মনসিংহ | বৈবাহিক সম্পর্ককে অবৈধ ঘোষণা করা | মওলানা মুসলেম উদ্দিন | বৈবাহিক সম্পর্ক অবৈধ ঘোষণার কারণে |
| ১৬। দিলারা বেগম | ২০-৪-৯৫ | সিলেট | ১০০ দোররা মারা ও দিলারার পিতাকে জুতার মালা পরানো | মসজিদের ইমাম মওলানা কাশেম | বিয়ের কথা বলে অবৈধ সম্পর্ক করে |
| ১৭। মনোয়ারা বেগম | ৩-১০-৯৫ | কুমিল্লা | ৮০টি দোররা মারা | ইমাম মওলানা আব্দুল কাশেম | বিয়ের কথা বলে অবৈধ সম্পর্ক করে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে |
| ১৮। দিলারা বেগম | ২৩-১০-৯৫ | সিলেট | ১০১টি দোররা মারা | আসামী ৫ জন সরকুম আলী, মোসাদ্দের ইত্যাদি | মিথ্যা বদনাম রটিয়ে |
| ১৯। লিপি | ৫-১০-৯৫ | কুড়িগ্রাম | ১০১ দোররা মারা | মওলানা আবদুস সাত্তার মনি | স্বামীর বন্ধুর সাথে দেখা করার কারণে |
| ২০। মাহিদা খাতুন | ৬-১০-৯৫ | গাজীপুর | প্রকাশ্য দিবালোকে জ্যান্ত কবর দেয়া হবে | মাতব্বর সাবেক ইউপি সদস্য আব্বাস আলী, ইয়াকুব আলী ইত্যাদি | অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক |
| ২১। নূরজাহান | ১৬-১১-৯৫ | ঢাকা | মাটিতে পুঁতে ১০১টি পাথর মারার ফতোয়া | নূর মোহাম্মদ, ইমাম লুৎফর রহমান | মৌখিক তালাককে কেন্দ্র করে |
| ২২। মনোয়ারা | ৩-১২-৯৫ | ঢাকা | ১০১ দোররা মারা | গ্রামের মাতব্বর | অবৈধ সম্পর্কের কারণে |
| ২৩। ফজিরা | ২৭-১১-৯৫ | কমলগঞ্জ | ৪১টি দোররা মেরেছে | আয়াউস চৌধুরী, নাদির মোতাহের | |

উৎসঃ জনকন্ঠ;
৮ই মার্চ,
১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

# নারীর প্রতি এসিড নিক্ষেপ

Dhaka University Institutional Repository

**Acid attact against women in 1998**

| Acid attack | Number |
|---|---|
| January, February, March | 33 |
| April | 10 |
| May | 20 |
| June | 25 |
| July | 13 |
| August | 22 |
| September | 10 |
| Octorber | 17 |

*Source : Daily Star 31st January '99*

Dhaka University Institutional Repository

# বাংলাদেশ বিশ্বে ‘সেকেন্ড’ !

## নারী নির্যাতনের রেকর্ড ॥ ভারতে প্রতিদিন ১৪ মহিলা খুন হচ্ছে

**স্টাফ রিপোর্টার ॥** পুরুষ সঙ্গীদের দ্বারা নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। এদিক থেকে প্রথম স্থানে রয়েছে পাপুয়া নিউগিনি। সেদেশে এই হার ৬৭ শতাংশ এবং বাংলাদেশে ৪৭ শতাংশ। এছাড়া পুরুষ সঙ্গীদের হাতে নারী নির্যাতনের হার ইথিওপিয়া ও ভারতে যথাক্রমে ৪৫ ও ৪০ শতাংশ। এ ক্ষেত্রে কলাম্বিয়ার পরিস্থিতি সবচেয়ে ভাল। দেশটিকে পুরুষ সঙ্গীদের হাতে নারী নির্যাতনের হার মাত্র ১৬ শতাংশ। বুধবার বিশ্বব্যাপী একযোগে প্রকাশিত জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের বার্ষিক রিপোর্টে এ তথ্য দেয়া হয়েছে।

ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে রিপোর্টটি প্রকাশ করেন জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের বাংলাদেশ প্রতিনিধি মিস জ্যানেট ই জ্যাকসন। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মোঃ নুরুল আমীন, তাহেরা আহমেদ প্রমুখ। প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়, ভারতে প্রতি ঘণ্টায় একজন নারী ধর্ষিত হয় এবং প্রতিদিন ১৪ জন বিবাহিতা মহিলা তাদের স্বামীর পরিবারে খুন হয়। এদিকে পাকিস্তানে প্রতিদিন কমপক্ষে ৮ জন মহিলা ধর্ষিত হচ্ছে এবং গত বছর দেশটিতে পরিবারের সম্মান রক্ষার নামে কমপক্ষে

## বাংলাদেশ বিশ্বে

[illegible] হাজার মহিলাকে হত্যা করা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আইনগত দুর্বলতা ও সামাজিক পরিস্থিতির কারণে মহিলাদের ওপর এ ধরনের বর্বরতা চলে আসছে বলে রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়।

এতে আরও বলা হয়, বিশ্বের বহু সমাজেই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ নৃশংসতা মার্জনা করা হয় অথবা কমপক্ষে মেনে নেয়া হয়। দক্ষিণ এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এবং আফ্রিকার অনেক স্থানে স্ত্রীদের শাস্তি দেয়ার সামাজিক অধিকার পুরুষদের রয়েছে। স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতনের অধিকার একজন স্বামীর রয়েছে এমন দৃঢ় বিশ্বাস বহু সমাজে গভীরভাবে প্রোথিত। এমনকি অনেক মহিলা নিজেই মনে করেন যে, একটা নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত স্বামী কর্তৃক শারীরিক নির্যাতন ন্যায়সঙ্গত।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী মেয়েদের প্রতি বৈষম্যের কথা উল্লেখ করে বলা হয়, বাংলাদেশে একটি ডায়রিয়া চিকিৎসা কেন্দ্রে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, মেয়েদের চেয়ে ছেলে শিশুদের চিকিৎসা ৬৬ শতাংশ বেশি হয়। লাতিন আমেরিকা এবং ভারতে দেখা গেছে যে, ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা তুলনামূলকভাবে দেরিতে টিকাদান কর্মসূচীর আওতায় আসে অথবা আদৌ তা আসে না। কোথাও দেখা গেছে, ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় ভাল খাবার বেশি পায়। এমন কিছু দেশ আছে যেখানে তোলা খাবার দেবার ক্ষেত্রে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের প্রাধান্য দেয়া হয়।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, পাকিস্তানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো পারিবারিক সহিংসতাকে ব্যক্তিগত সমস্যা হিসাবে উড়িয়ে দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে নৃশংসতার শিকার কেউ অভিযোগ করতে গেলে পুলিশ তাকে ফিরিয়ে দেয়। আবার কখনও কখনও তারা নির্যাতনকারী স্বামী অথবা আত্মীয়ের সাথে সমঝোতা করতে বাধ্য হয়। অচেনা কোন পুরুষ কর্তৃক যৌন হয়রানির শিকার কোন মহিলা অভিযোগ করতে গেলে অনেক সময়ই তা বিশ্বাস করা হয় না অথবা উল্টো তাকেই অপমান করা হয়। এ ক্ষেত্রে ভারতের পরিস্থিতিও এতটা ভাল নয় উল্লেখ করে রিপোর্টে বলা হয়েছে, সেখানে পরিবারগুলোর মধ্যে যৌনতা ও ব্যক্তিগত বিষয়গুলোর ব্যাপারে অত্যন্ত রক্ষণশীলতার কারণে ধর্ষণ আইন অচল হয়ে রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

# নারীর শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

## Women still lag behind in literacy

Illiteracy rate (%) of women and men (1995) (Aged 15 and over)

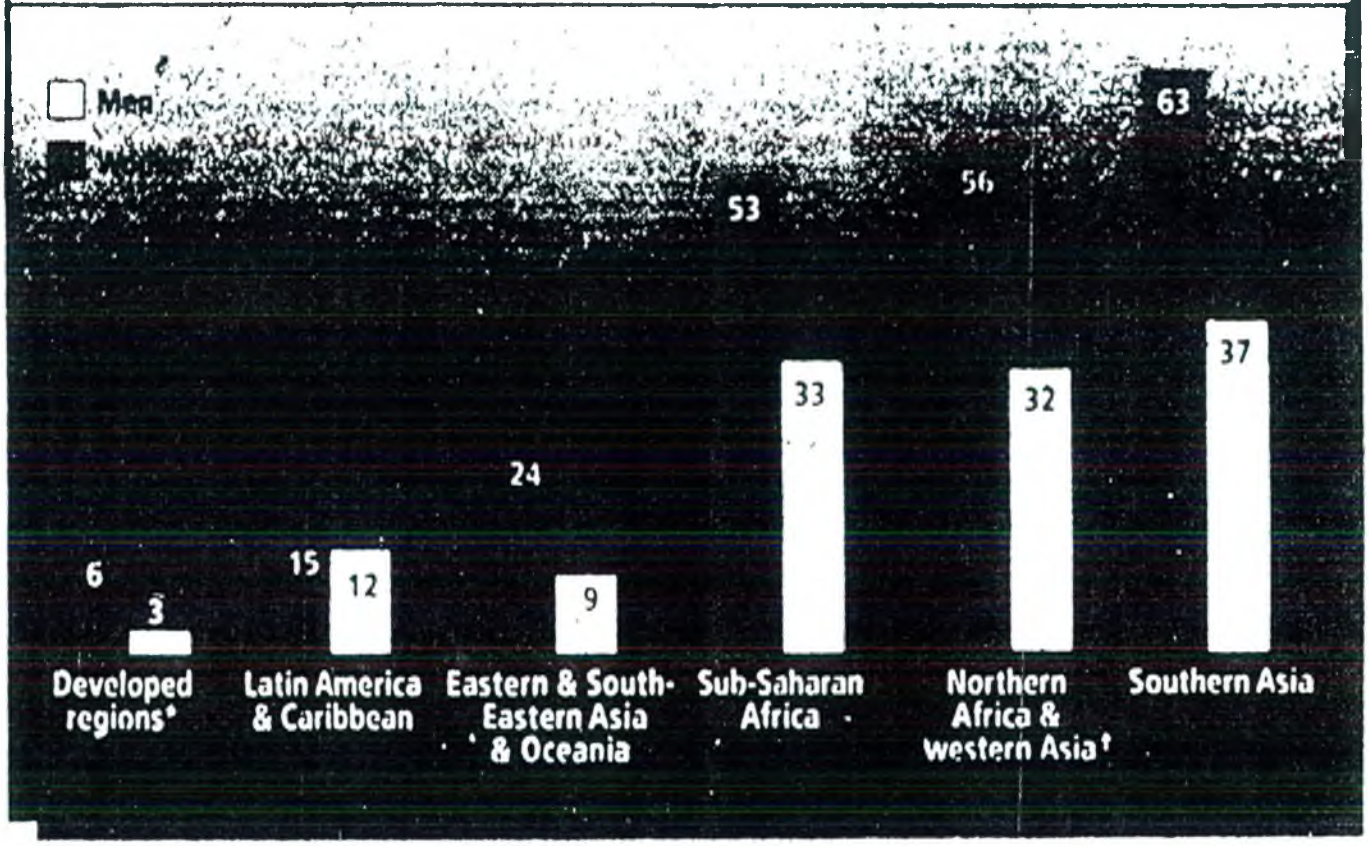


* Approximations † Also includes Djibouti, Mauritania and Somalia Source: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, "Statistics on adult illiteracy. Preliminary results of the 1994 estimates and projections" (STE 16) Courtesy UNICEF

Source: The Daily Star.
3 September 1995.

Dhaka University Institutional Repository

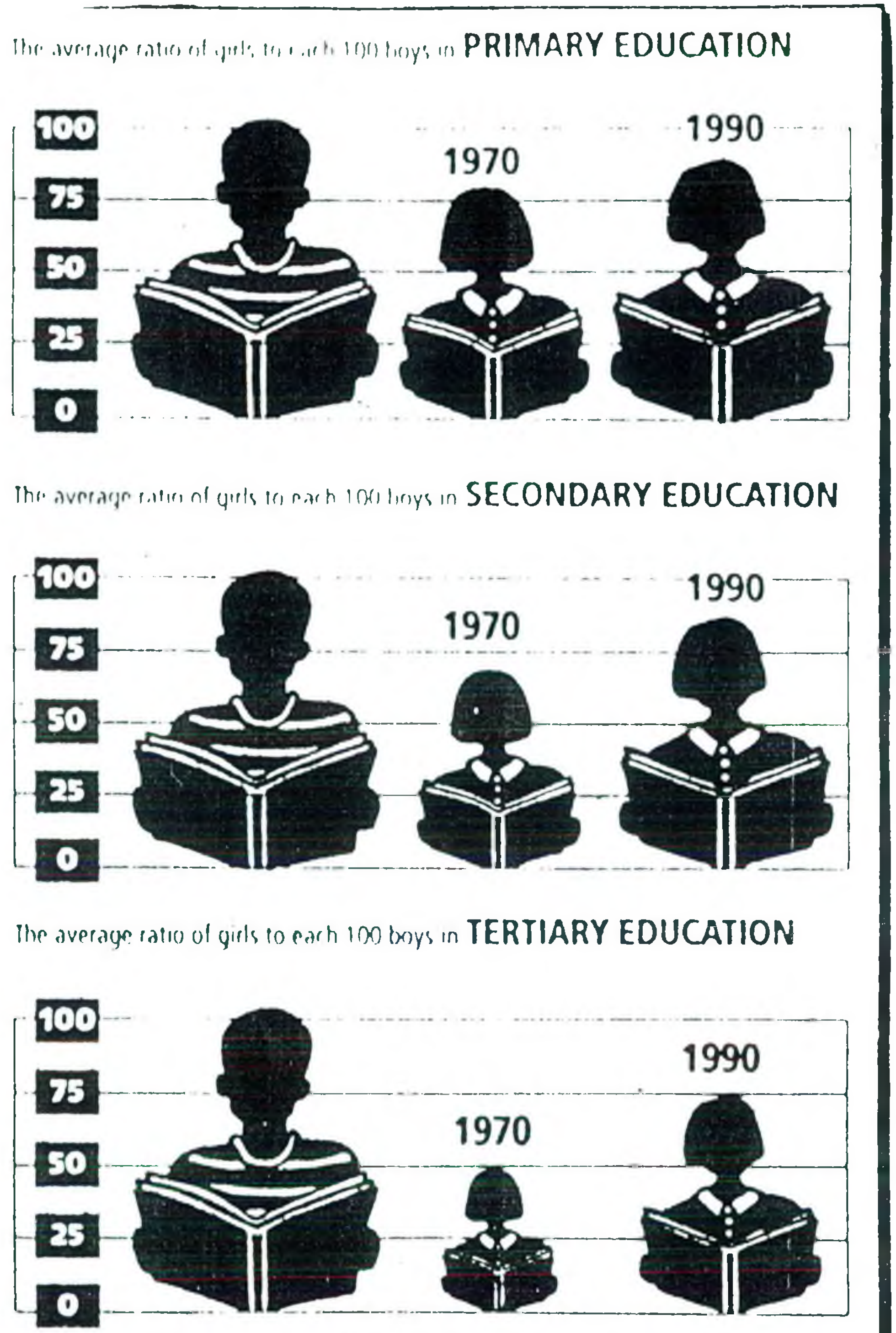


Source: Second Review and Appraisal of the Nairobi Forward Looking Strategies

Source: 17 September 1995. (The Daily Star)

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ১ঃ পৃথিবীতে নিরক্ষর বয়স্ক মানুষের সংখ্যা কমতে শুরু করেছে

| সন | ১৯৫০ | ১৯৬০ | ১৯৭০ | ১৯৮০ | ১৯৯০ | ২০০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| নিরক্ষরের সংখ্যা | ৭০.০ | ৭২.০ | ৭৫.৮ | ৮২.৪ | ৯৪.৮ | ৯৩.৫ |

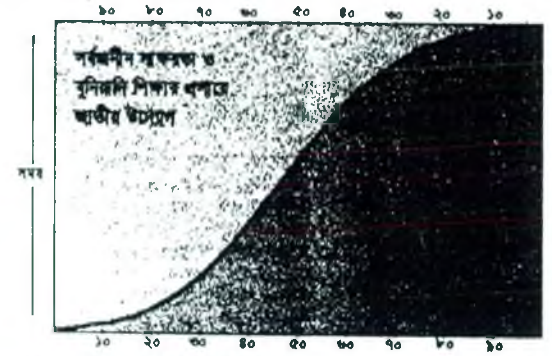


চিত্র ৩ : সর্বজনীন সাক্ষরতা প্রসারের গুরুত্ব ক্রমেই কমে আসবে; বাড়তে থাকবে অব্যাহত শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ

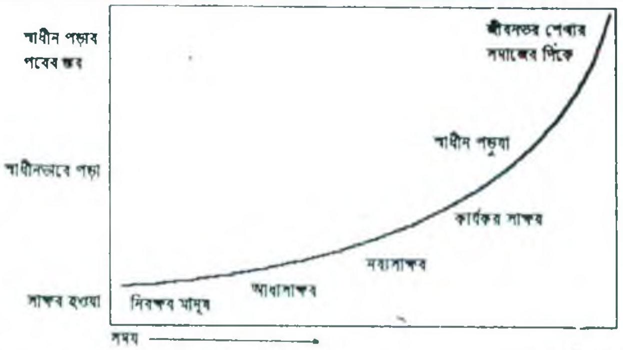


চিত্র ১ : উন্নয়নশীল দেশে জীবনভর শিক্ষার স্তরে পৌঁছতে হলে অনেক মাঝামাঝি ধাপ পেরোতে হবে

সম্মেলনে যে ১৫৫টি দেশের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন তার মধ্যে বাংলাদেশও পড়ে। লক্ষ্য বা নীতি স্থির করা আর তার বাস্তবায়ন করা সব সময় এক জিনিস নয়--আমরা উন্নয়নশীল দেশের মানুষ যারা রাষ্ট্রীয় নেতাদের হরহামেশা নানা রকম আশ্বাসের বাণী শুনিয়ে তারপর সুবিধেমতো সে সব নীতি পাল্টাতে দেখি তারা এ কথা বেশ ভাল করেই জানি।

দেশে নানা ধরনের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা আজ প্রায় ত্রিশ লাখ; তার মধ্যে বেশির ভাগই শিশু-কিশোর এবং এক-তৃতীয়াংশ বয়স্ক মানুষ। আর এসবের মূল লক্ষ্য সাক্ষরতা এবং বুনিয়াদি শিক্ষা দেয়া। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচীর সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেবে সারণি ২-এ পাওয়া যাবে।

সারণি ২ : বাংলাদেশে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিস্তার (১৯৯৫)

| শিশু (৫-১০ বছর) | | | কিশোর-কিশোরী (১১-১৪) | | | বয়স্ক (১৫-৩৫+বছর) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ছেলে | মেয়ে | মোট | ছেলে | মেয়ে | মোট | পুরুষ | নারী | মোট |
| ৫০৯.৪ | ৮৬৩.৪ | ১৩৭২.৮ | ১৪৩.৬ | ২৬৩.৩ | ৪০৬.৯ | ১৭২.০ | ৬৯৪.০ | ৮৬৬.০ |
| ৩৭.১% | ৬২.৯% | ১০০% | ৩৫.৩% | ৬৪.৭% | ১০০% | ১৯.৯% | ৮০.১% | ১০০% |

সূত্র : গণসাক্ষরতা অভিযান

উৎস: ৮ই মার্চ, জনকণ্ঠ, ১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

# সিডও-তে নারীর অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

...তিসংঘের সাধারণ পরিষদের সিডও কমিটির নবনিযুক্ত চেয়ারপারসন বাংলাদেশেরই ...জন। সালমা খান। এর আগে সালমা খান জাতিসংঘ সিডও কমিটির সদস্য ছিলেন। এই প্রতিবেদন তৈরি হয়েছে সিডও দলিল সম্পর্কে সালমা খানের বক্তব্য নিয়ে।

# ...সিডও দলিলের সঙ্গে সকল স্তরের জনগণের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে

জা...তিসংঘের সাধারণ পরিষদের সিডও কমিটির (নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ) বর্তমান নবনিযুক্ত ...য়ারপারসন সালমা খান। সিডও কমিটির ১৬তম সম্মেলনে ...নি চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন। ইতিপূর্বে তিনি এ কমিটির ...জন সদস্য ছিলেন। জাতিসংঘের কোনো কমিটির ...য়ারপারসন হিসেবে কোনো বাংলাদেশী নাগরিকের এই ...থম নিযুক্তি।

...ডওর ১৬তম যে সম্মেলনে তিনি চেয়ারপারসন নিযুক্ত হন ...ই সম্মেলনে কমিটির কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়। ...র্বে এই কমিটির সভা বছরে একবার হতো, এখন সিদ্ধান্ত ...য় বছরে দুইবার এই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ...রে কমিটিভুক্ত বেশি সংখ্যক দেশের বাৎসরিক প্রতিবেদন ...রীক্ষা করা সম্ভব হবে — যা ইতিপূর্বে সময়ের অভাবে ...পিছিয়ে যেতো। মূল সভার সময়সীমা ৩ সপ্তাহ এবং ১ ...সপ্তাহের একটি পূর্বপ্রস্তুতি সেশন নির্ধারণ করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে মূল সেশনে নির্ধারিত দেশকে পর্যালোচনা করা সহজ হবে বলে সিডও চেয়ারপারসন সালমা খান জানান।

*...জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সিডও কমিটির নবনিযুক্ত চেয়ারপারসন সালমা খান সভা পরিচালনা করছেন। (ডান ...থেকে দ্বিতীয়)*

...বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সালমা খান বলেন—

...আমাদের দেশের নারীর সমস্যা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি ...কয়েকটি দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন– যা মূলত নারী ...নির্যাতন, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, সেই সঙ্গে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ...রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, মজুরি বৈষম্য, ...সমবাধিকার সংক্রান্ত।

...সালমা খান বলেন, শুধুমাত্র উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশেই ...নারীদের অবস্থান শোচনীয় নয়, উন্নত দেশেও নারীদের ...অবস্থান দুর্বল। তিনি বলেন, সব দেশেই নারীর প্রতি বৈষম্য ...রয়েছে তবে দেশভেদে তার মাত্রাগত পার্থক্য রয়েছে।

...সংরক্ষিত ধারা সম্পর্কে বলেন —

...সিডও দলিলের ২, ১৩, ১৬ ধারার কয়েকটি অংশকে বিরত ...রেখে বাংলাদেশ সরকার স্বাক্ষরদান করেন। তবে এই ...দলিলের প্রাণ হিসেবে পরিচিত ধারা নং ২। যেখানে বলা ...হয়েছে স্বাক্ষরদানকারী দেশ নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের ...লক্ষ্যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশ দলিলের প্রথম ধারা গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে নারীর প্রতি বৈষম্য রয়েছে— এটি মেনে নিয়েছে কিন্তু বৈষম্য দূরীকরণের জন্য যে পদক্ষেপ নিতে হবে সেই ধারায় সংরক্ষণ রেখেছে। যা পরস্পর বিরোধী এবং সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তিনি মনে করেন, এই দলিলের বাস্তবায়নের জন্য ২ নং ধারাটির অনুমোদন অবশ্যই প্রয়োজন এবং অন্য যে ধারাগুলোতে সংরক্ষণ রয়েছে তার প্রয়োজনীয় পর্যালোচনা প্রয়োজন। সরকার যে বক্তব্য দিয়েছে সংরক্ষণ রাখা ধারাগুলো মুসলিম আইনের পরিপন্থী সেটাও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, নারী অধিকার আদায়ের জন্য একটি সংসদীয় কমিটি থাকা জরুরি এবং সরকারের পক্ষে একটি Commission for Status of women থাকা একান্ত প্রয়োজন।

তিনি যে সুপারিশ রাখলেন —

সিডওকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি কয়েকটি সুপারিশমালা প্রদান করেন। সকল স্তরের জনগণের কাছে সিডওকে পরিচিত করার জন্য তিনি গণমাধ্যমের ওপর বিশেষ জোর দেন। বারংবার প্রচারের মাধ্যমে তিনি সিডওকে পরিচিত করে তোলার কথা বলেন।

সালমা খান সিডওর ধারণাগত দিকটি (Conceptual framework) পরিষ্কারভাবে তুলে ধরার কথা বলেন। এই দলিলের কেন প্রয়োজন, সেটি প্রচারের কথা বলেন।

বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনগুলোর ফাঁক খুঁজে বের করতে তিনি সুপারিশ করেন এবং প্রয়োজনীয় আইনের সাহায্যদানের কথা বলেন।

তিনি মনে করেন, যারা জনগণের সঙ্গে সরাসরি জড়িত (পুলিশ, উকিল, শিক্ষক, সাংবাদিক) তাদের জেন্ডার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া তিনি বলেন, আমাদের দেশের নারীর অবস্থান তুলে ধরার জন্য indicator তৈরি করতে হবে এবং বার বার তা প্রচার করতে হবে। এভাবে সিডওকে একটি গণআন্দোলনে পরিণত করতে পারলেই নারী তার অধিকার আদায়ে সক্ষম হবে।

❑ অন্যপক্ষ প্রতিবেদক

Dhaka University Institutional Repository

## সিডও দলিল নিয়ে বলছেন

# তিন সরকারের তিন মন্ত্রী

সেমিনারে, প্রবন্ধে প্রায়ই প্রচলিত কথাটি। সিডও দলিলের পূর্ণ অনুমোদন চাই। এই কথা শুনতে শুনতে পেরিয়ে গেলো এক যুগেরও বেশি। নড়চড় হলো না অবস্থার। ৮ মার্চ, বিশ্ব নারী দিবস। এই দিবসকে সামনে রেখেই আজকের অন্যপক্ষের বিশেষ আয়োজন। সিডও দলিলের কয়েকটি ধারায় সংরক্ষণ রেখে বাংলাদেশ স্বাক্ষর দান করেছে। তখন ক্ষমতায় ছিল জাতীয় পার্টি। কেন সংরক্ষণ রেখে তারা স্বাক্ষর করলো? এরপর ক্ষমতায় এলো বিএনপি সরকার। তাদের শাসনামলে সিডও দলিলের ক্ষেত্রে কোনো সংশোধন, পরিবর্তন হলো না কেন? বর্তমানে সরকার গঠন করেছে আওয়ামী লীগ। সিডও নিয়ে তাদের চিন্তাভাবনা কি? কথা বলছেন- তিন সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহিলা বিষয়ক তিন মন্ত্রী।

মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল ৮ বছর আগে। বিয়ের ৩ বছর পর মেয়েটির মা-বাবা টাকা ধার করে মেয়ের জামাইকে সৌদি আরব পাঠায়। সেখান থেকে সে কিছুদিন কিছু টাকা পাঠায়। তারপর থেকে মেয়ের বাড়ির সঙ্গে তার যোগাযোগ বন্ধ। গত ২ বছর আগে মেয়েটির স্বামী দেশে ফিরে আসে। মেয়েটিকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভয় দেখিয়ে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি নেয় এবং বিয়ে করে। কিছুদিন পর প্রথম স্ত্রীকে তালাকনামা পাঠায়। এই বর্ণিত সত্য ঘটনাটির মতো প্রতিদিন আমাদের দেশে হাজারো ঘটনা ঘটছে। এদের কেউ কেউ আইনের সাহায্য নেয়, কেউ কেউ নেয় না। বর্ণিত মেয়েটি আইনের আশ্রয় নিয়েছে। নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছে। দেশের প্রচলিত আইন ছাড়াও আবার অধিকার প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে রয়েছে একটি আন্তর্জাতিক দলিল। যার নাম সিডও (নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, বা (Convention on The Elimination of All Forms of Doscrimination Against women)। ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এই সনদ গৃহীত হয়।
বাংলাদেশ এই দলিল অনুমোদন করে এবং কয়েকটি ধারায় সংরক্ষণ রেখে স্বাক্ষর দান করে। এটি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে দায়বদ্ধ।
বাংলাদেশ যখন এই দলিলে স্বাক্ষর দেয় তখন তৎকালীন সরকারি দল ছিল জাতীয় পার্টি। তারা '৯০ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকেন এবং পরবর্তী সময়ে সরকার গঠন করেন বিএনপি। তাদের ৫ বছরের শাসনামলে সিডওতে কোনো সংশোধন, পরিবর্তন আনা হয়নি।
বর্তমানে সরকার গঠন করেছে আওয়ামী লীগ। এই সরকার এখন পর্যন্ত সিডও সম্পর্কিত নতুন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। সিডও বাস্তবায়ন সম্পর্কে এই তিন সরকারের প্রতিনিধিরা তাদের সরকারের অবস্থানকে তুলে ধরেন।

### রাবেয়া ভূঁইয়া

*এমপি, জাতীয় পার্টি.প্রেসিডিয়াম সদস্য*
*সাবেক প্রতিমন্ত্রী, মহিলাবিষয়ক মন্ত্রণালয়*

স্বাক্ষর দানকারী সরকার হিসেবে তারা যেভাবে সিডওকে দেখেছিলেন সেই সম্পর্কে তিনি জানালেন, যে ধারাগুলো মুসলিম পারিবারিক আইনের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং ইসলামি আইনের বিরোধিতা করে সেই বিষয়গুলো বাদ দিয়ে জাতীয় পার্টির সরকার সিডওকে অনুমোদন করে।
সিডও বাস্তবায়নকল্পে তাদের সরকার যে সকল কর্মকাণ্ড করেছিলেন সেই সম্পর্কে তিনি বলেন, নারী নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে নারী নির্যাতন সেল তৈরি করা হয়। প্রতিটি উপজেলায় মহিলাবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি এবং একজন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়। মেয়েদের বিয়ের বয়স প্রথমে ১৪ বছর পরবর্তী সময়ে তা বাড়িয়ে ১৬ এবং তারপর ১৮ বছর ধার্য করা হয় এবং ছেলেদের বিয়ের বয়স ২১ বছর করা হয়। পারিবারিক আদালতে নামে মাত্র কোর্ট ফির মাধ্যমে মোহরানা, বিয়ের রেজিস্ট্রেশন করা হয়।
এছাড়া দ্বিতীয় বিবাহের ক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীকে স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের স্থানে গিয়ে মামলা দায়ের করতে হতো কিন্তু এর পরিবর্তন করে প্রথম স্ত্রীর সুবিধা অনুযায়ী স্থানে মামলা করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যারা জোরপূর্বক পতিতা পেশায় এসেছে, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।
বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনের মাধ্যমে সিডও বাস্তবায়ন সম্ভব কিনা সেই প্রসঙ্গে তিনি জানান, আমাদের বিদ্যমান আইনের মাধ্যমে নারীর অধিকার আদায় সম্ভব। তবে আইনের যথাযথ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন রয়েছে। আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে পরিষ্কার ধারণা দিতে হবে। প্রয়োজনে আইনের পরিবর্তন করাও যেতে পারে। তিনি বলেন, দেখা গেছে কোরআনে উল্লেখ নেই কিন্তু ব্যাখ্যার কারণে পরবর্তী সময়ে সেটি আইনে রূপ নিয়েছে। মুসলিম আইনের এই দিকগুলোতে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে।
বর্তমানে বিরোধী দল হিসেবে তাদের কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি বলেন, সংসদে মহিলাবিষয়ক একটি কমিটি দরকার। যেখানে সরকারি এবং বিরোধী উভয়ে মিলে নারীর সর্বোচ্চ অধিকার সংরক্ষণে কাজ করা যাবে। রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্পর্কে তিনি বলেন, মহিলারা মনোনয়ন চেয়েও পার্টি থেকে মনোনয়ন পায় না, কারণ সামাজিক প্রতিকূলতা এবং পার্টির প্রচলিত ধ্যান-ধারণা তাছাড়া মনোনয়ন পেতে টাকা থাকা জরুরি। তাই প্রতিটি পার্টির ভিতরে ৫০% মহিলাদেরকে মনোনয়ন দেওয়া প্রয়োজন। তিনি সংরক্ষিত আসনের বিপক্ষে, তবে সমাধিকার অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত তা থাকা জরুরি বলে তিনি জানালেন। নতুন আইনের প্রয়োজন রয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, নতুন আইনের আগে প্রচলিত বিদ্যমান আইনের ফাঁক (loop hole) খুঁজে বের করা প্রয়োজন। তিনি জানালেন, বর্তমানে হিন্দু নারীদের ডিভোর্স দেওয়ার অধিকার নেই, গারো ছেলেদের সম্পত্তির মালিকানা নেই- এই বিষয়ে ভাবার প্রয়োজন রয়েছে। এই বিষয়গুলো নিয়ে ঈদের পরপরই তিনি সংসদে কথা বলবেন বলে জানালেন।

### সারওয়ারী রহমান

*সাবেক প্রতিমন্ত্রী নারী ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়*
*- ভাইস চেয়ারম্যান, বিএনপি*

সিডও সম্পর্কে তিনি বললেন, এই দলিলটি বাস্তবায়ন করতে শুধুমাত্র সরকারি পদক্ষেপই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন সর্বস্তরের জনগণ বিশেষ করে নারী সমাজের সচেতনতা। বিএনপি সরকারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানালেন, তার সরকার নারী শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন। যে কারণে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। এমন কি শতকরা ৩০ জন মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।
অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিএনপি সরকার গরিব মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ঋণ দিয়েছেন। নারী নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে নারী নির্যাতন যে সেল ছিল সেখানে প্রতি মাসে থানা পর্যায়ের রিপোর্ট পাঠানো হতো। প্রতি থানায় দুজন করে মহিলা ইন্সপেক্টর নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। আন্তঃমন্ত্রণালয়ে কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। তিনি বললেন, 'এ সবই করা হয়েছিল সিডও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং সাম্প্রতিককালে পুলিশ বাহিনীতে যে নিয়োগ চালু হচ্ছে, সেটি আমাদের সরকারেরই উদ্যোগ।
কর্মজীবী মহিলাদের আবাসিক সুবিধার জন্য হোস্টেল চালু করা হয়। স্বল্প আয়ের মায়েদের বাচ্চা রাখার জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করা হয়।
রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তিনি মনে করেন, মহিলাদের সংরক্ষিত আসন থাকা অবশ্যই জরুরি। তিনি বলেন, পার্টি থেকে মহিলাদের মনোনয়ন পেতে অসুবিধা হয়, এ কারণে মহিলাদের বিষয়ে পার্টির একটি নির্দিষ্ট নিয়ম থাকা প্রয়োজন। তিনি মনে করেন, সিডও বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর পরিমাণে Advocacy করা প্রয়োজন এবং সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কেবল তার বাস্তবায়ন সম্ভব। বিএনপি সরকার সমগ্র দেশের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে গেছে।
সিডওর সংরক্ষিত ধারাগুলো সম্পর্কে তিনি বলেন, মুসলিম আইনের বিরুদ্ধে বলেই ধারাগুলো স্বাক্ষর সম্ভব নয়। তবে যেটুকু অধিকার মেয়েদের রয়েছে, তা অর্জনের জন্যই কাজ করতে হবে।

### ডা. মোজাম্মেল হোসেন

*প্রতিমন্ত্রী*
*সমাজ কল্যাণ, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়*
*গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার*

সিডও এবং বর্তমান সরকারের অবস্থান সম্পর্কে তিনি বলেন, জনসংখ্যার অর্ধেক অংশকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন সম্ভব না, এই সত্যকে উপলব্ধি করেই তাদেরকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যুক্ত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা তৈরি হয়েছে এবং সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে একটি খসড়া কপিও পাঠানো হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মতামতের ভিত্তিতে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হবে। যা হবে National Plan of Action.
এছাড়া মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর প্রতিটি থানা এবং জেলায় সম্প্রসারণের জন্য চেষ্টা চলছে। বর্তমানে এটি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন শেষে অর্থমন্ত্রণালয়ে রয়েছে।
তিনি মনে করেন, নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্যের প্রধান কারণ হচ্ছে, নারী অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান নয়। নারীর অবস্থান পরিবর্তনের জন্য তাকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে। তবেই তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। এ লক্ষ্যে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সুদবিহীন ঋণ দেওয়া হচ্ছে। সেখানে তিনি দেখেছেন, পুরুষদের তুলনায় মহিলারা ১০০ ভাগই সৎ। তিনি দুস্থ মহিলাদের দারিদ্র্য দূর করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সমীপে ফান্ড চেয়েছেন।
রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ কম কেন প্রশ্নে তিনি বলেন, প্রতিটি পার্টিতে শতকরা ১০ ভাগ অবশ্যই মহিলাদের মনোনয়ন দেওয়া প্রয়োজন। যার ফলে মহিলারা তাদের নিজেদের সমস্যার কথা নিজেরাই বলতে পারবেন। সেই সঙ্গে তিনি মনে করেন, সংরক্ষিত আসনও বাড়ানো প্রয়োজন যতোদিন সমাধিকার অর্জিত না হয়।
উচ্চ পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য বিসিএস, পুলিশ সব জায়গায় যেধার সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনও থাকা জরুরি বলে তিনি মনে করেন। এই বিষয়টি ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী সমীপে জানানো হয়েছে।
নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সিডওর ধারাগুলো সম্পর্কে তিনি বলেন, সরকারের একার পক্ষে এই সংরক্ষণ তোলা সম্ভব নয়। তবে আইনের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে নারী যেন তার অধিকার আদায় করতে পারে সে গড়ে বিষয়টির ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। মাস তিনেকের মধ্যে এসব বিষয়গুলো নিয়ে তিনি সংসদে আলোচনা করবেন বলে জানালেন।

❑ খাদিজা বীথি

*হয়তো সিডও দলিল বোঝে না এরা, তবু অধিকার আদায়ে সোচ্চার*

*রাবেয়া ভূঁইয়া*

*সারওয়ারী রহমান*

*ডা. মোজাম্মেল হোসেন*

*Dhaka University Institutional Repository*

## সিডো নারী অধিকারের জাতিসংঘ সনদ

সিডো (CEDAW) একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি। একে নারী অধিকারের সনদ হিসাবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। নারী-পুরুষের সমতা নির্ধারণের জন্য এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে সকল বৈষম্য অবসানের জন্য সরকারসমূহের করণীয় নির্দেশ করা হয়েছে সিডো সনদে। সিডো অনুমোদনকারী জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে প্রতিবছর জাতিসংঘ সিডো কমিটির কাছে রিপোর্ট পেশ করতে হয়।

১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সিডোর জন্য একটি অপশনাল প্রটোকল (Optional Protocol) গৃহীত হয়েছে। অপশনাল প্রটোকল কার্যকর হলে যেকোন ব্যক্তি মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হলে বা সিডো সনদ লঙ্ঘিত হলে জাতিসংঘ সিডো কমিটির কাছে সরাসরি অভিযোগ দায়ের করতে পারবে। কমিটি সেই অভিযোগ সম্পর্কে সরাসরি তদন্ত করতে পারবে। বেজিং প্লাস ফাইভ রিভিউ সম্মেলনের আগেই অপশনাল প্রটোকল কার্যকর হবে বলে জাতিসংঘ আশা করছে। অপশনাল প্রটোকল স্বাক্ষর দানকারী সদস্য রাষ্ট্রসমূহের পার্লামেন্টে বিষয়টি অনুমোদন হলে পরে অপশনাল প্রটোকল কার্যকর হবে।

## সিডো ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ সরকার সিডো সনদের ৪টি ধারা বাদ দিয়ে ১৯৮৪ সালে এতে সই করেছিল। নারী সমাজের দাবির মুখে বর্তমান সরকার ৪টি ধারার মধ্যে দুটি ধারা থেকে তাদের আপত্তি প্রত্যাহার করে নিয়েছে। বর্তমানে সিডো সনদের ২ ও ১৬ (চ) ধারায় এখনও আপত্তি বহাল রয়েছে। এখনও এই দুটি ধারাকে অনুমোদন করা হয়নি অর্থাৎ সরকার সিডো সনদকে এখনও পূর্ণ অনুমোদন দেয়নি। বাংলাদেশ সরকার বেজিং প্লাটফর্ম ফর এ্যাকশনে (বিপিএফএ) স্বাক্ষর করেছে। সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করেছে। নারী উন্নয়ন নীতিতে সরকার সিডো সনদ এবং বিপিএফএ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছে। সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের নারী সমাজ অপেক্ষায় রয়েছে। সিডোর ২ নং ধারা ও ১৬ (চ) ধারা এই সনদের প্রাণস্বরূপ। এই ধারায় বিয়ে, বিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব ও সম্পত্তিতে সমঅধিকারসহ সকল পারিবারিক বিষয়ে নারী-পুরুষের পূর্ণ সমঅধিকার নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে এবং সরকার অপশনাল প্রটোকলে সই করেছে। নারী-পুরুষের মধ্যে সকল বৈষম্য অবসানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে বলা হয়েছে। কাজেই এই ধারা কাজ্জোতিসংঘ বেজিং প্লাস ফাইভ সম্মেলনকে সামনে রেখে এই দুটি ধারায় আপত্তি প্রত্যাহার করে সিডোকে পূর্ণ অনুমোদন দেয়া এবং অপশনাল প্রটোকলে পার্লামেন্টের অনুমোদন অতি জরুরী।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, নারী হত্যা উদ্বেগজনক, ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। সমাজের বিবেকবান অংশের এ নিয়ে বিচলিত হওয়া প্রয়োজন। হত্যা, ধর্ষণ, বৈষম্য ও সকল অবমাননার হাত থেকে নারী সমাজকে মুক্ত করতে বেজিং ঘোষণাকে (বেজিং প্লাটফর্ম অব এ্যাকশন) বাংলাদেশে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া দরকার। তা না হলে মেক্সিকো, নাইরোবী, বেজিং, নিউইয়র্ক একের পর এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনকে ঘিরে উদ্দীপনা, সম্মেলনের পর ঝিমিয়ে পড়বে কিন্তু ব্যাপক নারী সমাজের জীবন চিত্রে কোন পরিবর্তন আসবে না। এমনটি ঘটুক তা কাম্য নয়।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে দুজন মহিলার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব সত্ত্বেও সার্বিকভাবে রাজনীতিতে মহিলাদের লঘু পদচারণার কারণ কি; দুজন মহিলা নেত্রীর ভূমিকা কি "সিমবলিক?" বাংলাদেশের প্রতিনিধি সিডও কমিটিকে অবহিত করেন যে, সামাজিক ও প্রথাগত কারণে মহিলারা এখনো রাজনীতিতে সক্রিয় না হলেও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রীর রাজনৈতিক অবদানকে সিমবলিক রূপে ভাবার অবকাশ নেই এবং স্ব স্ব পার্টি পর্যায়ে তাদের নেতৃত্ব অবিসংবাদিত। সরকার গঠিত 'ল' রিফরম কমিটি'তে কোনো মহিলা সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি বলে কমিটি অসন্তোষ প্রকাশ করে।

আর্জেন্টিনায় ১৯৯৩ সালের 'কোটা ল' অনুযায়ী প্রতিটি রাজনৈতিক দল জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে শতকরা ৩০ ভাগ আসনে মহিলা প্রার্থী মনোনীত না করলে পার্টির রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়ে যায় এবং এই প্রক্রিয়ায় ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে পার্লামেন্টে নির্বাচিত মহিলা সদস্যের সংখ্যা শতকরা ২৭ ভাগে উন্নীত হয়। এসব উদাহরণ থেকে বাংলাদেশ যথেষ্ট শিক্ষা নিতে পারে। উল্লেখ্য, নামিবিয়া মহিলাদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প স্থাপনের উদ্দেশে বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংক থেকে উদাহরণ গ্রহণ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

# নারীর বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

Dhaka University Institutional Repository

## নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহনের বৈশ্বিক পেক্ষাপট ঃ

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষন করলে দেখা যায়, নারী বিশেষভাবে কিছু গুরুত্বপূর্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার। ১৯৯৫ সালে বেইজিং -এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত ঘোষনা ও কর্ম-পরিকল্পনায় চিহ্নিত হয়েছে ১২ টি বিশেষ ক্ষেত্র যেখানে নারীর অনগ্রসরতা ও পশ্চাৎপদতা তীব্রমাত্রায় বিরাজমান তন্মধ্যে অন্যতম একটি বৈষম্যের ক্ষেত্র হলো 'ক্ষমতার অংশীদারিত্বে এবং সকল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনে নারী পুরুষে অসমতা।' বেইজিং সম্মেলনের পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহসাগরীয় অঞ্চলে মন্ত্রীপর্যায়ে বৈঠকে গৃহীত জাকার্তা ঘোষনা ও জাকার্তা কর্ম-পরিকল্পনায় 'ক্ষমতা ও সিদ্ধান্তগ্রহনে নারী পুরুষের অসম সম্পৃক্ততা' বৈষম্যের ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত হয় এবং 'নীতি নির্ধারন ও ক্ষমতায় নারীদের প্রবেশে সহায়তা প্রদান' এর জন্য নানা কৌশল নির্মান করা হয়। জাকার্তা কর্ম-পরিকল্পনায় বলা হয়েছে ক্ষমতা বন্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের ব্যাপারে নারী ও পুরুষের মাঝে তীব্র অসমতা বিদ্যমান। এ ধরনের অসমতা ও সীমাবদ্ধতা নিরসনের উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য বিশেষ করে সরকার উদ্যোগ নিতে বলা হচ্ছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিল অনুমোদন ও বাস্তবায়নসহ 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য অপনোদন' সংক্রান্ত কনভেনশন (সিডও) অনুমোদন ও সংরক্ষন প্রত্যাহার করার জন্য সরকার সমূহকে জোর তাগিদ দেয়া হয়। আইনসভার মন্ত্রনালয় ও সিভিল সার্ভিল সার্ভিসের উচ্চতর পদে এবং বিচার বিভাগে নারীর উপস্থিতি ২০০০ সাল নাগাদ অন্তত ২০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে সকল কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সরকার, নাগরিক ও রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রয়োজনীয় আইন প্রনয়ন ও কোটা নিরূপনসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশনা দেয়া হয়।

বেইজিং কর্ম-পরিকল্পনা আরো সামগ্রিকভাবে রাজনীতিতে ও সিদ্ধান্ত গ্রহনে নারীর সীমিত উপস্থিতি পর্যবেক্ষন ও বিশ্লেষন করে এবং তা উন্টরনের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু কর্মকৌশল নির্ধারন করে। ব্যাপক পরিসরে নির্নীত কৌশনের মধ্যে বেইজিং কর্ম পরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্তৃত্বের প্রয়োজনের উল্লেখ রয়েছে। বৈশ্বিক পরিসরে ১৯৯৫ সালের মধ্যে আইন পরিষদে ও সিদ্ধান্ত গ্রহনে ৩০ শতাংশ নারীর অন্তর্ভূক্তির লক্ষ্যমাত্রা জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে নির্ধারন করা হয়েছিল। যার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলোকে সমতার লক্ষ্যে নারীদের নির্বাচনে ও মনোনয়নে পুরুষদের মাতো সমান অনুপাতে অন্তর্ভূক্ত করার আহবান জানানো হয়। এয়াড়া নারীকে নেতৃত্বের প্রশিক্ষন, নারীর পেশাগত উন্নয়নের বিভিন্ন দিক তথ্য,শিক্ষা ও জেন্ডার সংবেদনশীলতার বিস্তার, বেসরকারী সংগঠন, শ্রমিক সংঘ ও বেসরকারী সেক্টরে সমতা অর্জন ইত্যাদি সম্পর্কিত বহুবিধ কৌশল বেইজিং কর্ম-পরিকল্পনায় বিধৃত করা হয়েছে।

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহনের বিশ্বব্যাপী প্রবনতায় দেখা যায় নারীরা রাজনীতির সাথে কম সম্পৃক্ত। ১৯৮৮ সনের প্রকাশিত একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বে মোট ১৪৫ টি রাষ্ট্রের (যেখানে আইনসভা প্রতিষ্ঠিত ছিল) আইন পরিষদেও (এক কক্ষ বিশিষ্ট এবং নিম্ন কক্ষের) মোট ৩১,১৫৪ আসনের মধ্যে মাত্র ১৫% আসন নারী অধিকার করেছিলেন বলে প্রাক্কলন করা হয়। ১৯৯০ সনে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মন্ত্রী পরিষদ সমূহের মধ্যে মাত্র ৩.৫% জন ছিলেন মহিলা মন্ত্রী। ৯৩ টি দেশে কোন মহিলা মন্ত্রী ছিলেন না। বিশ্বের ইতিহাসে (মে ১৯৯১ পর্যন্ত) মাত্র ১৮ জন নারী রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন বা আছেন। ১৯৮৭ সনে ইন্টার-পার্লামেন্টারী ইউনিয়ন প্রদত্ত (জেনেভায় অনুষ্ঠিত) তথ্যের ভিত্তিতে সার্কভূক্ত রাষ্ট্রে নারীর আইন পরিষদে উপস্থিতির হারে পরিলক্ষিত হয় যে, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহন কম।

| দেশ | সাল | আইন পরিষদ | নারীদের উপস্থিতি |
|---|---|---|---|
| ভূটান | ১৯৭৫ | জাতীয় পরিষদ | ১.৩% |
| মালদ্বীপ | ১৯৭৯ | পিপলস্ কাউন্সিল | ৪% |
| শ্রীলংকা | ১৯৮৩ | আইনসভা | ৪.৭% |
| নেপাল | ১৯৮৬ | জাতীয় পঞ্চায়েত | ৫.৭% |
| ভারত | ১৯৮৪ | লোক সভা | ৭.৯% |
| পাকিস্তান | ১৯৮৫ | জাতীয় পরিষদ | ৮.৮% |
| বাংলাদেশ | | জাতীয় সংসদ | |

উৎসঃ নারী ও রাজনীতি, সম্পাদনায় -নাজমা চৌধুরী হামিদা আক্তার বেগম, মাহমুদা ইসলাম ও নামজুন্নেছা মাহতাব, পৃঃ ২২- হতে গৃহীত।

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী '৯৭ ভারতে অনুষ্ঠিত 'রাজনীতিতে নারী-পুরুষ অংশীদারিত্ব' শীর্ষক আন্তঃপার্লামেন্টারি সম্মেলনে আন্তঃপার্লামেন্টারী ইউনিয়নের সেক্রেটারি জেনারেল পিয়েরে কর্নিলনের দেয়া তথ্যটি প্রনিধানযোগ্য। তার মতে, ১৯৯৭ সালে বিশ্বে পার্লামেন্ট সদস্যদের গড় সংখ্যা দাড়িয়েছে ১১.৭%, যেখানে ১৯৮৮ সালে সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল ১৪.৮%। অর্থাৎ গত ৮ বছরে মহিলা সাংসদদের হার কমে গেছে ৩%। আবার অধিকাংশ দেশে এখনো রাজনীতি চলছে নারীদের ছাড়াই। সম্মেলনে মঞ্চে আসীন ৬ জন বিশিষ্ট অতিথির মধ্যে মাত্র ২ জন ছিলেন মহিলা। সম্মুখ সারির ১২ জন গুরুত্বপূর্ন অতিথি ও সফররত রাষ্ট্র প্রধানদের মধ্যে মাত্র ৩ জন ছিলেন মহিলা।

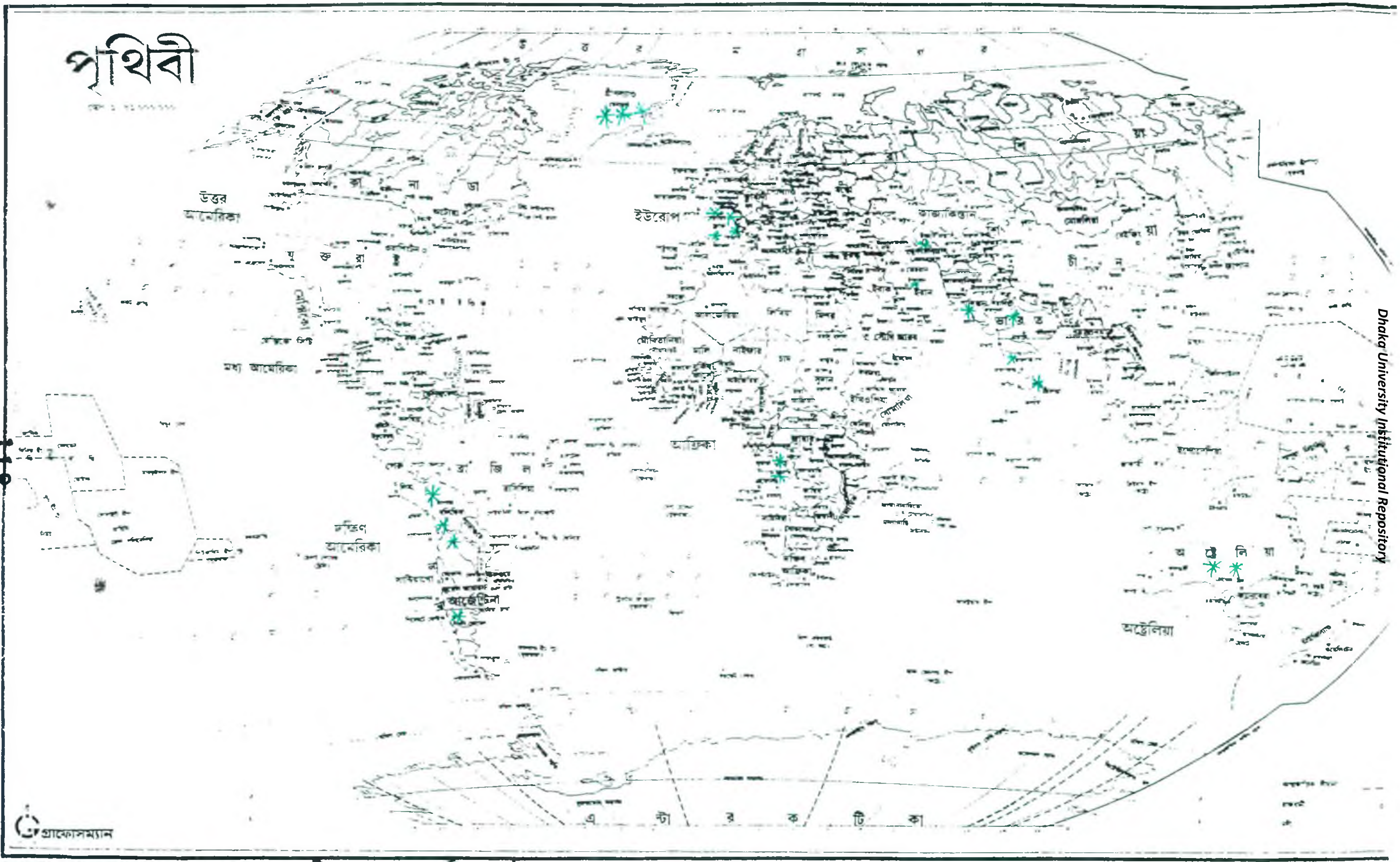


বিশ্ব পার্লামেন্টে সদস্য সংখ্যা।

- পুরুষ সদস্য = ৩৪.৩০৮ জন
- মহিলা সদস্য = ৩.৭৩৭ জন।

Source: ইউনিসেফের দি প্রোগ্রেস অব ন্যাশনস্‌

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

## এক নজরে জাতিসংঘ নারী কার্যক্রমের পঞ্চাশ বছর
## ১৯৪৫-৯৫

১৯৪৫ ঃ জাতিসংঘ সনদে 'নারী-পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষা নির্বিশেষে' সবার সম-অধিকারের নীতি ঘোষণা।

১৯৪৬ ঃ জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের নারীর মর্যাদা সংক্রান্ত কমিশন (সিএসডব্লিউ) গঠন।

১৯৫২ ঃ মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা।

১৯৫৭ ঃ বিবাহিতা মহিলাদের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত ঘোষণা।

১৯৬২ ঃ বিবাহে সম্মতিদান সম্পর্কিত ঘোষণা।

১৯৬৭ ঃ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে নারীর প্রতি সর্বপ্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত ঘোষণা অনুমোদন।

১৯৭৫ ঃ জাতিসংঘের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ পালন। মেক্সিকো সিটিতে প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ১৯৭৬-৮৫ জাতিসংঘ নারী দশক ঘোষণা।

১৯৭৯ ঃ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে নারীর প্রতি সর্বপ্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত সনদ অনুমোদন।

১৯৮০ ঃ ডেনমার্কের কোপেন হেগেনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনে জাতিসংঘ মহিলা দশকের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন।

১৯৮১ ঃ নারীর প্রতি সর্বপ্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত সনদ কার্যকর করা।

১৯৮২ ঃ নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কমিটির (সিইডিএডব্লিউ) কাজ শুরু।

১৯৮৫ ঃ কেনিয়ার নাইরোবীতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনে ২০০০ সাল নাগাদ নারীর অগ্রগতির লক্ষ্যে দূরদর্শী নীতি-কৌশল অনুমোদন।

১৯৯০ ঃ নারীর মর্যাদা সংক্রান্ত কমিশন কর্তৃক নাইরোবী সম্মেলনের দূরদর্শী নীতি-কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা শুরু।

১৯৯৩ ঃ অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলনে নারী অধিকারকে মানবাধিকার হিসাবে স্বীকৃতিদান এবং নারী নির্যাতন সংক্রান্ত একজন বিশেষ যোগাযোগ রক্ষাকারী কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশ। সাধারণ পরিষদে নারী নির্যাতন নির্মূল সংক্রান্ত ঘোষণা অনুমোদন।

১৯৯৪ ঃ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের জন্য আঞ্চলিক প্রস্তুতিমূলক প্রক্রিয়া; ইন্দোনেশিয়া, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রিয়া, জর্দান ও সেনেগালে আঞ্চলিক বৈঠক অনুষ্ঠিত। মিশরের কায়রোতে আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলনে সমস্ত উন্নয়নের ভিত্তি হিসাবে নারী স্বাধীনতা সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ।

১৯৯৫ ঃ ডেনমার্কের কোপেন হেগেনে বিশ্ব সামাজিক উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলনে দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং সামাজিক সংহতি সম্পর্কিত সমস্যা মোচনে মহিলাদের কেন্দ্রীয় ভূমিকার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। চীনের বেইজিং-এ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন।

Dhaka University Institutional Repository

ভোরের কাগজ

# বিশ্ব সামাজিক শীর্ষ সম্মেলন

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে এ যাবৎ বিভিন্ন দেশ বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা নিয়েছে। কিন্তু এ প্রচেষ্টা যে বিশ্ব পরিসরে যৌথ উদ্যোগের বিষয়বস্তু হতে পারে, বিশ্বের সাবেকী ধ্যানধারণায় এটা ভাবা যেতো না। আজ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে বিশ্বনেতৃবৃন্দ সমবেত উদ্যোগ ও অঙ্গীকার নিতে চলেছেন। জাতিসংঘের পঞ্চাশতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে শুরু হয়েছে শীর্ষ সম্মেলন। সপ্তাহব্যাপী এ সম্মেলনে প্রায় ১৯৩টি দেশের হাজার দশেক প্রতিনিধি সমবেত হয়েছেন। তারা আলোচনা করছেন এ বিশ্বকে দারিদ্র্যমুক্ত করা, দেশে দেশে বেকারত্ব হ্রাস এবং সামাজিক বিভাজনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মত ও পথ নিয়ে। আশা করা হচ্ছে ১২ মার্চ একটি সর্বসম্মত অঙ্গীকার দলিলে উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রায় ১২০ জন জাতীয় নেতার স্বাক্ষরদানের মধ্যদিয়ে সম্মেলন শেষ হবে। সম্মেলনের প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করবে গৃহীত দলিলের যথাযথ বাস্তবায়নের উপর।

বর্তমান বিশ্বে দারিদ্র্য পরিস্থিতি রীতিমত ভয়াবহ। সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে জাতিসংঘ মহাসচিব জানিয়েছেন বিশ্বের ১৩০ কোটি মানুষ, অর্থাৎ বিশ্বের মোট জনসংখ্যার পাঁচ ভাগের এক ভাগ মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে এবং ১৫০ কোটি মানুষ মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বিশ্বের গরিব মানুষের শতকরা ৭০ ভাগই হলো নারী অথচ বর্তমান বিশ্বে প্রাচুর্যের অভাব নেই। প্রশ্ন হলো কিভাবে এই সম্পদ ব্যবহার করা যায়, কিভাবে সেই ধরনের উন্নয়ন করা যায় যা দারিদ্র্য দূর করবে, ক্ষুধা ও বেকারত্বের হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দেবে। দারিদ্র্য মুক্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের রূপরেখা সম্মেলনে গ্রহণ করা হবে। ২০ : ২০ ফর্মুলা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এর মূল কথা হলো উন্নয়নশীল দেশগুলো দাতাদেশগুলো থেকে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের শতকরা ২০ ভাগ এবং নিজেদের বাজেটের শতকরা ২০ ভাগ ব্যয় করবে সামাজিক উন্নয়ন খাতে। দক্ষতার সঙ্গে এই বিনিয়োগ করা হলে একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে দারিদ্র্য দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করা যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই নীতি গ্রহণের পক্ষে বিপক্ষে নানা মত আছে। সম্ভবত এই সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক রূপে গ্রহণ করা হবে না। পাশাপাশি ঋণ মওকুফ ও সাহায্য বৃদ্ধির দাবি করেছে উন্নয়নশীল বিশ্ব।

স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর আজকের বিশ্ব অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি প্রতিশ্রুতিময়। কিন্তু সৃষ্ট সম্ভাবনা বাস্তবায়নের জন্যও অনেক কিছু করতে হবে। সামরিক খাতে ব্যয় কমিয়ে সামাজিক খাতে বিনিয়োগের টাকা বের করা সম্ভব। সেজন্য দেশে দেশে যুদ্ধ ও যুদ্ধপ্রস্তুতি বন্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়ত সামাজিক খাতে শুধু ব্যয় বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়, সে ব্যয় যেন সুষ্ঠু ও সার্থক হয়, দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয় তাও দেখতে হবে। তবে প্রথমে নিশ্চয়ই দারিদ্র্য দূর করার লক্ষ্যটি দৃঢ়ভাবে সামনে আনতে হবে। সেদিক থেকে কোপেনহেগেন সম্মেলন ঐতিহাসিক অবদান রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

# সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত তথ্যের পূর্ণমূল্যায়ন

বিভিন্ন জার্নাল, সাপ্তাহিক বিচিত্রা Article Review করে আমরা সংশ্লিষ্ট সমস্যা, তথ্য সম্পর্কে জানতে পারলাম।

১। সাপ্তাহিক বিচিত্র

২৪বর্ষ, ২০ সংখ্যার ২৯সেপ্টেম্বর ৯৫/১৪ আশ্বিন।

**বিশ্বনারীর স্বরূপ সন্ধান**

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ সামান্য সারা বিশ্বে নারী পার্লামেন্টারিয়ান ১১ শতাংশ। এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের এই হার ১৩ শতাংশ আফ্রিকায় ৯ শতাংশ এবং আরব দেশগুলোতে তা ৪ শতাংশ।

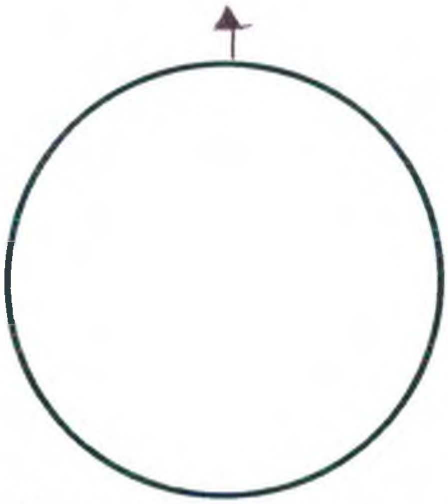

মহিলা পার্লামেন্টারিয়ান সারা বিশ্বে।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব ম্যাপ

নারী পার্লামেন্টারিয়ান দেশসমূহের শতকরা হার।

- ❑ সারা বিশ্বে নারী পার্লামেন্টারিয়ান ১১%।
- ❑ ১৯৯৩ সালে বিশ্বে ৬ জন মহিলা সরকার প্রধান।

## ২। দৈনিক ইত্তেফাক

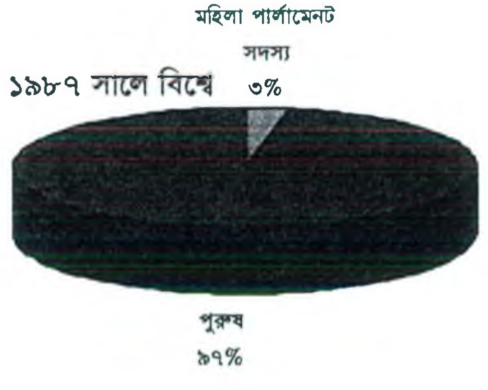


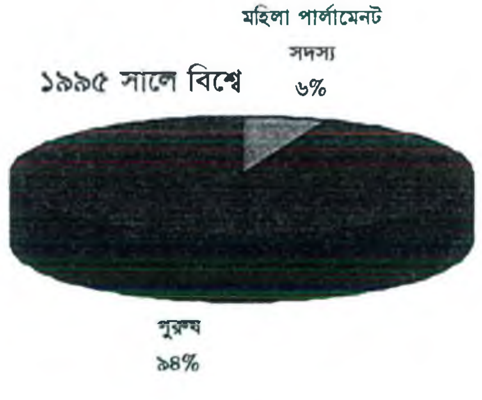


এই শতাব্দীর গোড়া থেকে এই পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে মাত্র ২৪ জন মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান যা সরকার প্রধান হয়েছেন। এদের মধ্যে ২০ জনই নির্বাচিত হয়েছেন ১৯৯০ এর পর থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

# ইউনিসেফের দ্য প্রোগেস অব নেশনস ৯৫ রিপোর্টি এ বলা হয়েছে

বিশ্বের পার্লামেন্ট গুলোতে মহিলা প্রতিনিধিদের সংখ্যা শতকরা ৯ ভাগ। বাকী ৯১% পুরুষ।

বিশ্বের পার্লামেন্ট

Source : ইউনিসেফের দ্য প্রোগ্রেস অব নেশানস ৯৫ Report .

**পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যা (বিশ্বে)**

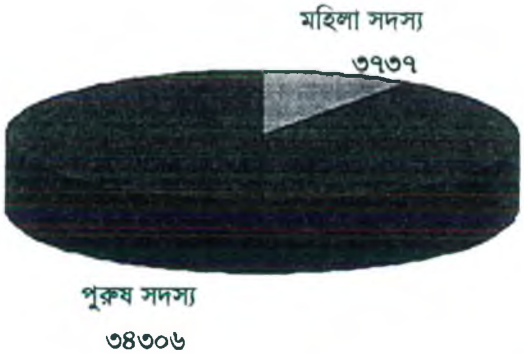


রিপোর্ট ঃ ইউনিসেফের দ্য প্রোগ্রেস অব নেশানস ৯৫ রিপোর্ট।

Dhaka University Institutional Repository

## বিশ্বে মহিলা মন্ত্রীত্বের হার

০% মন্ত্রীত্বের ক্ষেত্রে মহিলা সদস্য।

৩। সাপ্তাহিক বিচিত্রা ঃ

২২ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা, ৩রা সেপ্টেম্বর ৯৩

বাংলাদেশের নারী ৯৩। এখানে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিভিন্ন পর্যায় নারীর অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত স্থানীয় সংস্থায় কোন নারী নির্বাচিত হননি। ১991 সালে যেখানে প্রধানমন্ত্রী নারী।

## 4. THE DAILY STAR

The perecntorge of women as Parlimentarians Globally has not changed much over two decades.

1975 1987 1993

Dhaka University Institutional Repository

In 1994 in only 3 countries 30% of the decision makers were women. At a 30% critical mass women start to have a visable impact on the style and content of political decisions.

Source : Second review and appraisal of the Noirobi Fonward looking stategies.

৫। দৈনিক জনকণ্ঠ ঃ (৮ই মার্চ ১৯৯৬)

# আন্তর্জাতিক নারী দিবস

'নারীর চোখে বিশ্ব দেখুন'

১৯৯৫ সালের মানব সম্পদ উন্নয়নের ওপর গবেষণার ফলাফলে জানা যায় মহিলাদের ক্ষমতায়নে বিশ্বে ১১৬টি রাষ্ট্রের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ৮০তম এবং নারী প্রগতির ক্ষেত্রে ১৩০টি রাষ্ট্রের মধ্যে ১০৮ তম।

১১৬টি রাষ্ট্রের মধ্যে

১৩০ টি রাষ্ট্রের মধ্যে

UNDPREPORT 1995
[মহিলাদের ক্ষমতায়ন]

৮০ তম বাংলাদেশ

১১৬টি রাষ্ট্রের মধ্যে

UNDP REPORT 1995
[মহিলাদের প্রগতি]

১০৮ তম বাংলাদেশ

১৩০টি রাষ্ট্রের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

## জাতিসংঘ জনসংখ্যা রিপোর্ট ২০০০ প্রকাশ

# বিশ্বে নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য অবসানের তাগিদ

২১।৯।২০০০

আট কোটি অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ, দু'কোটি ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভপাত। লাখ লাখ দৈহিক নির্যাতন, ধর্ষণ। নবজাতক হত্যা, তথাকথিত " অনার" কিলিং বা পরিবারের সম্মান রক্ষার জন্য খুন। নারীর জীবনে এই অনিবার্য চিত্র বিশ্বজুড়ে, খোদ জাতিসংঘের পরিসংখ্যান ফুটে উঠেছে প্রতিবছরের এই নির্মম বাস্তবতা। বুধবার প্রকাশিত হয়েছে নতুন ইউএন রিপোর্ট। তাতে বলা হয়েছে, বিংশ শতাব্দীতে নারীর ভাগ্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে সত্য, কিন্তু বৈষম্যের নিগড়ে এখনও তারা বন্দী। রিপোর্টে অবিলম্বে বিশ্বব্যাপী লিঙ্গ বৈষম্য অবসানের আহ্বান জানানো হয়। খবর লন্ডন থেকে এপি'র।

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল প্রণীত এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য এবং সহিংসতার শিকড় বিশ্বব্যাপী সংস্কৃতির খুব গভীরে প্রোথিত। আর এই সংস্কৃতি হলো নারীকে তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা নিয়ে বিকশিত হতে না দেয়া। রিপোর্টে বলা হয়, আদি যুগ থেকে নারী-পুরুষ সম্পর্কে যে ধারণা তৈরি হয়েছে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা সে ধারণা পরিবর্তন করা কঠিন। নারীর শিক্ষা, প্রজননসহ যাবতীয় স্বাস্থ্য পরিচর্যা, সমান মজুরি ও আইনগত অধিকারের প্রশ্ন বিশ্বব্যাপী বরাবরই উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। " স্টেট অব দ্য ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ২০০০" শীর্ষক এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৯৯ সালে সদস্য দেশগুলোর ঐকমত্য অনুযায়ী নারীর নিরক্ষরতার হার ১৯৯০ সালের স্তর থেকে ২০০৫ সালে অর্ধেকে কমিয়ে আনার, ২০১০ সাল নাগাদ এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা এক-চতুর্থাংশে হ্রাস এবং ২০১৫ সাল নাগাদ দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর হাতে নিরাপদ শিশু জন্মের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। রিপোর্টে বলা হয়, যারা পরিবার পরিকল্পনায় সহায়তা কামনা করেন, তাদের পাশে দাঁড়ানোর বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। কারণ বর্তমান বিশ্বে প্রতিবছর মোট গর্ভধারণের ৮ কোটিই হয় অনাকাঙ্ক্ষিত, নয় তো অসময়োচিত।

উন্নয়নশীল বিশ্বে যত শিশু জন্ম নিচ্ছে তার মাত্র ৫৩ ভাগ পেশাজী ও দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীদের তত্ত্বাবধানে হয়। রিপোর্টে বলা হয়, প্রতিব বিশ্বে প্রায় ৫ কোটি গর্ভপাতের ঘটনা ঘটছে। এর মধ্যে ২ কোটি ঝুঁকিপূর্ণ। আর এর ফলশ্রুতিতে প্রাণহানির সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে বছ ৭৮ হাজার, ভোগান্তির শিকার হয়েছে লাখ লাখ।

১৯৯৯ সালের শেষ নাগাদ, বিশ্বে নারী-পুরুষ ও শিশু মিলিয়ে মে এইচআইভি অথবা এইডস আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ কে ৪৩ লাখ। এর মধ্যে এ পর্যন্ত প্রাণহানির সংখ্যা ১ কোটি ৬৩ লা আফ্রিকায় এইচআইভি-পজিটিভ মহিলার সংখ্যা পুরুষকে ছাড়ি উন্নীত হয়েছে ২০ লাখে।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, প্রতি তিনজনের অন্তত একজন মহি শারীরিকভাবে নিগৃহীত, ধর্ষিত অথবা অন্য কোনভাবে নির্যাতি হয়েছেন। বিশ্বব্যাপী অন্তত ৬ কোটি মহিলা, যাদের অধিকাং এশিয়ার, বর্তমানে নিখোঁজ। প্রতিবছর পরিবারের তথাকথিত সম্ম রক্ষার জন্য খুন হচ্ছে ৫ হাজার নারী। উপরন্তু ৫ থেকে ১৫ বছরে প্রায় ২০ লাখ কিশোরীকে প্রতিবছর যৌনকর্মী হতে বাধ্য ক হচ্ছে।

এত কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জনসংখ্যা কর্মসূচ জন্য বরাদ্দ আসছে মাত্র ২১০ কোটি ডলার। অথচ প্রয়োজ প্রতিবছর ৫৭০ কোটি ডলার। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগ অর্জিত হয়েছে বটে, যেমন ভারতে পুরুষ স্বাস্থ্যকর্মীরা নারীর স্বা এবং গৃহস্থালি কাজকর্মে সহায়তা দেয়ার জন্য পুরুষদের উ করছে। মালিতে প্রজনন স্বাস্থ্যের ব্যাপারে পুরুষের মনোযোগে কারণে কর্মক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা বেড়েছে। নিকারাগুয়ায় নারী বিরুদ্ধে সহিংসতার হার হ্রাস পেয়েছে। প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধি জন্য মেক্সিকো ও পেরুতে আইন প্রণীত হয়েছে। বোতসোয়া চীন, কলম্বিয়া, যুক্তরাজ্য ও ভিয়েতনামে যৌন হয়রানির জ শাস্তির মাত্রা বাড়ানো হয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

## সাক্ষাৎকারে ইউনিসেফ-এর নির্বাহী পরিচালক ক্যারল বেলামি

# যাঁরা দেশকে এগিয়ে নিতে চান তাঁদের ভাবতে হবে রাজনৈতিক বিতর্কে, নাকি শিশুর উন্নত ভবিষ্যতের জন্য শক্তি নিয়োগ করবেন

**মতিউর রহমান** : শিশু কল্যাণে নিয়োজিত জাতিসংঘ সংস্থা ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক ক্যারল বেলামি বলেছেন, বাংলাদেশের শিশুশ্রম নিয়ে যে নেতিবাচক প্রচারণা চলছে তার সবকিছু ঠিক নয়। গতকাল ভোরের কাগজ-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, শিশুশ্রমের প্রসঙ্গ তুলে কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত নয়। আইন করে, বয়কট বা ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দিয়ে শিশুশ্রমের অবসান সম্ভব নয় বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

মিস ক্যারল বেলামি অতি সম্প্রতি (১২ থেকে ১৬ নভেম্বর) বাংলাদেশ সফর করেছেন। ঢাকাস্থ ইউনিসেফ কার্যালয়ে গত শনিবার (১৫ নভেম্বর) গৃহীত এই সাক্ষাৎকারে তিনি বাংলাদেশের শিশুশ্রম নিয়ে বিরূপ প্রচারণার বিরোধিতা করে বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোতেই শুধু শিশুশ্রম সীমাবদ্ধ নয়। অনেক উন্নত রাষ্ট্রেও এই সমস্যা বিরাজমান।

ক্যারল বেলামি জানিয়েছেন, শিশুশ্রমের কারণে নিষেধাজ্ঞা আরোপের যেকোনো প্রচেষ্টার বিরোধী তিনি। নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করে বরঞ্চ শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি বলেন, দেশটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা যারা করেন তাদের ...

ক্যারল বেলামি (ভো. কা. ১৭ নভেম্বর ৯৭)

... বিতর্কে তারা শক্তি বিনিয়োগ করবেন, নাকি শিশুর উন্নত ভবিষ্যতের জন্য এই শক্তি কাজে লাগানো হবে।

নিচে সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হলো।

**মতিউর রহমান** : কয়েকদিন হলো আপনি বাংলাদেশে এসেছেন, অনেক কিছু দেখেছেন। আপনার ...

... স্কুলে গিয়েছি। ইউনিসেফ কিছু এনজিওর সঙ্গে মিলে এসব স্কুল পরিচালনা করছে। স্কুলগুলোতে বিভিন্ন শ্রমে নিয়োজিত শিশুরা পড়াশুনা করছে। বিশেষভাবে একটি স্কুলের কথা এখানে উল্লেখ করছি। ইউনিসেফ, আইএলও প্রভৃতি ...দের কর্মসূচি অনুযায়ী এই স্কুল... পরিচালিত হচ্ছে মল্লত

## সাক্ষাৎকারে ইউনিসেফ-এর নির্বাহী পরিচালক ক্যারল বেলামি

● প্রথম পাতার পর

অন্য একটি স্কুল নতুন শিক্ষা কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আছে টোকাই, গৃহভৃত্যরা। আমি তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। ৯ বছরের একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছি যে এখনো একটি বাসায় কাজ করছে। সবকিছুই যে ভালোভাবে এগোচ্ছে তা আমি বলব না। তবে এসব শিক্ষার মাধ্যমে তাদের কিছু না কিছু উপকার নিশ্চয়ই হচ্ছে।

**ম. র** : ইউনিসেফ কি নতুন কোনো ক্ষেত্রে কাজ করতে যাচ্ছে?

**ক্যা. বে** : নতুন কিছু না। তবে শিশুদের শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। কেননা শিক্ষার সুযোগই হচ্ছে শিশুশ্রম থেকে তাদের বের করে আনার একটি উত্তম উপায়। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, এর মধ্য দিয়ে তাদের পুরোপুরি বের করে আনা যাবে। তবে এর ফলে ভবিষ্যতে তাদের জন্য আরো ভালো সুযোগ সৃষ্টি হবে। এটা সকলের জন্যই, শুধু গার্মেন্টসের শিশু শ্রমিকদের জন্য নয়।

ঢাকার বাইরে অনেকের সঙ্গে কথা বলে নারীর ওপর নির্যাতনের কথা, বিশেষভাবে মাতৃমৃত্যুর উচ্চ হারের কথা জেনেছি। ডাক্তার বা পেশাজীবীদের কাছ থেকে নয়, সমাজের এমন সব মানুষের কাছ থেকে এসব বিষয়ে শুনেছি, যাদের মা-বোন বা বন্ধু মারা গেছে সঠিক তথ্য জানা না থাকার কারণে। এসব মৃত্যু এড়ানো সম্ভব ছিল।

**ম. র** : শিশুশ্রমের কথায় ফিরে আসি। বাংলাদেশের শিশুশ্রম নিয়ে যে নেতিবাচক প্রচারণা আছে সেটা কি সঠিক বলে আপনি মনে করেন?

**ক্যা. বে** : না, আমি মনে করি না এসবের সবকিছু ঠিক আছে। আমি সব জায়গায় গিয়েছি। সারা বিশ্বজুড়েই এটা আছে। দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকায় তো আছেই। শিশুশ্রম বন্ধে বাংলাদেশে যে কাজ হচ্ছে তা প্রশংসনীয়। আমি বলতে চাই, শিশুশ্রম কেবল দরিদ্রতম দেশগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আমার দেশেও এটা আছে, আমার শহর নিউইয়র্কেও আছে। আমি ইউনিসেফের পক্ষ থেকে এটা বলতে পারি, বাংলাদেশে শিশুশ্রম সংক্রান্ত পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। তারপরেও আমি বলব এ নিয়ে আরো অনেক কিছু করার আছে।

**ম. র** : শিশুশ্রমের দোহাই দিয়ে তৈরি পোশাক শিল্পের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপকে কি আপনি যথার্থ বলে মনে করেন?

**ক্যা. বে** : না, এটা হওয়া উচিত নয়। ইউনিসেফের অবস্থান ঠিক বয়কটের পক্ষে নয়। শিশুশ্রমের বিষয়টি অনেক জটিল। আমরা মনে করি, অসহনীয় শিশুশ্রম অবশ্য বন্ধ হওয়া উচিত। আইন করে, বয়কট ক... বা কিছু ফ্যাক্টরি বন্ধ করে এর সমাধান ব... যাবে না। শিক্ষার ক্ষেত্র বাড়াতে হবে, স্কু... সহজ গমনের সুযোগ বাড়াতে হবে- এট... হচ্ছে মূলকথা। শিশুরা যে মানুষ এ... মানুষের অধিকার তাদেরও রয়েছে ... পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে। তবে এটা খু... জটিল ইস্যু।

**ম. র** : আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থি... শিশু অধিকার নিশ্চিত করার ব্যাপারে যথে... বলে কি আপনি মনে করেন?

**ক্যা. বে** : প্রথম কথা হলো, শিশুরও ... অধিকার আছে আগে সেটার স্বীকৃতি দি...

হবে। আর, তার অর্থ এই নয় যে, শিশুকরা ৮০ ভাগ শিশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে। আসল কথা হলো, শিশুর মৌলিক স্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এটা এই নয় যে শিশুরা হলো ক্ষুদ্র 'বাক্স', শিশুরা মানুষ- যারা হাঁটে, কথা বলে, মানুষ হিসেবে যাদের অধিকার রয়েছে। এটা স্বীকার করলে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।

**ম. র** : আপনি আমাদের অগ্রগতিকে কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

**ক্যা. বে** : আমি মাত্র কয়েকদিন এসেছি। তবে বলতে পারি, বাংলাদেশ কিছু কিছু ক্ষেত্রে অঙ্গীকার করেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ উন্নতিও করেছে। বিশুদ্ধ পানি পান, শিশু মৃত্যুহার কমানো, ভিটামিন-এ প্রদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে এখানে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু আরো অনেক কিছু করার রয়েছে। বাংলাদেশকে এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে। বহু শিশু স্কুলে নাম লিখিয়েও লেখাপড়া অব্যাহত রাখতে পারছে না। এছাড়া জেন্ডার বৈষম্যও রয়েছে।

**ম. র** : প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আপনার যে আলোচনা হয়েছে তাতে নতুন কোনো বিষয় ছিল কি? আলোচনা কেমন হয়েছে?

**ক্যা. বে** : আমাদের মধ্যে বেশ ভালো আলোচনা হয়েছে। তবে নতুন কোনো কার্য ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা হয়নি। আমরা শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমরা নতুন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেছি। শিশুদের শিক্ষা কিভাবে নিশ্চিত করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা শিশু মৃত্যুর হার কমানো নিয়ে কথা বলেছি। শিশু অধিকার ...

Dhaka University Institutional Repository

## ❑ জাতিসংঘে নারী নেতৃত্ব

| সংস্থা | নাম | পদবী |
|---|---|---|
| ১। UNHCR | সাদাকো ওগাতা (জাপান) | Executive director |
| ২। UNICEF | ক্যারল ব্যালামী (যুক্তরাষ্ট্র) | " |
| ৩। UNFPA | ডঃ নাফিজ সাদিক (পাকিস্তান) | " |
| ৪। WFP | ক্যাথেরিন বার্টিনী(যুক্তরাষ্ট্র) | " |
| ৫। UNEP | এলিজাবেথ ডাউড্সওয়েল )কানাডা) | " |
| ৬। CEDAW | সালমা খান (বাংলাদেশ) | Chair person. |

- লুই ফ্রেসেট– জাতিসংঘের প্রথম উপমহাসচিব নিযুক্ত হয়েছেন তিনি কানাডার একজন মহিলা। ১ জানুয়ারি–'৯৮ তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।
- UN— মানব সম্পদ দপ্তর–এর প্রধান নিযুক্ত হয়েছেন মালয়েশিয়ার রাফিয়া সেলিম।
- আয়ারল্যান্ডের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মেরি রবিনসন 'মানবাধিকারের হাইকমিশনার নিযুক্ত হয়েছেন।
- আন্তর্জাতিক শান্তি একাডেমীর প্রধান নিযুক্ত হয়েছেন ওরালা ওতুনু।
- 'জাতিসংঘ নরনারী'– বিষয়ক উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছেন এঞ্জেলা কিং। তিনি জ্যামাইকান মহিলা।

Dhaka University Institutional Repository

# জাতিসংঘের একটি শীর্ষ পদে সৌদি মহিলা

জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান সৌদি নাগরিক তোরায়া আহমেদ ওবায়েদকে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) নির্বাহী পরিচালক পদে মনোনয়ন দিয়াছেন। তোরায়া সৌদি আরবের প্রথম মহিলা, যিনি জাতিসংঘের একটি শীর্ষ পদে নিয়োগ পাইতেছেন।

জাতিসংঘের কূটনীতিকরা জানান, মহাসচিব চলতি সপ্তাহের প্রথমদিকে এ পদের জন্য তোরায়ার নাম চূড়ান্ত করেন। আনানের মনোনয়নের পর তার নাম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে যাবে। সাধারণ পরিষদ অবশ্য মহাসচিবের পছন্দকেই অনুমোদন করে। তোরায়া আহমেদ ওবায়েদ বর্তমানে আরব ও ইউরোপ সম্পর্কিত ইউএনএফপিএ পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি পাকিস্তানি ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ড. নাসিফ সাদিকের স্থলাভিষিক্ত হবেন। ড. নাসিফ ১৯৮৭ সাল হতে এ পদে দায়িত্ব পালন করছেন। তোয়ারা মিলস হতে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক এবং পরে ওয়েন স্টেট ইউনিভার্সিটি হতে সমাজ বিজ্ঞানে মাস্টার্স ও ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

# THE CONFERENCE AT A GLANCE

**UNITED NATIONS WORLD CONFERENCE ON WOMEN**

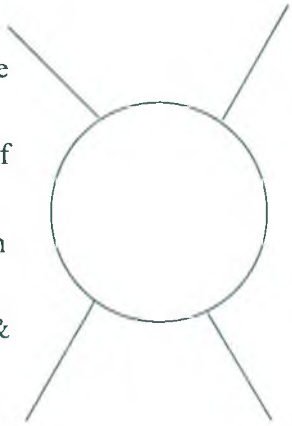

## FIRST WORLD CONFERENCE 1975

MEXICO city: June 19 to July 2

◆World plan of action set goals for 5 years there are

◆Marked increase in literacy & education.

◆Equal access to opportunity

Increased employment

◆Elimination of discrimination.

◆More women in policy making posit on.

◆Increased provision for welfare service.

◆Recognise the economic value of women work.

◆Promote women's organisation within institution.

◆Developing rural technology & support services.

**THIRD WORLD CONFERENCE 1985:**

NAIROBI, July 15 to 26

◆Report from 124 govt's indicated that the Decades objectives were only partially attained.

◆The absence of equality of women in most countries is a serve social problem.

◆The delegate draw up the Nairobi

FIS for the advancement of women to the year 2000.

◆All documents adopted during the Decade remain field are basis of of FIS

## 2ND WORLD CONFERENCE 1980

COPENHAGEN July 14 to 31

◆The National level programme of Action include.

◆Establishment of qualitative & quantitative target for second half of the decade.

◆Machinery should be established with effective Linkage with national women's organ.

◆Hesitation guaranteeing equal participation of women in politics & decision making.

◆Studying ways in which mass media treat women's issues implementing corrective measure.

◆Co-operation between govt & NGO's

4TH WORLD CONFERENCE 1995.

BEIJING September 4 to 15

◆The delegate will review achievement of FIS.

◆To equip women to meet the demand of the 21st Century for scientific technological & political & economic development.

◆To empower women for effective participation.

◆To put forth a global policy of gender equality development & peace.

◆Draw up a platform for action.

Source :
The Daily Star.

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা : রোববার ২৪শে ফাল্গুন ১৪০৪

# আন্তর্জাতিক নারী দিবস

১৯৭৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সদস্য দেশসমূহকে তাদের ঐতিহাসিক ও জাতীয় কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যের সাথে মিল রেখে বছরের যে কোনো একটি দিবসকে জাতিসংঘ নারী অধিকার ও আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস হিসেবে ঘোষণা করার আহ্বান জানায়। সদস্য দেশগুলোকে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের জন্য উপযুক্ত পরিস্থিতি এবং সামাজিক উন্নয়নে তাদের পূর্ণ ও সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে অবদান রাখার আবেদন জানানো হয়। যার ফলে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত ১৯৭৫ সাল আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ ও ১৯৭৫–১৯৮৫ সাল নারী দশক হিসেবে পালিত হয়।

জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৭৫ সাল থেকে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে : নারীর মানবাধিকার।

সারা বিশ্বের নারী সংগঠনগুলোর কাছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস (৮ মার্চ) একটি স্মরণীয় দিন। চলতি শতাব্দীর গোড়ার দিকে শিল্পোন্নত বিশ্বে যখন সম্প্রসারণ ও অশান্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছিলো, যখন স্ফীত হচ্ছিলো জনসংখ্যা ও ছড়িয়ে পড়ছিলো কট্টর সব আদর্শের বাণী, তখনই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ধারণার উদ্ভব ঘটে। নিচে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় ঘটনাপঞ্জির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো :

**১৯০৯**

আমেরিকার সমাজতান্ত্রিক দলের আহ্বানে ২৮ ফেব্রুয়ারি সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো জাতীয় নারী দিবস পালিত হয়। ১৯১৩ সাল পর্যন্ত ফেব্রুয়ারির শেষ রোববার মহিলারা দিনটি পালন অব্যাহত রাখেন।

**১৯১০**

কোপেন হেগেনে অনুষ্ঠিত সোশালিস্ট ইন্টারন্যাশনালে নারীর অধিকার আন্দোলনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং নারীর সর্বজনীন ভোটাধিকার অর্জনে সহায়তা করার জন্যে আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি নারী দিবস ঘোষণা করা হয়। ১৭টি দেশের শতাধিক নারীর এই সম্মেলনে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। ফিনল্যান্ডের পার্লামেন্টে প্রথমবারের মতো নির্বাচিত তিনজন মহিলা সদস্যও এতে উপস্থিত ছিলেন। দিনটি পালনের কোনো তারিখ নির্ধারণ করা হয়নি।

**১৯১১**

আগের বছর কোপেন হেগেনে গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলে অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক নারী দিবস (১৯ মার্চ) পালন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে ১০ লাখের বেশি নরনারী অংশগ্রহণ করেন। ভোট ও সরকারি পদে নিয়োগের অধিকার ছাড়াও তারা কাজ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান দাবি করেন।

এক সপ্তাহেরও কম সময় পর নিউইয়র্ক নগরীতে গুলি বর্ষণের (ট্রায়াঙ্গল ফায়ার) মর্মন্তুদ ঘটনায় ১শ' ৪০ জনের বেশি কর্মজীবী বালিকা প্রাণ হারায়, যাদের বেশির ভাগই ছিলো ইতালীয় ও ইহুদী অভিবাসী। এই ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম আইন ও সেসব বিপর্যয়কর কাজের পরিবেশের ওপর এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে যা পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনে অনুপ্রেরণা যোগায়।

**১৯১৩–১৯১৪**

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে শান্তি আন্দোলনের অংশ হিসেবে রুশী নারীরা ১৯১৩ সালের শেষ রোববার প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করেন। ইউরোপের অন্যান্য স্থানে পরের বছর ৮ মার্চ বা কাছাকাছি দিনে নারীরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বা তাদের বোনদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশের জন্যে সমবেত হন।

**১৯১৭**

যুদ্ধে ২০ লাখ রুশ সৈন্য নিহত হবার পর রুশী নারীরা 'খাদ্য ও শান্তির' দাবিতে ফেব্রুয়ারির শেষ রোববার ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেন। রাজনৈতিক নেতারা ধর্মঘটের সময়ের বিরোধিতা করলেও মহিলারা তার তোয়াক্কা করেননি।

এর পরের ইতিহাস। চারদিন পর জারকে ক্ষমতা ত্যাগে বাধ্য করা হয় এবং অস্থায়ী সরকার মহিলাদের ভোটাধিকার প্রদান করেন। ঐ ঐতিহাসিক রোববার ছিলো সেইকালে রাশিয়ায় ব্যবহৃত জুলিয়ান পঞ্জিকা অনুযায়ী ২৩ ফেব্রুয়ারি, কিন্তু অন্যান্য স্থানে ব্যবহৃত গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকা অনুযায়ী ৮ মার্চ।

গোড়ার দিককার বছরগুলোর পর থেকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস সমানভাবে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের নারীদের জন্যে এক নতুন বিশ্ব মাত্রা যোগ করে। জাতিসংঘের চারটি বিশ্ব নারী সম্মেলনের ফলে বলীয়ান ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের নারীর অধিকার নিয়ে দাবি জানানো এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রয়াস চালানোর জন্যে এই দিবসকে ঐক্যবদ্ধ একটি সুযোগে পরিণত করে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস এমন একটা উপলক্ষ হয়ে উঠছে যখন অর্জিত অগ্রগতি প্রতিফলিত করা, পরিবর্তনের ডাক দেয়া এবং নারীর অধিকারের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালনকারী সাধারণ রমণীকুলের সাহসিকতা ও সংকল্পবদ্ধ কাজকে তুলে ধরা হচ্ছে।

**এক নজরে নারী**

নারীর সমান অধিকার এগিয়ে নেয়া ও রক্ষা করার জন্যে জাতিসংঘের প্রচারণা যে নিবিড় ও ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে, তার বেশি সমর্থন লাভে খুব অল্প বিষয়ই সমর্থ হয়েছে। জাতিসংঘ সনদই প্রথম আন্তর্জাতিক চুক্তি যেখানে নরনারীর সমতাকে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে এই সংস্থা বিশ্বব্যাপী নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কর্মকৌশল, মান, কর্মসূচি ও লক্ষ্যের একটি ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার রচনায় সহায়তা করেছে। নিচের পরিসংখ্যান অনুযায়ী অগ্রগতি অর্জিত হলেও এখনো অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে।

**নারীর মর্যাদা**

- কোন দেশেই নারী পুরুষের সমান মর্যাদা অর্জন করেনি।
- বিশ্বের ১শ' ৩০ কোটি দরিদ্র লোকের প্রায় ৭০ শতাংশই নারী।
- বিশ্বের ২ কোটি ৭০ লাখ উদ্বাস্তুর শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ ভাগই নারী ও শিশু।
- সুইডেন, কানাডা, নরওয়ে, যুক্তরাষ্ট্র ও ফিনল্যান্ডে নারীর আয়ুকাল, শিক্ষা ও আয়ও সর্বোচ্চ।
- ১৯৯৫ সালের ৪ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর চীনের বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১৮৯ জন প্রতিনিধি নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি, তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি, শিক্ষার অগ্রগতি ও তাদের প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন একটি পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনার ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হন।
- বেইজিং সম্মেলনের ফলে ১শ'র বেশি দেশ নারীর আরো অগ্রগতি বিধানে উদ্যোগ গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে।
- নারীর বিল অফ রাইটস নামে অভিহিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান সংক্রান্ত ১৯৭৯ সালের জাতিসংঘ কনভেনশন এ যাবৎ ১৫৪টি দেশ অনুমোদন করেছে।

**রাজনৈতিক অংশগ্রহণ**

- নিউজিল্যান্ডই নারীকে সর্বপ্রথম ১৮৯৩ সালে ভোটাধিকার প্রদান করে।
- চলতি শতাব্দীতে মাত্র ২৪ জন নারী রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন।
- বিশ্বের সংসদগুলোতে শতকরা ১০·৫ ভাগ আসনে রয়েছেন নারী।
- ১৯৯৫ সালের গোড়ার দিকে সমানসংখ্যক নারী–পুরুষ নিয়ে বিশ্বে সুইডেনই প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করে।
- জাতিসংঘে সর্বোচ্চ পদাধিকারী ১৮৫ জন কূটনীতিকের মধ্যে ৭ জন নারী।
- বিশ্বে মন্ত্রিসভার নারী সদস্য ১৯৮৭ সালের ৩·৪ থেকে দ্বিগুণ হয়ে ১৯৯৬ সালে ৬·৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

**নারী ও শিক্ষা**

- বিশ্বে প্রায় ১শ' কোটি প্রাপ্ত বয়স্কের দু'–তৃতীয়াংশ নারী।
- বিশ্বের যে ১৩ কোটি শিশু স্কুলে যায় না, তার দুই–তৃতীয়াংশমেয়ে।
- উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিগত দু'দশকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে মেয়েদের ভর্তির সম্মিলিত আনুপাতিক হার ৩৮ শতাংশ থেকে ৭৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

**নারী ও অর্থনীতি**

- উন্নত–অনুন্নত উভয় দেশেই কৃষিখাতের বাইরে বেশিরভাগ নারী যে আয় করেন, তা পুরুষের বেতনের গড়ে প্রায় তিন–চতুর্থাংশ।
- বেশিরভাগ দেশেই নারীর বেতনবিহীন শ্রমের সময় পুরুষের প্রায় দ্বিগুণ।
- উন্নত দেশে সরকারি শ্রমশক্তির শতকরা ৩১ ভাগ নারী এবং বিশ্বে তা শতকরা ৪৬·৭ ভাগ।
- উন্নয়নশীল বিশ্বে যে খাদ্য উৎপাদন হয় তার শতকরা ৫৫ ভাগের বেশি উৎপাদন করেন পল্লী রমণী।
- নারীর বেতনবিহীন গৃহস্থালি ও সামাজিক কাজ বিশ্বব্যাপী জিডিপি'র প্রায় ১০ থেকে ৩৫ শতাংশ, ১৯৯৩ সালে যার পরিমাণ ছিলো ১১ ট্রিলিয়ন।
- জাতিসংঘের উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনায় শতকরা ১৭·১ ভাগ পদসহ শতকরা ৩৫·১ ভাগ পেশাদারি পদে নারী অধিষ্ঠিত রয়েছেন।
- দু'হাজার সাল নাগাদ শিল্পোন্নত দেশগুলোতে নারী কর্মচারীর সংখ্যা হবে পুরুষের সমান।

**নারী ও জনসংখ্যা**

- প্রায় প্রতিটি দেশেই পুরুষের চেয়ে নারী বেশিদিন বাঁচে।
- বিশ্বে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা সামান্য কম। প্রতি ১শ' পুরুষে নারীর সংখ্যা ৯৮·৬।
- উন্নত দেশগুলোতে বিগত ২০ বছরে বিবাহ বহির্ভূত সন্তানের জন্মহার শতকরা ৫০ ভাগের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বিশ্বে প্রতি চারটির মধ্যে একটি পরিবারের প্রধান হচ্ছেন নারী।
- নারীর আয়ুকাল বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯২ সালে উন্নয়নশীল দেশের নারীর গড় আয়ু ছিলো ৬২·৯ বছর, যা ১৯৭০ সালে ছিলো ৫৩·৭ বছর। শিল্পোন্নত দেশে ১৯৯২ সালে নারীর গড় আয়ুকাল ছিলো ৭৯·৪ বছর, ১৯৭০ সালে তা ছিলো ৭৪·২ বছর।
- ২০২৫ সাল নাগাদ ৬০ বা তার চেয়ে বেশি বয়স্ক নারীর আনুপাতিক হার পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়া, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারাবিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

**নারী ও স্বাস্থ্য**

- এইচআইভি আক্রান্ত নারীর হার বেড়ে চলেছে। আজকে আক্রান্তের শতকরা প্রায় ৪২ ভাগ নারী এবং সংক্রামিত নারীর সংখ্যা ২০০০ সাল নাগাদ দেড় কোটিতে পৌঁছবে বলে আশংকা করা হচ্ছে।
- বিশ্বে প্রতিবছর আনুমানিক ২ কোটি অনিরাপদ গর্ভপাত ঘটানো হচ্ছে, যার ফলে প্রাণ হারাচ্ছেন ৭০ হাজার নারী।
- গর্ভ ও প্রসব–সংক্রান্ত কারণে বছরে প্রায় ৫ লাখ ৮৫ হাজার, দিনে ১৬শ'র বেশি নারী মারা যাচ্ছেন। গর্ভ ও প্রসবজনিত কারণে যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে ৩ হাজার ৩শ' নারীর মধ্যে ১ জন প্রাণ হারায়, সেখানে আফ্রিকার উপসাহারায় প্রাণ হারায় ১৩ জনে ১ জন।
- বিশ্বে সকল নারীর শতকরা ৪৩ ভাগ এবং গর্ভবতী নারীর শতকরা ৫১ ভাগ লৌহ ঘাটতিতে ভোগেন।

**নারী ও সহিংসতা**

- বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ২০ লাখ মেয়ে যৌনাঙ্গচ্ছেদের কুফল ভোগ করে।
- বিশ্বে বিবাহিত জীবনে শতকরা ২০ থেকে ৫০ ভাগ নারী কোন না কোন মাত্রায় পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়।
- আজকে সশস্ত্র সংঘাতের প্রাথমিক শিকার হয় নারী ও তাদের সন্তান–সন্ততি, সৈনিক নয়।
- যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ধর্ষণের ব্যবহার আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ১৯৯৪ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৯৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত রুয়ান্ডায় যেসব নারী ও বালিকা ধর্ষণের শিকার হয়েছে তাদের সংখ্যা ১৫ হাজার ৭শ' থেকে ২ লাখ ৫০ হাজার।
- জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে বিচারের জন্যে সাবেক যুগোস্লাভিয়া ও রুয়ান্ডার ধর্ষণের ঘটনাগুলো তদন্ত করা হচ্ছে।

(জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা)

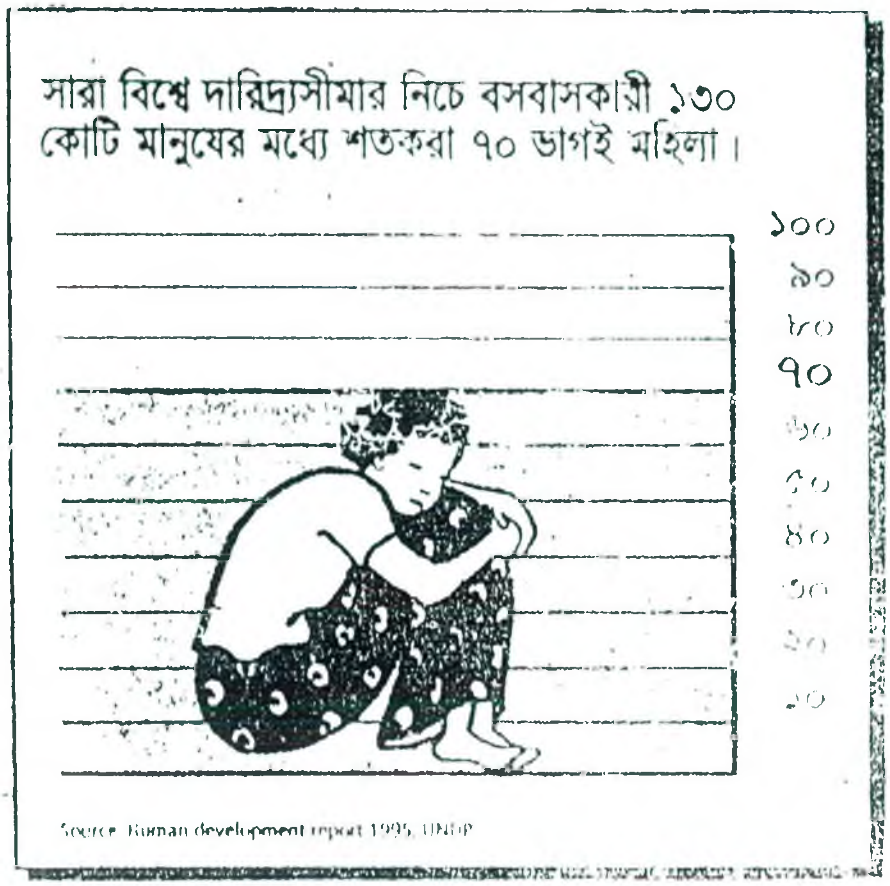
সারা বিশ্বে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী ১৩০ কোটি মানুষের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগই মহিলা।
১০০
৯০
৮০
৭০
Source: Human development report 1995, UNDP

Dhaka University Institutional Repository

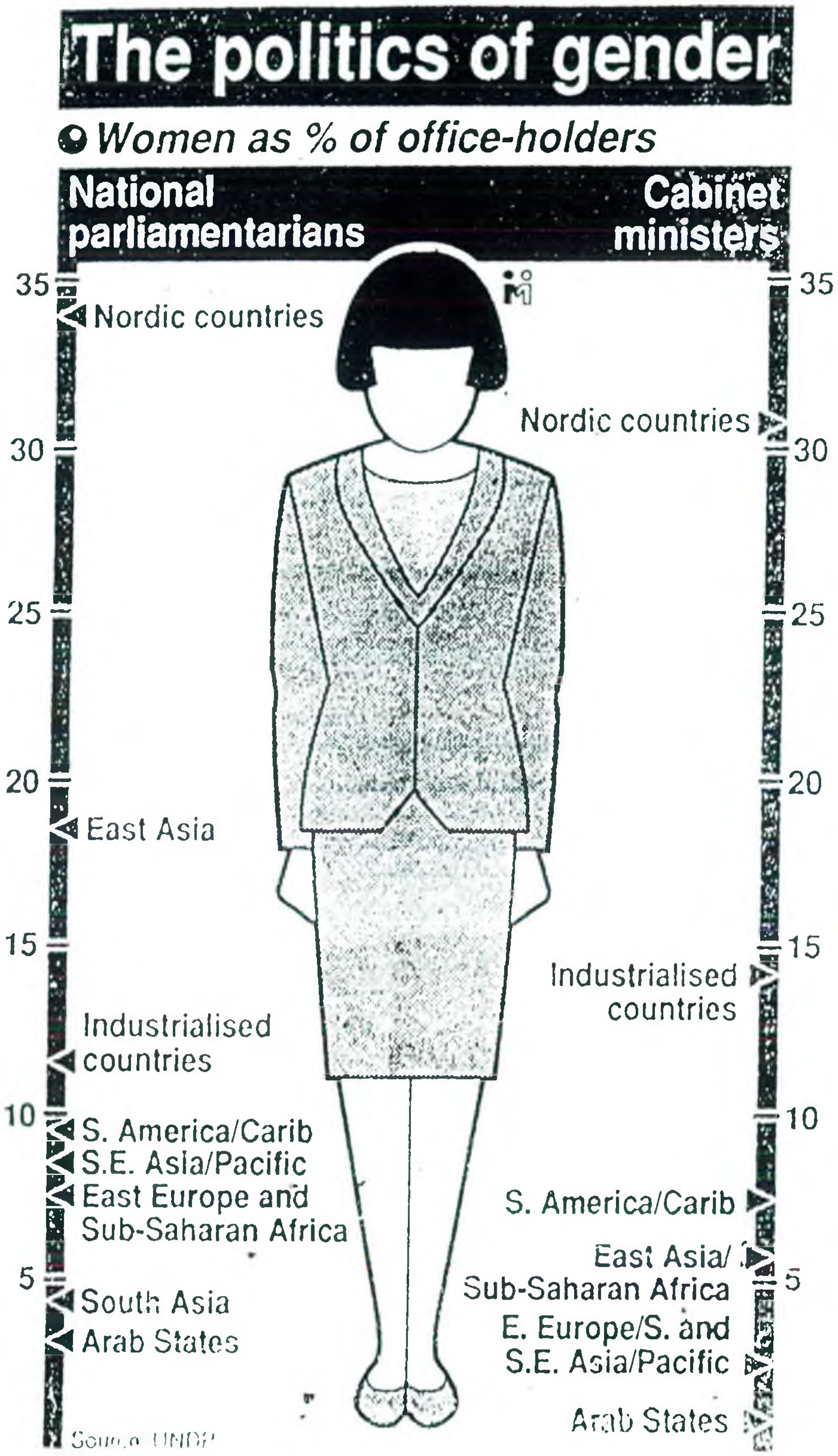

Dhaka University Institutional Repository

The percentage of women as parliamentarians, globally, has not changed much over two decades.

**1975** 6.8% **1987** 9.7% **1993** 8.8%

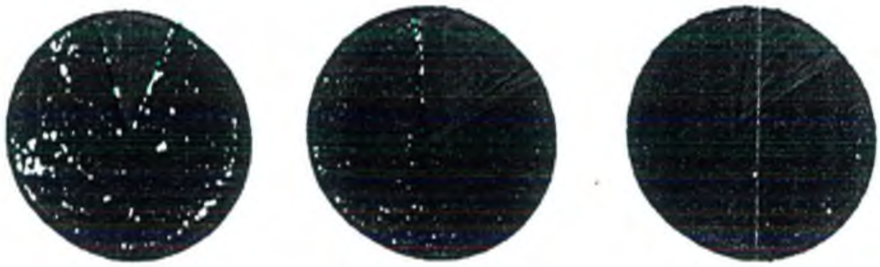

In 1994, in **ONLY 3 COUNTRIES** 30% of the decision makers were women. At a 30% "critical mass" women start to have a visable impact on the style and content of political decisions.

Sources: Second Review and Appraisal of the Nairobi Forward-looking Strategies

Source: 17 September 1995, The Daily Star.

Dhaka University Institutional Repository

# LAW WATCH

**Women at top levels of government worldwide by sector**

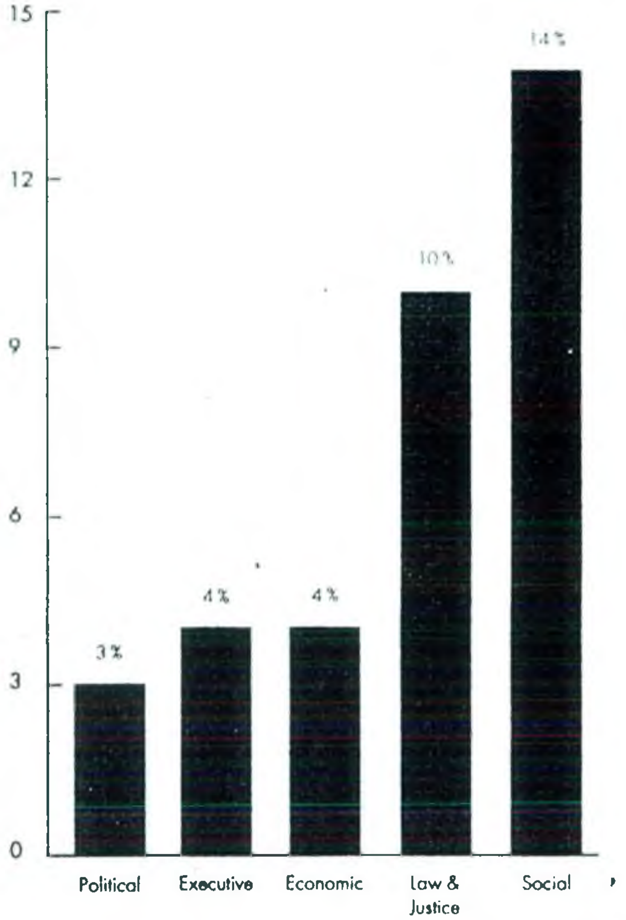


Women make up only 7% of ministerial positions, globally. Even within this small percentage, they remain heavily concentrated in the areas of social affairs, including education, health and family. The total number of women ministers worldwide in the social category is 14%, whereas the total for political ministerial positions is only 3%, and for executive posts, 4%. Within the economic category, women hold 4% of ministerial positions. They fare slightly better in the areas of law and justice, with 10% of posts.

Source: The Daily Star
March 8, 1998

Dhaka University Institutional Repository

# বিশেষ নিবন্ধ

## আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলন ও বাংলাদেশ

### ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঃ

শিল্প বিপ্লবের পর থেকেই ইউরোপ ও আমেরিকায় পোশাক ও বস্ত্র কারখানাগুলোতে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে শিশু শ্রমিকদের সংখ্যা। ১৮১৫ সালে এই কারখানাগুলোতে নারী ও শিশু শ্রমিকদের হার ছিল প্রায় ৭০ শতাংশ। এই শ্রমিকদের মজুরী ছিল নামমাত্র। কথায় কথায় তাদের ছাঁটাই করা, কাজের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং অসম মজুরী ব্যবস্থার কারণে নারী শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভের আগুন জ্বলতে শুরু করে। এরই প্রেক্ষিতে ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ নিউইয়র্কে একটি সূঁচ শিল্পের মহিলা শ্রমিকরা প্রথম ধর্মঘট পালন করে যার প্রধান ৩টি দাবি ছিল— (১) সমান মজুরী, (২) কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং (৩) কর্ম দিবস ৮ ঘন্টা নির্ধারণ।

কয়েক হাজার মহিলা শ্রমিক অংশগ্রহণ করে উক্ত মিছিলে। মিছিলটি ছিল শান্তিপূর্ণ। তবুও সেই মিছিলের উপর হয় পুলিশী হামলা। গ্রেপ্তার করা হয় বহু মহিলা শ্রমিককে। এই আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে আমেরিকা ছেড়ে সমগ্র ইউরোপে।

এই ঘটনার ৩ বছর পর ১৮৬০ সালের ৮ মার্চ নারী শ্রমিকরা একত্রিত হয়ে মহিলা শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করে। তারা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধেও আন্দোলন শুরু করে, সর্বোপরি দাবি করে ভোটাধিকারের। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার নারী শ্রমিকরা রাশিয়ার জারের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যায়। ১৯০৮ সালে পোশাক ও বস্ত্রশিল্পের মহিলা শ্রমিকরা শিশু শ্রম বন্ধ, কাজের সময় হ্রাস, কারখানার পরিবেশের উন্নতিকরণ এবং ভোটাধিকারের দাবিতে আবারো প্রতিবাদ সমাবেশ শুরু করে। নারী সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে এই আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। ১৯১০ সালের ৮ মার্চ ডেনমার্কের কোপেন হেগেনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী নারী সম্মেলনে জার্মানীর নারী নেত্রী ক্লারা জেটকিন ৮ মার্চকে বিশ্ব নারী দিবস হিসেবে পালনের আহবান জানান। তিনি সমাবেশে বলেন ১মে আন্তর্জাতিক শ্রম-দিবসের মত নারীদের জন্যেও একটি বিশেষ দিন হবে ৮ মার্চ। সেই সাথে তিনি ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের শক্তিকে জোরদার করার কথাও বলেন।

১৯১১ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয় ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে। বিশেষ করে জার্মানীতে ও অস্ট্রিয়াতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ৮ মার্চ ছিল নারীদের কাছে সাম্য ও ঐক্যের প্রতীক। তবে নারীদের এই আন্দোলন দমনে সব সময়ই তৎপর ছিল ইউরোপের দেশসমূহের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী। ১৯১৫ সালে ইউরোপের বড় বড় শিল্পশহরগুলোতে ৮ মার্চের সমাবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। গ্রেপ্তার করা হয় নারী নেত্রীদের। কিন্তু এরপরেও ইউরোপের কারখানাগুলোতে প্রায়ই নারী শ্রমিকদের আহবানে ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হত।

এছাড়াও রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবে অংশগ্রহণ, বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, ফ্রাংকোর বিরুদ্ধে স্পেনের নারী শ্রমিকদের বিক্ষোভ ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের নারীদের বিক্ষোভ ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত এই আন্দোলনগুলো বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে। নারী সমাজের সুদীর্ঘ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ ১৯৪৬ সালে Commission on the Status of Women সংক্ষেপ CSW প্রতিষ্ঠা করে। যার উদ্দেশ্য ছিল জাতিসংঘের কারিগর সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ সমীক্ষা করে নারীর আর্থ সামাজিক অবস্থা যাচাই করা। এছাড়াও ১৯৪৮ সালে ঘোষিত মানবাধিকার সনদে নারীর অধিকার মানবাধিকার বিষয়টি গুরুত্ব পায়। মানবাধিকার সনদের ভিত্তিতে ও বিএসডাব্লিউ'র সুপারিশক্রমে ১৯৭৫ সালকে নারীবর্ষ হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। এছাড়াও নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূর করার জন্য ১৯৬৭ সালে জাতিসংঘ যে ঘোষণা দেয় তার প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ১৯৭৯ সালে সিডো (Convention of the Elimination of all Forum of Discrimination Against Women) সনদ গৃহীত হয়।

নারীর অধিকার মানবাধিকার বিষয়টি ১৯৯৩ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত মানবাধিকার সম্মেলন থেকে গুরুত্ব পাচ্ছে। আর নারী আন্দোলনের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন ব্যক্ত করে নারীর সকল অধিকার সংরক্ষণের জন্যে জাতিসংঘ ১৯৮৪ সালের ৮ মার্চকে বিশ্ব নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়।

Dhaka University Institutional Repository



## ব্য ক্তি ত্ব

# বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রীর মহাপ্রয়ান

বিশ্বের প্রথম নির্বাচিত মহিলা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছেন। ৮৪ বছর বয়স্ক শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে অসুস্থাবস্থায় হুইল চেয়ারে বসে রাজধানী কলম্বো থেকে ২২ মাইল দূরে অবস্থিত তার নিজ শহর গামপাহায় সংসদীয় নির্বাচনে ভোট দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মারাত্মক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এভাবেই শ্রীলঙ্কার রাজনীতির অঙ্গন থেকে চির বিদায় নিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

শ্রীমাভো বন্দরনায়েকের রাজনীতিতে পদার্পণ কোন স্বাভাবিক বিষয় ছিল না। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ গৃহবধূ। তার মাঝে একটু অসাধারণত্ব যা ছিল, তা হল তার স্বামী এসডব্লিউআরডি বন্দরনায়েকে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সমাজবাদী ধারায় তিনি রাজনীতি পরিচালনা করেন। এসডব্লিউআরডি বন্দরনায়েকে ১৯৫৬–৫৯ পর্যন্ত সময়কালে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫৯ সালে আততায়ীর হাতে মৃত্যুর পর শ্রীমাভো রাজনীতিতে পদার্পণ করেন। শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টির নেতা-কর্মী শ্রীমাভো বন্দরনায়েকেকে দলীয় প্রধান নির্বাচিত করে— যদিও তার কোন রাজনৈতিক অতীত ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৬০ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে ইতিহাস বনে যান শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে। ইতিহাসের পাতায় প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার নাম স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। তিনি ১৯৬০ থেকে ৬৫ এবং ১৯৭০ থেকে ৭৭ সালের মধ্যে দু' দফায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রথম দফা নির্বাচত হওয়ার পর শ্রীমাভো দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে তার স্বামীর গৃহীত সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করেন। তখন শ্রীলঙ্কা কমিউনিস্ট ও পুঁজিবাদী বিশ্বের সঙ্গে সমানতালে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলার চেষ্টা করে। অবশ্য শ্রীমাভো সরকার দেশের বহু শিল্প-কারখানা জাতীয়করণ করে।

আঞ্চলিক ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কৌশল প্রণয়নে শ্রীমাভো দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিবেশী বৃহৎ শক্তি ভারতের সাথে তিনি সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছিলেন। ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বরে বেলগ্রেডে নিউট্রাল সামিট টকস্-এ যোগদান করে শ্রীমাভো বলেন, আমি একজন নারী ও একজন মা হিসেবে ভাষণ দিচ্ছি। ১৯৭০ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পিস কোরকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং ইসরাইলের দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা করেন।

১৯৭২ সালের মে মাসে তিনি শ্রীলঙ্কাকে প্রজাতন্ত্রে পরিণত করেন। মার্কসবাদী গেরিলাদের দমনের জন্য তিনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তার নির্দেশে ২০ হাজার গেরিলাকে হত্যা করা হয়। ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে ১৯৮০ সালে তাকে সংসদ থেকে বহিস্কার করা হয় ও সাত বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৮৬ সালে তার মৌলিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮৮ সালে তিনি অল্পের জন্য প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হতে ব্যর্থ হন। ১৯৯৩ সালে চন্দ্রিকা দলীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ও তার পরের বছর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়লাভ করে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট হন। চন্দ্রিকা তার মা শ্রীমাভোকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর পদটি অলংকৃত করেন। গত ১০ আগস্ট পদত্যাগের আগ পর্যন্ত তিনি সেদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। পদত্যাগের আগে জাতির উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমার মেয়ের জন্য একজন আরো যোগ্য নেতা প্রয়োজন যিনি দেশের শান্তি প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে পারে। তিনি সে সময় এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমি বিশ্বাস করি, ব্যস্ত রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে নিজেকে নীরবে তুলে নেয়ার এটাই সময়।" শুধু রাজনীতি নয়, জীবন থেকেও বিদায় নিয়ে চলে গেলেন শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

# যুক্তরাষ্ট্রে নারী নেতৃত্ব

Dhaka University Institutional Repository

# মহিলা নেতৃত্বঃ যুক্তরাষ্ট্র পিছনে

প্রাচ্য যেখানেই পাশ্চাত্যের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, সেখানেই আধুনিক কিছু ঘটেছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এরকম কিছু কখনও ঘটেনি। এমন দেশ আছে, যেখানে মেয়েরা পোশাকে আপাদমস্তক ঢেকে রাখে, সেখানে প্রতি তিনজন মেয়ের একজন পড়তে জানে না, সেখানেই চিকিৎসা বিদ্যায় গ্রাজুয়েটদের অর্ধেক হচ্ছে মহিলা-তারাই আবার একজন মহিলাকে সরকার প্রধান নির্বাচন করেছে। আবার এমন কিছু দেশ আছে, যেসব দেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনুন্নত বলে স্বীকৃত, সেসব দেশে অধিক সংখ্যায় মহিলারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

যুক্তরাষ্ট্র আরেকটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হওয়ার পথে। কিন্তু এখানে স্মরণময় কোন মহিলা প্রার্থী নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন নেই? এ প্রশ্নের জবাব পাওয়াও কঠিন। কেউ কেউ হয়তো বলবেন, মহিলারা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে তেমন আগ্রহী নন। আবার অনেকে বলবেন, রক্ষণশীলতা এবং নির্বাচনী জটিলতার কারণে মেয়েরা হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করতে পারছে না। হ্যারিয়েট উডস নামী একজন মহিলা রাজনীতিক বলেন, আমরা ঐতিহ্যগতভাবে শুধু আপেল কিংবা কমলালেবু বেছে নিতে অভ্যস্ত এবং এখানে কেবল পুরুষদেরই আধিপত্য। তিনি রিপাবলিকান ও ডেমোক্রাটদের বুঝাতে চেয়েছেন। হোয়াইট হাউসের বাসিন্দা হওয়া একজন মহিলার জন্য সত্যিই কষ্টসাধ্য বিষয়।

বিশ্বের বেশকিছু মহিলা নেত্রী রাজনৈতিকভাবে সুপরিচিত পরিবারগুলি থেকে এসেছেন। ১২ জন মহিলা এখনও বেঁচে আছেন- যারা অন্তত ১ মাস শীর্ষ দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের একজন হচ্ছেন পাকিস্তানের বেনজীর ভুট্টো। আরও ৫ জন সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় আসেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ফিলিপাইনের কোরাজন একুইনো, নিকারাগুয়ার ভায়োলেটা চামেরো এবং বাংলাদেশের বেগম খালেদা জিয়া। বেনজীর এখন দ্বিতীয় দফায় দায়িত্ব পালন করছেন।

শ্রীলংকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা বন্দরনায়েকে দুই প্রধানমন্ত্রীর কন্যা। তাঁর পিতা নির্বাচিত অবস্থায় নিহত হয়েছিলেন এবং মাতা বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। তিনি ১৯৬০ সালে এই দায়িত্ব লাভ করেন। অন্যত্র যেমন ইংল্যান্ডে রানীরাই দীর্ঘকাল ধরে শাসন ক্ষমতার শীর্ষে রয়েছেন। কিন্তু এখানে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সংসদ এবং মার্গারেট থ্যাচার হচ্ছেন ইংল্যান্ডের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। সংসদীয় গণতন্ত্র জাতীয় রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার বেশী। তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী তানসু সিলার ৪৯ বছর বয়স্কা একজন অর্থনীতির অধ্যাপক। তিনি এসেছেনও একটি সম্পদশালী পরিবার থেকে। সাবরি সায়ারি ওয়াশিংটনভিত্তিক তুর্কী বিষয়ক ইন্সটিটিউটের পরিচালক। তিনি বলেন, বিভিন্ন পেশায় তুর্কী মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব খুবই উল্লেখযোগ্য এবং আশাব্যঞ্জক। আধুনিক তুরস্কের স্থপতি কামাল আতাতুর্ক ১৯৩০-এর দশকেই রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য মহিলাদের উৎসাহিত করেন। তুরস্ক একটি ইসলামী দেশ। ইসলামী ঐতিহ্যের সাথে এখানে ইউরোপীয় জীবনধারার সমন্বয় ঘটেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে এখন মাত্র সাতজন মহিলা সিনেটর আছেন এবং একজন আছেন মাত্র গভর্নর। তিনি নিউজার্সির ক্রিস্টিনা টড হোয়াইটম্যান। তবে মার্কিন মহিলারাও এখন বিশ্বাস করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষপদে মহিলাদের আগমন সময়ের ব্যাপার মাত্র। ১৯৯৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেই একজন মহিলা প্রার্থীকে দেখা যেতে পারে। তিনি হচ্ছেন লিন মার্টিন। লিন ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের সাবেক কংগ্রেস সদস্য।

**বিশ্বে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধি :** *ইউনিসেফের দ্য প্রোগ্রেস অব নেশন্স '৯৫ রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশ্বের পার্লামেন্টগুলোতে মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা শতকরা ৯ ভাগ, বাকী ৯১ ভাগই পুরুষ। পৃথিবীতে মোট পার্লামেন্ট সদস্যের সংখ্যা ৩৪,৩০৬ ; এবং মহিলার সংখ্যা ৩,৭৩৭। মন্ত্রিত্বের ক্ষেত্রে মহিলারা পশ্চিম ইউরোপে সব চাইতে এগিয়ে .... শতকরা ১৫ জন, তারপরে ল্যাটিন আমেরিকায় ৮ জন, আফ্রিকায় ৫ জন, এশিয়ায় ৩ জন ও পূর্ব ইউরোপে ৩ জন।*

যুক্তরাষ্ট্রে কোন মহিলা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে তিনিও কি মার্কিন মহিলাদের আরও কাছাকাছি আসতে পারবেন? না মহিলাদের থেকে তার দূরত্ব অনেক বেড়ে যাবে? এ ধরনের প্রশ্নও উঠে থাকে প্রশাসন ও সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে। নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী হারলেম ব্রুন্ডটল্যান্ড আন্তর্জাতিক মহিলা অধিকার বিষয়ক একজন প্রখ্যাত আইনজীবী। তিনি মহিলাদের অধিকার রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ইসরাইলী সংসদের একজন সাবেক সদস্য এবং বর্তমান নিউইয়র্ক টাইমস গ্লোবাল-এর পরিচালক মহিনাজ আফখামি বলেন অনেকেই নির্বাচিত হওয়ার পর মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে কোন অবদান রাখতে পারেন না। বহু নেত্রী এজন্য সমালোচনার সম্মুখীন হন। মাহনাজ আফখামি বেনজীর ভুট্টো প্রসঙ্গে বলেন, ভুট্টো অক্সফোর্ড এবং ইয়েল ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করেছেন। তিনি একজন আধুনিক মহিলা। অথচ স্কার্ফ দিয়ে মাথা আবৃত করে তিনি রক্ষণশীল ইসলামী রাষ্ট্র শাসন করছেন। তার বিয়েও ছিল পারিবারিকভাবে আয়োজিত। তিনি ততখানিই অগ্রসর হতে পারেন তার দেশ যতখানি তাকে অনুমতি দেবে।

কিছু কিছু মহিলা নেত্রী আছেন- যেমন মার্গারেট থ্যাচার ও ইসরাইলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী গোল্ডামায়ার। তারা ব্যাপক ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতিতে মহিলা বিষয়ক কেন্দ্রের পরিচালক মেরি এ্যান টেট্রিয়াল্ট বলেন, গোল্ডামায়ার ও মার্গারেট থ্যাচার প্রমাণ করেছিলেন যে, মেয়েরা শাসন করতে পারে এবং যুদ্ধও চালাতে পারে। আরেকজন মহিলা পর্বতপ্রমাণ ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছিলেন এবং সাফল্যজনকভাবে যুদ্ধও চালিয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। ভারতের আরও দু'জন মহিলা রাজনৈতিক আঞ্চলিক নেতৃত্বে রয়েছেন। তারা হচ্ছেন তামিল নাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা জয়রাম ও উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী।

❑ শাহজাহান রেজা
(ইউএসএ টুডে অবলম্বনে)

তুরস্কের সিলার

ডোমিনিকার ইউজেনিয়া

পাকিস্তানের বেনজীর

শ্রীলংকার চন্দ্রিকা

যুক্তরাষ্ট্রের হুইটম্যান

Dhaka University Institutional Repository

# হেলেন কেলার—এক অনন্য নারী

বিশ্বনন্দিত মহিয়সী দৃষ্টিহীন হেলেন কেলার ১৮৮০ সালের ২৭ জুন আমেরিকার আলাবামায় জন্মগ্রহণ করেন একজন সুস্থ এবং স্বাভাবিক শিশু হিসাবে। তাঁর বাবা অবসরপ্রাপ্ত সেনাধ্যক্ষ আর্থার কেলার ছিলেন "দি নর্থ এ্যালবামিয়ান" পত্রিকার সম্পাদক।

দেড় বছর বয়সে হেলেন কেলার মস্তিষ্ক জ্বরে আক্রান্ত হন। এ জ্বর এমনই ভয়াবহ যে, এ থেকে রোগী সেরে উঠলেও তার দেহে রোগের কোন না কোন চিহ্ন থেকে যায়। তাতে হেলেন কেলার হারান সম্পূর্ণ দৃষ্টি এবং শ্রবণশক্তি। অর্থাৎ তিনি চোখেও দেখতে পেতেন না এবং কানেও কম শুনতে শুরু করেন। তারপর থেকে কয়েক বছর দারুণ নিঃসঙ্গতায় কাটে হেলেনের। তাঁর প্রকৃত জীবন শুরু হয় ১৮৮৭ সালের মার্চ মাসে যখন তাঁর বয়স প্রায় সাত বছর। ঐ দিনটিকে তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং স্মরণীয় দিন মনে করতেন। কারণ ঐ দিন এ্যানে সুলিভান নামের একজন শিক্ষয়িত্রী আলাবামায় এসে হেলেন কেলারকে ছাত্রী হিসাবে গ্রহণ করেন।

বিশ বছর বয়স্কা গ্র্যাজুয়েট সুলিভানও দৃষ্টিহীন ছিলেন। তবে পারকিনস স্কুল ফর দি ব্লাইন্ড থেকে অপারেশনের পর তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। কিন্তু হেলেন কেলারের দৃষ্টিশক্তি কোন চিকিৎসাতেই ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। এ্যানে সুলিভান বৈজ্ঞানিক আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের মাধ্যমে হেলেন কেলারের শিক্ষয়িত্রী হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সেই সৌভাগ্যময় দিনটি থেকেই সুলিভান ১৯৩৬ সালে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত প্রিয় ছাত্রী হেলেন কেলারের পাশে ছিলেন।

হেলেন কেলারের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ হয় তাঁর বিএ ডিগ্রী অর্জনের পর। তবে সারা জীবনই তিনি পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন। পাশাপাশি আধুনিক বিশ্ব এবং মানুষ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহও করেছেন। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং সৃষ্টিশীল কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করে। হেলেন যখন র‍্যাডক্লিফ কলেজের ছাত্রী তখন থেকেই তিনি লেখিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং পরবর্তী পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তিনি লেখালেখি চালিয়ে যান। ১৯০২ সালে 'দি স্টোরি অব মাই লাইফ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় "লেডিস হোম জার্নাল"-এ। তার পর পরই সেটা বই আকারে প্রকাশিত হয়। বইটি তাঁর জনপ্রিয় রচনাগুলোর একটি।

হেলেন কেলারের লেখা অপটিমিসম, এ্যান এসে, দি ওয়ার্ল্ড আই লিভ ইন, দি সং অব দি স্টোন ওয়াল, আউট অব দি ডার্ক, মাই রিলিজিওন, মিডস্ট্রিম, মাই ল্যাটার লাইফ, পিস এ্যাট ইভেন টাইড, হেলেন কেলার ইন স্কটল্যান্ড, হেলেন কেলারস জার্নাল, লেট এ্যাস হ্যাভ ফেইথ, টিচার এ্যানে সুলিভান ম্যাকি, ওপেন ডোর ইত্যাদি রচনাও সুপ্রশংসিত। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় দৃষ্টিহীনতা, শ্রবণ প্রতিবন্ধীত্ব, সমাজতন্ত্র, সামাজিক বিষয়সমূহ, নারী অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত লিখেছেন।

হেলেনের মৃত্যুর পর সিনেটর লিস্টার হিল তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, 'হেলেন কেলার বেঁচে থাকবেন অমরজনের একজন হিসাবে। যাঁরা অমর, তাঁরা মৃত্যুহীন। পৃথিবীর বিখ্যাত মহিলা বা মানুষদের কথা মানুষ যতদিন পড়বে এবং মনে করবে ততদিন হেলেন কেলারের নামও স্মরণ করবে।'

*পারভেজ বাবুল*

মার্কিন ফার্স্টলেডী হিলারী ক্লিনটন গত রবিবার নিউইয়র্কে আগামী সিনেট নির্বাচনে সিনেট সদস্য পদের জন্য ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী হইবার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করিতেছেন। —এএফপি

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াশিংটন ডিসিতে ৩১শে ডিসেম্বর রিগ্যান ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে বিশ্বের শিশু প্রতিনিধিদের সমাবেশে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ও ফার্স্ট লেডী হিলারী ক্লিনটন-এএফপি

Dhaka University Institutional Repository

নিউইয়র্কে গ্রিফিস বিজনেস এন্ড টেকনোলজি সেন্টারে প্রাক-নির্বাচনী প্রচারণায় আসিয়া ম.
ফার্স্ট লেডী হিলারী ক্লিনটনকে একটি পাঁচ মাসের শিশুকে কোলে নিতে দেখা যাইতেছে —র:

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

রী, Friday, 20 October, 2000 ঃ পৃষ্ঠা ২০ মূল্য ৭.০০ টাকা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউজের ওভাল অফিসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সহিত বৈঠকে মিলিত হন। ছবিতে ডানদিকে দ্বিতীয় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাডেলিন অলব্রাইট ও এটর্নী জেনারেল জ্যানেট রেনোকে দেখা যাইতেছে –রয়টার্স

Dhaka University Institutional Repository

ভের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর টার্জা হ্যালোনেন বলিয়াছেন, নারী-
নির্বিশেষে ইহা আমাদের সকলের বিজয়। গত রবিবার দলীয় কার্যালয়ের উল্লসিত জনতার
া হাত নাড়িয়া তিনি বলেন, দায়িত্ব পালনের ছয় বৎসরের মেয়াদকালে আমি এমনকিছু করিতে
াতে আমাকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত করার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা হয় -রয়টার্স

Dhaka University Institutional Repository

# ইউরোপে প্রতিবছর দুই লাখ নারীকে দেহ ব্যবসায় বাধ্য করা হয়

সূত্র: জনকণ্ঠ, ২৫শে জুন ২০০০

**বিকাশ চৌধুরী বড়ুয়া, হল্যান্ড থেকে ॥** পূর্ব ও সেন্ট্রাল ইউরোপ এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত বিভিন্ন দেশ থেকে দালালের হাত ধরে পশ্চিম ইউরোপে ফি-বছর আসা প্রায় দুই লাখ মহিলা ও মেয়েকে দেহ ব্যবসায় নামতে বাধ্য করা হয়। এছাড়া আরও কয়েক হাজার বিদেশী মহিলাকে পোশাক শিল্প, কৃষি এবং গৃহস্থালি কাজে জোর করে নিয়োগ করা হয়।

'অর্গানাইজেশন ফর সিকিউরিটি এ্যান্ড কো-অপারেশন ইন ইউরোপ' চলতি সপ্তাহে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে এই তথ্য প্রকাশ করে একে "আধুনিক দাসত্ব" বলে আখ্যায়িত করে। বেআইনী মানুষ পাচার ব্যবসা রোধে আরও কঠিন আন্তর্জাতিক আইন প্রচলনের দাবি জানিয়ে উক্ত সংগঠন জানায়, বেআইনী ম্যানপাওয়ার ব্যবসায়ীরা শুধু যে মানুষ

## ভিয়েনা সম্মেলনে তথ্য

পাচার করছে তা নয়, তারা বেআইনীভাবে শিশু দত্তক ব্যবসায়ও জড়িত।

গত ১৯ জুন ভোরে ইংল্যান্ডের ডোভার সমুদ্র বন্দরে ডাচ মালিকানাধীন মালামাল পরিবহন সংস্থার একটি ট্রাকে বেআইনীভাবে চীনা নাগরিক পাচারকালে প্রচণ্ড গরমে শ্বাসকষ্টে ট্রাকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ৬০ জনের মধ্যে ৫৮ জন মারা গেলে হল্যান্ডসহ গোটা ইউরোপে এ নিয়ে নিন্দার ঝড় ওঠে। পাশাপাশি ইউরোপের "ইমিগ্রেশন রুলস" নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক আশ্রয়ের ক্ষেত্রে ইউরোপের ক্রমাগত কড়াকড়ির ফলাফল ডোভারের এই করুণ পরিণতি বলে দাবি করে জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থা। এদিকে যুক্তরাজ্যের বিরোধী রক্ষণশীল দল বর্তমান শ্রমিক দলীয় সরকারের সমালোচনা করে বলে, ইমিগ্রেশন আইনে 'ফাঁক' থাকায় বেআইনী ইমিগ্রান্টরা সে দেশে পাড়ি জমাচ্ছে। বেআইনী বিদেশী অনুপ্রবেশ রোধে ব্রিটিশ সরকার জনপ্রতি ৭০০০ পিন্ডার (প্রায় দেড় লাখ টাকা) জরিমানা চালু করে। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে তা কোন কাজে আসছে না। ব্রিটিশ পুলিশের মতে, 'স্নাকহেড' নামে একটি চীনা ক্রিমিনাল গোষ্ঠী এই হতভাগা চীনা নাগরিকদের ইংল্যান্ডে পার করার ব্যাপারে জড়িত।

হল্যান্ড থেকে প্রকাশিত ট্যাবলয়েড পত্রিকা 'স্পটস' বুধবার নেদারল্যান্ড রিকেন্ড ক্রিটিব নামক এক ডাচ প্রতিষ্ঠানের উদ্ধৃতি দিয়ে জানায়, ১৯৯৩ সাল থেকে এই পর্যন্ত [illegible] দুই হাজার বিদেশী নাগরিক মারা যায়। উক্ত পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এ প্রতিবেদনে আরও জানা যায়, শুধু গতবছর ট্রাকে করে হল্যান্ডে প্রবেশকালে ডাচ কর্তৃপক্ষ তিন শ' বিদেশী অবৈধ নাগরিককে গ্রেফতার করে।

এদিকে ডোভারে ৫৮ জন হতভাগা চীনা নাগরিকের এই ঘটনার পরদিনই ডোভারের নিকটবর্তী মেইডস্টোন এলাকায় বেলজিয়ামের একটি মালামাল পরিবহন ট্রাক থেকে ব্রিটিশ পুলিশ নয়জন বেআইনী ইরানী নাগরিককে উদ্ধার করে গ্রেফতার করে। এরা দালালের হাত ধরে ইংল্যান্ডে ঢোকার চেষ্টা করছিল। একইদিন স্পেনের ফুয়েনগিরোলা নামক স্থানে স্থানীয় পুলিশ ৬টি শিশু ও দু'জন মহিলাসহ ৩৬ জন বেআইনী বিদেশী নাগরিককে একটি ট্রাক থেকে গ্রেফতার করে। এরা উত্তর আফ্রিকার একটি দেশ থেকে [illegible] স্পেনীয় পুলিশ জানায়।

*Dhaka University Institutional Repository*

# ফ্রান্সে রাষ্ট্রীয় পদে নারীদের সমানাধিকারের প্রস্তাব অনুমোদন পেল

উৎস: জনকণ্ঠ
১ মার্চ ২০০০

ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদে গত বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রীয় পদ লাভে নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের পক্ষে বিপুল ভোট পড়েছে। নারী অধিকারমন্ত্রী নিকোল পৈরি এটিকে এক ঐতিহাসিক বিজয় বলে উল্লেখ করেছেন। খবর এএফপির।

দ্বিতীয় খসড়ার ভিত্তিতে অনুমোদিত এ আইন অনুযায়ী নির্বাচনের জন্য নারী ও পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা অবশ্যই সমান এবং প্রার্থীদের তালিকায় নারী ও পুরুষের মধ্যে বিকল্প থাকতে হবে।

নিকোল পৈরি বলেন, এটি সাম্যের জন্য সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এটা আমাদের রাজনৈতিক জীবনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করবে। তিনি আরো বলেন, এ আইনটি সাম্যের পথে নারীদের চলতে ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে।

পার্লামেন্টের নিম্ন পরিষদ আইনটিতে সিনেটের প্রস্তাবিত কয়েকটি পরিবর্তন বাতিল করে দিয়েছে। বিলটিকে এখন চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সিনেটে উত্থাপন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

# দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ায় নারী নেতৃত্ব

Dhaka University Institutional Repository

# মহিলাঙ্গন

## দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাজনীতিতে নারী

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনের পর দিন। বেশ কিছু সময় ধরে কয়েকটি দেশের সরকারপ্রধান নির্বাচিত হয়েছেন নারী। বাংলাদেশ ও শ্রীলংকায় নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হলেন নারী। শ্রীলংকায় মা ও মেয়ে যথাক্রমে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী। পাকিস্তানে বিরোধী দলীয় নেত্রী একজন মহিলা। মিয়ানমার এবং বাংলাদেশেও। ইন্দিরা গান্ধী মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দুদফায় ১৭ বছর ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। নিচের চিত্রের দিকে তাকালে বর্তমানে রাজনীতিতে নারীর অবস্থান সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হবে।

| দেশের নাম | মোট আসন সংখ্যা | মহিলা (জন) সাংসদ | শতকরা হার |
|---|---|---|---|
| বাংলাদেশ | ৩৩০ | ৩৭ | ১১.২ |
| ভারত (নিম্নকক্ষ) | ৫৪৩ | ৩৯ | ৭.০০ |
| মালয়েশিয়া | ১৯২ | ১৫ | ৭.৮ |
| পাকিস্তান | ২১৭ | ৬ | ২.৮ |
| সিঙ্গাপুর | ৮৭ | ৩ | ৩.৪ |
| শ্রীলংকা | ২২৫ | ১১ | ৪.৮ |

উপরের চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায়, এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অবস্থান আশাব্যঞ্জক। অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের নারীরা রাজনীতিতে বেশ অগ্রগামী। যদিও মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসন শতকরা হিসাবকে বাড়িয়ে দিয়েছে, তবুও আশার কথা হলো, আমাদের মধ্যে নারী সচেতনতা বৃদ্ধির ফলেই তাদের জন্য আসন সংরক্ষিত করা হয়েছে। বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যেখানে সরকারি ও বিরোধী দুদলেরই প্রধান নারী।

এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আরব দেশসমূহে রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের হার কম। তবে আশার কথা হচ্ছে, কট্টর মৌলবাদী রাষ্ট্র ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ আশাব্যঞ্জক। সেখানে ভাইস প্রেসিডেন্টসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন নারীরা। ধর্মীয় সীমারেখার মধ্যে থেকেই তারা এসকল অধিকার ভোগ করছেন। আরব দেশসমূহের মতো ধর্ম এখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মহিলা সাংসদের গড় শতকরা হার ১১.৪ ভাগ। তবে উত্তর গোলার্ধের দেশসমূহে মহিলা সাংসদের হার সবচেয়ে বেশি। প্রায় ৩৬%। সম্প্রতি জার্মানিতে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে মহিলারা আশাব্যঞ্জক পারফরমেন্স প্রদান করেছে। পূর্বের তুলনায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহেও রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণের হার বেশি।

রাজনীতিতে নারীর আরো সক্রিয়তা সুস্থ রাজনীতির জন্য অতীব দরকার। কারণ মানবীয় দিকসমূহ যেমন– সমাজকল্যাণ, স্বাস্থ্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উপর নারীর ঝোঁক বেশি থাকে। তাছাড়া সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, পুরুষদের তুলনায় নারী কম দুর্নীতিপরায়ণ। দুর্নীতি যেখানে জাতীয় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে সেখানে সৎ রাজনীতিবিদের দরকার খুব বেশি। অসৎ রাজনীতিকদের খপ্পরে পড়ে রাজনীতি তার নীতি হারাতে বসেছে।

রাজনীতিতে নারীর গতিশীলতা প্রমাণ করেছে তারা অক্ষম নয়। শ্রীলংকায় সংসদে নারীদের ২৫% কোটা দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তাছাড়া কুমারাতুঙ্গার ক্ষমতাসীন দল আগামী নির্বাচনে ৪০% মহিলা প্রার্থী দেবে। এরপরও এশিয়াতে নারীর অংশগ্রহণ সীমিত হবার কারণ হলো ঃ

১. বিভিন্ন দেশে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকীর্ণতা নারীকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রেখেছে। ফলে তারা রাজনীতি থেকে দূরে থাকছে। কারণ ঐ সকল দেশে পুরুষের সাথে মিলে মিশে কাজ করাকে অনেকে সুনজরে দেখে না।

২. অশিক্ষা একটি প্রধান কারণ যা নারীকে রাজনীতি থেকে দূরে রেখেছে। তাছাড়া সামাজিকভাবে পুরুষের গুরুত্ব বেশি দেয়ায় নারী মানসিকভাবে দুর্বল থাকে।

৩. রাজনীতিতে সহিংসতা নারীকে রাজনীতি থেকে দূরে রেখেছে। রাজনীতির প্রধান কাজ হল গণযোগাযোগ। কিন্তু এই গণযোগাযোগ করতে গিয়ে তারা অনেক ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হন। এমনকি সতীর্থদের দ্বারা যৌন নিপীড়নেরও শিকার হন।

৪. নারী স্বাভাবিকভাবে স্বতঃস্ফূর্ত মনের। কিন্তু অবৈধ কাজকর্মের কারণে তারা রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে আগ্রহী।

সমাজ বিনির্মাণ নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া সম্ভব নয়। উপরোল্লিখিত কারণে নারী রাজনীতি থেকে দূরে থাকলেও তুলনামূলকভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। নারী এগিয়ে আসুক, অংশ নিক বলিষ্ঠ রাষ্ট্র গঠনে এটাই আমাদের কাম্য।

*Dhaka University Institutional Repository*



## হাউস অফ লর্ডসের প্রথম বাঙালী সদস্য

# মনজিলা পলাউদ্দীন

বৃটেনের হাউস অফ লর্ডসের প্রথম বাঙালী সদস্য। মনজিলা পলাউদ্দীন। ১৯৯৮ সালের জুনে বৃটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ তাকে হাউস অফ লর্ডসের সদস্য ঘোষণা করেন। ২১ জুলাই ব্যারোনেস হিসাবে শপথ নেন এবং দায়িত্বগ্রহণ করেন। তখন রাণী তাকে ব্যারোনেস উদ্দীন অফ বেথনাল গ্রীণ ঘোষণা করেন। তিনি লন্ডনের বেথনাল গ্রীণ এলাকার হাউজ অফ লর্ডস সদস্য। ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির সদস্য। বৃটেনের দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টে হাউস অফ লর্ডস ও হাউস অফ কমন্সে মোট এক হাজার তিনশ' সদস্য রয়েছে। বিধান অনুযায়ী হাউস অফ কমন্স আইন পাস করে। হাউস অফ লর্ডস সেটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনুমোদন দিলে তা কার্যকর হয়।

মনজিলা পলাউদ্দীন ১৯৭৫ সাল থেকে বৃটেনে বাংলাদেশীদের জন্য কাজ করছেন। সম্প্রতি তিনি বাংলাদেশ সফরে এসেছেন। বৃটিশ কাউন্সিল অডিটোরিয়ামে 'জাতীয় রাজনীতিতে নারী' শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠানের এক ফাঁকে কথা হয় মনজিলা পলাউদ্দীনের সঙ্গে। ব্যস্ততার মাঝেও স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি এই প্রতিবেদকের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। জানতে চেয়েছিলাম তার রাজনীতিতে প্রবেশের কথা। সে প্রসঙ্গে মনজিলা বললেন, "সে তো আজ থেকে বিশ বছর আগের কথা। কমিউনিটির মঙ্গলের জন্য কাজ করতাম। বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন করতে করতেই রাজনীতিতে প্রবেশ।। বলা যায় কমিউনিটির লোকজনের ভাল-মন্দের কথা ভাবতে গিয়ে প্রাণের তাগিদ থেকেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া।" ব্রিটেনে মূলত কি ধরনের কাজ করছেন জানতে চাইলে মনজিলা বললেন, "আমরা স্থানীয় সরকারে কাজ করছি মূলত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গৃহায়ণ ও প্রতিবন্ধী নারীদের কল্যাণে বিশেষ করে বাংলাদেশীদের যথাযথ শিক্ষা ও গৃহায়ণের জন্য আমরা লড়াই করছি।" বৃটেনে নারী হিসাবে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় কিনা? এ ব্যাপারে মনজিলা বললেন, বাঙালী মুসলমান সমাজের সমস্যাগুলো বৃটেনেও একই ধরনের। আমাদেরকেও অনেক কিছু ফেস করতে হয়। তবে আমরা যা কিছু করছি দেখা যাচ্ছে কমিউনিটির ভাল'র জন্যই করছি। সব সমাজেই ভালমন্দ মিলিয়ে মানুষ থাকে। কিন্তু মানুষের কল্যাণে কাজ করলে শেষ পর্যন্ত কোন রকম প্রতিবন্ধতাই থাকে না। ওখানে বাঙালীরা যখন দেখছে আমরা তাদের ভাল'র জন্য কাজ করছি। প্রতিটি ক্ষেত্রে কমিউনিটি আমাদের সহযোগিতা করছে। বৃটেনের সমাজ সম্পর্কে বললেন, সেখানে নারী-পুরুষের বৈষম্য নেই। সরকারের প্রতিটি কাজের সরাসরি সমালোচনা হচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা আছে। বিশেষ করে পত্র-পত্রিকাগুলো কড়া সমালোচনা করতে ছাড়ে না।

মনজিলা বৃটেন প্রবাসী বাংলাদেশীদের দাবী-দাওয়া যৌক্তিক বলে মনে করেন। তিনি প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভোটাধিকার প্রদান ইস্যুকে সমর্থন জানান। তিনি বলেন, এ বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারই নিষ্পত্তি করতে পারে। বহুল আলোচিত ফোর্স ম্যারেজ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের জন্য তাকে প্রধান করে বৃটিশ সরকার একটি কমিটি করেছে। এ প্রসঙ্গে মনজিলা পলাউদ্দীন বলেন, কমিটি ইতিমধ্যে রিপোর্ট দিয়েছে যে, জোরপূর্বক বিয়ে যে কোন সমাজে হতে পারে তবে তা আইন করে বন্ধ করলে জটিলতা বাড়বে।

❑ ফরিদা ইয়াসমিন

*Dhaka University Institutional Repository*

মাধ্যমে তুলে দেয়া হবে।

# দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে নারী ব্যক্তিত্ব ঘটনা প্রবাহ

উপমহাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্বের উত্থান ঘটছে। ভারতে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টোকে দুর্নীতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে পাকিস্তানের আদালত। মালয়েশিয়ার রাজনীতিতে আনোয়ার ইব্রাহীমের স্ত্রী ওয়াম আজিজা ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছেন। সম্প্রতি তিনি নতুন দল গঠন করেছেন এবং দল গঠনের কয়েকদিনের মাথায় আনোয়ার ইব্রাহীম[illegible] ছয় বছরের কারাদণ্ড দেয়া [illegible]। ভারতীয় রাজনীতিতে সোনিয়া গান্ধী ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছেন আরো দু'জন মহিলা নেত্রী তার একজন হলেন এক সময়ের চিত্রাভিনেত্রী দক্ষিণ ভারতের একটি বড় রাজনৈতিক দল এআইডিএমকে নেত্রী জয়ললিতা জয়রাম। জয়ললিতা, বিজেপি সরকারের প্রতি তার দলের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলে বাজপেয়ী সরকারের পতন ঘটে। জয়ললিতার পাশাপাশি রয়েছেন পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেস নেত্রী মমতা মুখোপাধ্যায়।

❑ ফিরোজ কুরাইয়াত

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী গত রবিবার নয়াদিল্লীতে আয়োজিত এক প্রতিবাদ বিক্ষোভকালে পুলিশী বাধা অতিক্রম করিতেছেন। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় গুজরাট রাজ্যের ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার সেখানকার সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হিন্দু উগ্রপন্থী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘে যোগদানের নীতি অনুমোদন করায় উহার প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ আয়োজিত হয়। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর বাসভবনের দিকে বিক্ষোভ মিছিল লইয়া যাওয়ার সময় পুলিশ সোনিয়াকে কিছু সময়ের জন্য আটক করে —রয়টার্স

Dhaka University Institutional Repository

# সাম্প্রতিক বিশ্ব

দৈনিক জনকণ্ঠ
১৪ই ফেব্রুয়ারী
২০০০

## সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আটক সোনিয়া

সোনিয়া গান্ধী রাজনীতিতে নেমেছেন বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে। বলতে গেলে তিনি রাজনীতিতে এসেছেন সব কিছুই পেয়ে। গত নির্বাচনে দলগতভাবে ব্যর্থ হলেও নিজে জয়ী হয়েছেন। সেই সুবাদে এখন তিনি প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের নেত্রীই শুধু নন, সেই সঙ্গে পার্লামেন্টেও বিরোধী দলের নেত্রী। নেহরু পরিবারের সদস্য হিসাবে সারা ভারতেই রয়েছে তাঁর সম্মান। কিন্তু রাজনীতিতে অনেক কিছু যেমন ছাড় পায়, তেমনি আবার অনেক কিছু ছাড়ও পায় না। এমনই ঘটনা-ঘটেছে সোনিয়ার ক্ষেত্রেও। এই প্রথমবারের মতো সামান্য সময়ের জন্য হলেও তাঁকে আটক থাকতে হয়। তবে তিনি আটক হন সরকারের বিতর্কিত একটি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করতে গিয়ে। সরকারের এই পরিকল্পনাটি হচ্ছে সংবিধান পরিবর্তন সম্পর্কিত। আর এদিকে ভারত অপেক্ষা করছে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে স্বাগত জানাতে। তিনি বাংলাদেশ সফর করার আগে ২০ মার্চ ভারতে যাচ্ছেন। তবে তিনি পাকিস্তান সফর করবেন কি না তা এখনও নিশ্চিত নয়।

Dhaka University Institutional Repository

'নর্মদা বাঁচাও' আন্দোলন

# অরুন্ধতী রায়সহ দেড় সহস্রাধিক লোক গ্রেফতার

Dhaka University Institutional Repository

'নর্মদা বাঁচাও' আন্দোলন

# অরুন্ধতী রায়সহ দেড় সহস্রাধিক লোক গ্রেফতার

Dhaka University Institutional Repository

বি দে শে র খ ব র

## পাকিস্তান মুসলিম লীগে ব্যাপক তোড়জোড়

# কুলসুম নওয়াজ দলের প্রধান হচ্ছেন

উৎস: জনকণ্ঠ, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০০

খালিদ সাঈদ, করাচী থেকে

পাকিস্তানের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের পত্নী বেগম কুলসুম নওয়াজ তাঁর স্বামীর মুক্তির দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছেন। স্বামীর চরম দুর্দিনে স্ত্রী তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু মুসলিম লীগের যে অংশটি-বেগম কুলসুমের চারদিকে জড়ো হয়েছে, তারা তাঁকে দলের বিকল্প নেতা হিসাবে তুলে ধরতেই বেশি তৎপর। এ কাজে তারা সফল হলে মুসলিম লীগে পারিবারিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার ভিত্তিই সুদৃঢ় হবে।

কুলসুম নওয়াজ দেশে গণতন্ত্র পুনর্প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংস্কৃতিই এ পথে বড় অন্তরায়। যার জন্য বিগত ৫৩ বছরেও দেশটিতে গণতন্ত্র কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারেনি। দক্ষিণ এশিয়ায় পারিবারিক রাজনীতির একটা ঐতিহ্য এর আগেই গড়ে উঠেছে, যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে ধস নামিয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী ও শ্রীমাভো বন্দরনায়েকের উত্থানের পিছনে অন্তঃদলীয় গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটা কিছু যাও বা ছিল, বেগম কুলসুমের ক্ষেত্রে তাও হয়ত অনুষ্ঠিত হবে না।

মুসলিম লীগের কতিপয় নেতা বেগম কুলসুম নওয়াজকে দলীয় প্রধান করার যে উদ্যোগ নিয়েছে, তাকে কোনভাবেই গণতান্ত্রিক বলা চলে না। কারণ এর আগে দলীয় রাজনীতিতে তাঁর কিছুমাত্র ভূমিকা ছিল না। আর নওয়াজ শরীফের স্থলে বেগম কুলসুমকে দলীয় প্রধানের পদে বসানোকে গণতন্ত্রসম্মত করতে কিছু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে, সরাসরি করা যাবে না। কারণ মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পার্টি প্রধানের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত প্রধানের দায়িত্বপালন করবেন দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট। এরপর ভোটাভুটির মাধ্যমেই নির্বাচিত হবেন দলীয় প্রধান। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নেত্রীকে গণতান্ত্রিকভাবে দলীয় প্রধান হতে হলে সে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

অধিকাংশ পাকিস্তানীই চায় দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু নওয়াজ শরীফের রাজকীয় স্টাইলের গণতন্ত্রে ফিরে যেতে চায় না কেউ। অনেক বাড়তি সুবিধা নিয়ে নওয়াজ শরীফ তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদের শাসনভার হাতে নিয়েছিলেন। দুর্নীতি ও ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা হারান তাঁর প্রবল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বেনজীর ভুট্টো। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তাঁর দল পার্লামেন্টে দু' তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ক্ষমতায় ফিরে আসে। সামরিক বাহিনী এবং বেসামরিক এস্টাবলিশমেন্টের পূর্ণ সমর্থন তিনি লাভ করেছিলেন। এত কিছু পক্ষে থাকার পরও সবকিছু তিনি হারান দূরদর্শিতার অভাব আর আত্মম্ভরিতার কারণে।

একচ্ছত্র ক্ষমতার লোভ তাঁর বিচারবুদ্ধিকে গুলিয়ে দিয়েছিল। নিজের ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্য তিনি বিরোধী দলের ওপর চালাতে শুরু করেন স্টিম রোলার। একে একে তিনি অপসারণ করেন একজন প্রেসিডেন্ট, একজন প্রধান বিচারপতি ও একজন সেনাপ্রধানকে। শুধু তাই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার শুনানি বন্ধ করার জন্য তিনি দলীয় ক্যাডারদের সুপ্রীম কোর্টে হামলা চালানোর নির্দেশ দেন। অর্থাৎ গণতন্ত্রকে দুমড়ে-মুচড়ে তিনি এমন বিকৃত করে গেছেন যে, সত্যিকার গণতন্ত্রের জন্য পাকিস্তানকে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

# চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা

## শ্রীলঙ্কার পুনঃনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট

চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা দ্বিতীয় মেয়াদে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। একুশে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পিপলস এলায়েন্স নেত্রী চন্দ্রিকা তার শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনাইটেড ন্যাশনালিস্ট পার্টির নেতা রানিল বিক্রমাসিঙ্গেকে পরাজিত করেছেন। কুমারাতুঙ্গা ৫১ দশমিক ১২ শতাংশ ভোট পান। বিক্রমাসিঙ্গে পেয়েছেন ৪২ দশমিক ৭ শতাংশ ভোট। নয়টি দল ও চারজন স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ মোট তেরোজন প্রার্থী প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

অর্থকথা ১ জানুয়ারি ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

# বাণিজ্যের বাধা দূর ও সন্ত্রাস দমনের অঙ্গীকার

## নারী ও শিশু পাচার রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান ॥ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণা

উৎস: দৈনিক ইত্তেফাক, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৪

গতকাল মালেতে নবম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন চলাকালে একটি অন্তরঙ্গ মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহিত আলোচনারত শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা ও ভুটানের রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুক

বাসস/এএফপি ॥ সাতটি দক্ষিণ এশীয় দেশের নেতৃবর্গ বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং সন্ত্রাস ও মাদক চোরাচালান প্রতিরোধের অঙ্গীকার সম্বলিত যৌথ ঘোষণা গ্রহণের মধ্য দিয়া গতকাল বুধবার মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে তাঁহাদের তিনদিনব্যাপী ৯ম শীর্ষ সম্মেলন শেষ করিয়াছেন। যৌথ ঘোষণায় সার্কের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নার্থে সার্কের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির কথা পুনঃ উল্লেখ করা হয়। সার্ক সনদের নীতিমালা বিশেষ করিয়া সার্বভৌম সমতা, ভূখণ্ডগত সংহতি, জাতীয় স্বাধীনতা, একে অপরের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ ও হস্তক্ষেপ না করা ইত্যাদি ব্যাপারে পুনরায় নেতৃবর্গ দৃঢ় অঙ্গীকার উচ্চারণ করেন।

তাঁহারা এ ব্যাপারে দৃঢ়মতে পৌঁছেন যে, দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহারকল্পে এই আন্তঃ নির্ভরশীল বিশ্বে আঞ্চলিক সহযোগিতা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল গাইয়ুম। মালে ঘোষণায় ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সার্কের প্রথম দশক উপলক্ষে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পর্যায়ের স্মারক অধিবেশনকে স্বাগত জানান হয়। 'দ্বিতীয় দশকের অভিযাত্রায় সার্ক' ইহাই ছিল এই অধিবেশনের উপজীব্য। তাঁহারা মত প্রকাশ করেন যে, বিগত দশকে সার্ক একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে রূপলাভ করিয়াছে এবং সহযোগিতামূলক কার্যক্রমের পরিধি ও ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হইয়াছে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ভুটানের রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুক, নেপালের প্রধানমন্ত্রী লোকেন্দ্র বাহাদুর চাঁদ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী আই.কে গুজরাল, শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা এবং পাকিস্তানের (২য় পৃঃ দ্রঃ)

Dhaka University Institutional Repository

# সাম্প্রতিক বিশ্ব

## চন্দ্রিকার ভয়

দৈনিক জনকণ্ঠ
২৪ এপ্রিল, ২০০০

শ্রীলঙ্কায় শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে চন্দ্রিকার উদ্যোগের অভাব নেই। কিন্তু সে উদ্যোগ কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না প্রতিদ্বন্দ্বী তামিল টাইগারদের অনীহার কারণে। ইতোমধ্যে গত ১৮ ডিসেম্বর আত্মঘাতী তামিল টাইগারদের বোমা হামলা থেকে তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেও ডান চোখটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সম্প্রতি তিনি চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাচ্ছেন। কিন্তু কোথায় ও কখন যাচ্ছেন তা প্রকাশ করেননি। কারণ তাঁর ভয় তামিল টাইগাররা তাঁকে হত্যার জন্য আবারও প্রচেষ্টা নিতে পারে। এদিকে তামিল টাইগার ও সরকারী বাহিনীর মধ্যে দূরবর্তী কামান যুদ্ধে জাফনায় ৩০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

## মিয়ানমার

# আপোসহীন সুচি ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যত

আউং সান সুচির নেতৃত্বাধীন মিয়ানমারের বিরোধী দল ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসিকে (এনএলডি) চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে দেশটির সামরিক জান্তার চেষ্টার অন্ত নেই। জেল-জুলুম, হত্যা এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমে বাধা এসব তো আছেই। সম্প্রতি আরও একটি কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে সামরিক জান্তা। কৌশলটি নিঃসন্দেহে চাতুর্যপূর্ণ। কী সেই কৌশল? ভয়-ভীতি দেখিয়ে এনএলডি নেতাদের পদত্যাগে বাধ্য করা এবং অতঃপর সেই পদত্যাগের মনগড়া কারণ উল্লেখ করে সরকারী বিবৃতি প্রচার। গত সপ্তাহেই এমন ঘটনা ঘটেছে। এনএলডি'র ৩৮ জন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য পার্টি থেকে পদত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী মুখপাত্র ঘোষণা দিলেন– 'পদত্যাগী সদস্যরা এনএলডি'র দলীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকতে আর ইচ্ছুক নয় মোটেই।' এখন এ ধরনের ঘটনা এবং সরকারী ঘোষণা প্রতিদিনের চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ জনগণের মধ্যে দলটি সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা প্রবাহিত করার জন্যই যে এমন চাতুরি তা ক্রমশ বোধগম্য হয়ে উঠছে। অন্যদিকে এনএলডি সদস্যরা অভিযোগ করছেন, সামরিক জান্তা নানান ভয়-ভীতি দেখিয়ে তাদের পদত্যাগের জন্য চাপ দিচ্ছে। মৃত্যুভয়ে অনেকে দল ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। জান্তার প্রস্তাব (অথবা নির্দেশ) প্রত্যাখ্যান করতে ভয় পাচ্ছেন তারা।

সম্ভবত সামরিক সরকারের এই চাতুর্যপূর্ণ চেষ্টাও ব্যর্থ হবে অতীতের মতো। প্রবল সরকারী বাধা, প্রতিকূল পরিবেশ এবং কঠোর কঠিন নিষেধাজ্ঞাকে সামনে নিয়ে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত আউং সান সুচির নেতৃত্বাধীন এনএলডি যেমন দেশব্যাপী তার জনপ্রিয়তাকে ধরে রেখেছে তেমনি এবারও জনপ্রিয়তায় একটুও ছেদ পড়বে না। সাধারণ জনমানুষের এটাই কথা।

সুচির বাবা আউং সান ছিলেন দেশটির স্বাধীনতা সংগ্রামী, জাতি প্রতিষ্ঠার অগ্রনায়ক। তার ভাবমূর্তি একটুও ক্ষয় হয়নি দেশটিতে। আউং সানের কন্যা হিসাবে পুরো জাতির মনোযোগ ও সমর্থন আদায় করতে পেরেছেন সুচি।

১৯৯০ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল মিয়ানমারের সাধারণ নির্বাচন। মিয়ানমারের সামরিক শাসনের ৩০ বছরের মাথায় এবং সামরিক জান্তারই তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত প্রথম ঐ নির্বাচনে সুচির দল ৪৮৫টি আসনের মধ্যে ৩৯২টি আসনেই জয়লাভ করে। কিন্তু জেনারেলরা শুধুমাত্র সরকার গঠন করা ছাড়া আর কোন ক্ষমতাই দেয়নি এনএলডিকে। বরং আরও কঠোর হাতে তারা ক্ষমতা আঁকড়ে ধরেছিল। কিন্তু জনগণ নির্বাচনের সেই ফল আজও ভোলেনি। অধিকাংশের ধারণা, পরবর্তীতে যদি আবারও নির্বাচন হতো তবে একই ফলের পুনরাবৃত্তি হতো। গত সপ্তাহে সেই ঐতিহাসিক বিজয়ের দশ বছর পূর্তি উৎসবের আয়োজন করেছিল এনএলডি তাদের ইয়াঙ্গুন হেডকোয়ার্টারে। সরকারী নিষেধাজ্ঞা ও বাধা সত্ত্বেও লাখো মানুষের উপস্থিতিতে মুখর হয়ে উঠেছিল সেই বিজয় পূর্তি উৎসব।

সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে এই যে দমননীতির অভিযোগ, তা তারা অস্বীকার করেছে নির্দ্বিধায়। তাদের ভাষ্য, 'এনএলডির সদস্যদের জোরপূর্বক পদত্যাগ করানো বা দলটিকে নিশ্চিহ্ন করার তো কোন প্রয়োজন নেই আমাদের। দলটি তো এমনিতেই নিশ্চিহ্নপ্রায়।' মজার ব্যাপার, সামরিক জান্তা এনএলডির প্রতি যত কঠোর হচ্ছে, দলটির ততই শক্তি বৃদ্ধি ঘটছে। সাধারণ মানুষ সম্পদশালী দেশটির অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য জান্তাকেই দায়ী করছে। নিজেদের ভাগ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সুচি ছাড়া অন্য কাউকেই তারা নেতা হিসাবে ভাবতে পারছে না। এনএলডির জন্য এটাই প্লাস পয়েন্ট আর জান্তার জন্য মাইনাস। জান্তা জানে, সুচির এই গগনচুম্বী জনপ্রিয়তার মূল রহস্য। তাই তারা সুচির বাবা আউং সানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য হেন কাজ নেই যা তারা করেনি। তাদের ধারণা, সুচির প্রতি সাধারণ মানুষের মোহ ও আস্থার পিছনে রয়েছে মৃত অংসানের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি। এই ভাবমূর্তির ওপর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে দিতে পারলে জনগণের মোহভঙ্গ ঘটবেই।

Dhaka University Institutional Repository

জাপানের ওসাকা শহরের গভর্নর পদে প্রথম মহিলা হিসাবে জয়লাভের পর সমর্থকদের অভিনন্দনের জবাব দিতেছেন ফুসায়ে ওটা -রয়টার্স

Dhaka University Institutional Repository

*নির্বাচনী প্রচারে ওবুচি কন্যা ইয়োকো*

# সাম্প্রতিক বিশ্ব

## রাজনীতিতে তৃতীয় প্রজন্ম

ওবুচি পরিবারের তৃতীয় প্রজন্ম এলো রাজনীতিতে। জাপানের আসন্ন নির্বাচনে পিতার শূন্য আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সেখানকার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেইজু ওবুচির কন্যা ইয়োকো ওবুচি। যে আসন থেকে ইয়োকো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, সে আসন থেকে ১৯৬০ সালে প্রথম নির্বাচিত হয়েছিলেন কেইজু ওবুচি। এর আগে ঐ আসনের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন কেইজু ওবুচির পিতা। ২৬ বছর বয়সী ইয়োকো ওবুচি এরই মধ্যে নির্বাচনী প্রচারণায় নেমেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা ঃ শুক্রবার ২০ অক্টোবর ২০০০ ইংরেজী

ফিলিপিন্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট গ্লোরিয়া আরোয়া বৃহস্পতিবার তাঁর ম্যানিলা অফিসে বৈদেশিক সংবাদদাতা সমিতির (ফোকাপ) সাংবাদিকদের উদ্দেশে বক্তব্য পেশের সময় এস্ত্রাদার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন। এস্ত্রাদার বিরুদ্ধে লাখ লাখ ডলার ঘুষ গ্রহণের দায়ে বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে ইমপিচমেন্টের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

# মুসলিম বিশ্বে নারী নেতৃত্ব

Dhaka University Institutional Repository

# মুসলমান মহিলা মন্ত্রী

মিসেস ফারিয়াল আশরাফ গত শুক্রবার শ্রীলংকার পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন ও পল্লী গৃহায়ন বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তিনি হলেন দেশের প্রথম মুসলিম মহিলা মন্ত্রী। সরকারি একথা জানায়। প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গার নির্দেশের প্রেক্ষিতে মিসেস আশরাফ নিজ বাসভবনে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন মন্ত্রী প্যাভিত্রা ওয়ানিয়াবাসির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করেন। মিসেস আশরাফ গত প্রেসিডেন্ট ভবনে অনুষ্ঠিত শপথে অংশ নিতে পারেননি। কারণ তিনি তার নিহত স্বামীর স্মরণে শোক পালন করছেন। তার স্বামী সাবেক বন্দর বিষয়ক মন্ত্রী এম এইচ এম আশরাফ গত মাসে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন। কুমারাতুঙ্গাসহ ৪৪ জন নিয়ে নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হয়। প্রাতিরক্ষা ও অর্থবিষয়ক পদ চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা নিজ হাতে রাখেন।

Dhaka University Institutional Repository

# কাতারে নির্বাচনে নারীর প্রথম অংশগ্রহণ

৯৯, মার্চ

উপসাগরীয় আরব দেশ কাতারে এই প্রথমবারের মত মহিলারা প্রার্থী বা ভোটার হিসেবে ৭ মার্চের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন। দোহা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার পৌর পরিষদের নতুন ২৯ জন সদস্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রায় ২০০ জন পুরুষের পাশাপাশি ইতিমধ্যে ৬ জন মহিলা প্রার্থী হয়েছেন।

চার বছর মেয়াদের এই পৌর পরিষদের জন্য ভোট গ্রহণ কাতারের প্রথম প্রকৃত নির্বাচন। এই নির্বাচন সমাজের প্রায় অর্ধেকাংশের অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। তবে ইহা দীর্ঘ পথের সূচনা মাত্র। মহিলা প্রার্থীদের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাদের পরিবার বা গোত্র হতে আপত্তি আসে না। তবে কিছু বন্ধু নির্বাচনের ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সমালোচনা করেন। আল-ওয়াতান পত্রিকা পরিচালিত জরিপে ৭২ শতাংশ মহিলা বলেছেন তারা ভোটে অংশ গ্রহণের পক্ষে।

গোত্রভিত্তিক কাতারের রক্ষণশীল সমাজে নিজস্ব রীতিনীতি রয়েছে এবং তাই প্রতিটি নতুন অগ্রসর শুরুতে বাধার সম্মুখীন হয়। তিনি বহুবাধা মোকাবিলা এবং তারা সিদ্ধান্তের সমালোচনা কাটিয়ে ওঠার কথা স্বীকার করেন। তবে নির্বাচনের গুরুত্বের চেয়ে সেইগুলো গৌণ।

Dhaka University Institutional Repository

ইরানে পার্লামেন্ট নির্বাচন

১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০০

# মহিলারাও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন

ইরানের সংস্কারপন্থীর অন্যতম ... তারিখের অনুষ্ঠেয় পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে পাঁচ মহিলার নাম ঘোষণা করেছে। খবর এএফপির।

ইসলামিক ইরান পার্টিসিপেশন ফ্রন্টের এই পাঁচ মহিলা প্রার্থী তাদের নির্বাচনের ... সামাজিক ও আইনি সংস্কারের ব্যাপারে কথা বলার জন্য পার্লামেন্টে প্রবেশ করে নিতে পারবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। উল্লেখ্য, এই ফ্রন্ট সংস্কারবাদী প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ খাতামির সমর্থক।

ফাতেমা হকিকত জু নামে একজন প্রার্থী বলেন, ইসলামি বিপ্লবের পর ... সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলাদের অংশগ্রহণকে বাধা দেওয়ার জন্য যেসব প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়েছে, সেগুলো প্রত্যাহার এবং সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাতে আমরা দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ।

ফাতেমা আরো বলেন, গত তিন বছরে খাতামির সংস্কারের প্রতিশ্রুতির প্রতি অবশ্যই সমর্থন জানানো উচিত এবং এটিই আমাদের দেশ ও এর সমাজের উন্নয়ন নিশ্চিত করার একমাত্র উপায়। তিনি ... পুরুষ ও মহিলাদের সমঅধিকারের বিষয়টি এ প্রসঙ্গে তুলে ধরেন। ইরানি সমাজ থেকে সবধরনের ... ও সামাজিক বৈষম্যের যেমন, ইসলামি আইনে মেয়েদের ওপর যেভাবে বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেওয়া হয় অথবা নারী-পুরুষের অসম অধিকারের সবকিছুরই অবসান হওয়া উচিত।

ফাতেমা রাহবার নামে অন্য এক প্রার্থী বলেন, ইরানে এখন জাতীয় বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে, ইরানের প্রয়াত আয়াতুল্লাহ মাহমুদ তালেকানির মেয়ে আজম তালেকানি জানান, এখন ইরানে মহিলাদের অধিকার পদদলিত হয়ে আসছে।

Dhaka University Institutional Repository

তেহরানে এক ইহুদী মহিলা ইরানের পার্লামেন্ট নির্বাচনে একজন ইহুদী পদপ্রার্থীর হিব্রু ও ফার্সিতে লেখা প্রচারপত্র দেখাইতেছে। হিলদা রাবিহ-জেদাহ জেদাহ (৩৮) নামের এই মহিলা প্রার্থী আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে ৩৫ হাজার ইহুদী অধ্যুষিত একটি এলাকা হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন -এএফপি

# নারীর রাজনৈতিক অধিকারের বিল কুয়েতি পার্লামেন্টে হেরে গেছে

কুয়েতের পার্লামেন্টে নারীদের ভোটাধিকার এবং পার্লামেন্ট নির্বাচনে অংশ নেয়ার অধিকার প্রদান সংক্রান্ত একটি বিল প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। বিলটি ৩২–৩০ ভোটে প্রত্যাখ্যাত হয়। দুজন সদস্য ভোট দানে বিরত ছিলেন। এর আগে প্রায় ৭ মাস ধরে দেশটিতে এ বিলটি নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলছিল।

নারীদের ভোটাধিকার সংক্রান্ত বিলটি নিয়ে কুয়েতি পার্লামেন্ট দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। পার্লামেন্টের উদার, সরকারপন্থী এবং শিয়া সদস্যরা বিলটির পক্ষে ভোট দেন। তবে সুন্নী মুসলমান এবং আবাসী বিরোধী এমপিরা ভোট দেন বিপক্ষে।

বিলটির ওপর ভোটাভুটি হয়ে যাওয়ার পর উদারপন্থী এমপি আহমেদ আলরুবাই বলেন, আমরা বিলটির পক্ষে লড়াই করব এবং হাল ছেড়ে দেবনা। আবদেল ওয়াহাব আল হারুন নামের একজন এমপি পার্লামেন্টের প্রতি বিলটি পরিত্যাগ না করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, নিশ্চিতভাবেই এমন দিন আসবে যখন মহিলারা ভোটাধিকার পাবে। কুয়েতি পার্লামেন্টের চলতি অধিবেশনে এ বিলটি পুনরায় উত্থাপন করা না গেলেও সরকার এটিকে নতুন একটি খসড়া বিল আকারে তুলতে পারে। তবে নিকট ভবিষ্যতে এ ধরনের উদ্যোগের সাফল্যের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা সন্দিহান।

এ বিলের ব্যাপারে সরকারের বক্তব্য মহিলাদের ভোটাধিকার রহিত বর্তমান নির্বাচনী আইন সংবিধান পরিপন্থী। তবে তারা এ বিষয়টিকে সাংবিধানিক আদালতে পাঠানোর ব্যাপারে সরকারের পরিকল্পনা নেই বলে জানান।

Dhaka University Institutional Repository

দূরের জানালা

# আরব নারীরা এখন তাদের অধিকার নিয়ে সোচ্চার

আরব নারীর কথা মনে হলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে কালো বোরকায় আপাদমস্তক ঢাকা কোন এক নারীর ছবি। এখনকার আরব নারীরা কিন্তু সেই আগের মতো বন্দী হয়ে থাকে না ঘরে, পুরুষের পাশাপাশি তারা অংশ নেয় বিভিন্ন কাজে। সোচ্চার হচ্ছে তারা তাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে।

এক সময় ছিল যখন আরব নারীরা শুধু ব্যস্ত থাকতো ঘর-সংসারের কাজে– রান্না করা, ছেলে-মেয়েদের দেখাশুনা করা ইত্যাদিতে। কিন্তু আজ তারা অনেক এগিয়ে– চেষ্টা করছেন পুরুষের সাথ পাল্লা দেবার। অনেকে অবশ্য প্রথাগত সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে ধরে রাখতে সচেষ্ট। তবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরব নারীরা বেশ পিছিয়ে। সৌদী আরবে নারীরা যেকোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক হতে পারেন, কিন্তু নিজেরা সরাসরি কোন ব্যবসায়িক কাজ পরিচালনা কিংবা লেনদেন করতে পারেন না। কুয়েতেও একই অবস্থা। তবে মিসরীয় নারীরা এদিক থেকে অনেক এগিয়ে। তারা বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অনেক বড় বড় পদে নিষ্ঠার সাথে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করে চলছেন। এক্ষেত্রে, বিশেষ করে ভ্রমণের জন্য তাদেরকে অনুমতি নিতে হয় পরিবারের পুরুষ সদস্যদের কাছ থেকে।

কয়েক দশক পূর্বের মধ্যপ্রাচ্য আর বর্তমানের মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে ফারাক অনেক। এখানে এক সময় বাইরের যাবতীয় কাজ করতো পুরুষেরা আর নারীরা থাকতো দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চার দেয়ালের মাঝে। কিন্তু এখন তারা অনেক অগ্রসর। তখন তারা ছিল শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত, এখন সকল আরব নারীই নিতে পারে শিক্ষার সুযোগ। এক্ষেত্রে নেই কোন বাধা-নিষেধ। বর্তমানে নারীরা সজাগ হয়ে উঠছে তাদের অধিকার সম্পর্কে এবং অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে। গত বছর কাতারের নারীরা অর্জন করেছে ভোটাধিকার। এখন তারা চেষ্টা করছে অফিসিয়াল কাজকর্মে পুরুষের পাশাপাশি অবস্থান করার জন্য সরকারী অনুমোদন পাবার। কুয়েতী নারীদের ভোটাধিকার দেবার লক্ষ্যে কুয়েতের সাংবিধানিক আদালত মতৈক্যে পৌঁছেছে গতমাসেই। আরব নারীদেরকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছে স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলগুলো। সারা আরব বিশ্ব ছেয়ে গেছে স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোতে; কয়েক বছর আগেও যা ছিল কল্পনাতীত। তাছাড়া স্বল্প বিমান ভাড়া আরব নারীদের সুযোগ করে দিয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের। বর্তমানে আরবের অনেক মেয়েই বহির্বিশ্বে কর্মক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় অধিক যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছে।

আরব নারীদের এই মৌলিক পরিবর্তন রক্ষণশীলদের ক্রমেই শংকিত করে তুলছে। জাতিসংঘের এক হিসেবে দেখা গেছে, পূর্বের তুলনায় আরব নারীরা অধিকতর শিক্ষামুখী হলেও বর্তমানে প্রায় ৫২ শতাংশ নারী পড়তে পারে না। অফিস-আদালত ও বাইরের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আরব নারীর অংশগ্রহণের হার মাত্র ২৭ শতাংশ। মরক্কোর বর্তমান সরকার নারীর অধিকারের ব্যাপারে অনেকটা সচেতন। গত বছর ৬ষ্ঠ মোহাম্মদ মরক্কোর রাজা হিসেবে অধিষ্ঠিত হবার পর নারীর সামাজিক ও আইনগত অধিকারের উপর জোর দেন। পরবর্তীতে সরকার নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কর্মসূচী গ্রহণ করলেও রক্ষণশীলদের চাপে তা ভেস্তে যায়। তবে একদল আধুনিক ইসলামী গবেষক এমন একটা পরিকল্পনা তৈরীর চেষ্টা করছেন যাতে রক্ষণশীলদের উত্তেজিত না করে উদ্দেশ্য হাসিল করা যায়।

আরব নারীদের এ মৌলিক পরিবর্তনের জন্য রক্ষণশীলরা পাশ্চাত্য প্রভাবকে দায়ী করলেও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরবর্তী অরাজনৈতিক সাধারণ মানুষের মধ্যে এ পরিবর্তনের হাওয়া সুস্পষ্ট। মে মাসে সৌদী আরবে নারীরা সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছে একটি হোল্ডিং কোম্পানী খোলার অনুমতি চেয়ে, যা নিয়ন্ত্রণ করবে নারীরা। এই দাবীর সমর্থনে প্রায় ৫৫০ জন নারী সমবেত হয়। সৌদী আরবের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা এটাই প্রথম। সৌদী আরবের ব্যাংকসমূহে যে একাউন্ট আছে তার ৭৫ শতাংশই নারীদের।

ব্যবসা ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী এগিয়ে আছে মিসর, লেবানন ও কুয়েতের নারীরা। নারীর এ অগ্রগতি আরব রাজনৈতিক নেতাদেরকে ক্রমেই শংকিত করে তুলছে। গত বেইজিং সম্মেলনে দাবী জানানো হয়েছিল, সরকারীভাবে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীদের যেন অবজ্ঞা না করা হয়।

আরবের নতুন প্রজন্মের মেয়েরা পুরুষের পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও চাকরিতে অংশগ্রহণ করতে বেশী উৎসাহী। ইয়েমেনের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মৎস্য, পশু ও কৃষি অনুষদে ছাত্রীরা ভর্তি হচ্ছে বিপুলভাবে। গত মে মাসে দুবাইতে প্রথমবারের মতো ৭ জন নারী গাড়ী চালানোর অনুমতি পান। অনেকে রেস্টুরেন্টেও কাজ করতে শুরু করেন। যা কয়েক বছর আগেও ছিল কল্পনাতীত। আলজেরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নারী ব্যান্ড দল। যদিও এ কারণে অনেকে তাদেরকে শয়তানের দোসর, বদমাশ কোনটা বলতে বাদ রাখেনি। *[নিউজ উইক অবলম্বনে]*

*নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত বেইজিং প্লাস ৫ সম্মেলনে কুয়েতে নারীদের ভোটাধিকারের পক্ষে বিক্ষোভ*

❑ বাবুল আকতার

*Dhaka University Institutional Repository*

# আফ্রিকায় নারী নেতৃত্ব

Dhaka University Institutional Repository

## মহাদেশ গ্যালারী

# কেমন আছে অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশের পশ্চাদপর নারী সমাজ

অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ আফ্রিকায় দারিদ্র্য দিন দিন বেড়েই চলছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে হেগে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের জনসংখ্যা সম্মেলনে আফ্রিকায় দারিদ্র বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে সমাজে নারীর শৃঙ্খলিত দশাকে উল্লেখ করা হয়। আফ্রিকার বহু দেশেই নারীকে সন্তান জন্মদায়িনীর বেশি মূল্য দেয়া হয় না। অনেক দেশের রাজনীতিতে নারীর কোন ভূমিকা বা স্থান নেই। মেয়েরা নিজেরাই মনে করে রাজনীতি শুধু পুরুষের জন্য। আফ্রিকার নারী সমাজে জ্ঞানের আলো বলতে পারিবারিক ও ঐতিহ্যগত শিক্ষা। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাদের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি বা ধারণা গড়ে উঠেনি। এর কারণ আফ্রিকান সমাজে কন্যা সন্তানকে স্কুলে পাঠানোর রেওয়াজ নেই। নারীর শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার প্রয়োজন শুধু নিজের জন্য নয়; বরং ছেলেমেয়ে, পরিবার এবং দেশ ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন ও উন্নতির প্রশ্নেও নারী শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু আফ্রিকার বেশির ভাগ দেশে প্রকট দারিদ্র্য ও সামাজিক অজ্ঞতা-অবহেলার কারণে নারীশিক্ষা এখনও অগ্রাধিকার পায়নি। দরিদ্র সমাজে নারী এখনও সন্তান জন্মদানের মেশিন হিসেবে বিবেচিত। ফলে নারীর পশ্চাদপদ হয়ে থাকার পাশাপাশি সমাজও অনালোকিত, দরিদ্র ও অনুন্নত থেকে যায়। আফ্রিকার একটি দেশ ঘানায় সম্প্রতি মেয়েদের বিবাহের বয়সীমা ১২ বছর হতে ১৮ বছরে উন্নীত করা হয়েছে। আইনানুগভাবে ১২ বছরে বিবাহের সুযোগ থাকায় বহু মেয়ের ঐ বয়সে বিয়ে হয়ে যেত। ফলে স্কুল হতেও নাম কাটা যেত। বিয়ের বয়স বৃদ্ধির ফলে স্কুলে মেয়ে পড়ুয়াদের নাম কাটা বা ড্রপ আউটের সংখ্যা আগের চেয়ে কম।

জাতিসংঘ জনসংখ্যা সম্মেলনের প্রতিনিধিদের ধারণা, মেয়েদের পিছিয়ে থাকার অর্থ সমাজের পিছিয়ে থাকা। শিক্ষিত মা ছাড়া শিক্ষিত পরিবারের আশা করা দুরাশারই সামিল। আফ্রিকার অর্থসম্পন্ন ঘরের মেয়েরা লেখাপড়া করার সুযোগ পায়, তবে গ্রামে বসবাসকারী অধিকাংশ মেয়েরা পড়াশোনার তেমন কোন সুযোগই পায় না। সমাজ বলতে গেলে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আছে। কুসংস্কার এবং অর্থহীন আচারে সমাজ ভরা।

আফ্রিকার গুরুতর ও উদ্বেগজনক আর একটি চিত্র হলো সাব-সাহারান দেশগুলোতে প্রায় আড়াই কোটি মহিলা এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত। রক্তসূত্রে এ রোগ এসেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষের কাছ থেকে। কিন্তু এইডস রোগে আক্রান্ত হলেও মেয়েরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং সমাজের যত্ন ও সহানুভূতি হতে প্রায়শ বঞ্চিত। বিশ্ব ব্যাংকের একটি সূত্র জানিয়েছে, এইডস রোগের পরিচর্যা মেয়েদেরই করতে হয়। আফ্রিকান সমাজে নারী নির্যাতনের মাত্রাও অনেক বেশি। পল্লী অঞ্চলে ধর্ষণ, স্ত্রী প্রহার ইত্যকার নির্যাতন ছাড়াও রয়েছে নারী দাসত্ব এবং দুর্বহ খৎনা প্রথা।

চরম অবহেলা, বঞ্চনা আর নির্যাতনের প্রধান লক্ষ্যবস্তু নারী সমাজের এ চিত্র শুধু আফ্রিকায় নয়; বরং গোটা দরিদ্র বিশ্বে। নারী সন্তান জন্ম দেয়, সংসারের বেশিরভাগ কাজ সম্পন্ন করে, কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়ার অধিকাংশ কাজও করে সেই। প্রেয়সী ও মা'র অতুলনীয় ভূমিকা পালন তো রয়েছেই। কিন্তু এতদসত্ত্বেও দরিদ্র বিশ্বের সর্বত্র নারী অবহেলা, অবজ্ঞা ও নির্যাতনের পাত্রী। নারী ও পুরুষকে সমভাবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি ও আইন কাঠামো বহু দেশে অনুপস্থিত। নারীর ক্ষমতায়নে ভেটো দেয় অনেকেই। সমাজে নারীকে ফেলে রাখা হয় নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে। এতে শুধু নারীর মর্যাদাই ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না, সাথে সাথে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে পরিবার, সমাজ ও দেশ। তাই কবি বলেছেন— 'তুমি যারে পশ্চাতে ফেলিছ, সে তোমারে টানিছে পশ্চাতে'।

বিশ্বের পশ্চাদপদ প্রায় সব দেশেই নারীকে সমান ভাবা তো দূরে থাক, বহুক্ষেত্রে ভাবা হয় আফ্রিকান নারীর মতই সন্তান জন্মদানের মেশিন এবং সংসারের দাসী হিসেবে। শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা, ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী কোন মনোযোগ এবং গুরুত্ব পায় না। এর পরোক্ষ ফল সমাজকেও ভোগ করতে হয়। পশ্চাদপদ এবং বঞ্চিত-অবহেলিত নারী সমাজ পরিবার ও সমাজের উন্নয়নে বাধা হয়ে আছে। এ বাধা দূর করতে এগিয়ে আসতে হবে পুরুষশাসিত সমাজের নারী-পুরুষ সকলকেই। ■ জাকির হোসাইন

Dhaka University Institutional Repository

# দ্বিতীয় ভাগ

Dhaka University Institutional Repository

# নারীর পরিসংখ্যান ভিত্তিক জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

# ১৯৭১-২০০০ সাল পর্যন্ত নারীর অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

# জাতীয় সংসদে নারীর অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

# রাজনীতি ও ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণের একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সরকারী এবং বিরোধী উভয় দলেরই নেতৃত্ব দিচ্ছেন দুজন মহিলা। সরকারী দলের শেখ হাসিনা এবং বিরোধী দলের বেগম খালেদা জিয়া। কিন্তু এ দুজন নারীর প্রকাশ্য নেতৃত্বের পাশাপাশি লক্ষ্য করা যায় রাজনীতি অঙ্গনে জাতীয়/স্থানীয় সকল পর্যায়ে নারী শূন্যতা। শুধু তাই নয়, রাজনীতি অঙ্গনে নারীর অবস্থানটিও দৃঢ় বা সংহত নয়।

বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭, ২৮(১), ২৮(২), ২৮(৩) ২৮(৪), ২৯(১), ২৯(২) এবং ৬৫(৩) নং ধারা অনুযায়ী নারী পুরুষের মধ্যে কোন ধরনের বৈষম্য রাখা হয়নি। তারপরও দেখা যায় রাজনীতিতে নারী পুরুষের সমপর্যায়ে নেই। এক্ষেত্রে পুরুষেরা অগ্রগামী এবং নারীরা পশ্চাৎপদ। এ চিত্রটি শুধু রাজনীতি অঙ্গনে নয়, বাংলাদেশের সকল পর্যায়েই নারীর অবস্থান এরূপ। রাষ্ট্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রেও পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত কম। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ বৈষম্য আরও প্রকট।

বাংলাদেশের দুটি প্রধান দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং আওয়ামী লীগ, নারীর সমতা ও সমানাধিকার অর্জনের প্রচেষ্টায় কোন বাস্তবমুখী কার্যাবলী গ্রহণ করেনি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তাদের ঘোষণাপত্রে নারী সমাজের সার্বিক মুক্তি ও প্রগতি এ শিরোনামে বর্ণনা করে যে, বাংলাদেশের অর্ধেক নাগরিকই নারী প্রাচীন সামাজিক বিধি ব্যবস্থা ও কুসংস্কারের নিগড়ে অবরুদ্ধ বলে তারা জাতিগঠনমূলক ও জাতীয় অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যথার্থ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়নি। বর্তমানে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দানের ফলে এই দুঃসহ পরিস্থিতির অবসানের সূচনা হয়েছে। সরকার এই প্রচেষ্টাকে আরও বলিষ্ঠ ও ব্যাপক করার জন্য সর্বাত্মক ও সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করবে বলা হয়েছে। কিন্তু ঘোষণা পত্রে কোন সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

তেমনি আওয়ামী লীগও সুষম সামাজিক উন্নয়নে নারীর মর্যাদা এ শিরোনামে দলীয় ঘোষণা পত্রে উল্লেখ করে যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সম্পদ বন্টনে সমান উত্তরাধিকারের নিশ্চয়তা ও নারীর পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমান অধিকার নিশ্চিতকরণে এবং নারী নির্যাতনের পথ বন্ধ করণে যথাযথ ও কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু কার্যকরী ভূমিকাগুলোর সুনির্দিষ্ট কোন রূপরেখা দলীয় ঘোষণা পত্রে উল্লেখিত হয়নি।

নারীরা বাংলাদেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী। এই বিপুল জনগোষ্ঠী কেন পুরুষের তুলনায় পশ্চাৎপদ এবং এ ব্যাপারে কি ভূমিকা গ্রহণ বাঞ্ছনীয় তা কোন দলই সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেনি। রাজনৈতিক দলগুলোর স্থায়ী এবং নির্বাহী কমিটিতেও লক্ষ্য করা যায় নারীর স্বল্পতা। ফলে রাজনৈতিক দলগুলোর সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় পুরুষরাই প্রাধান্য বিস্তার করছেন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সরকারের উচ্চপর্যায়ে মহিলার সংখ্যা বেশি না থাকলেও, বাংলাদেশে বহু এনজিও এবং ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে মহিলা কর্মীর সংখ্যা বেশি এবং প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি মহিলারাই নিয়ে থাকেন।

## জাতীয় সংসদে নারী অংশগ্রহনঃ

রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর কিঞ্চিত শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে নিঃসন্দেহে। নারী প্রার্থিতার সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে বলা যায় যে, নব্বই এর দশকে নারী প্রার্থিতা ও নির্বাচনী এলাকায় তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংখ্যা বিগত দশক থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবুও বলা যায়, বাংলাদেশের সংসদ ও রাষ্ট্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রেও পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত কম। গত ১২ই জুন'৯৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদে ৩৩০ টি আসনে মহিলা অবস্থান লক্ষ্য করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। নিম্নোক্ত পাইলেখে তা দেখানো হলো -

পাইলেখ ঃ সংসদে ৩৩০ টি আসনে
মহিলা অবস্থান (শতকরা হার)

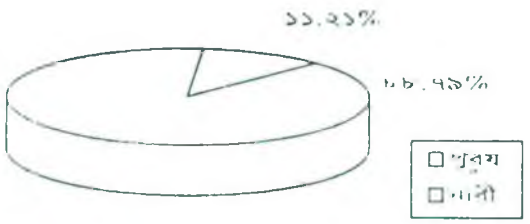


উৎসঃ নারী বার্তা, উইমেন ফর উইমেন
- এর নিউজ লেটার, প্রথম বর্ষ, ২য় সংখ্যা,
সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৫।

জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহন নিম্নোক্তভাবে আলোচনা করা যায়-

Dhaka University Institutional Repository

## ১৯৭৩-১৯৭৯ সাধারন নির্বাচনঃ

বাংলাদেশে ১৯৭৩ এবং ১৯৭৯ সালের সাধারন নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের অবস্থা ছিল নিম্নরূপ -

সারণী ঃ নির্বাচনে নারী প্রার্থী

| নির্বাচন | সংসদে আসন সংখ্যা | মোট প্রার্থী | নারী প্রার্থী | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|
| ১৯৭৩ | ২৯৯ | ৯৮০ | ২ | [illegible] |
| ১৯৭৯ | ৩০০ | ২১২৫ | ১৭ | [illegible] |

উৎস ঃ সৈয়দা রওশন কাদির, "উইমেন ইন পলিটিকস
এন্ড লোকাল বডিস্ ইন বাংলাদেশ।" বই -"উইমেন ইন
পলিটিকস" সম্পাদনায় -জাহানারা হক, ইসরাত শারমিন, নাজমা চৌধুরী,
[illegible] বেগম, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৫, পৃঃ-৩২

[illegible] ১৯৭৩ সালের ২ জন নারী প্রার্থীর মধ্যে একজন [illegible] ২টি নির্বাচনী এলাকা [illegible] প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। [illegible] পরিসংখ্যান নির্দেশ করে যে, নারী নেত্রীগন নির্বাচনী [illegible] অবস্থান [illegible] দুটি [illegible] সংসদে নারী প্রার্থীদের [illegible] পরবর্তীতে [illegible] আসনে [illegible] করেন।

[illegible] থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত নির্বাচনী রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহনের একটি ইতিবাচক [illegible] লক্ষ্য করা যায়। [illegible] নির্বাচনী ফলাফল, প্রাপ্ত ভোটের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মহিলা প্রার্থী [illegible] ভোটারদের [illegible] রাজনৈতিক "[illegible]বিলিটি" বা গ্রহনযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে এবং তারা রাজনীতির [illegible] না করে "ভায়েবেল" প্রার্থী হিসেবে নিজেদের [illegible] করে নিচ্ছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৯১ [illegible] টি আসনে তারা নির্বাচনী এলাকায় প্রদত্ত বৈধ ভোটের [illegible] এর বেশী পেয়েছেন এবং [illegible] পেয়েছেন [illegible] এর বেশী, বেগম জিয়া একক ভাবে সর্বাধিক আসনে সর্বাধিক হারে ভোট পেয়েছেন। [illegible] বলা যায়, নারীর রাজনৈতিক [illegible] গ্রহনযোগ্যতার সার্বিক প্রবনতা ইতিবাচক ও [illegible] কোন মহিলা প্রার্থী [illegible] পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীর [illegible] ভোটের ব্যবধানে হেরে গেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

## জাতীয় সংসদে মহিলা অবস্থানঃ

নির্বাচিত বছরগুলোতে জাতীয় সংসদে সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনে নারী অংশগ্রহণের কিছুটা উন্নতি হয়েছে। নিম্নোক্ত সারণীতে সংসদে মহিলা অবস্থানের শতকরা হার প্রদত্ত হলো -

সারণীঃ জাতীয় সংসদে মহিলা অবস্থান ঃ

| বছর | নির্বাচিত মহিলাগণের মোট সংখ্যা | সংরক্ষিত আসন সংখ্যা | সংসদে মহিলাদের অবস্থান |
|---|---|---|---|
| ১৯৭৩ | ০ | ১৫ | ৪.৮ |
| ১৯৭৯ | ২ | ৩০ | ৯.৭ |
| ১৯৮৬ | ৭ | ৩০ | ১০.৬ |
| ১৯৮৮ | ৪ | - | - |
| ১৯৯১ | ৯ | ৩০ | ১০.৬ |
| ১৯৯৬ | ৭ | ৩০ | ১১.২১ |

সূত্রঃ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনঃ ১৯৯৪ বাংলাদেশে মানব ও উন্নয়ন
মহিলাদের ক্ষমতায়ন, মার্চ ১৯৯৪।
[illegible] • [illegible]বাতা, প্রথম, বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬
পৃষ্ঠা - ৪ ও ৫।

Dhaka University Institutional Repository

## জাতীয় সংসদে সাধারন আসনঃ

বাংলাদেশের আইনসভা বা জাতীয় সংসদ একক ভৌগলিক নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ৩০০ আসনের ব্যবস্থা রয়েছে। এই ৩০০ টি সাধারন সদস্য সংখ্যার আসনের জন্য নারীরা প্রার্থী হতে পারেন। বিভিন্ন সময় প্রত্যক্ষ নির্বাচনে মহিলাদের অবস্থান নির্বাচনে নারী অংশগ্রহনের অবস্থা চিহ্নিত করে -

ছকঃ জাতীয় সংসদের প্রত্যক্ষ নির্বাচনে মহিলাদের অবস্থান

| সন | মহিলা প্রার্থী % | প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত | উপ নির্বাচনে নির্বাচিত |
|---|---|---|---|
| ১৯৭৩ | ০.৩ | ০ | ০ |
| ১৯৭৯ | ০.৯ | ০ | ২ |
| ১৯৮৬ | ১.৩ | ৫ | ১ |
| ১৯৮৮ | ০.৭ | ৪ | ০ |
| ১৯৯১ | ১.৫ | ৮* | ১ |
| ১৯৯৬ | ১.৩৬ | ৫* | ২ |

*শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া একাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেছেন।

উৎস ঃ নারীর জন্য উইমেন ফর উইমেন-এর নিউজলেটার,
প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬।
পৃষ্ঠা - ৪ ।

জাতীয় সংসদের প্রত্যক্ষ নির্বাচনে মহিলাদের অবস্থান বিশ্লেষণে দেখা যায় নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারন আসনে সংসদে মহিলা উপস্থিতির হার তুলনামূলকভাবে অনেক কম হলেও সংরক্ষিত আসন বাতিলের সেই হার দুবই কম। ১৯৯১ এর নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা ৪০ এর উর্দ্ধে পৌঁছায় এবং ১৯৮৬ সনের দ্বিগুনের অধিক দাড়ায়। বাংলাদেশী নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহনের পরিসংখ্যানের পটভূমিতে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে নারী পুরুষ সমতা ও সমদর্শিতার লক্ষ্য অর্জন সুদূর পরাহত এবং শুধু মাত্র বিশেষ পদক্ষেপ ও কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে বিদ্যমান ব্যবধান হ্রাস করা সম্ভব।

জাতীয় সংসদে বিজয়ী মহিলা সদস্যদের শতকরা হার বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৯৭৩ এ সাধারন আসনে নারীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, কিন্তু একজনও বিজয়ী হননি। ১৯৭৯ সনে নারীরা বিজয়ী হতে পারেননি। উপ-নির্বাচনে ১৯৭৯ সালে ২ জন মহিলা প্রার্থী জেতেন। ১৯৮৬ সালে শেখ হাসিনা তিনটি আসনে বিজয়ী হন, ফলে ২টি আসনে আবার উপ-নির্বাচন হয় এবং নারী প্রার্থীরাই এ আসন দুটি লাভ করেন। ১৯৮৮ সালে সংরক্ষিত আসন ধারাটি অকার্যকর ছিল। ১৯৯১ এ বেগম খালেদা জিয়া পাঁচটি আসনে সফল হন যার মধ্যে ৫টি আসনই বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে যায়। ফলে ৪টি আসনের উপ-নির্বাচনে বি.এন.পি পুরুষ প্রার্থী দেন, কিন্তু আওয়ামীলীগ ১টি কেন্দ্রে মহিলা প্রার্থী দেন, মহিলা প্রার্থী নির্বাচিত হতে পারেননি। নিম্নের পরিসংখ্যানে জাতীয় সংসদে বিজয়ী মহিলাদের শতকরা হার প্রদত্ত হলো -

ছকঃ জাতীয় সংসদে বিজয়ী মহিলা সদস্যদের শতকরা হার

| নির্বাচনের বছর | সাধারন আসনে বিজয়ী মহিলাদের সংখ্যা | সাধারন আসনে বিজয়ী মহিলাদের শতকরা হার | মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন | মহিলাদের শতকরা হার, সর্বমোট আসনের পরিপ্রেক্ষিতে |
|---|---|---|---|---|
| ১৯৭৩ | ০ | ০ | ১৫ | ৪.৮ |
| ১৯৭৯(ক) | ০ | ০ | ৩০ | ৯.০ |
| ১৯৭৯(খ) | ০+২ | ০.৭ | ৩০ | ৯.৭ |
| ১৯৮৬(ক) | ৫ | ১.৭ | ৩০ | ১০.৬ |
| ১৯৮৬(খ) | ৩+২ | ১.৭ | ৩০ | ১০.৬ |
| ১৯৮৮ | ৪ | ১.৩ | - | - |
| ১৯৯১(ক) | ৮ | ২.৭ | ৩০ | ১১.৫ |
| ১৯৯১(খ) | ৪+১ | ১.৭ | ৩০ | ১০.৬ |

উৎস ঃ ডঃ নাজমা চৌধুরী, উইমেন ইন ডেভেলপমেন্ট,
এ গাইড বুক ফর প্লানারস (খসড়া রিপোর্ট) ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

## জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনঃ

মহিলাদের জন্য ৩০ টি সংরক্ষিত আসনে নির্বাচক মন্ডলীর বা ইলেকটোরাল কলেজের দায়িত্ব পালন করেন জনগণ কর্তৃক সরাসরি ভোটে নির্বাচিত সংসদ, যা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই পুরুষ দ্বারা গঠিত।

[illegible] বাংলাদেশ আবির্ভাবের পর থেকে এ পর্যন্ত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মহিলা আসনগুলির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, [illegible] সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অনুকূলে যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ১৯৭৩ সালে [illegible], ১৯৭৯ সনে বি.এন.পির, ১৯৮৬ সনে জাতীয় পার্টির, ১৯৯১ সনে বি.এন.পির মহিলা সদস্যগণ সংরক্ষিত [illegible] করেন।

১৯৭২ সনে প্রণীত বাংলাদেশ সংবিধানের ৬৫ ধারার অধীনে জাতীয় সংসদে ৩০০ টি আসনের অতিরিক্ত ১৫ টি আসন নারীদের [illegible] উদ্দেশ্যে ১০ বছরের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা নারীদের ৩০০ টি [illegible] নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অধিকার [illegible]। পরবর্তীকালে ১৯৭৯-এর নির্বাচনের প্রাক্কালে [illegible] ও সংরক্ষণের সময়কাল বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৩০ ও ১৫ করা হয়। ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বরের প্রথম [illegible] প্রবর্তনের ১৫ বছর পূর্তির প্রাক্কালে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে [illegible] সংসদ ভেঙ্গে দেয়া [illegible] অনুযায়ী সংরক্ষণ পদ্ধতি অবলুপ্ত [illegible]। ফলে ১৯৮৮ সালে নির্বাচিত সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল না। ১৯৯০ সালে সংবিধানের দশম সংশোধনী দ্বারা সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তন করা হয় [illegible] অনুযায়ী যে সময় প্রচলিত সংসদের পরবর্তী সংসদ থেকে এ ব্যবস্থা কার্যকর হবে এবং ১০ বছরকাল [illegible] হবে [illegible] আন্দোলনের মুখে [illegible] সরকারের পতন ঘটিলে ১৯৯১ সালে [illegible] জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় [illegible] ৩০ টি সংরক্ষিত আসন পুনরায় সংসদে সংযোজিত হয়। এ ব্যবস্থা সংবিধানের [illegible] অনুযায়ী [illegible] [illegible]। [illegible] ব্যবস্থা বলবৎ রাখার জন্য বা সংরক্ষণ প্রক্রিয়া [illegible] করতে হলে পুনরায় সংবিধান সংশোধনী প্রয়োজন [illegible] ১৪ তম সংশোধনী প্রয়োজন।

[illegible] সংসদীয় নির্বাচনে সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ও রাজনৈতিক দলের প্রার্থী পরবর্তী সারণীতে প্রদত্ত হলো -

জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন

| নির্বাচনের সন | আসন সংখ্যা | রাজনৈতিক দলের প্রার্থী |
|---|---|---|
| ১৯৭৩ | ১৫ | আওয়ামী লীগ |
| ১৯৭৯ | ৩০ | বি.এন.পি |
| ১৯৮৬ | ৩০ | জাতীয় পার্টি |
| ১৯৮৮ | - | - |
| ১৯৯১ | ৩০ | বি.এন.পি-২৮<br>জামাত - ২ |
| ১৯৯৬ | ৩০ | আওয়ামী লীগ - ২৭<br>জাতীয় পার্টি-৩ |

উৎসঃ নারী বার্তাঃ উইমেন ফর উইমেনের নিউজ লেটার,
প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা,
সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৪।

*Dhaka University Institutional Repository*

## মহিলা সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাঃ

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারীরা সকলেই শিক্ষিত। ১৯৭৩ এবং ১৯৭৯ সনে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত নারী সংসদে নির্বাচিত হন। ১৯৯১-এর নির্বাচনে এক চতুর্থাংশ মহিলা এম.এ.পাশ। নিম্নের সারণী মহিলা সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবৃত করে -

সারণীঃ মহিলা সাংসদদের (সংরক্ষিত আসন) শিক্ষাগত
যোগ্যতার বিবরন (১৯৭৩ - ১৯৯১)

| সাল | সদস্য সংখ্যা | পি.এইচ.ডি% | ডাক্তার % | এম.এ. % | বি.এ % | আই.এ % | ম্যাট্রিক % | ম্যাট্রিকের নিচে % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯৭৩ | ১৫ | ৬.৬ | - | ৪৬.৬ | ৩৩.৩ | ৬.৬ | ৬.৬ | - |
| ১৯৭৯ | ৩০ | ৩.৩ | - | ৩৬.৬ | ২৩ | ২০ | ১৩ | ৩.৩ |
| ১৯৮৬ | ৩০ | - | ৩.৩ | ২৬.৬ | ৪৩ | ১০ | ৮.৬ | - |
| ১৯৯১ | ৩০ | - | - | ২৬.৬ | ৩৩ | ২০ | ১০ | ৩.৩ |

উৎসঃ ড. নাজমা চৌধুরী এবং প্রফেসর আল মাসুদ হাসানুজ্জামান, ১৯৯৩।

মহিলা সাংসদদের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, ১৯৯১ সালে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নারীরাই সংসদে বেশি নির্বাচিত হয়েছেন। এটি নারীদের পক্ষে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। নিম্নে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মহিলাদের সংখ্যা প্রদত্ত হলো -

সারণীঃ নির্বাচনের বছর ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা
সম্পন্ন মহিলা সাংসদদের বিবরণ
(১৯৭৩ - ১৯৯১)

| নির্বাচনের বছর | মহিলা সাংসদের সংখ্যা | অভিজ্ঞ সাংসদের সংখ্যা | শতকরা হার |
|---|---|---|---|
| ১৯৭৩ | ১৫ | ৫ | ৩৩.৩ |
| ১৯৭৯ | ৩০ | ৭ | ২৩.৩ |
| ১৯৮৬ | ৩২ | ৩ | ৯.৩ |
| ১৯৮৮ | ৪ | ৩ | .৭৫ |
| ১৯৯১ | ৩৫ | ১২ | ৩৪.২ |

উৎসঃ নারী ও উন্নয়ন ঃ প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান
প্রকাশনায়- উইমেন ফর উইমেন,
মার্চ, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১৩২।

জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনের ক্ষেত্রে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে ৩০টি অঞ্চলে বিভক্ত করে। বিভিন্ন সময়ে সংসদে মহিলা মনোনয়নের শতকরা হার পরবর্তী পৃষ্ঠায় চিত্রে দেখানো হলো-

চিত্রঃ সংসদে মহিলা মনোনয়ন।

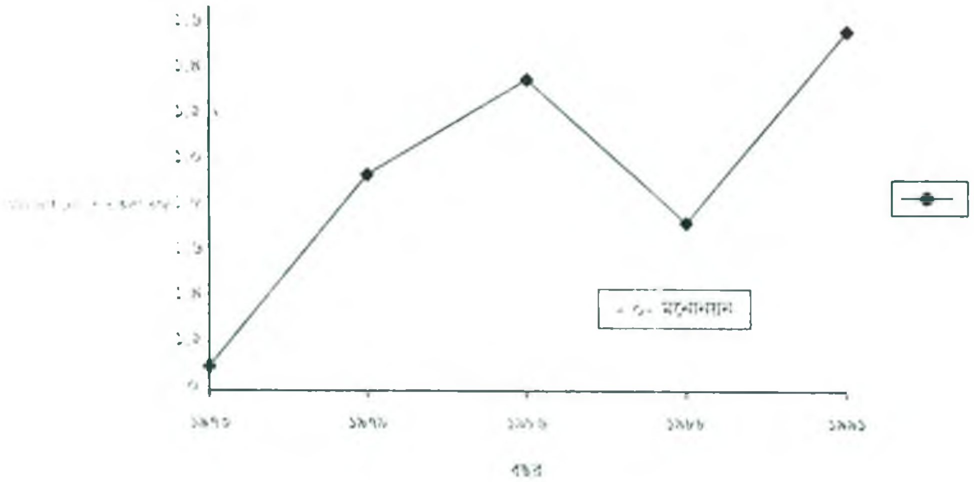


উৎস ঃ নারী ও উন্নয়ন ঃ প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান।
উইমেন ফর উইমেন প্রকাশনা। পৃষ্ঠা - ১৪২.

Dhaka University Institutional Repository

## সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনঃ

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মোট ৩৬ জন মহিলাকে মনোনয়ন দান করে। এদের মধ্যে ৫ জন মহিলা প্রার্থী ১১টি নির্বাচনী এলাকা হতে জয়লাভ করেন। নিম্নোক্ত ছকে তা দেখানো হলো-

ছকঃ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩৬ জন মহিলার প্রত্যক্ষ ভোটে অংশগ্রহন এবং ৫ জনের জয়লাভ :

| প্রার্থী | নির্বাচনী এলাকা | প্রাপ্ত ভোট | মোট প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ | মোট ভোট পড়েছে% | মোট ভোট |
|---|---|---|---|---|---|
| শেখ হাসিনা | গোপালগঞ্জ-৩ | ১০২৬৮৯ | ৯২.১৮ | ৭৯.৮৩ | ১৩৯.৫৩৯ |
| | খুলনা-১ | ৬২২৪৮ | ৫৩.৯৩ | ৭৯.৭৬ | ১৪৪৭১৯ |
| | বাগেরহাট-১ | ৭৭৩৩৭ | ৫১.৩৫ | ৮২.৭৫ | ১৮১৯৮৬ |
| বেগম খালেদা জিয়া | বগুড়া-৬ | ১০৩৭৩৯ | ৫৬.৪৩ | ৭৮.১৯ | ২৯৬৪১৭ |
| | বগুড়া-৭ | ১৭৪১৭১ | ৭২.৬৮ | ৭৯.৫০ | ১৮৭৪৪২ |
| | ফেনী-১ | ৮৫০৬৮ | ৫৫.৫৬ | ৭৪.৫০ | ১৫৭২৪৮ |
| | লক্ষীপুর-২ | ৫৯০৯১ | ৫১.৬৫ | ৮২.১৯ | ১৮৩৮৯১ |
| | চট্টগ্রাম-১ | ৬৬৩৩৬ | ৪৮.১৭ | ৭৮.৫৩ | ১৭৫৩৮৩ |
| বেগম রওশন এরশাদ | ময়মনসিংহ-৪ | ৭২১৩০ | ৩৬.৪৯ | ৬৫.৪৮ | [illegible] |
| বেগম মতিয়া চৌধুরী | শেরপুর-২ | ৬৩৫৭৪ | ৪২.০২ | ৭৩.৪৪ | ২১১৬৩১ |
| খুরশিদ জাহান হক | দিনাজপুর-৩ | ৫১.৮০১ | ৩১.০২ | ৭৮.৭৮ | ১৯৩৩০৫ |

উৎস : 'নারীবার্তা' উইমেন ফর উইমেন এর নিউজলেটার
প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ২

সপ্তম সংসদ নির্বাচনে ৩৬ জন নারী প্রার্থী ছিলেন। [illegible] প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে সর্বমোট নারী প্রার্থীরা [illegible] ৮৮ টি নির্বাচনী এলাকায়)১১টি আসনে তারা [illegible] হন। অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিত আসনের ২৩% [illegible] করেন। তবে বস্তুতপক্ষে ৫ জন নারী সংসদ নির্বাচিত হন। [illegible] আরো ৫ টি আসনে [illegible] স্থানে ছিলেন। বিজয়ী প্রার্থীর সাথে দুটি নির্বাচনী এলাকায় তাদের ভোটের ব্যবধান ছিল। নিতান্তই [illegible]

[illegible] মধ্যে নিয়ে ১৮ জন প্রার্থীর ভোটের পরিসংখ্যান [illegible]। বাকী ৩০ জন প্রার্থীর [illegible] হয়।

সারণীঃ সপ্তম সংসদ নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হিসাব :

| ১১-২০ | ২১-৩০ | ৩১-৪০ | ৪১-৫০ | ৫১ এবং অধিক |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ৩ | ৫ | ৬ | ২ |

উৎস : নারীর ক্ষমতায়নঃ রাজনৈতিক প্রেক্ষিত, ৬ ঃ
নাজমা চৌধুরী, ভোরের কাগজ,
তারিখ- ২-১১-৯৬।

[illegible] করে নিতে হয় শতকরা এই ৬৬ [illegible] বর্তমান [illegible] শেখ হাসিনা ও [illegible] খালেদা জিয়ার প্রাপ্ত ভোট। তবে যারা এই [illegible] হয়েছেন, তাদের মধ্যে [illegible] সবাই [illegible] এবং তারা তুলনামূলকভাবে দীর্ঘদিন রাজনীতির [illegible] বা রাজনৈতিক [illegible] সঙ্গে জড়িত। ৬২.৫% আসনে নারী প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এদের [illegible] নিজ নির্বাচনী [illegible] ভোটের [illegible] পেয়েছেন। লক্ষণীয় যে, মোট ২৫৭৬ পুরুষ প্রার্থীর [illegible] জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে [illegible] এই নির্বাচনী বাস্তবতার বিভিন্ন ব্যাখ্যা [illegible] তা বিশেষ [illegible] ইঙ্গিত করে [illegible] খুব একটা আরাম [illegible] করেন নি।

Dhaka University Institutional Repository

## নির্বাচন অঙ্গীকার ও গঠনতন্ত্রঃ

বিভিন্ন দলের নির্বাচনী অঙ্গীকার ও গঠনতন্ত্র অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, দলগত কর্মসূচীতে [illegible] প্রসঙ্গটির উপর খুব কমই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যেমন-

## আওয়ামীলীগ ঃ

আওয়ামীলীগ মানবাধিকারের নীতির উপর গুরুত্বারোপ করে। এই দলের ইশতেহারে - [illegible] ও [illegible] উন্নয়ন শিরোনামে ৩টি দাবী [illegible] পরিকল্পনা পেশ করা হয়েছে এবং আইন শৃঙ্খলা ও সামাজিক নিরাপত্তার অধীনে [illegible] নির্যাতনের উল্লেখ করা হয়েছে। এই দলটি মৌলিক মানবাধিকারের উপর জোর দেয় এবং এই মূলনীতিকে অনুসরণ করে তারা সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতার কথা বলে, মৌলিক প্রয়োজনে [illegible] সম্পদের সমবন্টন ও নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে দক্ষ শ্রমশক্তিতে পরিনত করার কথা বলে।

## বি,এন,পি ঃ

জাতীয়তাবাদী দল উন্নয়ন ও উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে মহিলাদের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে [illegible] অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ঘোষণা পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে। বি,এন,পি তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে [illegible] উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও অধিকার সংক্রান্ত ৩টি দাবী বা ঘোষনা তাদের অর্থনৈতিক ও মানবাধিকার [illegible] আবদ্ধ রেখেছে। বি,এন,পি উন্নয়নে নারীর ভূমিকার উপর জোর দেয় এবং তাদেরকে স্বনির্ভর করে তুলতে [illegible] বাড়ানোর প্রকল্পের উপর গুরুত্বারোপ করে।

## বামপন্থী দলসমূহঃ

বামপন্থীদল সমূহ স্বীকার করে যে [illegible] সমদর্শিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন কিন্তু কোন রাজনৈতিক [illegible] নারী সমস্যাকে কোনভাবে প্রাধিকারযুক্ত করে না। এ সম্পর্কে কোন এজেন্ডা নেই, নেই কোন কর্মপরিকল্পনা [illegible] ও নির্বাচনী সংস্কারমূলক কোন সুপারিশ।

## জামাত-এ-ইসলামীঃ

এই দল [illegible] সমতায় বিশ্বাস করে না। উপরন্তু জীবনের সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক পৃথক [illegible] এমনকি [illegible] এই দলটি জাতীয় সংসদে মানবাধিকার, নারী আন্দোলন ও নারীর প্রতি [illegible] বিরোধী [illegible] ব্রালয়ে [illegible] সংক্রান্ত বিল উত্থাপনের পদক্ষেপ নিয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

# মন্ত্রীসভায় নারীর অবস্থান

## বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রীসভায় নারী অংশগ্রহনঃ

১৯৯০-৯১ সালের সাহাবুদ্দিন আহমেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন মহিলা উপদেষ্টা ছিলেন না। কিন্তু ১৯৯৬ সালে হাবিবুর রহমানের উপদেষ্টা পরিষদে একজন মহিলা উপদেষ্টা ছিলেন।

খালেদা জিয়া অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের মার্চ ১৯৯১-এ প্রথম মন্ত্রীসভা গঠনের কালে নিজ দায়িত্বে [illegible] সংস্থাপন, তথ্য, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিষয় সমূহ এবং পরবর্তীতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ [illegible] প্রথম ৩১ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভায় তিনি ব্যতীত আর কোন মহিলা মন্ত্রী ছিলেন না। এমনকি [illegible] সংসদে [illegible] আর কোন মহিলা সাংসদ ছিলেন না এবং সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন [illegible] সেপ্টেম্বর [illegible] পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন হলে তিনি পুনর্গঠিত মন্ত্রীসভায় ২ জন মহিলা প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ করেন [illegible] সংসদে সংরক্ষিত আসনে সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া মন্ত্রীপরিষদে নিজ দায়িত্বে রাখেন প্রতিরক্ষা, সংস্থাপন ও মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ। সুতরাং নারী এখনও মন্ত্রীসভার দায়িত্বের ক্ষেত্রে 'স্টেরিওটাইপ' বা চিরাচরিত ভাবে বাঁধা [illegible] খালেদা জিয়া, যার দলের অভ্যন্তরে শীর্ষে অবস্থান মন্ত্রীপরিষদে তাঁর অবস্থান নিয়ে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন [illegible] বাংলাদেশ রাজনীতির শীর্ষ চত্বরে ক্ষমতার বন্টন অনেকাংশে নির্ভর করে রাজনৈতিক শক্তির সমীকরণের উপর [illegible] একভাবে নারী রাজনৈতিক শক্তিতে দুর্বল ফলে, সংসদে ও নির্বাচনী এলাকায় [illegible] সাথে মন্ত্রীপরিষদে তাদের দুর্বল অবস্থানের একটা যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়।

১৯৯৬ সালে নির্বাচিত শেখ হাসিনা সরকার ব্যবস্থায় তিনি প্রধানমন্ত্রী এবং বেগম মতিয়া চৌধুরী কৃষি মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে এই সরকারের মন্ত্রীসভায় ২৪ জন মন্ত্রীর মধ্যে মহিলা মন্ত্রীর সংখ্যা ৪ জন প্রধানমন্ত্রী সহ নিম্নে বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ে মহিলা মন্ত্রীর সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলো-

সারণী: বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ে মহিলা মন্ত্রীর সংখ্যা ও শতকরা হার।

| প্রশাসন | মোট মন্ত্রীর সংখ্যা | মোট মহিলা মন্ত্রীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৭২-৭৫) | ৫০ | ২ |
| জিয়াউর রহমান (১৯৭৯-৮২) | ১০১ | ৬ |
| হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ | ১৩৩ | ৪ |
| বেগম খালেদা জিয়া (১৯৯১-৯৬) | ৩৯ | ৩ |
| শেখ হাসিনা (১৯৯৬-বর্তমান) | ২৬ | ৪ |

উৎস নারী ও উন্নয়নঃ প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, পৃ-১৩৫।
উৎসঃ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ৮ মার্চ '৯৭।
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়।

Dhaka University Institutional Repository

## মন্ত্রীসভায় নারী অংশগ্রহনঃ

[illegible] নাতনভাবেই নারীরা ক্ষমতা চর্চার ক্ষেত্রে খুব সীমাবদ্ধ সুযোগ পেয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো বিশেষ করে [illegible] গণতন্ত্রের ধারক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সাংবিধানিক প্রথা হলো প্রেসিডেন্ট পদে কোন মহিলা প্রার্থী দাড়াতে পারবে না। সেই তুলনায় বিশ্বের অনুন্নত ও পশ্চাদপদ দেশগুলোর অন্যতম বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী - উভয় পদেই নারী নেতৃত্ব রয়েছে যা আমেরিকাতে কল্পনাই করা যায় না। তথাপি উচ্চ পর্যায়ে বিশেষ করে সরকারের নির্বাহী বিভাগে [illegible] পরিষদে নারীদের অবস্থান খুবই ক্ষীন। মন্ত্রীসভায় নারী অংশগ্রহন নিম্নোক্তভাবে আলোচনা করা যায়।

উর্দ্ধতন [illegible] পদে নারীগনঃ

[illegible] নারীগন ক্ষমতাকেন্দ্রে সীমাবদ্ধ সুযোগ পেয়েছে। সরকারের নির্বাহী বিভাগের [illegible] [illegible] [illegible] প্রতিনিধিত্ব এবং সর্বোপরি কোন প্রতিনিধিত্ব নেই। পরবর্তী পৃষ্ঠার ছকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে [illegible]

[illegible]ণীঃ মন্ত্রীপর্যায়ে মহিলা অংশগ্রহন

| বছর | পূর্ন মন্ত্রীর পদ | | | | প্রতি/উপমন্ত্রী | | | | মোট | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | পুরুষ | % | নারী | % | পুরুষ | % | নারী | % | পুরুষ | % | নারী | % |
| ১৯৭২-[illegible] | [illegible] | ১০০ | ০ | ০ | ১৭ | ৮৯ | ২ | ১১ | ৫০ | [illegible] | ২ | ৪ |
| [illegible] | ৬১ | ৯৭ | ২ | ৩ | ৩৮ | ৯০ | ৪ | ১০ | ১০১ | [illegible] | ৬ | ৬ |
| [illegible] | ৮৫ | ৯৭ | ৩ | ৩ | ৪৮ | ৯৮ | ১ | ২ | ১৩৩ | ৯৭ | ৪ | ৩ |
| [illegible] | ৮[illegible] | ৯৭ | ৩ | ৩ | ৪৮ | ৯৮ | ১ | ২ | ১৩৩ | ৯৭ | ৪ | ৩ |
| ১৯৯১-৯৬ | ২২ | ৯৫ | ১ | ৫ | ১৬ | ৮৯ | ২ | ১১ | ৩৮ | ৯২ | ৩ | ৮ |
| [illegible] | ১[illegible] | ৮২ | ৩ | ১৮ | ৯ | ৯০ | ১ | ১০ | ২৩ | ৮৫ | ৪ | ১৫ |

[illegible]সঃ নাজমা চৌধুরী 'উইমেন ইন পলিটিক্স'।
এমপাওয়ারমেন্ট' - উইমেন উইমেন ফর উইমেনের একটি জার্নাল, ভল্যুম- ১, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৪৭
[illegible] জাতিসংঘের 'নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূরীকরন সনদ' কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত [illegible], মার্চ ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১৮।

Dhaka University Institutional Repository

## মনোনয়নঃ

বিগত দশকে বৃহত্তর অংশগ্রহনের একটি প্রবনতা পরিস্ফুট হয়েছে। নারী প্রার্থীদের মনোনয়ন দেবার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা খুব ইতিবাচক নয়। বিভিন্ন সময় নারী সংগঠন থেকে দাবি ওঠে যে রাজনৈতিক দলে ন্যূনতম হারে হলেও নারী প্রার্থী মনোনয়ন নির্দিষ্ট করা হোক। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে জাতীয় পার্টি প্রথমবারের মত ২ জন মহিলা প্রার্থীকে মনোনয়ন দান করে। আওয়ামীলীগ ৮ জনকে মনোনীত করলেও ৪টি আসনেই শেখ হাসিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে । ১৯৯১ এর নির্বাচনে ১৬ টি রাজনৈতিক দল মহিলা প্রার্থীর মনোনয়ন প্রদান করে। ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে মোট ৩৬ জন মহিলাকে মনোনয়ন দান করে।

Dhaka University Institutional Repository

# রাজনৈতিক দলে নারীর অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

## ■ রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারী অংশগ্রহনঃ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের দলীয় পদসোপানের উর্ধ্বে খুব কম সংখ্যক নারী নেতৃত্বে অধিষ্টিত।

গত সংসদ নির্বাচনে মোট ৪৭টি আসনে ৩৬ জন মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ন হয়েছিলেন। নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী ৩৬ জন মহিলা প্রার্থীর মধ্যে বিজয় অর্জন করেছিলেন মোট ৫ জন।

সারণীঃ রাজনৈতিক নেতৃত্ব নারী (১৯৯৬ এর নির্বাচনে ৫ জনের জয়লাভ)

| রাজনৈতিক দল | বিজয়ীদের নাম | পদ |
|---|---|---|
| আওয়ামীলীগ | শেখ হাসিনা | প্রধানমন্ত্রী |
| বি.এন.পি | বেগম খালেদা জিয়া | বিরোধী দলীয় নেত্রী |
| আওয়ামীলীগ | মতিয়া চৌধুরী | খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী |
| জাতীয় পার্টি | বেগম রওশন এরশাদ | সংসদ সদস্য |
| বি.এন.পি | খুরশীদ জাহান হক | সংসদ সদস্য |

উৎসঃ 'নারী' এপ্রিল -জুন ১৯৯৬
প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, পৃষ্টা-২২ হতে সংগৃহীত।

উপনির্বাচনে আরও ২জন প্রার্থী জয়লাভ করেন। তারা হলেন- বি.এম.পি-এর মমতাজ বেগম (প্রাপ্ত ভোট ৪৫.৪৪১) এবং জাতীয় পার্টির তাসমিনা হোসেন। (প্রাপ্ত ভোট ৩১.০০৭)।

জাতীয় সংসদে বর্তমানে ৩০টি সংরক্ষিত আসনের মধ্যে আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী ২৭ জন ও জাতীয় পার্টির মনোনীত ৩ জন প্রার্থসহ সর্বমোট ৩০ জন মহিলাকে ৩০ টি আসনের জন্য বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকার মনোনীত করেছেন।

দুটি দলের সর্বোচচ অবস্থানে নারী থাকলেও দলের উচচতর কাঠামোয় নারীর সম্পৃক্তি সীমিত। দল দুটির এই দুই নেত্রী তাদের দলের সমস্যা বিজড়িত সময়ে দলের হাল ধরেছেন এবং তাদের নিজ নিজ দলকে একতাবদ্ধ করার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে সফল হয়েছেন। একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পিতা এবং স্বামী নিহত হবার পর দুই নেত্রী রাজনীতিতে এসেছেন এই সূত্রে প্রায়ই বলা হয় যে, দুই নেত্রী উত্তরাধিকার সূত্রে রাজনীতিতে এসেছেন, কিন্তু একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই দুই নেত্রীর কেউই তাঁদের নিজ নিজ দল স্ত্রীতে ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় নেতৃত্বের পদটি উত্তরাধিকার হিসাবে প্রাপ্ত হননি। নেতৃত্বে অধিষ্টিত হওয়ার পর তাঁরা তাদের নিজস্ব গতিময়তা ও শক্তি সৃষ্টিতে সক্ষম হয় এবং দুর্যোগপূর্ন সময়ে তাঁহার দলকে শক্তভাবে একতাবদ্ধ রেখে এগিয়ে নিয়ে যান।

দলীয় নেতৃত্বের উর্ধ্বস্তরে নারীদের সংখ্যা খুবই কম। যেমন-বি.এন.পি-এর ১৫ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় স্থায়ী কমিটিতে একমাত্র মহিলা সদস্য ছিলেন খালেদা জিয়া এবং তা দলীয় চেয়ারপার্সন পদাধিকারবলে। আওয়ামীলীগে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট 'প্রেসিডিয়াম'-এ মাত্র ২ জন মহিলা।

*Dhaka University Institutional Repository*

## রাজনৈতিক দলীয় নারীদের আর্থসামাজিক পটভূমিঃ

নারী রাজনীতিবিদগন সাধারনত মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেনীর অন্তর্গত। সামাজিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত দল হতে তাদের আগমন ঘটে। ১৯৭৪ সালের একটি জরিপে দেখা যায় তারা রাজনৈতিক যোগাযোগ সম্পন্ন পরিবার হতে এসেছে এবং তারা উচ্চ শিক্ষিত। ১৯৮১ সালে জাতীয় আইন বিভাগে নারী রাজনীতিবিদগনের ২৫% এর মতে তাদের আয়ের উৎস কৃষি জমি, ৪৬% এর কোন পেশা ছিল না কিন্তু তারা প্রচুর জমির মালিক ছিল, এবং ২৯% এর মতে, শিক্ষকতা,ব্যবসা তাদের পেশা। তাদের পিতা বা স্থানীয় আর্থ-সামাজিক পটভূমি বিশ্লেষনে দেখা যায় তারা এলিট শ্রেনীর অন্তর্গত। তাদের মধ্যে ৬৬% মহিলা ছিল ৪০ বছর বয়সের নীচে। ফলে অধিকাংশেরই দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল না। তারা 'দলীয় কার্যক্রম' অপেক্ষা 'সামাজিক কার্যক্রমের' মাধ্যমে দলে আসে। তাছাড়াও নারী রাজনীতিবিদগনের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র দল আছে যারা ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত। তারা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করে। ফলে ছাত্র নেতৃত্ব পর্যায় থেকে পরবর্তীতে তারা তাদের দলে উন্নীত হয়।

*Dhaka University Institutional Repository*

## রাজনৈতিক দলের পদসোপানে নারীগনঃ

জেন্ডার ভিত্তিক তথ্যের অভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে প্রকৃত নারী সদস্য সংখ্যা নির্ধারন সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দলের পদসোপানে নারীদের অন্তর্ভূক্তি সীমিত। নিম্নোক্ত চিত্রে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

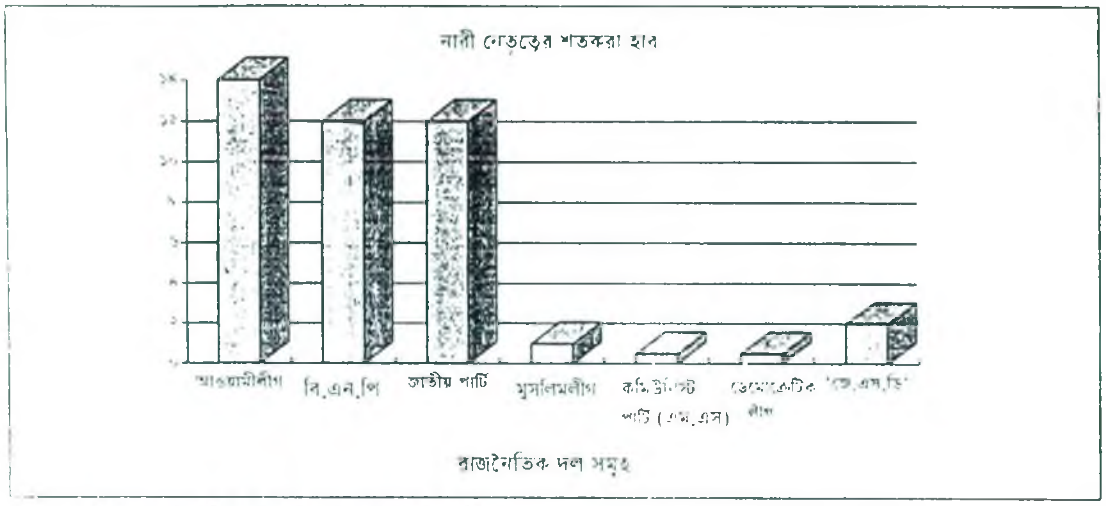


চিত্রঃ রাজনৈতিক দলের পদসোপানে নারী
উৎসঃ ডাসউইক প্রতিবেদনঃ ১৯৯৪
বাংলাদেশে মানব উন্নয়ন।
মহিলাদের ক্ষমতায়ন, মার্চ, ১৯৯৪। পৃষ্টা-৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

## রাজনৈতিক দলে নারী সদস্য সংখ্যা ও মনোনয়নঃ

বিভিন্ন নির্বাচনে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মহিলা সদস্য মনোনয়ন ও বিজয়ী মহিলাদের সংখ্যা বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, মহিলা প্রার্থী এবং যে সকল দল নির্বাচনে নারী প্রার্থী দিয়েছেন।
উভয়ের সংখ্যাই বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এখনও রাজনীতিতে নারীর সম্পৃক্ততা খুবই কম। যেমন-

সারণীঃ বিভিন্ন নির্বাচনে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মহিলা সদস্য মনোনয়ন ও বিজয়ী মহিলাদের সংখ্যা (১৯৭৯-৯১)

| নির্বাচনের বছর | নির্বাচনে প্রার্থী সংখ্যা | | | নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী দলের সংখ্যা | যে সকল দল নির্বাচনে মহিলা প্রার্থী দিয়েছেন তাদের সংখ্যা | মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা | স্বতন্ত্র প্রার্থী | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | সর্বমোট | পুরুষ | মহিলা | | | | পুরুষ | মহিলা |
| ১৯৭৯ | ২১২৫ | ২১০৮ | ১৭ | ২৯ | ৯ | ১৩ | ৪১৮ | ৪ |
| ১৯৮৬ | ১৪২৯ | ১৪০৯ | ২০ | ২৮ | ৫ | ১৪ | ৪৪৮ | ৫ |
| ১৯৮৮ | ৯৭৮ | ৯৭১ | ৭ | ১০ | ৩ | ৭ | - | ৩ |
| ১৯৯১ | ২৭৭৪ | ২৭২৭ | ৪৭ | ৭৫ | ১৬ | ৪০ | ৪১৭ | ৭ |

উৎসঃ নারী ও উন্নয়নঃ প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, উইমেন ফর উইমেন প্রকাশনা, মার্চ ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

## নারী সংগঠনের মাধ্যমে রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহনঃ

বাংলাদেশে সাধারনতঃ নারী সংগঠনগুলি নারী নির্যাতন ও নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে কর্মসূচী গ্রহন করে থাকে। নারী ও সমাজের সচেতনতা সৃষ্টি, নারীকে স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী করে তোলা, বিরাজমান জেন্ডার বৈষম্যের দূরীকরন-সার্বিকভাবে বলা যায় আদর্শগত ও কর্মপদ্ধতিগত ভিন্নতা সত্ত্বেও, এগুলোই নারী সংগঠনের মূল লক্ষ্য। কখনও সংগঠনগুলি জনমত সৃষ্টি বা সমর্থন 'মোবিলাইজেশনের'মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনুকূল মতামত তৈরীর প্রয়াস নেয়।

নারী সংগঠনগুলি সাধারনতঃ নিজেদের অরাজনৈতিক বলে দাবী করে। মূলতঃ সংগঠনগুলি নারী অধিকার ও সমতা আদায়ের লক্ষ্যে নিয়োজিত এবং এদিক থেকে তাদের লক্ষ্যের রাজনৈতিক মাত্রা অবশ্যই রয়েছে। নারী সংগঠনগুলি তৃনমূল পর্যায়ে সম্পৃক্ত বা বিস্তৃত এবং নারী সমাজকে 'মোবিলাইজ' করার ক্ষমতা ধারন করে।

মৌলিক সমস্যা অর্থাৎ মূল্যবোধের অবক্ষয়, দূর্নীতি, বৈষম্য, বঞ্চনা, নির্যাতন ইত্যাদির আন্দোলন ছাড়াও নারী সমাজকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নানা ইস্যুতে আন্দোলন করতে হয়। যেমন- পারিবারিক নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষন, যৌতুক, এসিড নিক্ষেপ, নিরাপত্তার অভাব, বাল্যবিবাহ, পন্য হিসেবে নারীর অবস্থান ইত্যাদিও বিরুদ্ধে একইভাবে বিভিন্ন নারী সংগঠন ও ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ আন্দোলন করছে। নারীর পেশাগত আন্দোলনে পেশাজীবি ও শ্রমজীবি নারীর মজুরী বৈষম্য, প্রসূতিকালীন ছুটি ও ভাতা বৃদ্ধি, নিয়োগপত্রের সমস্যা, বাধ্যতামূলক ওভারটাইম, কর্মক্ষেত্রে যৌন নির্যাতন, ছাটাই সমস্যা, ট্রেড ইউনিয়ন সমস্যা, বাসস্থান বা হোস্টেল সমস্যা, যাতায়াত সমস্যা, বোনাস ও দ্রব্যমূল্যের সাথে সমন্বয়সূচক বেতন নির্ধারনের বিষয় ইত্যাদি কর্মসূচী নেয়া হয়। অভাব দারিদ্র্য নারীকে পাচারের পন্য করে তুলেছে সে জন্য নারীর কর্মসংস্থানের দাবী হচ্ছে সমাজের সর্বস্তরের নারীর দাবী। শিক্ষিত ও নিরক্ষর নির্বিশেষে নারী স্বনির্ভর হতে চাচ্ছে। সরকারের স্বনির্ভর কর্মসূচী বা এন.জি.ও বা বেসরকারী প্রতিষ্টানের নানা প্রকল্পের মাধ্যমে নারীর স্বনির্ভর হওয়ার বিষয়টি প্রাধান্য পাচ্ছে। এভাবে নারী আন্দোলনের মাধ্যমে বিভিন্ন দাবী আদায়ের মাধ্যমে বিভিন্ন দাবী আদায়ের মাধ্যমে তারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহন করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

# কেসষ্টাডি ভিত্তিক

# জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

# সপ্তম জাতীয় সংসদে নারীর অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

# কেসষ্টাডিজ

## ১৯৯৬ সালে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

Dhaka University Institutional Repository

# তত্ত্বাবধায়ক সরকার

৩রা এপ্রিল ১৯৯৬, রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস এর অধীনে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার এর অধীনে ১০ জন উপদেষ্টা শপথ গ্রহণ করেন। উপদেষ্টা ছিলেন ৯ জন পুরুষ, ১ জন মহিলা।

রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস গতকাল বুধবার বিকেলে বঙ্গভবনে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ১০জন উপদেষ্টাকে শপথ বাক্য পাঠ করান। ছবিতে উপদেষ্টা (বাম থেকে) সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস, অধ্যাপক মোঃ শামসুল হক, সেগুফতা বখত চৌধুরী, এ জেড এম নাছিরউদ্দিন, মেজর জেনারেল (অবঃ) আবদুর ... ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, সৈয়দ মনজুর ইলাহী, ড. নাজমা চৌধুরী ও ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী — ভোরের কাগজ

তারিখ : ৪ঠা এপ্রিল ১৯৯৬

দৈনিক ভোরের কাগজ

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৯৬

# নির্বাচনী ইশতেহার

## বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

### নারী

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী সমাজের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। নারী সমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা হবে। নারী নির্যাতন রোধ ও সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী অবহেলিত নারী ও শিশুদের মর্যাদা, অধিকার ও ভাগ্যোন্নয়নে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository



# বিএনপির নির্বাচনী ইশতাহার

নারী সমাজ ঃ

১। বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারের প্রত্যেকটি কন্যা সন্তানের কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেবার জন্য পৌর এলাকাসহ সারাদেশে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা এবং উপবৃত্তি কর্মসূচী সম্প্রসারণ করা হবে।

২। দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীসমাজকে আরও অধিকভাবে সম্পৃক্ত করার এবং নারীসমাজের ক্ষমতায়নের জন্য ব্যাপক ঋনদান ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

৩। সরকারী চাকুরীতে মহিলাদের জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে।

৪। সক্ষম বিধবা ও পারিবারিক দিক থেকে অর্থনৈতিকভাবে সহায়তাহীন মহিলাদের শিক্ষা, দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুসারে স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

৫। বয়স্ক মহিলাদের জন্য শিক্ষা কর্মসূচী চালু করা হবে।

৬। গ্রামীণ মহিলাদের মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবেশ ও কৃষিকাজ সংক্রান্ত এবং বৃত্তিগত প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করা হবে।

৭। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম ও সমাজকল্যাণ বিভাগের বিভিন্ন পদে গ্রামীণ শিক্ষিত মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৮। কর্মজীবি মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ সরকারী তদারকী ব্যবস্থা চালু করা হবে।

৯। কর্মজীবি মহিলাদের জন্য পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন বড় শহরে হোস্টেলের সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে।

১০। মহিলাদের উপর সামাজিক ও পারিবারিক নির্যাতন বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন এবং নির্যাতিত ও দুস্থ মহিলাদের জন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করার প্রক্রিয়া সহজ করা হবে।

১১। যৌতুক বিরোধী আইন আরও সুনির্দিষ্টভাবে প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১২। নারী নির্যাতন বিরোধী আইনগুলি সমন্বিত ও আরও দৃঢ়ভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।

১৩। এখনও দেশে মেয়েরা এসিড নিক্ষেপের মত বর্বরতার শিকার হচ্ছে। এই জঘন্য অপরাধের জন্য দায়ী কোন অপরাধী যেন আইনের হাত থেকে রক্ষা না পায় তা নিশ্চিত করা হবে এবং বাজারে এসিড বিক্রির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হবে।

১৪। নারী এবং পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৫। প্রসূতি মৃত্যুর হার পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনার জন্য সকল উদ্যোগ ও ব্যবস্থা প্রসারিত করা হবে।

১৬। পল্লী অঞ্চলে দুঃস্থ মহিলাদের জন্য জাতীয় মহিলা সংস্থার মাধ্যমে বর্তমান ঋনদান ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হবে।

শ্রমিক সমাজ ঃ

১ আই.এল.ও কনভেনশনসমূহের এবং দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের ধারার সাথে সংগতি রেখে শ্রম আইন সংস্কার করা হবে।

২ শ্রমিকদের মজুরী ও ভাতা নির্ধারণের জন্য মজুরী কমিশন গঠন করা হবে।

৩ শ্রমিকদের চিকিৎসা ও তাদের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করার জন্য সকল শিল্পাঞ্চলে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শিশু অধিকার ঃ

১ সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী জোরদার করা হবে।

২ জন্মের অব্যবহিত পরে এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে আনার ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

৩ মাতৃমৃত্যুর আনুপাতিক হার কমিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪ পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৫ পর্যায়ক্রমে সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সার্বজনীন করা হবে।

৬ কর্মজীবি শিশু, পথশিশু, দুঃস্থ ও ভাগ্যহত প্রতিবন্ধী শিশুদের রক্ষা ও কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

Dhaka University Institutional Repository

# নির্বাচন:

নিম্নে বাংলাদেশের ১৯৯১ এর নির্বাচন এবং ১৯৯৬ এর নির্বাচন এর তালিকা উপস্থাপন হল।

## একনজরে নির্বাচন '৯৬

নির্বাচন : ১২ জুন ১৯৯৬, বুধবার।
ভোটগ্রহণ : বিরতি ছাড়া সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা।
আসন সংখ্যা : ৩০০
মোট জনসংখ্যা (জানুয়ারি '৯৫) : ১১,৯৯,৫৭,৩১৩
মোট ভোটার : ৫,৬৭,১৬,৯৩৭
ক. পুরুষ : ২,৮৭,৫৯,৯৯৫
খ. মহিলা : ২,৭৯,৫৬,৯৪২
মোট কেন্দ্র : ২৫,৯৫৭
ভোট কক্ষ : ১,১৪,৭৪৯
মোট নির্বাচনী কর্মকর্তা : ৩,৭০,৭৭৭
অংশগ্রহণকারী দল : ৮১
মোট প্রার্থী : ২৫৭৪
ক. স্বতন্ত্র : ২৮১
খ. নারী : ৪৮
গ. সংখ্যালঘু : ৭১
ঘ. অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা : ৪৪
রাজনৈতিক দলগুলোর মনোনীত প্রার্থী : ২২৯৩
ক. আওয়ামী লীগ : ৩০০
খ. বিএনপি : ৩০০
গ. জামাতে ইসলামী : ৩০০
ঘ. জাতীয় পার্টি : ২৯৩
ঙ. জাকের পার্টি : ২৪১
চ. ইসলামী ঐক্যজোট : ১৬৫
ছ. গণফোরাম : ১০৪
জ. অন্যান্য দল : ৫৯০
এক আসনে সর্বাধিক প্রার্থী : ২৪
এক আসনে সর্বনিম্ন প্রার্থী : ৪
নির্বাচনী ব্যয় : ৪৩ কোটি টাকা

## মানচিত্রে '৯১-এর ফলাফল

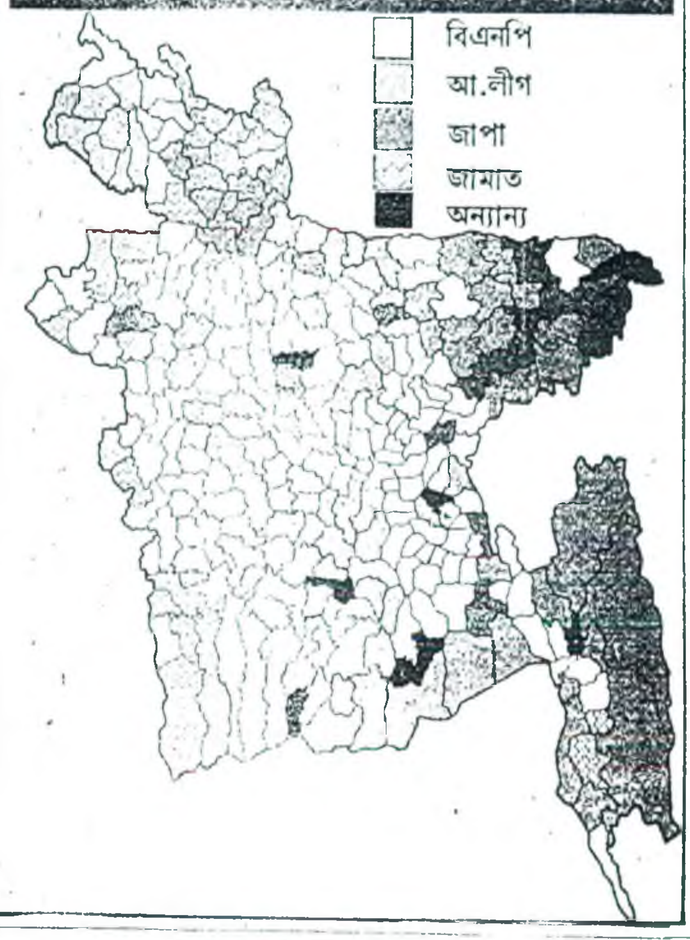


Source: 'ভোরের কাগজ'

Dhaka University Institutional Repository

# "৭ম সংসদ নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীদের মনোনয়ন ছক"

**৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীদের মনোনয়ন ছক**

| দল | মোট মনোনয়ন সংখ্যা | মহিলা মনোনয়ন সংখ্যা | মহিলা মনোনয়নের শতকরা হার |
|---|---|---|---|
| আ. লীগ | ৩০০ | ৪ | ১.৩৩ |
| বিএনপি | ৩০০ | ৩ | ১ |
| জাতীয় পার্টি | ৩০০ | ৩ | ১ |
| জামাতে ইসলামী | ৩০০ | ০ | ০ |
| গণফোরাম | ১৬৪ | ৭ | ৪.২৬ |
| বামফ্রন্ট | ১৭১ | ৪ | ২.৩৩ |
| ন্যাপ মোজাফফর | ১২৮ | ৩ | ২.৩৪ |

উৎস: 'ভোরের কাগজ'।

Dhaka University Institutional Repository

# অন্যপক্ষ

মেয়েদের চোখে বিশ্ব দেখুন

# দুই নেত্রীর দুই দলেই মহিলা প্রার্থী কম

এবারের নির্বাচনে ৩০০ আসনের জন্য আ. লীগ মনোনয়ন দিয়েছে ৪জন মহিলাকে। বিএনপি দিয়েছে ৩জন কে। প্রধান এই দুই দলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন দুজন মহিলা। তারা সরকার প্রধান বা বিরোধীদলীয় নেত্রী হচ্ছেন, হয়েছেন। অথচ নির্বাচনের মনোনয়নের ক্ষেত্রে মহিলা প্রার্থী [illegible]। এরা মহিলারা দেশ চালাতে পারবেন, দলীয় নেতৃত্ব দিতে পারবেন, বিরোধী দলের নেত্রী হতে পারবেন অথচ সাধারণ নির্বাচনে মহিলা বলেই মনোনয়ন পাবেন না। কেমন বৈপরীত্য? জামাতে ইসলামী কোনো মহিলাকেই মনোনয়ন দেয়নি। গণফোরাম অপেক্ষাকৃত বেশি সংখ্যক মহিলাদের মনোনয়ন দিয়েছে। এইসব হিসাব নিকাশ নিয়েই আজকের প্রতিবেদন। এক নজরে জেনে নিন এবারের নির্বাচনে মনোনয়ন চূড়ান্ত পর্বে নারীর অবস্থান।

আগামী ১২ জুন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এবার জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনে প্রার্থী হয়েছেন প্রায় তিন সহস্রাধিক। রাজনৈতিক দলগুলো প্রকাশ করেছে তাদের প্রার্থী তালিকা। গত ১২ মে ছিল মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন। গতকাল শেষ হয়েছে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের চূড়ান্ত পর্ব। দেশের প্রধান চারটি রাজনৈতিক দল বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং জামাতে ইসলামী এবার সংসদের ৩০০ আসনেই প্রার্থী দিয়েছে। জামাতে ইসলামী ছাড়া অন্য তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দল মহিলা প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে। আওয়ামী লীগ ৪ জন মহিলাকে মনোনয়ন দিয়েছে। মনোনয়নপ্রাপ্ত এই ৪ জন মহিলা হচ্ছেন দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনা (গোপালগঞ্জ-৩, খুলনা-১, বাগেরহাট-১), মতিয়া চৌধুরী শতকরা ১ ভাগ। জামাতে ইসলামী কোনো মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন দেয়নি। গণফোরাম ৭ জন মহিলাকে মনোনয়ন দিয়েছে। গণফোরাম মনোনীত মহিলা প্রার্থীরা হলেন- এডভোকেট মমতাজ বেগম (ভোলা-৪), ডা. শাহিদা আমির (ঢাকা-৭), এডভোকেট বেগম তাহমিনা (পটুয়াখালী-২), আহানারা বেগম (ঢাকা-১), শামসুন্নাহার বেগম (গাজীপুর-২), বেগম শওকতআরা হোসেন (বি. বাড়িয়া-৩), বেগম ফুলেশা মৃধা (শরীয়তপুর-২)। গণফোরাম মোট মনোনয়ন দিয়েছে ১৬৪ জন প্রার্থীকে। সেই তুলনায় মহিলা প্রার্থী মনোনয়নের শতকরা হার ৪ দশমিক ৮৮ ভাগ। বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ মোজাফফর) ৩ জন মহিলাকে মনোনয়ন দিয়েছে। এই মনোনীত মহিলা প্রার্থীরা হলেন- মিসেস আমিনা আহমেদ (ঢাকা-১০), নাছিমা

৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীদের মনোনয়ন ছক

| দল | মোট মনোনয়ন সংখ্যা | মহিলা মনোনয়ন সংখ্যা | মহিলা মনোনয়নের শতকরা হার |
|---|---|---|---|
| আ. লীগ | ৩০০ | ৪ | ১.৩৩ |
| বিএনপি | ৩০০ | ৩ | ১ |
| জাতীয় পার্টি | ৩০০ | ৩ | ১ |
| জামাতে ইসলামী | ৩০০ | ০ | ০ |
| গণফোরাম | ১৬৪ | ৭ | ৪.২৭ |
| বামফ্রন্ট | ১৭১ | ৪ | ২.৩৩ |
| ন্যাপ মোজাফফর | ১২৮ | ৩ | ২.৩৪ |

(শেরপুর-২), সাজেদা চৌধুরী (ফরিদপুর-২), সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন (মেহেরপুর-১)। মোট দলীয় মনোনয়নের তুলনায় আওয়ামী লীগের মহিলা প্রার্থী মনোনয়নের শতকরা হার ১ দশমিক ৩৩ ভাগ। বিএনপি মনোনয়ন দিয়েছে ৩ জন মহিলাকে। মনোনয়নপ্রাপ্ত মহিলা প্রার্থীরা হচ্ছেন- দলীয় চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া (চট্টগ্রাম-১, লক্ষীপুর-২, বগুড়া-৬, ৭, ফেনী-১), খুরশীদ জাহান হক (দিনাজপুর-২), অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম (রাজশাহী-১)। দলের মোট মনোনয়নের তুলনায় বিএনপির মহিলা প্রার্থী মনোনয়নের হার শতকরা ১ ভাগ। জাতীয় পার্টি মনোনয়ন দিয়েছে ৩ জন মহিলাকে। জাতীয় পার্টির মনোনয়নপ্রাপ্ত মহিলা প্রার্থীরা হলেন- রওশন এরশাদ (শেরপুর-১, ময়মনসিংহ-৪, ময়মনসিংহ-৮) কিন্তু মনোনয়নপত্র বাছাইকালে ঋণখেলাপির অভিযোগে তার মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যায়। রাজিয়া ফয়েজ (সাতক্ষীরা-২), ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূঁইয়া (রাজশাহী-১)। দলের মোট মনোনয়নের তুলনায় জাতীয় পার্টির মহিলা প্রার্থী মনোনয়নের হার শতকরা ১ ভাগ। হক রুমী (ঢাকা-১১), মিসেস হাসিনা খাতুন (চট্টগ্রাম-৩)। ন্যাপ মোজাফফর মোট মনোনয়ন দিয়েছে ১২৮ জন প্রার্থীকে। সেই তুলনায় দলের মহিলা প্রার্থী মনোনয়নের শতকরা হার ২ দশমিক ৩৪ ভাগ। বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট মনোনয়ন দিয়েছে ৪ জন মহিলাকে। ফ্রন্ট মনোনীত মহিলা প্রার্থীরা হলেন- তাহেরা বেগম জলি (ঝিনাইদহ-২), রওশন আরা রুশো (ঢাকা-৭), হাজেরা সুলতানা (টাঙ্গাইল-৪), শাহিদা আখতার (সিলেট)। বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সর্বসাকুল্যে ১৭১ জনকে মনোনয়ন দিয়েছে। সেই তুলনায় ফ্রন্ট মনোনীত মহিলা প্রার্থীর শতকরা হার ২ দশমিক ৩৩ ভাগ। এছাড়া জাতীয় জনতা পার্টি থেকে মনোনয়নপত্র দাখিলকারী মহিলা প্রার্থীরা হচ্ছেন- রোকেয়া ফিরোজ (রাজশাহী-১, নওগাঁ-৩), শাহানা আক্তার (যশোর-২)। ঢাকা ৫ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন জনদলের মীনা রহমান। ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টির নামে ঢাকা-৮ আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন হাসিনা আক্তার। জাসদ (রব) দুজন মহিলা মনোনয়ন দিয়েছে। রোকসানা কাদির (নোয়া-৪) রাজিয়া সামেদ শেরপুর-১

শেখ হাসিনা

খালেদা জিয়া

কেউ হবেন প্রধানমন্ত্রী, কেউ বিরোধী দলের নেত্রী। অথচ তাদের দুই দলেই নামমাত্র মহিলা প্রার্থী।

দলীয় হিসেবে প্রার্থী হয়েছেন রওশনা হোসেন মীনা (সিলেট-১), নীলুফার রহমান চৌধুরী ওরফে মীনা চৌধুরী (মৌলভীবাজার-৩), জাতীয় পার্টির বেগম সুলতানা আমান চৌধুরী (খুলনা-১), জাতীয় পার্টির হাসিনা ওয়াহিদা আক্তার শাহিনা ইসলাম মিলি (ঝিনাইদহ-৪) দিল আফরোজা (ফেনী-৩), শাকিলা সালাম (শেরপুর-১), হাসিনা খান চৌধুরী (ময়মনসিংহ-১)। তারা আবেদন করেছিলেন। জন্য আবেদন করেছিলেন, তা জানতে চেয়েছিলাম বিএনপিতে মোট ১৭ জন মহিলা মনোনয়নের জন্য আবেদন করে যারা মনোনয়ন পাননি তাদের মধ্যে আছেন কে কে হামিদা বানু, নাজিম বেগম, রওশন আরা প্রমুখ।

সাহারা খাতুন (আ. লীগ) ১৯৯১ এর নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও এবার মনোনয়ন পাননি

ফরিদা রহমান (বিএনপি) এবারের মনোনয়ন পাননি

রওশন এরশাদ (জাপা), ঋণখেলাপির অভিযোগে বাতিল হয়েছে ৩ আসনের মনোনয়ন

বানু শিরীন (খুলনা-৩), জাতীয় পার্টির মমতা ওহাব (ময়মনসিংহ-৪) এবং নাসিম আরা দুলারী (কিশোরগঞ্জ-২)। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং আওয়ামী লীগের কাছে কতোজন মহিলা মনোনয়নের ঢাকা ৯ আসনে বিএনপির মনোনয়ন চেয়ে পাননি নাসিমা আক্তার আওয়ামী লীগের কাছে মোট কতজন মহিলা মনোনয়ন চেয়েছিলেন সে সংখ্যা এখনো জানা যায়নি তবে যারা মনোনয়ন পেয়েছেন এর বাইরে সাহারা খাতুন, খুরশিদ সুফিয়ান মনোনয়ন চেয়েছিলেন। জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ জানিয়েছে, তাদের দলে নারী-পুরুষ কোনো প্রার্থীরই মনোনয়নের জন্য আবেদন করার নিয়ম নেই। পার্টির মজলিসে শূরার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। জাতীয় পার্টির দেওয়া তথ্যমতে, পার্টির মনোনয়ন পাওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন ২৭ জন মহিলা। গণফোরাম-এর কাছে মনোনয়ন চেয়েছিলেন ৭ জন মহিলা। বি.বাড়িয়া বাঞ্ছারামপুর আসন দুই থেকে মনোনয়ন চেয়েছিলেন নিলুফা আক্তার (ফেনী-২) এবং শাহিদা আক্তার (সিলেট-১) এছাড়াও পার্টির মনোনয়ন চেয়েছিলেন সালেহা সুলতানা [illegible] এবং আক্তারা সরকার (টাঙ্গাইল-৪)। এছাড়া কমিউনিস্ট পার্টি দুজন মহিলা প্রার্থীকে মনোনয়ন দিতে চেয়েছিলেন, এরা হলেন- [illegible] নদী এবং সেলিনা হুই। কিন্তু এই দুজন প্রার্থী হতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

পরিচিত মুখ যারা নেই

আবেদন করেও যারা দলের মনোনয়ন পাননি, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির মহিলাবিষয়ক সম্পাদিকা এডভোকেট সাহারা খাতুন। তিনি ঢাকা-৫ আসনের মনোনয়ন চেয়েছিলেন। '৯১ সালের নির্বাচনে ঢাকা-৫ আসনে বিএনপি প্রার্থী খালেদা জিয়ার কাছে সাহারা খাতুন ২৪ হাজার ১৮৮ ভোটে পরাজিত হন। কিন্তু পরবর্তীতে খালেদা জিয়ার ছেড়ে দেওয়া আসনে বিএনপি প্রার্থী মেজর (অব.) কামরুল ইসলামের বিরুদ্ধে [illegible] নির্বাচনের [illegible] পর জাতীয় আওয়ামী সমর্থকরা দাবি করেছিলেন, নির্বাচনে সাহারা খাতুনই জয়ী হয়েছেন। তাকে জোরপূর্বক হারানো হয়েছে। উপনির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে ক্যান্টনমেন্ট-উত্তরা (ঢাকা-৫) এলাকার আওয়ামী লীগ কর্মীরা আশা করেছিল, এবার মনোনয়ন পেলে সাহারা খাতুন জয়ী হবেন। সাহারা খাতুন মনোনয়ন না পাওয়ায় স্থানীয় আওয়ামী কর্মীরা হতাশ হয়েছে। মনোনয়ন পাওয়ার ব্যর্থ [illegible] সাহারা খাতুনের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য আমরা তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি। কিন্তু পর পর তিন দিন চেষ্টা করেও সাহারা খাতুনের প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। তার পারিবারিক সূত্রে আমাদের জানানো হয় সাহারা খাতুন চাইছেনো অন্যত্র চলে গিয়েছেন। বর্তমানে জাতীয়তে বাড়িতে তিনি [illegible]

পঞ্চম জাতীয় সংসদে নারীর অধিকার নিয়ে একমাত্র সোচ্চার ছিলেন বিএনপির সাবেক সাংসদ ফরিদা রহমান। তার আনা মহিলাদের অধিকারের পক্ষে বিলটি বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। জানা গেছে, তিনি সপ্তম সংসদের জন্য দলের মনোনয়ন চাননি। তবে ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে ফরিদা রহমান সাতক্ষীরা থেকে মনোনয়ন চেয়ে পাননি। বিএনপি সাংসদ মহিলা ও [illegible] সাতক্ষীরায় রহমান। এবারের নির্বাচনে তিনিও দলীয় মনোনয়ন পাননি বলে জানা গেছে।

☐ তুষার আবদুল্লাহ

*Dhaka University Institutional Repository*

৭

ঢাকা বুধবার ৫ আষাঢ় ১৪০৩
১৯ জুন ১৯৯৬

ভোরের কাগজ

# মহিলা প্রার্থীদের হাল হকিকত

জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো গত ১২ জুন। ৩০০ আসনের মধ্যে এ পর্যন্ত ১৭৩টি আসনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। স্থগিত ২৭টি আসনের মধ্যে ১২২টি কেন্দ্রে আজ বুধবার পুনঃ ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

প্রধান প্রধান দলগুলো থেকে এবারের খুব কম সংখ্যক মহিলাদের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। এবারের মোট ৪৭টি আসনে ৩৬ জন মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে ৪৭টি আসনে ৪০ জন মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী মোট ১৬টি দল এক বা একাধিক মহিলা প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিল। এর মধ্যে সর্বাধিক ৭ জন মহিলাকে মনোনয়ন দিয়েছিল গণফোরাম। তবে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কেউ ছিলেন না। প্রধান তিনটি দল আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাসহ মোট ৪ জন মহিলাকে ৬টি আসনে, বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়াসহ মোট ৩ জন মহিলা ৭টি আসনে এবং জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান এরশাদ পত্নী রওশনসহ মোট ৩ জন মহিলাকে ৬টি আসনে মনোনয়ন দেওয়া হয়। দলীয় মনোনয়নের বাইরে মোট ৪ জন মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ৬টি আসনে। এদের মধ্যে এরশাদের ছোট বোন মেরিনা রহমান রংপুরের ২টি এবং কুড়িগ্রামের একটি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ৩টি আসনেই জাতীয় পার্টির প্রার্থী ছিলেন। এরশাদের প্রার্থিতা বাতিল হওয়ার আশঙ্কায় মেরিনাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাখা হয়। তবে হাইকোর্ট এরশাদের প্রার্থিতা বাতিলের একটি আবেদন নাকচ করে দেওয়ায় তার সে আশঙ্কা দূর হয়ে যায়। এদিকে, দলীয় মনোনয়ন লাভে ব্যর্থ হয়ে জাপা নেত্রী এবং এরশাদ শিশু-কিশোর সংগঠনের সভানেত্রী নীলা চৌধুরীও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

মোট ৪৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৩৬ জন মহিলা প্রার্থীর মধ্যে খালেদা জিয়া ৫টি, শেখ হাসিনা ৩টি এবং রওশন এরশাদ, মতিয়া চৌধুরী, খুরশীদ জাহান হক ১টি করে আসনে জয়লাভ করেছেন। ফরিদপুর-২ আসনে আওয়ামী লীগের সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী ৫১,৬৭০ ভোট পেয়ে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির কে এম ওবায়দুর রহমানের চেয়ে ৭২২ ভোটে পিছিয়ে রয়েছেন। স্থগিত ঘোষিত ঐ আসনটি মোট ২টি কেন্দ্রে আজ ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে সেখানে মোট ভোটার সংখ্যা ৬ হাজার ২৬০ জন। এছাড়া মহিলা প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এমন ৩টি আসনে ফলাফল ঘোষণা স্থগিত রয়েছে। আজ সেসব আসনের মোট ৬টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে। এগুলো পটুয়াখালী-২ আসনে গণফোরামের বেগম তহমিনা, সিলেট-১ আসনে জাসদের (ইনু) শামিমা আকতার ও স্বতন্ত্র প্রার্থী রুহেলা হুসেইন রীনা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনে গণফোরামের শওকত হামিদী আরা বেগম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তিনটি আসনের এ ৪ প্রার্থীর ভালো ফলাফল করার তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এমন বাকি ৪৩ আসনের ফলাফল নিচে দেওয়া হ  ।

Dhaka University Institutional Repository



নারীর চোখে বিশ্ব দেখুন

মাদারীপুরের ২টি ইউনিয়নে

# মহিলা ভোটাররা ভোট দিতে পারেন না!

[illegible] নির্বাচন। প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে আছেন দুজন নারী। তারপরও এদেশের কোনো কোনো ভোট কেন্দ্রে মেয়ে ভোটারদের [illegible] ভোট দিতে নিরুৎসাহিত করা হয়। [illegible] মতোই ঘটনা। ১০টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে মাদারীপুর সদর থানা। ১০টি ইউনিয়ন ও পৌরসভায় পুরুষ ভোটারদের পাশাপাশি মহিলা-ভোটাররা ভোট দিতে পারলেও কালিকাপুর ও ঝাউদি ইউনিয়নে মহিলারা ভোট দিতে পারে না। এটা কোনো আইন নয়। [illegible] চালু করা রেওয়াজ। যে রেওয়াজটি চলে আসছে ৩০ বছর যাবৎ। এবারও কি ঘটবে একই ঘটনা?

ভোটার সংখ্যা ১৩,[illegible]। পুরুষ [illegible] আর মহিলা ৫,৯[illegible]। ভোট গ্রহণ হয়েছে মাত্র ২,০২২টি। না, সব ভোটারের মধ্যে না। প্রয়োগকৃত এ ভোট শুধুমাত্র পুরুষ ভোটারদের। মহিলা ভোটাররা কেউ ভোট প্রয়োগ করেনি। [illegible]

[illegible]

[illegible] জীবনে যারা ভোট দেয়নি, এমন অনেকে আছে। সোনাভান বিবি (৭০), জয়নব বিবি (৪০), রহিমা বেগম (৩০), জাহেদা বিবি (৪০), শাহী বেগম (৩০), মমতাজ বেগম (৩০), সাফিয়া বেগম (৪০), [illegible] (৩৫), [illegible] (৪৫) কালিকাপুর গ্রামের অধিবাসী। জীবনে এরা কোনোদিন ভোট দেয়নি। তবে ভোট দেওয়ার আগ্রহ আছে। সমাজের অন্য [illegible] মহিলা ভোট দিলে এরাও ভোট দিতে আগ্রহী। এদের আগ্রহ ও মতামতের কোনো মূল্য দেয় না সমাজের মাতব্বররা। সে কারণে আগ্রহ থাকলেও এরা ভোট কেন্দ্রে যায় না [illegible]।

এই ভোটাধিকার বঞ্চিত মহিলাদের [illegible], সরকার ভোটার লিস্টে তাদের নাম তোলেনি। সরকারই এদেরকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। [illegible]

১০টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে মাদারীপুর সদর থানা। ১০টি ইউনিয়ন ও পৌরসভায় পুরুষ ভোটারদের পাশাপাশি মহিলা ভোটাররা ভোট প্রয়োগ করলেও কালিকাপুর ও ঝাউদি ইউনিয়নের মহিলারা ভোট দিতে পারে না। এলাকার কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ

প্রধান দুই দলেই নারী নেতৃত্ব। তবুও মেয়েদের ভোটদানে নিরুৎসাহিত করা।

[illegible] নির্বাচনের আগে [illegible] আর্থিক [illegible] নির্বাচনের [illegible] তারা এলাকার মহিলাদের ভোট প্রয়োগ করতে দেবে না।

[illegible] ইউনিয়ন। [illegible] চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ভোট দিতে পারেনি।

ইউনিয়নটিতে মহিলা [illegible] কারণে মহিলারা [illegible] ভোটার [illegible] ও [illegible] বিশেষজ্ঞ, বুদ্ধিজীবীরা। [illegible] মহিলারা ভোট [illegible] কালিকাপুর ইউনিয়নের মহিলা ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে যেতে পারে না।

অলৌকিক চাপ প্রয়োগ করে সমাজের প্রভাবশালী মাতব্বররা মহিলাদের মধ্যে ভোট প্রয়োগ সম্পর্কে অনীহাভাব [illegible] সক্ষম হয়েছে। সে কারণে দুই একজন মহিলা ভোট দিতে চাইলেও অন্য মহিলা ভোটাররাই সমাজের মাতব্বরদের সহযোগী হিসেবে ভোট দিতে আগ্রহী ঐ সব মহিলাদের [illegible] করে রাখে।

মনিরা বেগম ও রিনা বেগমের স্বামীর বাড়ি কালিকাপুরে। মনিরা ও রিনা বিএ পাস করেছে। নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অনেকটা সচেতন। ভোট দেওয়ার ইচ্ছা ও আগ্রহ আছে। পুরুষের স্বামীরও দ্বিমত নেই। তবুও মনিরা ও রিনা ভোটকেন্দ্রে যায় না। [illegible] মাতব্বরদের। [illegible] সোনাভান বিবির (৭০) মতে, [illegible] মাইয়ারা চালায় না, মাইয়ারা দ্যাশ চালালেও সমাজ চালায় পুরুষরা।

মহিলাদের ভোট প্রয়োগের ক্ষেত্রে ধর্ম, [illegible], [illegible] প্রয়োগ করলেন কালিকাপুর গ্রামের মকবুল হোসেন খান (৬৫)। পার্শ্ববর্তী

ইউনিয়নের মহিলারা যে ভোট দেয় সেটা উদাহরণ করার সাথে সাথে [illegible] মকবুল হোসেন খান বললেন, 'দেখেন, এ ইউনিয়নে আমরা নারী আর দিবনা।'

[illegible] এখানকার সাধারণ মহিলারা কেমন একটা [illegible] না। এ সম্পর্কে [illegible] পর্দার দোহাই দিয়ে এদেরকে দাবিয়ে রাখা হয়। কালিকাপুর গ্রামের [illegible] মতামতের কোন মূল্য নাই। [illegible] নিয়মিত নামাজ আদায় করে। তার বিবির মতে, 'আল মাইয়া মানুষেরা ভোট দিমু। [illegible] মুখ খোলা [illegible] কাপড় ছাড়া যাতি না, আর ভোট দিমু।' এই গ্রামের [illegible] বিবি বলেন, [illegible] মাইয়া মাইনষেরা ভোট দেওয়া ভালো মনে করেন [illegible] [illegible] মুই মোর সোয়ামীর [illegible] মতামত ছাড়া এক পাও নড়ি না।

[illegible]

[illegible] একজন মহিলা যে ভোট দিতে পারবে এই [illegible] এই নিয়মের কোন [illegible] ঝাউদি ইউনিয়নের মহিলা [illegible]

[illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

নারীর চোখে বিশ্ব দেখুন

# মেয়েরা ভোট দেয় বাবা, ভাই কিংবা স্বামীর ইচ্ছায়!

**আমার ভোট আবার কে দেবে? এ দৃঢ় উত্তরের বদলে মহিলারা বললেন– গতবার স্বামীর পছন্দে ভোট দিয়েছিলাম, কিংবা শ্বশুর যাকে বলেছেন তাকেই ভোট দিয়েছি। সামনেই নির্বাচন। তাই জানতে চাওয়া সাধারণ মহিলারা যখন ভোট দেন তখন কার ইচ্ছায় দেন? দেখা গেল সংসারের অশান্তি দূর করতে মহিলারা ভোটের মতো গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক অধিকারের বেলাতেও অনায়াসে মেনে নেন বাড়ির অন্য সদস্যদের মতামত। আর বলাই বাহুল্য এ সদস্যরা কখনো বাবা, কখনো ভাই, কখনো স্বামী।**

আমার ভোট আমি দেবো, যাকে খুশি তাকে দেবো – বাক্যটি অতি পরিচিত এবং ভোট এলেই সবার মুখে মুখে উচ্চারিত হতে থাকে। কিন্তু আমার [illegible] মহিলারা কতোটুকু পারেন [illegible] পছন্দনীয় প্রার্থীকে ভোট দিতে।

আগামী ১২ জুন সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে এ দেশের মহিলা ভোটাররা কতোটা নিজের ইচ্ছায় প্রার্থী নির্বাচন করেন এই জিজ্ঞাসা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম ঢাকার কয়েকটি বস্তিতে, কিছু ছাত্রী, কর্মজীবী মহিলা এবং গৃহিণীর সামনে। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী মহিলা নাগরিকের অধিকাংশই প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন। তবে কিছু [illegible] শিক্ষা একটি [illegible] হিসেবে কাজ [illegible]। [illegible] লোকেরা কিছুটা [illegible] প্রভাবের চেষ্টা করছেন ঠিকই, [illegible] কখনো [illegible] দ্বারা [illegible]।

শুধুমাত্র মহিলারাই [illegible], মূলত আমাদের দেশে [illegible] প্রয়োগ, টাকার ব্যবহার, সমষ্টির প্রভাব ভোট প্রদান প্রক্রিয়ায় [illegible] হিসেবে কাজ করছে। [illegible] কাজ করছে চক্রের [illegible] বিভিন্ন বস্তির মহিলার সঙ্গে আলাপকালে জানা যায়, '৯১-এর নির্বাচনের সময় কোনো একটি বিশেষ দল সেই গ্রামের [illegible] কিছু টাকা দিয়ে তাদের প্রার্থীকে ভোট দিতে বলে এবং [illegible] ভোট [illegible] বিশেষ প্রার্থী সম্পর্কে কিছুই জানেন না। [illegible] প্রার্থী [illegible] ইত্যাদি [illegible] হিসেবে বিবেচ্য। আর একটি প্রক্রিয়া বিদ্যমান [illegible] প্রার্থী নির্বাচনের বেলা [illegible] কিন্তু এই [illegible] মহিলার স্বামী, ভাই কিংবা বাবা পরবর্তীসময়ে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী মহিলারা ভোট দেন। এমন একজন [illegible] উত্তরে বললেন, [illegible] [illegible]

*সেই সময় বয়সহীন, কেউ ছাত্রী। ওরা ভোটার। ওরা কি নিজের ইচ্ছায় ভোট দেয়?*

একটি [illegible] কখনই ভোটার [illegible] এবং এমন অনেকেই রয়েছেন যাদের বয়স ৩০ এর কাছাকাছি। তারা [illegible] কখনো ভোট দেননি। ভোট সম্পর্কে কিছু জানতে চাওয়া তাদের কাছে 'টাকা' পাওয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষিত সমাজের অবস্থানটা কিছুটা ভিন্ন। ছাত্রীরা মূলত যে দলকে পছন্দ করে তার পিছনে তার ইচ্ছাকেই প্রধান করে দেখছেন, একটু গভীর আলোচনায় দেখা গেছে, সেই দল সম্পর্কে প্রথম জেনেছেন বাবার কাছ থেকে, পরবর্তীকালে দেখেছেন ভাইও সেই দলকে সমর্থন করেন এবং এক সময় তিনিও তাই করেছেন। তবে দুয়েকজন বলেছেন তার পছন্দনীয় রাজনৈতিক দল সম্পর্কে তিনি পড়াশোনা করে পছন্দ করেছেন। [illegible] বললেন [illegible] বাবার পছন্দনীয় দলকে তিনি পছন্দ করেন না, বাবাও তাকে কিছু বলেন না, তবে গতবার মেয়র নির্বাচনের আগে বাবা খুব করে বলেছেন [illegible] ভোট দিতে। তিনিও [illegible] খুশি করেছেন [illegible]।

এমনই একটি ঘটনা ঘটেছে মরিয়ম রহমানের বেলায়ও। তিনি গৃহিণী। ছাত্রীজীবনে ভিন্ন দল সমর্থন করতেন; এখনো করেন। কিন্তু ভোট দেন স্বামীর পছন্দনীয় দলে। বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে স্বামীর পছন্দকে তারা পছন্দ করেন।

কয়েকজন পুরুষের সঙ্গে আলাপকালে জানা যায়, তাদের পছন্দ তৈরির ক্ষেত্রে মত মোড়লদের (opinion leader) একটি ভূমিকা রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রার্থী নিজে, অফিসের বড়ো কর্তা, ছেলে বয়সে বাবা, বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়, শিক্ষক কিংবা বন্ধু মহল একটি ভূমিকা রাখছে। পরিবারে কোন ভিন্ন দলকে পছন্দ করলেও মা তাদের পছন্দনীয় দলটিকে সমর্থন করেন। একজন বললেন, তার মা একবার ভোট দিয়েছেন, কিন্তু [illegible] ভোটার হওয়া সত্ত্বেও ভোট দেন না, কারণ বাবা বলেন, ভোট কেন্দ্রে মারামারি হয়, ভোট দেওয়ার দরকার নেই। এভাবেই মেয়েদের অবস্থান দাঁড়ায় প্রভাবকের প্রভাবিতে। পুরুষরা প্রভাবিত হচ্ছেন ক্ষমতার প্রয়োগ, সমষ্টির সিদ্ধান্ত, কখনো টাকার দ্বারা আবার তাদের সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন মহিলারা।

গোপালগঞ্জের একটি ইউনিয়ন 'চন্দ দিঘালিয়া'র কথা জানালেন একজন। বললেন, সেখানে কোনো মহিলা ভোটার নেই। কারণ সেই অঞ্চলের বয়োজ্যেষ্ঠরা (সকলেই পুরুষ) মিলে ঠিক করেছেন মেয়েদের ভোট দেওয়ার প্রয়োজন নেই, এটাই সমাজের সিদ্ধান্ত তাই কোনো মহিলা ভোটার নেই। কারণ হিসেবে বললেন কেন্দ্রে সব সময় মারামারি হয় তাই মহিলাদের ভোটার করা হয় না। কারণটা কতোটা সত্য তা সন্দেহাতীত। যদি এই কারণ সত্য হয়েও থাকে তবে ভোটার না হওয়ার সিদ্ধান্তটা মহিলাদের ইচ্ছায় হওয়াটাই প্রধান হওয়ার কথা, [illegible] কি ঘটছে?

## নিজেদের মুখে নিজেদের কথা

জামিলা খাতুন (৩৫), *ময়লা কাগজ, পলিথিন বিক্রেতা* : ভোটের কথা তুলতেই জানালো, ভোটের কথা কইয়েন না আফা, হেই গ্রামে থাকার সময় একবার ভোট দিছিলাম আর দেই নাই।'

রহিতুন (৩০), *হোটেলে রান্নার কাজ করে, তালাকপ্রাপ্তা* : গতবার '৯১-র নির্বাচনের সময় স্বামী ছিল। বললো, '৯১-র নির্বাচনে স্বামীর পছন্দে ভোট দিছিলাম।' কেন জানতে চাইলে অবাক হয়ে বললো, 'আমার চেয়ে হের জ্ঞান-বুদ্ধি বেশি, সে যেটা পছন্দ করবে সেটাই তো ঠিক।'

আয়শা (৪০) : বিরক্ত হয়ে বললো, 'ভোটের কথা কইয়েন না, আমি না গেলেও আমার ভোট হইয়া যায়।'

জিজিয়া (২৫), শাফিয়া (২৫), *গার্মেন্টসে কাজ করে* : বিয়ে হয়েছে। দুজনেই জানালো, বিয়ের আগে ভোট দেয়নি বিয়ের পরে শ্বশুর বাড়ির সবার পছন্দের দলেই ভোট দিয়েছে। তবে ভোটের বিষয়ে স্বামী কিছু বলে না, শ্বশুর বলেছে।

রেবেকা রহমান (৩০) *গৃহিণী* : স্বামী সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। জানালেন, তাদের বাড়ির সবাই একটি দলকেই সমর্থন করেন।

নাছিমা বানু (৩০), *চাকরিজীবী* : বিয়ের আগে একটি দলকে সমর্থন করতেন বিয়ের পর দেখেছেন স্বামী একটি দলের পরোক্ষ কর্মী। তাকে সমর্থন না করলে মনোমালিন্য লেগেই থাকে। অবশেষে তার কথা অনুযায়ী চলছেন। যার পরিবর্তন তার পোশাকেই বহন করছে। বললেন, 'কি করবো বলেন– এই বিষয় নিয়ে সংসারে সমস্যা বাড়িয়ে লাভ নেই।'

নাফিসা (২৭) *চাকরিজীবী অবিবাহিতা* : জানালেন, 'আমার পরিবার রাজনৈতিকভাবে cncern না, তারপরও একটি দলকে সমর্থন করেন, আমিও তাকেই করি। এটা চাপিয়ে দেওয়ার মতো নয়। আমি নিজের ইচ্ছায় করি।'

শিরিন (২০) বকুল (১৯) *ছাত্রী* : বললো, আমাদের পছন্দ আমরা করি। পছন্দের কারণ জানতে চাইলে জানালেন, ছোট বেলা থেকে মা-বাবাকে দেখেছি বড়ো হয়ে সেই নেতা সম্পর্কে জেনেছি, এভাবেই পছন্দ করছি।

দুঃখের বিষয় যাদের সঙ্গে কথা বললাম তাদের প্রায় সবাই যে দলকে সমর্থন করেন, সেই বিশেষ দল সম্পর্কে, দলের নীতি সম্পর্কে কথা বলেননি বা জানেন না, জানেন শুধু দলের প্রধানকে। রাজনৈতিক দল সমর্থন করার জন্য এদের সবার কাছে দলীয় প্রধানের ইমেজটাই প্রধান ভূমিকা রাখছে।

❑ খাদিজা বীথি

Dhaka University Institutional Repository

# ১৯৯৬ [illegible] নির্বাচন (১২ই জুন)

## জয়ী মহিলা প্রার্থী

| নং | প্রার্থীর নাম | দলের নাম | আসন | প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|---|---|
| ১. | আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা | আ'লীগ | বাগেরহাট-২ | ৭৭,৩৩৭ |
| | | | খুলনা-১ | ৬২,২৪৭ |
| | | | গোপালগঞ্জ-৩ | ১,০২,৬৮৯ |
| ২. | বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া | বিএনপি | বগুড়া-৬ | ১,৩৭,০৪৯ |
| | | | বগুড়া-৭ | ১:০৭,৪১৭ |
| | | | ফেনী-১ | ৬৫, ০৬৮ |
| | | | লক্ষীপুর-২ | ৫৯,০৯১ |
| | | | চট্টগ্রাম-১ | ৬৬,৩৩৬ |
| ৩. | রওশন এরশাদ | জাপা | ময়মনসিংহ-৪ | ৭২,০৯৮ |
| ৪. | মতিয়া চৌধুরী | আ'লীগ | শেরপুর-২ | ৬৩,৫৬০ |
| ~~৫.~~ | ~~খুরশীদ জাহান হক~~ | ~~বিএনপি~~ | ~~দিনাজপুর-৩~~ | ~~৫১,৮০১~~ |

## পরাজিত মহিলা প্রার্থী

| নং | প্রার্থীর নাম | দলের নাম | আসন | প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|---|---|
| ১. | সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন | আ'লীগ | মেহেরপুর-১ | ৫১;৩২৫ |
| ২. | অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম | বিএনপি | রাজবাড়ী-১ | ৩৬,২১০ |
| ৩. | রওশন এরশাদ | জাপা | শেরপুর-১ | ৩৫,৮৪৮ |
| | | | ময়মনসিংহ-৮ | ৩২,৮৯৪ |
| | | | ময়মনসিংহ-১১ | ২৩,৭০১ |
| ৪. | সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ | জাপা | সাতক্ষীরা-২ | ৫৩,৭৮৭ |
| ৫. | ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূঁইয়া | জাপা | রাজশাহী-১ | ৬,৯১১ |
| ৬. | মমতাজ বেগম | গণফোরাম | ভোলা-৪ | ৩৯৪ |
| ৭. | জাহানারা বেগম | গণফোরাম | ঢাকা-১ | ১৮৪ |
| ৮. | ডা. সাহিনা আমীর | গণফোরাম | ঢাকা-৭ | ১৬ |
| ৯. | সামসুন্নাহার ভূঁইয়া | গণফোরাম | গাজীপুর-২ | ২২৬ |
| ১০. | বেগম জুলেখা হক | গণফোরাম | শরীয়তপুর-২ | ২৭৩ |
| ১১. | তাহেরা বেগম জলি | বাসদ | ঝিনাইদহ-২ | ১২৯ |
| ১২. | রওশন আরা বেগম | বাসদ | ঢাকা-৭ | ১৬ |
| ১৩. | রোকশানা কানিজ | জাসদ (রব) | নেত্রকোনা-৪ | ২৭৫ |
| ১৪. | ফাতেমা বেগম | জাসদ (রব) | নারায়ণগঞ্জ-৪ | ৬২ |
| ১৫. | পারভীন নাসের খান ভাসানী | ন্যাপ-ভাসানী | ঢাকা-১০ | ১৩৩ |
| ১৬. | নাসিমা হক রুবী | ন্যাপ-মোজাফফর | ঢাকা-১১ | ৭২ |
| ১৭. | বগম রোকেয়া ফিরোজ | জাতীয় জনতা পার্টি | নওগাঁ-৩ | ৩১৫ |
| | | | রাজশাহী-২ | ২৯৩ |
| ১৮. | আয়েশা আক্তার | জাতীয় জনতা পার্টি | যশোর-২ | ১২৬ |
| ১৯. | আলহাজ্ব বেগম নুরজাহান তালেব মুন্সী | জাতীয় জনতা পার্টি | ঢাকা-৭ | ১৬ |
| ২০. | মির্জা মুনীরা আক্তার | জাতীয় জনতা পার্টি | ঢাকা-১১ | ৩১ |
| ২১. | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | পিপলস পার্টি | কিশোরগঞ্জ-২ | ৩৬৭ |
| ২২. | মীনা রহমান | জনদল | ঢাকা-৫ | ৪৩ |
| ২৩. | শামীম আরা দুলারী | সমৃদ্ধ বাংলাদেশ | কক্সবাজার-২ | ৫৭৬ |
| ২৪. | দিল আফরোজ | সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি | ফেনী-৩ | ৩৮৯ |
| ২৫. | মোছাঃ মেরিনা রহমান | স্বতন্ত্র | রংপুর-২ | ১৭০ |
| | | | রংপুর-৬ | ৭৭ |
| | | | কুড়িগ্রাম-৩ | ২৯১ |
| ২৬. | নীলুফার জামান (নীলা চৌধুরী) | স্বতন্ত্র | মৌলভীবাজার-৩ | ২৫৫ |
| ২৭. | হাসিনা বানু শিরীন | স্বতন্ত্র | খুলনা-৩ | ৩৬৫ |

* ওপরের তালিকায় ক্রমিক নং-১ থেকে ৪ পর্যন্ত এই মোট ৪ জন প্রার্থী ছাড়া বাকি ২৩ জনেরই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

Source: ভোরের কাগজ

Dhaka University Institutional Repository

# সরকারী দল

*Dhaka University Institutional Repository*

## উপনির্বাচনের ফলাফল

| আসন | বিজয়ী | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী |
|---|---|---|
| রংপুর-২ | আনিসুল হক চৌধুরী-আ.লীগ<br>৭৩,৮৮২ | মোহাম্মদ আলী সরকার-জাতীয় পার্টি<br>৫৯.৯১৯ |
| রংপুর-৫ | এইচ. এন. আশিকুর রহমান-আ.লীগ<br>৮১,৫৫২ | মোঃ শাহ আলম-জাতীয় পার্টি<br>৭৫,৩৮০ |
| রংপুর-৬ | নূর মোহাম্মদ মণ্ডল-জাতীয় পার্টি<br>৫৪,৩৮৯ | মোঃ আঃ ওয়াদুদ মিয়া-আ. লীগ<br>৫১.৬৭৬ |
| [illegible]-৩ | মোজাম্মেল হোসেন-জাতীয় পার্টি<br>৪১,৮০৯ | [illegible] সরকার-আ. লীগ<br>২৬.৮০২ |
| বগুড়া-৬ | মোঃ জহুরুল ইসলাম-বিএনপি<br>৯৬,৪৩৪ | আসাদুর রহমান খন্দকার-আ. লীগ<br>৪৩,৫৬৮ |
| বগুড়া-৭ | হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু-বিএনপি<br>৮৫,৬৫৬ | মোঃ ওয়ালিউল হক-আ. লীগ<br>২৩,৫৬৩ |
| সিরাজগঞ্জ-১ | ড. মোহাম্মদ সেলিম-আ. লীগ<br>৫৫,৪৮৮ | মাহমুদুল ইসলাম তালুকদার-বিএনপি<br>৩,৯৬৩ |
| বাগেরহাট-১ | শেখ হেলালউদ্দিন-আ. লীগ<br>৯০,৫৭১ | শেখ ওয়াহিদুজ্জামান দিপু-বিএনপি<br>২১,৮২৫ |
| খুলনা-১ | পঞ্চানন বিশ্বাস-স্বতন্ত্র<br>৬১,৪৩১ | শেখ হারুনুর রশীদ-আ. লীগ<br>৩২,৫৫৮ |
| * পিরোজপুর-২ | তাসমিমা হোসেন-জাতীয় পার্টি<br>২৮,৪৬৩ (অসমাপ্ত) | এম. মতিউর রহমান-আ. লীগ<br>১৬,৭৬৩ (অসমাপ্ত) |
| শরীয়তপুর-১ | মাস্টার মজিবুর রহমান-আ. লীগ<br>৮৭,০৭৯ | সরদার এ কে এম নাসিরউদ্দিন-বিএনপি<br>২৫.৮৯১ |
| সিলেট-৪ | ইমরান আহমেদ-আ. লীগ<br>২৩,৬৩৪ | মোঃ আলী এডভোকেট-জমিয়তে ওলামা<br>১৬,৯৪৪ |
| লক্ষ্মীপুর-২ | হারুনুর রশীদ-আ. লীগ<br>৪৮,১৭৯ | ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ-বিএনপি<br>৪৬.০৩৫ |
| চট্টগ্রাম-১ | ইঞ্জি. মোশাররফ হোসেন-আ. লীগ<br>৮৩,৬০০ | মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ-বিএনপি<br>২৯.৭৮৬ |
| * চট্টগ্রাম-১৩ | মমতাজ বেগম-বিএনপি<br>৪৫,৪৪১ | নজরুল ইসলাম চৌধুরী-আ. লীগ<br>৪৩.৫৭১ |

Dhaka University Institutional Repository

# বিরোধী দল

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

গতকাল শনিবার পরিবেশের উপর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন বেগম খালেদা জিয়া - দৈনিক অর্থনীতি

ঢাকা ঃ মঙ্গলবার, ২৬শে মাঘ, ১৪০৬ ❑ Tuesday, 8 February, 2000

গতকাল মিন্টো রোডে বিএনপি'র সংসদ সদস্যদের সহিত আলোচনা করেন চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া

ঙ্গলবার, ৩রা ফাল্গুন, ১৪০৬ ❑ Tuesday, 15 February, 2000

বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পিটার এল উইকি গতকাল বিরোধী দলের নেত্রী খালেদা জিয়ার সহিত মিন্টো রোডের সরকারী বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন

Dhaka University Institutional Repository

# নতুন মন্ত্রিপরিষদ

## ৬৪ জেলায় ৪৬ জন মন্ত্রী

### বাংলাদেশের নুতন মন্ত্রী পরিষদ

**মন্ত্রী —**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | প্রধানমন্ত্রি, শেখ হাসিনা | : সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, কেবিনেট ডিভিশন, পেশাল এফেয়ার্স, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পাট মন্ত্রণালয়, বস্ত্র মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়। |
| ২। | আবদুস সামাদ আজাদ | : পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। |
| ৩। | মোঃ জিল্লুর রহমান | : স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়। |
| ৪। | এস, এ, এম, এস, কিবরিয়া | : অর্থ মন্ত্রণালয়। |
| ৫। | এস, এস, এইচ, কে সাদেক | : শিক্ষা-মন্ত্রণালয়। |
| ৬। | আবদুর রাজ্জাক | : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। |
| ৭। | তোফায়েল আহমদ | : শিল্প মন্ত্রণালয়। |
| ৮। | মোহাম্মদ নাসিম | : ডাক ও টেলিযোগাযোগ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। |
| ৯। | মতিয়া চৌধুরী | : কৃষি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। |
| ১০। | আনোয়ার হোসেন মঞ্জু | : যোগাযোগ মন্ত্রণালয়। |
| ১১। | আ স ম আবদুর রব | : মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়। |
| ১২। | বেগম সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী | : বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়। |
| ১৩। | আবদুল মতিন খসরু | : আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। |
| ১৪। | এম, এ, মান্নান | : শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়। |
| ১৫। | ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন | : বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। |
| ১৬। | কল্পরঞ্জন চাকমা | : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। |
| ১৭। | নুরুদ্দিন খান | : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। |
| ১৮। | আমির হোসেন আমু | : খাদ্য মন্ত্রণালয়। |
| ১৯। | আবদুল জলিল | : বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। |
| ২০। | শেখ ফজলুল করিম সেলিম | : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। |
| ২১। | সালাউদ্দিন ইউসুফ | : দপ্তরবিহীন। |

**প্রতিমন্ত্রী —**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | ডাঃ মোজাম্মেল হোসেন | : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। |
| ২। | সতীশ চন্দ্র রায় | : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। |
| ৩। | ওবায়দুল কাদের | : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। |
| ৪। | আবুল হাসান চৌধুরী কায়সার | : পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। |
| ৫। | মাওলানা মোঃ নুরুল ইসলাম | : ধর্ম মন্ত্রণালয়। |
| ৬। | এ, কে, ফয়জুল হক | : পাট মন্ত্রণালয়। |
| ৭। | আলহাজ্ব রাশেদ মোশাররফ | : ভূমি মন্ত্রণালয়। |
| ৮। | অধ্যাপক আবু সাইয়িদ | : তথ্য মন্ত্রণালয়। |
| ৯। | ডাঃ এম, আমানুল্লাহ | : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। |
| ১০। | সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম | : বেসরকারী বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। |
| ১১। | ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর | : পরিকল্পনা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। |
| ১২। | মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া | : নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়। |
| ১৩। | অধ্যাপিকা জিন্নাতুন্নেছা তালুকদার | : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। |
| ১৪। | অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম | : জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। |
| ১৫। | এ, কে, এম জাহাঙ্গীর হোসেন | : বস্ত্র মন্ত্রণালয়। |
| ১৬। | ডাঃ মোহাম্মদ আলাউদ্দিন | : গণপূর্ত ও গৃহায়ন মন্ত্রণালয়। |
| ১৭। | এডভোকেট রহমত আলী | : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। |
| ১৮। | আবদুর রউফ চৌধুরী | : ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়। |
| ১৯। | এইচ, এম, আশিকুর রহমান | : বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়। |
| ২০। | মোহাম্মদ আনিসুল হক চৌধুরী | : যোগাযোগ মন্ত্রণালয়। |
| ২১। | মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস | : মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় |

**উপমন্ত্রী —**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু | : খাদ্য মন্ত্রণালয়। |
| ২। | সাবের হোসেন চৌধুরী | : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। |

নিউজ ফেব্রুয়ারী -১৫

Dhaka University Institutional Repository



## ফিরে দেখা

# সপ্তম জাতীয় সংসদের ব্যবচ্ছেদ

(২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০০ পর্যন্ত)

* নির্বাচন ঃ ১২ জুন, ১৯৯৬
* প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল ঃ ৮১টি।
* মোট প্রার্থী ঃ ২৫৭৪ জন; ২২৯৩ জন দলীয় প্রার্থী ও ২৮১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী।
* নির্বাচনী প্রতীক ঃ ১৩৮টি।
* ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ঃ ২৫,৯৬৭টি।
* মোট ভোটার ঃ ৫,৬৭,১৬,৯৩৫ জন; পুরুষ ২,৮৭,৫৯,৯৯৪ জন মহিলা ২,৭৯,৫৬,৯৪১ জন।
* মহিলা প্রার্থী ঃ ৩৬ জন। (৪৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন)।
* নির্বাচনে জয়ী রাজনৈতিক দলসংখ্যা ঃ ০৬টি।
* নির্বাচনে দলভিত্তিক অবস্থান ঃ

| রাজনৈতিক দলের নাম | আসন সংখ্যা |
|---|---|
| ১. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | ১৪৬ |
| ২. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল | ১১৬ |
| ৩. জাতীয় পার্টি | ৩২ |
| ৪. জামায়াতে ইসলামী | ০৩ |
| ৫. জাসদ (রব) | ০১ |
| ৬. ইসলামী ঐক্যজোট | ০১ |
| ৭. স্বতন্ত্র | ০১ |
| | ৩০০ |
| মহিলা আসন ঃ | |
| আওয়ামী লীগ | ২৭ |
| জাতীয় পার্টি | ০৩ |
| মোট | ৩৩০ |

* মহিলা সাংসদ ঃ (৭ + ৩০) = ৩৭ জন।
* স্পিকার ঃ হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী।
* ডেপুটি স্পিকার ঃ এডভোকেট আবদুল হামিদ।
* সংসদ নেতা ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
* সংসদ উপনেতা ঃ জিল্লুর রহমান।
* সংসদ বিরোধী দলীয় নেতা ঃ বেগম খালেদা জিয়া।
* সংসদ বিরোধী দলীয় উপনেতা ঃ এ.কিউ.এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী।
* চীপ হুইপ ঃ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ।
* সরকারি চীপ হুইপ ঃ মিজানুর রহমান মানু।
* বিরোধী দলীয় চীপ হুইপ ঃ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন।
* প্রথম অধিবেশন ঃ ১৪ জুলাই, ১৯৯৬।
* মোট অধিবেশন ঃ ১৬টি।
* মোট কর্মদিবস ঃ ২৮৭টি।
* দীর্ঘকালীন অধিবেশন ঃ ৮ম অধিবেশন; সময়কাল ৫৪ দিন।
* স্বল্পকালীন অধিবেশন ঃ ১০ম অধিবেশন; সময়কাল ০২ দিন।
* বিরোধী দল অংশ নেয় ঃ ১৩টি অধিবেশনে।
* বিরোধী দলের অনুপস্থিতি ঃ ৮২ দিন; একটানা ৩৪ দিন।
  বিরোধী দলের ওয়াক আউট ঃ ৭৯ বার।
* সর্বাধিক ওয়াক আউট ঃ বিএনপি; ৫৯ বার।
* সর্বনিম্ন ওয়াক আউট ঃ জাতীয় পার্টি; ০২ বার।
* জামায়াতে ইসলামী ওয়াক আউট করে ঃ ১৮ বার।

*Dhaka University Institutional Repository*

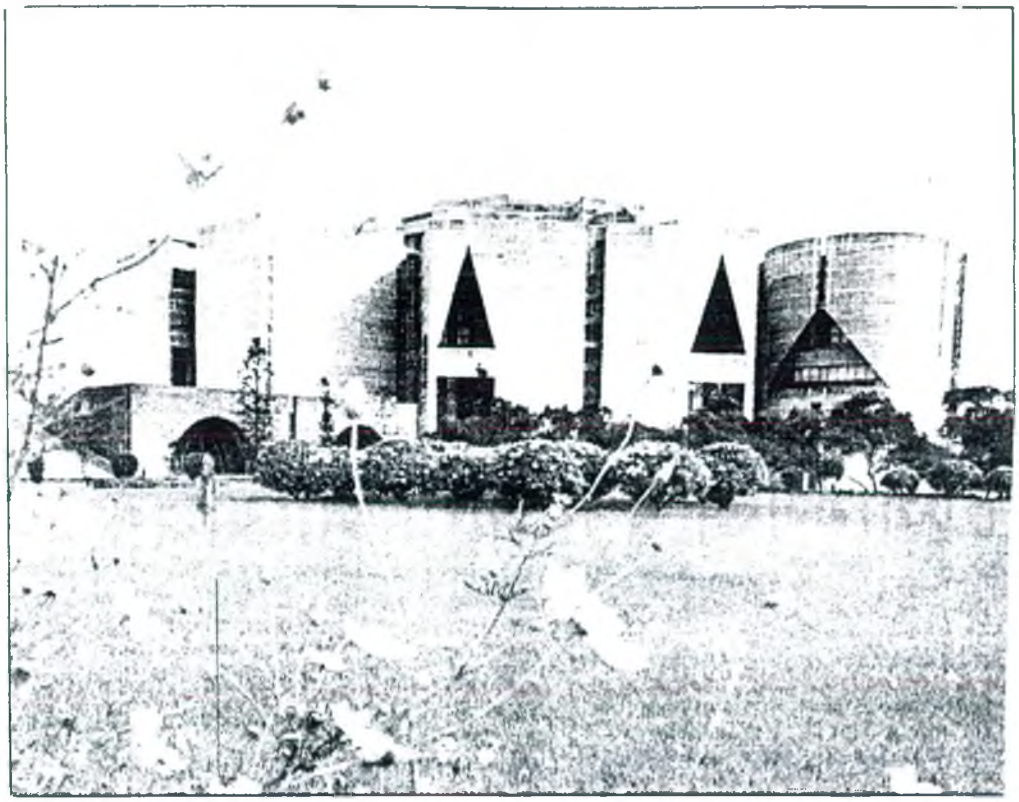

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশব্যাপী বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে নারী ভোটারের ব্যাপক উপস্থিতি এবং দুএকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া আনন্দমুখর নির্বাচনী পরিবেশকে অনেকেই উৎসবের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ভোটকেন্দ্রে আসা বিভিন্ন বয়স, ধর্ম, শ্রেণী-পেশার নারীদের সারিবদ্ধ লাইনের চিত্র ক্যামেরাবন্দি করেছেন দেশী-বিদেশী সাংবাদিকরা। বিপুলসংখ্যক নারীর ভোটে বিজয়ী সাংসদরা সংসদে গিয়ে কতটা ভাববেন নারীদের নিয়ে? কতটুকু মূল্যবান সময় তারা ব্যয় করবেন নারীর বৈষম্য দূর করতে? শুধুই ভোটার নয়, এখন তাদের প্রত্যাশাও গণনা করার দিন। এই নিয়ে নারীমঞ্চের পক্ষ থেকে কথা হয় দেশের রাজনীতিবিদ, আন্দোলনকর্মী এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। এ লেখা শেষ হওয়া পর্যন্ত সারা দেশের ২৯৯টি আসনের মধ্যে (কক্সবাজার-১ আসনটি প্রার্থী মারা যাওয়ার কারণে স্থগিত, আরো ১৬টি আসনের ৯০টি কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন হবে) নির্বাচনে ২৮৩টি আসনের ঘোষিত বেসরকারি ফলাফলে দেখা গেছে, বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট মোট ২০২টি আসন পেয়েছে, আওয়ামী লীগ ৬২টি আসন এবং অন্যরা বাদবাকি আসন পেয়েছে। প্রসঙ্গত, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) এক হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে নারী ভোটারের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৭৯ লাখ ৫৭ হাজার হলেও ২০০১ সালের নির্বাচনে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩ কোটি ৬৩ লাখে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে নারীরা শতকরা ৭৮ ভাগ ভোট দিলেও (পুরুষ ভোটারের হার ছিল শতকরা ৭৬.৭ ভাগ) এবার এই হার বেড়ে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ হয়েছে বলে পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন।

Dhaka University Institutional Repository

## অষ্টম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা

দৈঃ প্রঃ আলো · ১০ অক্টো । ২০০১

সারা দেশে নারী ভোটারের উপস্থিতি ব্যাপক ও লক্ষণীয় হলেও বিভিন্ন দল থেকে এবারও প্রত্যাশার চেয়ে কম নারীদের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে এবং সংসদে জয়ী হয়ে আসতে পেরেছেন মাত্র ছয়জন নারী। এ বছর তাদের মনোনয়নও ছিল আগের চেয়ে কম। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ৩০০ আসনের মধ্যে মাত্র ৪৭টি আসনে মোট ৩৮ জন নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও জয়লাভ করেছেন মাত্র ছয়জন নারী। এর মধ্যে বিএনপি থেকে তিনজন, আওয়ামী লীগ থেকে দুজন এবং জাতীয় পার্টি (এরশাদ) থেকে একজন নারী জয়লাভ করেছেন।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাঁচটি আসন (রংপুর-৬, নড়াইল ১ ও ২, গোপালগঞ্জ-৩, বরগুনা-৩ ) থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চারটি আসনে (রংপুর-৬ ছাড়া) জয়লাভ করেছেন। গত সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া পাঁচটি আসন (বগুড়া-৬ ও ৭, খুলনা-২, ফেনী-১, লক্ষীপুর-২) থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পাঁচটিতেই জয়লাভ করেন। এছাড়া গত দুটি সংসদেই বিএনপি থেকে নির্বাচিত বেগম জিয়ার বোন সাংসদ খুরশীদ জাহান হক চকলেট (দিনাজপুর-৩) এবারও নির্বাচিত হয়েছেন। গাইবান্ধা-৫ থেকে নির্বাচিত হয়েছেন রওশন এরশাদ। এর বাইরে নতুন মুখ হিসেবে এবার জয়লাভ করেছেন নীলফামারী-১ থেকে আওয়ামী লীগের হামিদা বানু শোভা এবং ঝালকাঠি-২ থেকে ইলেন ভুট্টো।

প্রসঙ্গত, প্রধান দুই নেত্রীসহ গত সপ্তম সংসদে ৪৮টি আসন থেকে ৩৬ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মোট আটজন নারী সরাসরি নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর আগে ১৯৯১ সালের নির্বাচনে ৪৬টি আসন থেকে ৩৯ জন নারী জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন।

## বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে নারী ইস্যুতে অঙ্গীকার

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। কিন্তু যুগ যুগ ধরে তারা তুলনামূলকভাবে পশ্চাৎপদ রয়ে গেছেন। জনসংখ্যার অর্ধেক অংশকে শিক্ষাহীন, আত্মবিশ্বাসহীন ও পরনির্ভরশীল রেখে কোনো জাতি সার্বিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করতে পারে না। নারীসমাজকে তাদের যথার্থ সামাজিক অবস্থান ও মহৎ মার্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। এ অবস্থা চলতে দেওয়া উচিত নয়। নারীসমাজের কল্যাণ ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অতীতে সরকার পরিচালনাকালে বিএনপি অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সেই ধারাবাহিকতায় আমরা ঘোষণা করছি যে, সংসদে নারীদের আরো কার্যকর ভূমিকা পালন ও ক্ষমতায়নের জন্য তাদের আসনসংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে এবং মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারের প্রত্যেকটি কন্যাসন্তানের কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে বিএনপি সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা এবং উপবৃত্তি, পৌর এলকাসহ সারা দেশে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে।

দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীসমাজকে আরো অধিকভাবে সম্পৃক্ত করার এবং নারী সমাজের ক্ষমতায়নের জন্য সহজশর্তে ব্যাপক ঋণদান ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। সরকারি চাকরিতে মহিলাদের নিয়োগ ও পদোন্নতিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে। সক্ষম বিধবা ও অর্থনৈতিকভাবে সহায়তাহীন মহিলাদের শিক্ষা, দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুসারে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। বয়স্ক মহিলাদের জন্য শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা হবে।

গ্রামীণ মহিলাদের জন্য মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবেশ ও কৃষিকাজ সংক্রান্ত এবং বৃত্তিগত প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করা হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, চিকিৎসা ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম এবং সমাজকল্যাণ বিভাগসহ গ্রাম এলাকায় লভ্য বিভিন্ন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রামীণ শিক্ষিত মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কর্মজীবী মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ সরকারি তদারকি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কর্মজীবী মহিলাদের জন্য পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন শহরে হোস্টেলের সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে।

মহিলাদের ওপর সামাজিক ও পারিবারিক নির্যাতন বন্ধের জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন এবং তার দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে। নির্যাতিত ও দুস্থ মহিলাদের জন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করার প্রক্রিয়া সহজ করা হবে। যৌতুকবিরোধী আইন আরো সুনির্দিষ্টভাবে প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নারী ও শিশু নির্যাতনবিরোধী আইনগুলো সমন্বিত করে আরো দৃঢ়ভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।

এখনো দেশে মেয়েরা এসিড নিক্ষেপের মতো বর্বরতার শিকার হচ্ছে। এই জঘন্য অপরাধের জন্য দায়ী কোনো অপরাধী যেন আইনের হাত থেকে রক্ষা না পায় তা নিশ্চিত করা হবে এবং বাজারে এসিড বিক্রির ওপর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হবে। নারী ও শিশু পাচার রোধ করার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গ্রহণসহ কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নারী এবং পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রসূতি মৃত্যুর হার পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনার জন্য সকল উদ্যোগ ও ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হবে।

দুস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে সহজশর্তে ঋণদান ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গতকাল পল্টন ময়দানে ৪ দলের সমাবেশে ভাষণ দেন বেগম খালেদা জিয়া। পার্শ্বে উপবিষ্ট হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ, গোলাম আযম, নিজামী ও ঐক্য জোটের মহাসচিব ফজলুল হক আমিনী —ইত্তেফাক

গতকাল দুপুরে ঢাকার নয়াপল্টন ভিআইপি সড়কে হরতালের সমর্থনে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল —ইত্তেফাক

Dhaka University Institutional Repository

# জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন

Dhaka University Institutional Repository



Probable distribution of women seats based on popular votes received by different parties in the 30 Women's Constituencies

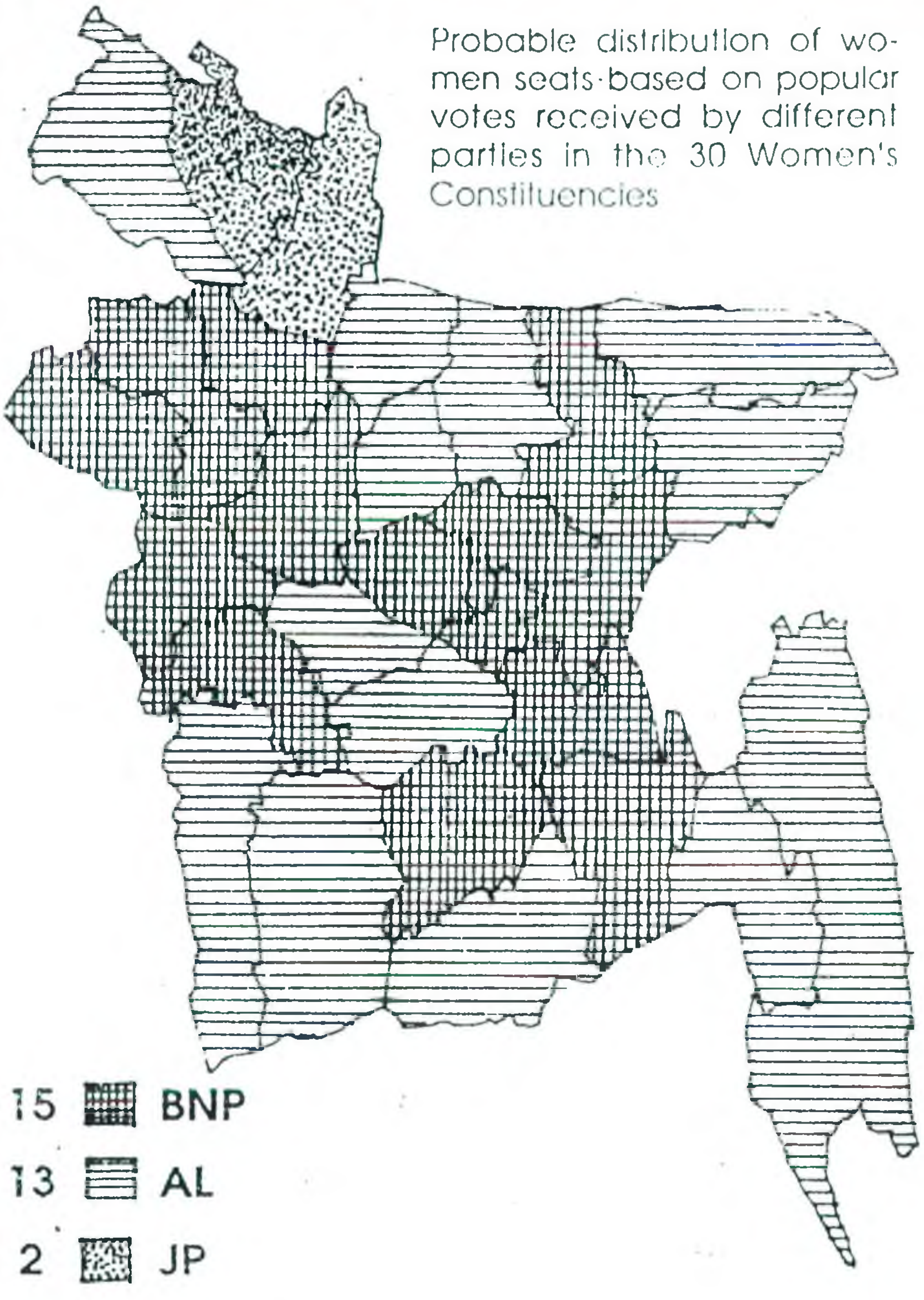

Dhaka University Institutional Repository

## সপ্তম জাতীয় সংসদ এর সংরক্ষিত মহিলা আসন

### আওয়ামীলীগ২৭ জন ও জাপার ৩ জনের মনোয়ন (৩রা জুলাই ৯৬ ভোরের কাগজ)

আসন নং - ১ (পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর)ঃ- শ্রীমতি ভারত নন্দী সরকার।

আসন - ২ (নীলফামারী লালমনিরহাট-রংপুর)ঃ- ফরিদা রউফ আশা।

আসন - ৩ (কুড়িগ্রাম গাইবান্দা)ঃ- মনোজ সরকার।

আসন - ৪ (বগুড়া জয়পুরহাট)ঃ- কামরুন্নাহার পুতুল।

আসন - ৫ (সিরাজগঞ্জ-পাবনা)ঃ- অধ্যাপিকা জান্নাতুল ফেরদৌস।

আসন - ৬ (নবাবগঞ্জ-রাজশাহী)ঃ- অধ্যাপিকা জিন্নাতুন নেসা তালুকদার।

আসন - ৭ (নওঁগা-নাটোর)ঃ- শাহীন মনোয়ারা।

আসন - ৮ (কুষ্টিয়া-মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গ)ঃ- আঞ্জুমান আরা জামিল।

আসন - ৯ (মাগুরা-নড়াইল-ঝিনাইদহ)ঃ- রেহানা আক্তার হিরা।

আসন - ১০ (যশোর-সাতক্ষীরা)ঃ- আলেয়া আফরোজ।

আসন - ১১ (খুলনা-বাগেরহাট)ঃ- বেগম মন্নুজান সুফিয়ান।

আসন - ১২ (পটুয়াখালী-বরগুনা-ভোলা)ঃ- নার্গিস আরা হক পারু।

আসন - ১৩ (বরিশাল-ঝালকাঠি-পিরোজপুর)ঃ- অধ্যাপিকা মাহমুদা সওগাত।

আসন - ১৪ (টাঙ্গাইল)ঃ- চিত্রা ভট্টাচার্য।

আসন - ১৫ (জামালপুর-শেরপুর)ঃ- তোহরা আলী।

আসন - ১৬ (ময়মনসিংহ)ঃ- জাহানারা খান।

আসন - ১৭ (মানিকগঞ্জ-ঢাকার অংশ বিশেষ)ঃ- মরিয়ম বেগম

আসন - ১৮ (গাজীপুর-নরসিংদী)ঃ- মেহের আফরোজ চুমকী।

আসন - ১৯ (মুন্সীগঞ্জ)ঃ- সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি।

আসন - ২০ (রাজবাড়ী-ফরিদপুর)ঃ- সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী।

আসন - ২১ (গোপালগঞ্জ-মাদারীপুর-শরীয়তপুর)ঃ- অধ্যাপিকা খালেদা খানম।

আসন - ২২ (সিলেট-সুনামগঞ্জ)ঃ- সৈয়দা জেবুন্নেসা হক।

আসন - ২৩ (মৌলভীবাজার-হবিগঞ্জ)ঃ- হুসনে আরা ওয়াহিদ।

আসন - ২৪ (বি,বাড়ীয়া-কুমিল্লার অংশ বিশেষ)ঃ- দিলারা হারুন।

আসন - ২৫ (কুমিল্লা-চাঁদপুর)ঃ- অধ্যাপিকা পান্না কায়সার।

আসন - ২৬ (ফেনী-নোয়াখালী-লক্ষীপুর)ঃ- রাজিয়া মতিন চৌধুরী।

আসন - ২৭ (কক্সবাজার-রাঙ্গামাটি-খাগড়াছড়ি-বান্দরবন)ঃ- অধ্যাপিকা এথিন (রাখাইন)

(জাপার-৩ প্রার্থী)

আসন - ১৭ সবিতা বেগম

আসন- ১৯ ব্যারিষ্টার রাবেয়া ভূঁইয়া

আসন - ২৯ জিনাত হুসেইন

Dhaka University Institutional Repository

তকাল সংসদে এক-তৃতীয়াংশ মহিলা আসন সংরক্ষণ সংক্রান্ত রাবেয়া ভুঁইয়ার বিল নিয়ে উইমেন ফর উইমেন আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জাহানারা হক (বাঁয়ে)। পাশে যথাক্রমে ব্যারিষ্টার রাবেয়া ভুঁইয়া ও ড. নাজমা চৌধুরী — ভোরের কাগজ

## রাবেয়া ভুঁইয়ার সংবিধান সংশোধনী বিল নিয়ে আলোচনা সভা

# রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ছাড়া নারীর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়

উৎস: ভো. কাগজ, ৩০ সেপ্টেম্বর '৯৭

### *বিলে সংসদসহ সকল সাংবিধানিক পদের এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত রাখার প্রস্তাব*

**কাগজ প্রতিবেদক :** দীর্ঘ সংগ্রাম আর আন্দোলনের পথ ধরে বাংলাদেশের নারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন কিছু অধিকার আদায়ে সমর্থ হলেও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দিক দিয়ে এখনো অনেক পিছিয়ে। এ অভাবটা পূরণের জন্য সাংসদ ব্যারিষ্টার রাবেয়া ভুঁইয়া নারীদের জন্য সংসদ ও সাংবিধানিক পদে এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধনী বিল আনতে চান। চলতি সংসদের পর মহিলাদের সংরক্ষিত ৩০টি আসন বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে এই বিলটি আনতে যাচ্ছেন তিনি।

ব্যারিষ্টার রাবেয়া ভুঁইয়ার প্রস্তাবিত বিলটি নিয়ে উইমেন ফর উইমেন গতকাল শুক্রবার এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) বিল ১৯৯৭ শীর্ষক বিলটি উপস্থাপিত হয় এবং উপস্থিত কয়েকজন সাংসদ, আইনজীবী ও এনজিও কর্মী এর ওপর আলোচনা করেন। আলোচকরা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সামগ্রিকভাবে সংসদসহ অন্যান্য সাংবিধানিক পদে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যাপারে একমত হন। তবে উপযুক্ত ভিত্তি তৈরি না করে অথবা বেসরকারি বিল হিসেবে উত্থাপিত হলে সেটার পাস হওয়ার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেন অনেকেই।

আলোচনা সভার প্রথম পর্বে সাংসদ ব্যারিষ্টার রাবেয়া ভুঁইয়া বিলটি তুলে ধরেন। এতে প্রস্তাব করা হয় : জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে নারীদের জন্য ১০০ আসন সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে; সংসদের কমিটিগুলোতে এবং মন্ত্রিসভায় নারীদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ করতে হবে; জাতীয় সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার পদের একটিতে নারীদের নির্বাচন করতে হবে; সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ প্রার্থী নারীদের মধ্য থেকে মনোনয়নের জন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে হবে, সুপ্রিম কোর্টে এক-তৃতীয়াংশ বিচারক নারীদের মধ্য থেকে নিয়োগ করতে হবে এবং সরকারি কর্মকমিশনে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নারীদের মধ্য থেকে নিয়োগ করতে হবে।

উপরোক্ত প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নে সংবিধানের ৫৫, ৬৫, ৭৪, ৯৪, ১১৮, ১৩৭ অনুচ্ছেদ এবং চতুর্থ তফসিলে সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত বিলটির ওপর নির্ধারিত আলোচকদের আলোচনায় অংশ নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. নাজমা চৌধুরী বলেন, এ ধরনের পরিবর্তনের বিষয়গুলোকে যারা মনে করেন একের লাভে অন্যের লোকসান তারা বাধা দেবেন। সুতরাং প্রস্তাবিত বিলটির ব্যাপারে বিভিন্ন মহলের সমর্থন আদায় করতে হবে।

নারীনেত্রী মালেকা বেগম বলেন, সেই '৭২ সাল থেকে সংরক্ষিত আসনের মহিলা সাংসদদের এ ধরনের একটি বিল আনতে বলেছি। কিন্তু সংরক্ষিত আসনের সুবিধাটুকু হারানোর ভয়েই হোক বা অন্য যেকোনো কারণেই হোক কেউ সেটা করেননি। ভারতে এ ধরনের একটি বিলের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে সে দেশের মহিলা রাজনীতিকরা একাট্টা। আমাদেরকেও তেমন হতে হবে। মালেকা বেগম আবদুস সামাদ আজাদ, মান্নান ভুঁইয়ার মতো শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্যের উল্লেখ করে বলেন, দুঃখের বিষয় এ ধরনের ইস্যুগুলোতে তারা তাদের ব্যক্তিগত সমর্থন জানান মাত্র নিজেদের রাজনৈতিক প্লাটফর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন না।

এই পর্বের আলোচনায় আরো অংশ নেন নারীপক্ষের রোকেয়া আহমেদ এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সুরাইয়া বেগম। সভাপতিত্ব করেন উইমেন ফর উইমেনের ড. সৈয়দা রওশন কাদের।

মুক্ত আলোচনা পর্বে বক্তারা এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল বেসরকারি সাংসদের বিল হিসেবে উত্থাপনের প্রয়াস নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তারা বলেন, বিলটি একবার প্রত্যাখ্যাত হলে আবার উত্থাপন করা মুশকিল হয়ে যাবে। সুতরাং একটা উপযুক্ত প্রেক্ষাপট তৈরি না করে এগোনো ঠিক হবে না।

জাহানারা হকের সভাপতিত্বে এ পর্বে আলোচনায় অংশ নেন সাংসদ বেগম রওশন এরশাদ, সাংসদ চিত্রা ভট্টাচার্য, এডভোকেট ড. কাজী আখতার হামিদ, আবুল হাসনাত মঞ্জুরুল কবির, এডভোকেট হালিমা ফেরদৌস, ফারাহ কবীর ও তরিকুল গনি।

Dhaka University Institutional Repository

# আর কতদিন 'কানা মামা ভালো' ?

**উৎস ঃ জনকণ্ঠ- ৮ই মার্চ ২০০০**

সংসদে সংরক্ষিত ৩১টি আসনে সরাসরি নির্বাচনের জন্য এবং এর আসন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নারী সংগঠন এবং নারী নেত্রীরা দীর্ঘদিন ধরেই দাবি তুলছেন। কিন্তু শেষমেশ টেলিভিশনে 'দেশবাসীর মুখোমুখি' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো' যা আছে তাই রাখার ব্যবস্থা হবে। বললেন "বিরোধী দল সংসদে আসেনা। তাই সংশোধন সম্ভব নয়। তাছাড়া এশিয়া এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সম্পর্কেও তার অস্পষ্টতার কথা বললেন। সেই জের ধরেই আমরা বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছে জানতে চাইলাম সুনিদিষ্ট প্রস্তাবগুলো। আজ ৮ই মার্চ বিশ্ব নারী দিবস। নারীর অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে সারা বিশ্বেরই আজ আলোচনা, নেওয়া হচ্ছে অঙ্গীকার। এই দিনেই সরকারের সংরক্ষিত আসন নিয়া আমাদের প্রশ্ন- আর কতদিন 'কানা মামা ভালো' হবে ?

বিশ্ব নারী দিবসে জানা যায় এ বিষয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সুনিদিষ্ট প্রস্তাব।

❑ আমি ৬৪ টি সংরক্ষিত আসনের পক্ষে পান্না কায়সার। সাংসদ আওয়ামীলীগ।

❑ জাতীয় রাজনীতির জন্য সংসদে যাচ্ছি না। তার মানে আমরা সংরক্ষিত আসন চাই না তা নয়।

খুরশীদ জাহান হক সাংসদ, বিএনপি।

❑ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে না আসলে সংরক্ষিত আসনের সাংসদের গুরুত্ব কম থাকে

তাসমিমা হোসেন, সাংসদ, জাতীয় পার্টি।

❑ সংসদের আসন মোট ৪০০ করতে হবে ১০০ সিটে মহিলারা সরাসরি নির্বাচনে আসবে।

- মালেকা বেগম, নারী উন্নয়ন বিশেজ্ঞ

❑ চাই সরাসরি নির্বাচন আর সংরক্ষিত আসন সংখ্যার হোক-৬৪

-আয়শা খানম, সাধারণ সম্পাদিকা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

❑ আমাদের প্রথম দাবি সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন।

-ফরিদা আখতার, সম্মিলিত নারী সমাজ নেত্রী।

Dhaka University Institutional Repository

# পার্লামেন্টে নারী আসনের ভবিষ্যৎ কি ?

দেশের নারী সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রত্যক্ষ ভোটের প্রস্তাব করে আসছে। এ ব্যাপারে তারা রাজপথে মিছিল, সমাবেশ, বিক্ষোভ প্রদর্শনসহ নানাভাবে সরকার ও বিরোধীদলগুলোকে ঐকমত্যে আনার প্রচেষ্টা অবাহত রেখেছে। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা এখনও সফল হয়নি। বর্তমানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ, প্রধান বিরোধী দল বিএনপি, জাতীয় পার্টি (মি-ম), বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, ১১ দল এমনকি জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের দাবী সমর্থন করলেও তাদের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী। জাতীয় পার্টি (এরশাদ) সহ কতিপয় মৌলবাদী সংগঠন জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রয়োজন নেই বলে মনে করে।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে নারীরা জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করে আসছে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে নারীদের জন্য ১৫টি আসন ১০ বছরের জন্য সংরক্ষিত হয়েছিল। এরপর সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৩০ করা হয় এবং এর মেয়াদকাল ১৫ বছরের জন্য বাড়ানো হয়। এই মেয়াদ শেষের পর সংবিধান সংশোধন না করার কারণে ৬৫(৩) অনুচ্ছেদের কার্যকারিতা থাকেনি। যার কারণে চতুর্থ সংসদে মহিলাদের জন্য কোন আসন সংরক্ষিত ছিল না। নতুন করে ১৯৯০ সালে চতুর্থ সংসদে সংবিধানের দশম সংশোধনীর মাধ্যমে মহিলাদের জন্য ৩০ আসন ১০ বছর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এই মেয়াদ শেষ হবে ৪ এপ্রিল। সংবিধান অনুযায়ী বর্তমান সংসদের মেয়াদ ২০০১ সালের ১৪ জুলাই শেষ হওয়ার সাথে সাথে ৩০ সংরক্ষিত মহিলা আসনের মেয়াদও শেষ হবে। এখনই যদি সংবিধান সংশোধন করা না হয় তাহলে গত চতুর্থ সংসদের মত আগামী সংসদেও সংরক্ষিত মহিলা আসন থাকবে না।

গত ১৭ জুন জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত ৩০টি মহিলা আসনের মেয়াদ আরও ১০ বছর বাড়ানোর জন্য সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন বিল-২০০০ নামে একটি বিল আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু সংসদে উত্থাপন করেন। নারী সংগঠনগুলো বলছে সংসদে উত্থাপিত এই বিলের সাথে নারী সমাজের দাবী-দাওয়া, প্রস্তাবের বিশেষ কোন মিল নেই। তারা বিলটি আগের অবস্থায় রেখে শুধু সময় বাড়িয়ে আগামী দুই মেয়াদের জন্য সংসদে উত্থাপন

Dhaka University Institutional Repository
করাকে দুর্ভাগ্যজনক হিসেবে অভিহিত করে বলেছে, শুধুমাত্র মেয়াদ বাড়ানো আমাদের দাবী ছিল না, সময়ের প্রয়োজনে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বাড়ানো এবং প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠান নারী সমাজের দীর্ঘদিনের দাবী।

সম্প্রতি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন বৃদ্ধি ও সরারি নির্বাচন প্রক্রিয়া খসড়া বিল-২০০০ সরকারী দল, বিরোধী দল ও নাগরিক সমাজের সামনে উপস্থপন করেছে। এতে সংসদে মোট আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৪৫০-এ উন্নীতকরণ, যার ৩০০ আসন সাধারণ আসন হিসেবে গণ্য হবে এবং ১৫০ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ১৫০ টি সংরক্ষিত মহিলা আসন নির্বাচন কমিশন কর্তৃক পাশাপাশি দু'টি সাধারণ নির্বাচনী এলাকাকে একত্রিত করে চিহ্নিত করার প্রস্তাব দেয়া হয়। তবে তাদের এই প্রস্তাবের ব্যাপারে সরকারী দল ও বিরোধী দলগুলো সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখেনি। এদিকে আগামী বছরে ১৪ জুলাই-এরপরে সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব থাকবে কিনা এই প্রশ্ন জোরলোভাবে উঠেছে। কারণ বিদ্যামান আইনে সংসদে সংশোধনী বিল না আনলে নারীর প্রতিনিধিত্বের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। সরকারী দল সংসদে সংরক্ষিত বিদ্যামান ৩০ আসন আরো দশ বছরের জন্য সংরক্ষণের যে বিল উপস্থাপন করেছে তার জন্য সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন। নারী সংগঠনগুলো দাবী জানিয়েছে, নারীর প্রতিনিধিত্ব কেমন হবে সেজন্য প্রধান বিরোধীদলের সংসদে যাওয়া উচিত। এ অবস্থায় বিএনপি বলেছে সরকারী দল এরকম বিল সংসদে পেশের আগে সকল রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করতে পারতো। কিন্তু তারা তা না করে নিজেরাই উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে এনেছে। আর এটি সময় করেছে যখন বিএনপি এই সরকারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে সংসদে অনিয়মিত । তারা বলছে, আগামী নির্বাচনে সরকারী দল নারী সমাজের সমর্থন পাবার আশায় এই বিল সংসদে পেশ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository


কিছুই হলো না, কিছু কি সম্ভব?

১৫ই আগষ্ট ২০০১, প্রথম আলো

গত ১৩ জুলাই ২০০১ সপ্তম জাতীয় মেয়াদ পূর্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০ টি আসনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত এই আসনগুলো মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য ৯ জুলাই সরকারী দল সংসদে বিল উত্থাপন করে। কিন্তু বিলটি পাস করানোর জন্য প্রয়োজন ছিল সংবিধান সংশোধনীর। আর সংবিধান সংশোধনীর জন্য প্রয়োজন সংসদের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন। প্রধান বিরোধী দল দীর্ঘদিন থেকেই সংসদ বর্জন করে আসছিল। সেদিনও তাদের অনুপস্থিতির কারণেই বিলটি পাস করা সম্ভব হলো না। ফলে আসছে অষ্টম সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। যদিও নারীসমাজের দাবি ছিল শুধু সংসদে সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ বৃদ্ধি নয় বরং সংরক্ষিত আসনসংখ্যা বৃদ্ধি করে এর মেয়াদ বৃদ্ধি এবং সেই সব আসনে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে মহিলা সাংসদ নির্বাচিত করতে হবে। সে সময় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের আনীত বিলে অবশ্য এর কোনো প্রতিফলন ছিল না। বরং পুনরায় শুধু ৩০টি আসনের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য বিল আনা হয়। অন্যদিকে বিরোধী দল সংসদে গিয়ে নারী সমাজের দাবি অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ বৃদ্ধি, আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সরাসরি দারি নির্বাচনের বিধান করার জন্য সরকারকে বাধ্য করতে পারত। কিন্তু তা না করে তারা সংসদেই গেল না। ফলে মেয়াদ বৃদ্ধির বিলটাও পাস হলো না। তাহলে কি অষ্টম সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব নির্বাচনের আর কোনো পথই খোলা নেই ? ১৫ জুলাই শপথ নিয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এই সরকারের মেয়াদকাল ৩ মাস। এই মেয়াদকালে সংসদে নারী নিশ্চিত করার কোনো পথ কি আছে ? এ বিষয়ে জানার জন্যই আমরা মুখোমুখি হয়ে ছিলাম আইনজ্ঞ, রাজনীতিবিদদের। নারীসমাজের দাবি এবং এখন তাদের পদক্ষেপ কী এই সম্পর্কে জানার জন্য মুখোমুখি হয়েছি বিশিষ্টজনদের। আসুন জানা যাক তাদের কথা।

❑ এই বিল পাস করতে হলে সংসদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি লাগাবেই এর কোন বিকল্প নেই। - ব্যারিষ্টার আমীর উল ইসলাম

*Dhaka University Institutional Repository*

তবে তিনি বলেন আমি মনে করি শুধু সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ বৃদ্ধি করলে কখনই নারীর ক্ষমতায়ন হবে না। আজকে নারী সমাজের পক্ষ থেকে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের যে দাবি উঠেছে আমি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। এটা খুবই নগন্য দাবি। পাকিস্তান আমলে সেই ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনেও ৬টি ডিভিশন থেকে ছয়জন মহিলা এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই সময় যখন এটা করা গেছে আজকে আমাদের বেলায় অবশ্যই এটা সম্ভব। সংসদে মহিলাদের জন্য ১০০ বা ১৫০ টি সিট সংরক্ষিত রাখা উচিত। দু'টো বা তিনটি নির্বাচনী এলাকায় একসঙ্গে করে একটি সিট সংরক্ষিত রাখা যেতে পায়ে। সেখান থেকে সরাসরি জনগণের ভোট মহিলা সাংসদ নির্বাচিত হবেন এবং ফলে মহিলা এমপিদের গ্রহণযোগ্যতা সংসদে ও জনগণের কাছে দুদিকেই অনেক বেড়ে যাবে।

- এটি সংবিধান সংশোধনীর প্রশ্ন আর সংবিধান সংশোধনী কোন অর্ডিনেন্সের মাধ্যমে করা যায় না।

  - ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা।

- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এ বিষয়ে কিছু করার এখতিয়ার আছে বলে জানা নেই।

  - তাসমিমা হোসেন

- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে আমরা আমাদের দাবি উপস্থাপন করব।

  - আশয়া খানম
  সাধারণ সম্পাদিকা
  বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

- তিনি বলেন আজকে দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল শুধু মুখে বলছে নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু কার্যত তারা কিছুই করছে না। তাদের কাছে দলের স্বার্থই বড়।

Dhaka University Institutional Repository

# নারীদের উন্নয়নে কিছু পদক্ষেপ

প্লাটফরম অব অ্যাকশন

প্লাটফরম অব অ্যাকশন (PFA)বা জরুরী কর্মপন্থায় হচ্ছে বিশ্বের দেশে নারী সমাজের অগ্রগতির জন্য একটি নীল নকশা। চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন গ্রহণের জন্য এটিই প্রধান দলিল। বেজিং সম্মেলনে পেশ করার উদ্দেশ্যে ১৯৯৫ সালের এপ্রিলে জাতিসংঘ নারী মর্যাদা কমিশনের ৩৯ তম অধিবেশনে ২৪৬ অনুচ্ছেদের এই খসড়া দলিলটি অনুমোদন করা হয়। নাইরোবিতে তৃতীয় জাতিসংঘ নারী সম্মেলনে গৃহীত ২০০০ সাল পর্যন্ত নারী সমাজের অগ্রগতি বিষয়ক ভবিষ্যৎমুখী কর্মকৌশল অনুযায়ী ১৯৮৫ সাল থেকে নারী সমাজের অগ্রগতির পর্যালোচনা ও মূলায়ন এতে তুলে ধরা হয়েছে।

**ক্ষমতা বন্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ**

আজকাল রাজনীতিতে মেয়েদের বেশি চোখে পড়লেও সমাজ কে রূপদান কারী ক্ষমতার কাঠামোতে এখনও তাদের প্রবেশাধিকার নেই। শীর্ষ  স্থানীয় কূটনীতিক বা আন্তর্জাতিক সংস্থায় মেয়েদের পূর্বে অংশগ্রহণ নেই। প্রচলিত প্রথা ও নিয়ম-নীতির কারণে মেয়েরা নেতৃত্ব পদে নিরপেক্ষভাবে প্রতিদ্বন্ধিতা করতে সক্ষম নয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া মমতা উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে না।

- ১৯৯৩ সালে বিশ্বে ৬ জন মহিলা সরকার প্রধান ছিলেন।
- জাতিসংঘের ১৮৫টি সদস্য দেশের মধ্যে মাত্র ৬টি দেশের স্থায়ী প্রতিনিধিত্ব মহিলা।
- সরকারী প্রতিষ্ঠান ও কমিটিতে নারী পুরুষ ভারসাম্য অজকের লক্ষ্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার গ্রহণ করা।

**রাজনৈতিক দলগুলোর করণীয়**

- মেয়েদের অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে বৈষম্য অপসারণের লক্ষ্যে দলের কাঠামো ও পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখা।

*Dhaka University Institutional Repository*

# মহিলা আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন চাই ॥ সম্মিলিত নারী সমাজ

জনকণ্ঠ ৪/৮/২০০১

স্টাফ রিপোর্টার ॥ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে মহিলাদের সরাসরি নির্বাচনের বিধান চালু করার জন্য সম্মিলিত নারী সমাজ সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সকল দলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। সংবিধানের বর্তমান বিধান অনুযায়ী ৩০টি সংরক্ষিত আসনে আবারও যদি পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা বহাল রাখা হয় তাহলেও সম্মিলিত

## মহিলা আসনে প্রত্যক্ষ

প্রথম পাতার পর

নারী সমাজ এটা মানবে না।

বৃহস্পতিবার বিকালে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সম্মিলিত নারী সমাজের নেতৃবৃন্দ এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংসদে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ বলেন, গত সংসদে আইনমন্ত্রী সংরক্ষিত ৩০টি আসনের মেয়াদ বাড়াতে সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধনী) বিল, ২০০০ উত্থাপন করেছেন। এই বিলে সরাসরি নির্বাচনের বিষয়টি নেই। শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ বাড়াতে এই বিল উত্থাপন করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে আরও ১০ বছরের জন্য সংসদের সংরক্ষিত আসনগুলোকে রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের জন্য রক্ষা করতে চাচ্ছে। তারা নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী নয়, নারীকে তাদেরই তাঁবেদার বানাবার ষড়যন্ত্র এখন দিনের মতোই পরিষ্কার। সম্মিলিত নারী সমাজ কোন মতেই এই ষড়যন্ত্র মেনে নেবে না।

সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ দৈনিক জনকণ্ঠের বিশেষ প্রতিনিধি, যশোর অফিস প্রধান শামসুর রহমানের হত্যাকাণ্ডে গভীর শোক প্রকাশ করেন। নির্বাচনের প্রক্রিয়ার পরিবর্তন, কালো টাকার ব্যবহার, সন্ত্রাস বন্ধ ও ধর্মের প্রচারণা নিষিদ্ধ করার দাবি জানান; এমনকি ঋণখেলাপী, সমাজবিরোধী ও নারী নির্যাতনকারীদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার দাবি জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন শিরীন আখতার, ফরিদা আখতার, হাজেরা খাতুন, এ্যাডভোকেট এলিনা খান, সুলতানা আক্তার রুবী, মালা দাস মানু ও শামসুন্নাহার জ্যোৎস্না।

Dhaka University Institutional Repository

# মন্ত্রিপরিষদে সংসদের ত্রিশ সংরক্ষিত মহিলা আসনের মেয়াদ দশ বছর বাড়ানোর সিদ্ধান্ত

আহমেদ দীপ

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত ত্রিশটি মহিলা আসনের মেয়াদ আবার দশ বছর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ লক্ষ্যে সোমবার অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাবের খসড়াটি নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছে। জাতীয় সংসদের আগামী অধিবেশনে প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হবে। এজন্য বিরোধী দলকে ওই অধিবেশনে উপস্থিত থাকার বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

মন্ত্রিসভার ওই বৈঠকে অবিলম্বে জননিরাপত্তা আইন বলবৎ করার ব্যাপারে আলোচনা হয়। তবে বৈঠক চলার সময় পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) আইন স্বাক্ষর করেননি। ফলে মন্ত্রিপরিষদের অধিকাংশ সদস্য রাষ্ট্রপতির এ ধরনের কাজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, জননিরাপত্তা আইন বিষয়ে রাষ্ট্রপতির অবস্থান সরকারের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করছে অথচ আইনটি অবিলম্বে বলবৎ করা দরকার বলে তাঁরা উল্লেখ করেন। এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী নিজে সোমবার দুপুরে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাত করার সিদ্ধান্ত নেন।

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

## মন্ত্রিপরিষদে সংসদের (প্রথম পাতার পর)

মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রী বেলা দুটায় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাত করতে বঙ্গভবনে যান। এরপর বেলা সাড়ে তিনটায় রাষ্ট্রপতি এই আইনে স্বাক্ষর করেন বলে জানা গেছে।

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত ৩০টি মহিলা আসনের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী আনতে হবে। যার খসড়া গতকাল অনুমোদিত হয়েছে। এই সংশোধনী বিল পাস করার জন্য জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য বর্তমান সংসদে বিরোধী দলকে উপস্থিত থাকতে হবে। যাতে তারা আগামী অধিবেশনে উপস্থিত থাকে সে কারণে সরকারী দলের পক্ষ থেকে বিরোধী দলকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এজন্য এক মন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই বিরোধী দলের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করবে। যদি তারা সংসদে উপস্থিত না থাকে তবে সংবিধান সংশোধন করা সম্ভব হবে না। সে ক্ষেত্রে সংসদে সংরক্ষিত ৩০টি মহিলা আসনের মেয়াদ বৃদ্ধির কোন সুযোগ থাকবে না। অর্থাৎ আগামী অষ্টম জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য কোন আসনই সংরক্ষিত থাকবে না। সরকারী দল এটাকে রাজনৈতিক ইস্যু বানিয়ে বিরোধী দলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। তারা প্রচার করবে যে বিরোধী দল চায় না দেশে নারী নেতৃত্ব এগিয়ে আসুক। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও এগিয়ে আসুক। যে কারণে তারা সংসদে উপস্থিত থেকে সংবিধান সংশোধনী বিলটি পাস করাতে সহায়তা করেনি। সরকারী দল এ ধরনের প্রচার চালাবে। বিষয়টি যে স্থানীয় জনগণসহ বিদেশী সংস্থাগুলোর কাছেও বিরোধী দলের অবস্থানকে ক্ষুণ্ন করতে সরকারী দলের পক্ষে সহায়ক হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বর্তমানে সংসদে সংরক্ষিত ৩০টি মহিলা আসনের মেয়াদ চলতি সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে। সংবিধানের দশম সংশোধনীর মাধ্যমে ৩০টি আসনের মেয়াদ ১০ বছর বাড়ানো হয়েছিল। যার মেয়াদ এই সংসদের সঙ্গে শেষ হবে। এবার বিরোধী দলের উপস্থিতিতে যদি সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী বিল পাস করা সম্ভব হয়, তবে অষ্টম জাতীয় সংসদ যেদিন থেকে বসবে তার পর থেকে ১০ বছর এই ৩০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এই আসনে আগের মতোই পরোক্ষ ভোটে ৩০ মহিলা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবেন। ১০ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর সংসদ ভেঙ্গে যাওয়া পর্যন্ত এ পদগুলো শুধু মহিলাদের জন্যই সংরক্ষিত থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

# মহিলা আসনের মেয়াদ বৃদ্ধি

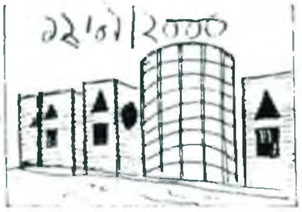

জাতীয় সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ বৃদ্ধি নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। গত রবিবার দৈনিক জনকণ্ঠে এ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, সংসদে যোগ দেয়া দূরের কথা, বিরোধীদলীয় সদস্যরা আইন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকও বর্জন করায় সংসদের মহিলাদের সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিলটির ভাগ্য পুরোপুরি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু গত ১৭ জুন এই বিলটি সংসদে উথাপন করার পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সেটি ঐ স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়। এর পরে এই কমিটির দুটি বৈঠক হলেও কমিটির বিরোধীদলীয় ৪ সদস্যই বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন। এটা ব্যতিক্রম। এর আগে সংসদ বর্জন করলেও স্থায়ী কমিটিগুলোর বৈঠকে বিরোধীদলীয় সদস্যরা যথারীতি অংশ নিয়েছেন।

বর্তমানে মহিলাদের ক্ষমতায়ন নিয়ে অনেক কথা বলা হচ্ছে। জাতীয় সংসদের ভিতরে-বাইরে এ প্রসঙ্গে আলোচনা হচ্ছে। জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি এই প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ ব্যাপারে যদি সংসদের বিরোধীদলীয় সদস্যরা নেতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করেন তাহলে সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি শুধু অনিশ্চিত হয়েই পড়বে না, তা একটি উদ্বেগজনক পরিস্থিতিরও সৃষ্টি করবে। উল্লেখ্য, সংবিধানের ৬৫ (৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনের মেয়াদ বর্তমান সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে। যদি মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হয় তাহলে সংবিধানের ঐ অনুচ্ছেদটি সংশোধন করতে হবে এবং সে জন্য সংসদ সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন অবশ্যই থাকতে হবে। বর্তমান সংসদের কোন দলেরই এককভাবে সেই সমর্থন নেই। সংশ্লিষ্ট বিলটি পাস করার জন্য তাই সরকারী ও বিরোধী দলের যৌথ সমর্থন দরকার। বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যরা সংসদে যোগ দিয়ে বিলটির পক্ষে ভোট না দিলে এ বিল পাস হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। এ অবস্থায় বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদের সংসদে যোগদান করা যে অত্যাবশ্যক সে কথা নতুন করে বলার দরকার হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, বিরোধীদলীয় সদস্যরা সংসদে যেমন যোগ দিচ্ছেন না, তেমনি স্থায়ী কমিটির বৈঠকে যোগদানেও বিরত রয়েছেন। তাঁদের এ আচরণকে অস্বাভাবিক ছাড়া আর কিছু বলা যায় কি? কারণ এর আগে তাঁরা স্থায়ী কমিটিগুলোর বৈঠকে যথারীতি অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু আইন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে কেন তাঁরা যোগ দিচ্ছেন না? তাঁদের সংসদ বর্জন এবং বর্তমানে স্থায়ী কমিটির বৈঠক বর্জন দেখে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়, বিরোধী দল সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের মেয়াদ বাড়াতে চায় না। আর তাই বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যরা জাতীয় সংসদ এবং স্থায়ী কমিটির বৈঠক বর্জন করে চলেছেন।

প্রধান বিরোধী দল বিএনপির চেয়ারপার্সন মহিলা, তাই স্বভাবতই সকলেরই আশা ছিল তিনি মহিলাদের অধিকার ও তাঁদের ক্ষমতায়ন প্রশ্নে ইতিবাচক এবং সচেতন মনোভাবের পরিচয় দেবেন। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, তিনি এ ব্যাপারে কোনরকম চিন্তা-ভাবনাই করছেন না। জানি না, এ জন্য মহিলাদের কাছে তাঁর ও তাঁর দল বিএনপির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে কিনা। যদি ক্ষুণ্ণ হয় তাহলে তাকে অপ্রত্যাশিত মনে করা যাবে না।

এখানে সরকারের মনোভাব সম্পর্কেও কিছু বলা প্রয়োজন। জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদের ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের আরও প্রচেষ্টা চালানো উচিত। সরকার চেষ্টা করছে না, তা বলা হচ্ছে না। চেষ্টা করছে, তবে পুরোপুরি আন্তরিক না হলে কোন চেষ্টাই সুফল বয়ে আনে না– এ কথাটি সকলেরই মনে রাখা উচিত।

প্রসঙ্গত আরেকটি সমস্যার কথা উল্লেখ করতে হয়। দেশের নারী সংগঠনগুলো জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সরাসরি ভোটে মহিলা এমপি নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছে। তাদের দাবিতে যুক্তি নেই, সে কথা বলা যাবে না। তাঁদের এ দাবির সঙ্গে মহিলাদের ক্ষমতায়ন, সামাজিক মর্যাদা, সমঅধিকার, সমাজের অগ্রগতি প্রভৃতি প্রশ্নই জড়িত। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের নারী জাগরণ, নারী মুক্তি ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সঙ্গে তা জড়িত।

নারী নির্যাতনবিরোধী আন্দোলন আজ সারা বিশ্বেই জোরদার হয়ে উঠছে। দেশে দেশে গণতন্ত্রকে অর্থবহ করতে এ আন্দোলন একান্তভাবে অপরিহার্য বলে স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে। এমতাবস্থায় সংসদে মহিলা আসনের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ আসনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি ভোটে নির্বাচন, এসব বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় সদস্যদের যোগ দিতে হবে। তাঁরা যোগ না দিলে শুধু যে এ সমস্যারই সমাধান হবে না তা নয়, এতে গণতান্ত্রিক শক্তি হিসাবেও তাঁদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে। বিষয়টি তাই সময় থাকতে তাঁদের পুনর্বিবেচনা করে দেখা দরকার।

# সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন দিন ॥ সম্মিলিত নারী সমাজ

১৯।১১।২০০০

**স্টাফ রিপোর্টার ॥** সংসদে পরোক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত মহিলা সংসদ সদস্যরা কাঠ-পুতুলের চেয়েও অধম। সংসদে দুর্বল অবস্থানে থাকতে তাঁরা বাধ্য থাকেন। সংসদ দেশের জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ সংস্থা। অথচ এখানেই নারীকে রাখা হয়েছে সবচেয়ে ক্ষমতাহীন করে। খালেদা-হাসিনা নারী হলেও তাঁরা পুরুষতান্ত্রিকতার শিকার এবং পুরুষতন্ত্রে তাঁরা বিশ্বাসী। খালেদা-হাসিনাকে আমরা বলব "বেস্ট ম্যান ইন দ্য পার্লামেন্ট"।

শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সম্মিলিত নারী সমাজের সাংবাদিক সম্মেলনে নারীনেত্রীরা এ বক্তব্য দিয়েছেন। তাঁরা জাতীয় সংসদে সরকারের আনীত সংরক্ষিত মহিলা আসনের মেয়াদ বৃদ্ধির বিল প্রত্যাহার, জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবি অবিলম্বে মানা, সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ, নির্বাচন পদ্ধতি এবং আসনসংখ্যাসংক্রান্ত প্রশ্নে সংবিধানের ধারা সংশোধনে সরকার ও বিরোধী দলের সমঝোতায় আসা এবং সকল রাজনৈতিক সংগঠনকে সরাসরি নির্বাচনের বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ দাবি তোলার চার দফা দাবি জানান। তাঁরা বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী নারী হলেও তাঁদের কাছে এ ব্যাপারে এপয়নমেন্ট চেয়ে পাইনি।

সাংবাদিক সম্মেলনে সম্মিলিত নারী সমাজের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন নারীনেত্রী হাজেরা সুলতানা। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ফরিদা আখতার, শিরীন আখতার, সীমা দাস সীমু, দৌলত আরা মান্নান, খালেদা খাতুন, এলিনা খান, আরিফা অনু, সামসুন্নাহার জ্যোৎস্না।

সাংবাদিক সম্মেলনে নারীনেত্রীরা বলেন, "জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবি নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছি। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি সরকার নারী সংগঠনগুলোর দাবির প্রতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা প্রদর্শন করেই চলেছে। সবশেষে এসে দেখা যায় সরকার সংসদে সংরক্ষিত আসনে শুধুমাত্র মেয়াদ বৃদ্ধির বিল হাজির করেছে। এই বিল আমরা প্রত্যাখ্যান করছি। আমরা সংরক্ষিত আসনের সরাসরি নির্বাচন পদ্ধতি নিয়েই বিল আনার দাবি জানাচ্ছি। পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে সংসদে নারীদের আসন রাখার যৌক্তিকতা নেই।"

নারীনেত্রীরা সাধারণ আসনে রাজনৈতিক দলগুলো যত নমিনেশন দেবে তার কমপক্ষে ১০ শতাংশ যেন নারীদের দেয়া হয় তার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানান এবং আগামী নির্বাচনেই তা বাস্তবায়ন করার দাবি জানান।

নারীনেত্রীরা সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বচনের দাবিকে বাম দলগুলোর কর্মসূচীতেও অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানান।

এক প্রশ্নের জবাবে নারীনেত্রী হাজেরা সুলতানা বলেন, তারা আপাতত ৬৪ জেলায় ৬৪টি মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন চান। তাঁদের দাবি মানা না হলে কি করবেন প্রশ্নের জবাবে নারীনেত্রীরা বলেন, "আমরা ভোটারদের কাছে গিয়ে তাদের ভোট না দেয়ার জন্য বলব।" বৃহত্তর ৬৪ জেলায় ৬৪ নারীনেত্রীকে মনোনয়ন দিয়ে তাঁরা সরসারি নির্বাচন করবেন কি-না প্রশ্নের জবাবে তাঁরা বলেন, সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন হওয়ার সিদ্ধান্ত হলে তাঁরা নির্বাচন করবেন। তবে বর্তমান ব্যবস্থায় তাঁরা নির্বাচন করবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

# নারীর ক্ষমতায়নে ঃ
# সংসদে সংরক্ষিত আসনের গুরুত্ব

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে শ্রমের লিঙ্গভিত্তিক বিভাজনের কারণে নারীদেরকে গৃহস্থালীর কার্যাবলীর (Domestic activity) সাথেই সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে। এদিক থেকে রাজনীতিকে গৃহের বাইরের কার্য হিসেবেই বিবেচনা করা হয় এবং এজন্য পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষগণই রাজনৈতিক কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেন। ব লাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। যদিও কিছু মহিলা রাজনীতির সাথে জড়িত যা সামগ্রিক থেকে অতি নগণ্য। অথচ একটি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন আবশ্যক। আর রাজনীতিতে নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ ব্যতীত নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। তবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণের একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তা হচ্ছে সরকারি ও বিরোধী উভয় দলেরই নেতৃত্ব দিচ্ছেন দুজন মহিলা। অথচ রাজনীতিতে এ দুজন নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণের পরও রাজনৈতিক অঙ্গনে জাতীয়/স্থানীয় সকল পর্যায়ে নারী শূন্যতা লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয়, রাজনীতি অঙ্গনে নারীর অবস্থানটিও দৃঢ় বা সংহত নয়।

বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭, ২৮(১), ২৮(২), ২৮(৩), ২৮(৪), ২৯(১), ২৯(২) এবং ৬৫(৩) নং ধারা অনুযায়ী নারী পুরুষের মধ্যে কোন ধরনের বৈষম্য রাখা হয়নি। তারপরও দেখা যায় রাজনীতিতে নারী পুরুষের অবস্থান সমপর্যায়ে নেই। এ ক্ষেত্রে পুরুষরা অগ্রগামী ও নারীরা পশ্চাৎপদ। এ চিত্রটি শুধুমাত্র রাজনৈতিক অঙ্গনে নয়, বাংলাদেশের সকল পর্যায়েই নারীর অবস্থান এরূপ। রাষ্ট্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রেও পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত কম। নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ বৈষম্য আরও প্রকট।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ৩০০ সাধারণ সদস্য সংখ্যার আসনের জন্য নারীরা প্রার্থী হতে পারেন। স্বাধীন হওয়ার পর সর্বপ্রথম ১৯৭৩-এ সাধারণ আসনে নারীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, কিন্তু একজনও বিজয়ী হননি। ১৯৭৯ সনেও সাধারণ আসনে নারীরা বিজয়ী হতে পারেননি। ১৯৭৯ সনে উপ-নির্বাচনে দুজন মহিলা প্রার্থী বিজয়ী হন। ১৯৮৬তে শেখ হাসিনা ৩টি আসনে বিজয়ী হন। ফলে দুটি আসনে আবার উপনির্বাচন হয় এবং নারী প্রার্থীরাই এ দুটি আসনে বিজয় লাভ করেন। ১৯৮৮তে সংরক্ষিত আসনের ধারাটি অকার্যকর ছিল। ১৯৯১-এ নারী প্রার্থীরা ৮টি সাধারণ আসনে সফল হন। যার মধ্যে ৫টি আসনই বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে যায়। পরে ৪টি আসনের উপনির্বাচনে বি.এন.পি পুরুষ প্রার্থী দেন; কিন্তু আওয়ামী লীগ ১টি আসনে মহিলা প্রার্থী দেন। মহিলা প্রার্থী নির্বাচিত হতে পারেননি। কাজেই ৪টি আসনেই বি.এন.পির ৪টি পুরুষ প্রার্থী বিজয়ী হন। ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা, মতিয়া চৌধুরী, বেগম রওশন এরশাদ এবং খুরশিদ জাহান হক নির্বাচিত হন। ২০০১ সালের ১ অক্টোবর নির্বাচনে খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা, খুরশিদ জাহান হক ও রওশন এরশাদ পুনরায় নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে নতুন আরও দু'জন নির্বাচিত হন। তারা হলেন ড. শোভা, ও ইলেন ভুট্টো। উপরের বিশ্লেষণ থেকে সাধারণ নির্বাচনে নারীর অবস্থানটি সুস্পষ্ট হয়। নিম্নের সারণী দুটিতে বাংলাদেশের সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্বের পরিমাণটি আরও পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে।

সারণী-১
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাধারণ আসনের জন্য মহিলা আসনের অংশগ্রহণের শতকরা হার (১৯৭৩-২০০১)

| নির্বাচনের বছর | মহিলাপ্রার্থীদের শতকরা হার |
|---|---|
| ১৯৭৩ | ০.৩ |
| ১৯৭৯ | ০.৯ |
| ১৯৮৬ | ১.৩ |
| ১৯৮৮ | ০.৭ |
| ১৯৯১ | ১.৫ |
| ১৯৯৬ | ১.৩৬ |
| ২০০১ | ১.৭৯২ |

*উৎস ঃ নাজমা চৌধুরী, বাংলাদেশ জেন্ডার ইস্যুস এ্যান্ড পলিটিকস ইন এ প্যাট্রিয়ার্কি। বারবারা নেলসন ও নাজমা চৌধুরী সম্পাদিত উইমেন ইন পলিটিকস ওয়ার্ল্ডওয়াইড। ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস,।*

সারণী-২
জাতীয় সংসদে বিজয়ী মহিলা সদস্যদের শতকরা হার

| ১<br>নির্বাচনের | ২<br>সাধারণ আসনে বিজয়ী মহিলাদের সংখ্যা | ৩<br>সাধারণ আসনে বিজয়ী মহিলাদের শতকরা হার | ৪<br>মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন | ৫<br>মহিলাদের শতকরা হার সর্বমোট আসনের পরিপ্রেক্ষিতে |
|---|---|---|---|---|
| ১৯৭৩ | ০ | ০ | ১৫ | ৪.৮ |
| ১৯৭৯(ক) | ০ | ০ | ৩০ | ৯.০ |
| ১৯৭৯(খ) | ০+২ | ০.৭ | ৩০ | ৯.৭ |
| ১৯৮৬(ক) | ৫ | ১.৭ | ৩০ | ১০.৬ |
| ১৯৮৬(খ) | ৩+২ | ১.৭ | ৩০ | ১০,৬ |
| ১৯৮৮ | ৪ | ১.৩ | – | – |
| ১৯৯১(ক) | ৮ | ২.৭ | ৩০ | ১১.৫ |
| ১৯৯১(খ) | ৪+১ | ১.৭ | ৩০ | ১০.৬ |
| ১৯৯৬ | ৫ | ১.৭ | ৩০ | ১০.৬ |
| ২০০১ | ৬ | ২ | ৩০ | ১০.৯ |

*উৎস ঃ ডঃ নাজমা চৌধুরী, উইমেন ইন ডেভেলপমেন্ট এ গাইড বুক ফর প্লানারস, (খসড়া রিপোর্ট)*

Dhaka University Institutional Repository



যাহোক, সাম্প্রতিককালে জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে 'আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ' এবং ১৯৭৬-১৯৮৫ এই দশ বৎসরকে 'নারী দশক' হিসেবে ঘোষণা করে। এদিকে স্বাধীনতার পর থেকেই দেশের বিভিন্ন নারী সংগঠনগুলো নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানকে উন্নত করার জন্য বিভিন্ন দিক থেকে দাবি উত্থাপন করতে থাকে। নারী দশকে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাও নারীর উন্নয়নে বিভিন্ন এজেন্ডা গ্রহণ করে। এর ফলে সরকারের অনুভূত হয় যে, নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হলে জাতীয় সংসদে নারীর যথাযথ প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। আর এই প্রতিনিধিত্ব থাকলেই জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।

নারীর এই পশ্চাৎপদতাকে বিবেচনা করে সংবিধান বিভিন্ন সময়ে নারীর অধিকার রক্ষার জন্য বিভিন্ন রক্ষাকবচ প্রণয়ন করে। নারীর সংরক্ষিত আসন সম্পর্কিত সাংবিধানিক ধারাটি ৬৫(৩) ১৯৭০ সালে লিগ্যাল অর্ডারেই পরিণত হয়েছিল। যার অধীনে ১৯৭০ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ ৩০০ সাধারণ আসনের ৫% তথা ১৫টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণ করে। এই ১৫টি আসনে পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত জাতীয় সংসদের সদস্যগণই সংরক্ষিত আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী নারীদের নির্বাচিত করেন। তবে এই সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা নারীদেরকে সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে কোন রকম বাঁধা প্রদান করে না। নারীরা আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তার কারণেই নারীরা সংসদে যথাযথভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হচ্ছে না। আর এই বিষয়টাকে বিবেচনা করেই সংবিধান নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করে এবং এর আবশ্যকতা অনুভব করেই এর মেয়াদ দশ বৎসর নির্ধারণ করে। কিন্তু ১৯৭৮ সালে সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ১৫ বৎসর করা হয় এবং আসন সংখ্যাও সাধারণ আসনের ১০% তথা ৩০টিতে উত্তীর্ণ করা হয়। ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বরে সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। তখন বিভিন্ন নারী সংগঠনগুলো মনে করে যে, এখনও সাধারণ আসনে নারীরা পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম নয়। তাই পুনরায় সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ বৃদ্ধি করার জন্য সরকারকে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। তার পরেও ১৯৮৮-এর সংসদে সংরক্ষিত আসনের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। কিন্তু দশম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৯০ সালে পরবর্তী সংসদের জন্য দশ বছর মেয়াদে ৩০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের ব্যবস্থা করা হয়।

উল্লেখ্য যে, আর্থ-সামাজিক বাস্তবতাকে বিবেচনা করেই সামান্য কিছু নারী সংগঠন ছাড়া অধিকাংশ নারী সংগঠনের নেতৃগণই সংসদে নারীর সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ আরও বৃদ্ধি করতে চেয়েছিল। তারা মনে করেছিল সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থাটি আরও কিছুদিন টিকে থাকলে নারী আর্থ-সামাজিক যে অবস্থা মোকাবেলা করে তা নারীর জন্যে আরও ইতিবাচক হবে।

এদিকে ১৯৭৪ সালে একদল নারী পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় যে, সংরক্ষিত আসনে পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যাপারে অধিকাংশ উত্তরদাতা মনে করেন এ ব্যবস্থাটি প্রতিরক্ষামূলক নয়। তবে বর্তমানে নারীর সামাজিক অক্ষমতার জন্য এটি একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসেবে বিরাজমান থাকতে পারে। অধিকাংশ নারী নেতৃত্ব মনে করেন, সংসদে নারীর ন্যূনতম প্রতিনিধিত্বের জন্য এই ব্যবস্থাটি অব্যাহত থাকা প্রয়োজন তবে ভবিষ্যতে পরোক্ষ নির্বাচনের এই ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে। কিন্তু অনেক উত্তরদাতা আবার মনে করেন, সংরক্ষিত আসনের এই ব্যবস্থাটি যত বেশি দীর্ঘায়িত হবে নারীর লক্ষ্য অর্জন তত বেশি বিলম্বিত হবে।

সাম্প্রতিককালে নারীর সংরক্ষিত আসন সম্পর্কিত বিতর্ক আরও জমে উঠছে। বিভিন্ন নারী সংগঠনগুলো অভিযোগ করছে, বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে নারীর আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটছে না। কারণ বর্তমান নির্বাচিত পদ্ধতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণ করে শুধুমাত্র পুরুষ ভোটারগণ, তাছাড়া দলীয় ব্যবস্থার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলই নির্বাচনে প্রতিনিধি প্রদান করে। যে কারণে কোন রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না বললেই চলে। একই ভাবে অনেক মহিলা এমপি নির্বাচিত হওয়ার জন্য পুরুষ এমপিদের নিকট তদবির করে বেড়ায়। ফলে সংরক্ষিত আসনে নারীরা নির্বাচিত হলেও তারা নিজেদের প্রয়োজনীয় ইস্যুগুলোকে সংসদে জোরালো ইস্যু হিসেবে প্রতিপন্ন করাতে ব্যর্থ হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা নারীদের স্বার্থ রক্ষার পরিবর্তে পুরুষদের স্বার্থ রক্ষায় অধিক ভূমিকা পালন করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ নারী সংগঠনগুলো সংরক্ষিত আসনে নারীর প্রত্যক্ষ নির্বাচন দাবি করছে।

উল্লেখ্য যে, নারীর এই রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন তথা সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় নারীর অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এনজিও, নারী সংগঠন ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহ দীর্ঘকাল ধরে আন্দোলন, গবেষণা, সচেতনতাকরণ ও নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে এডভোকেসী ও লবিয়িং চালিয়ে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ এনজিও জোট এনসিবিপি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ ও সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সরাসরি নির্বাচনের লক্ষ্যে এনজিও, নারী সংগঠনসমূহের ধারাবাহিক আন্দোলন এবং নীতি নির্ধারণী মহলের সঙ্গে অব্যাহত লবিয়িং এর ফলাফল হিসেবে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ইস্যুটি আজ একটি ফলপ্রসু অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। এর ফলপ্রসূতায় এমনকি রাজনৈকি দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারেও এ বিষয়ক অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে। ২০০১ সালের নির্বাচনে প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দল স্পষ্ট অঙ্গীকার করেছিল–

* বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ইশতেহারে ছিল, জাতীয় সংসদে নারীর আসন বৃদ্ধি পাবে এবং এই আসনে সরাসরি নির্বাচন হবে।

* বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ইশতেহারে ছিল, জাতীয় সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা দ্বিগুণ অর্থাৎ ৬০টি করা হবে। জাতীয় সংসদের প্রতি ৫টি সাধারণ আসন নিয়ে একটি সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচনী এলাকা গঠিত হবে এবং সরাসরি নির্বাচন হবে।

Dhaka University Institutional Repository

* জাতীয় পার্টি (এ)-এর নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত ছিল যে, সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত মহিলা আসন ৩০টি থেকে ৬৪টি তে উন্নীত করা হবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রাজনৈতিক দলগুলোও নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন ও আসন সংখ্যা বৃদ্ধিবিষয়ক অঙ্গীকার করেছে। তাই সার্বিক প্রেক্ষিতে নারী আন্দোলনের বর্তমান দাবি–

* অষ্টম জাতীয় সংসদে নারী আসন সংরক্ষণ করতে হবে।
* সংরক্ষিত নারী আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন হতে হবে।
* নারী আসন সংখ্যা ও সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নারী দেশের জনগণের অর্ধেক। তাই সংখ্যার দিক থেকেও নারীর জন্য প্রয়োজন Critical mass বা ন্যূনতম সংখ্যাগরিষ্ঠতা, যাতে করে তারা নিজেদের বক্তব্য জনসমক্ষে উপস্থাপন করার সুযোগ পায়। তাই আজ সমাজের সঙ্গত দাবি হচ্ছে– প্রত্যক্ষ্য নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

উল্লেখিত দাবি বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ আইন প্রণয়ন/সংসদে বিল উত্থাপন করতে হবে– নারী আন্দোলনের এ দাবি অনুযায়ী আইন প্রণয়ন/ বিল উত্থাপনের ক্ষেত্রে কৌশলগত দিক বিবেচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, যেহেতু নারী সমাজের এই আন্দোলন ও লবিয়িং-এর প্রেক্ষাপট ছিল প্রাক্ নির্বাচনকাল; সেহেতু নির্বাচনোত্তর কালে উত্থাপিতব্য এই বিলের পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও রূপরেখা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দের মূল্যায়ন অভিজ্ঞতা আইন/ বিল প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি সঠিক বা সময়োপযোগী নির্দেশনা তৈরিতে বিশেষভাবে সহায়ক হবে বলে মনে করে এনসিবিপি ৩১ অক্টোবর ২০০১ জাতীয় প্রেসক্লাবে এনজিও প্রতিনিধি, নারী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি মত বিনিময়ের আয়োজন করে এবং পরবর্তীতে এই বিষয়ে মাননীয় আইনমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে একটি খসড়া প্রস্তাবও তৈরি করেছে যা অষ্টম সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা ও মেয়াদ বৃদ্ধি এবং সরাসরি নির্বাচনের জন্য আইন প্রণয়নের ব্যাপারে সরকারকে সহযোগিতা করবে।

যা হোক নারী সংগঠনগুলো বিশ্বাস করে ক্ষমতাসীন দল অবশ্যই তার অঙ্গীকার রক্ষা করবে এবং বিরোধীদলগুলো তাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী বৃহত্তর নারী সমাজের এই দাবি বাস্তবায়িত করতে সর্বাত্মক সমর্থন জানাবে।

একথা সর্বজন বিদিত যে, নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হলে সর্বপ্রথম নারীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা আবশ্যক। কারণ রাজনীতি হলো সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংসদ হলো আইন প্রণয়ণ ও রাষ্ট্র পরিচালনার পীঠস্থান। সে কারণে রাজনীতিতে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ সর্বত্রই সমতা ও উন্নয়নের পূর্ব শর্তরূপে বিবেচিত হয়েছে। জাতিসংঘ নারীর অধিকার রক্ষার জন্য ১৯৫২ সালে সর্বপ্রথম যে সনদটি প্রণয়ন করে সেটি হলো Convention Political Rights of Women। বলা যেতে পারে, বৈশ্বিক পর্যায়ের এই উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার উপলব্ধি করে যে, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ব্যতিরেকে কখনোই একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিকাশ হতে পারে না। এই উপলব্ধির ফলপ্রসুতায় ১৯৭২ সালে প্রথম সংসদে সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনসহ সর্বমোট ৩১৫ আসনের মধ্যে নারী আসনের সংখ্যা ছিল ১৫টি। এই ১৫ জন নারী নির্বাচিত সংসদ সদস্য দ্বারা মনোনীত হয়েছিলেন। সরকার গৃহীত পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন নীতি ও কৌশলেও উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ ২৮ বছর চালু থেকেছে। যা সপ্তম সংসদ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। কিন্তু দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া পরোক্ষ/মনোনয়নভিত্তিক হওয়ায় এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নারীর কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দৃশ্যমান হয়নি। সংসদে তাদের অবস্থান ছিল প্রতীকী।

আজ জাতি নতুন শতাব্দীতে উপনীত। সমগ্র পৃথিবী দ্রুত এগিয়ে চলছে এক নতুন গণতান্ত্রিক বিশ্ব রচনার দিকে, যেখানে নারী ও পুরুষ মানুষ হিসেবে দেশ ও সমাজ গড়ায় তার প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে।

Dhaka University Institutional Repository

# অংশগ্রহণ

*Dhaka University Institutional Repository*

# নারী জাগরণে স্থানীয় নির্বাচন

বাংলাদেশে নারী মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস খুব কম সময়ের নয়। নারী সমাজের ওপর নানা ধরনের সামাজিক অনুশাসন এখনও রীতিমতই অব্যাহত রয়েছে। হিন্দু নারীদের ওপর সতিদাহ প্রথা বন্ধ কিংবা বিধবা বিবাহ আন্দোলনের মত কিছু সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। তারপর নারী সমাজের অনুকূলে নানা ধরনের বিধান আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল আন্দোলন কিংবা আইনের কোন শুভ ফল যে পাওয়া যায়নি তা নয়। কিন্তু এই সকল আন্দোলন কিংবা আইনগত বিধান তৈরির নেতা বা প্রণেতাগণ ছিলেন সব সময়ই পুরুষরা। এখনও সে ধারার যে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে তা নয়। নারী সমাজকে এগিয়ে আনার জন্যে বেশকিছু সামাজিক সংগঠন আছে, নারীদের নিজস্ব সংগঠনও আছে বেশ কয়েকটা। এনজিওগুলো দুই দশক ধরে নারীর অগ্রগতির জন্যে নানা রকম চেষ্টা করে চলেছে। গ্রামীণ ব্যাংকের মত সংগঠনগুলোর তো কারবার প্রধানত নারীদের সাথেই। কিন্তু এই কর্মকাণ্ডের মধ্যেও নারীরা কখনও অগ্র উদ্যোগী জনগণের মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে সমর্থ হয়নি। স্থানীয় কোন সামাজিক কর্মকাণ্ড কিংবা সরকারি বেসরকারি কোন উন্নয়ন কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণ দেখা যায় বটে, তবে সকল মানুষের নেতা হিসেবে নারীদের অবস্থান গ্রহণের মত ঘটনা অতীতে কখনও ঘটেনি। এবারের স্থানীয় সরকার নির্বাচন সেক্ষেত্রে একটা ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন সংক্রান্ত নতুন আইনগুলি যখন প্রণীত হচ্ছিল তখন অনেকে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন যে, জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে নারী প্রার্থীর নির্বাচনের ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত পুরুষদের বিষয় হিসাবেই রয়ে যাবে, পুরুষ নেতৃত্বই শেষ পর্যন্ত ঠিক করে দেবে কোন নারী নির্বাচিত হবে কিংবা পরাজিত হবে। পুরুষদের নেতৃত্বাধীন সামাজিক মেরুকরণকে সামান্য পরিমাণে আঘাত করার ক্ষমতা নারীদের হবে না বলেও অনেকে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন। কেউ কেউ এমনও আশংকা প্রকাশ করেছিলেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত যোগ্য কোন নারীই খুঁজে পাওয়া যাবে না, তিনটা ওয়ার্ড মিলে সংরক্ষিত নারী সদস্যপদগুলি বুঝি প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন পদ হিসাবেই রয়ে যাবে। কেউ কেউ আশংকা করেছিলেন যে, প্রত্যক্ষ ভোটে নারী প্রার্থীর নির্বাচনের বিষয়টা সমাজে ব্যাপক বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে, ইসলামিক নৈতিকতায় আঘাত করবে, সামাজিক বিশৃংখলা দেখা দেবে। কিন্তু বাস্তবে যখন নির্বাচনটা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং মেয়ে প্রার্থীরা সরাসরি পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে নিজের পক্ষে ভোটারদের আকর্ষণের জন্যে কাজ করেছে তখন বিষয়টা আর আশংকার মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি।

বাংলাদেশের স্থানীয় নির্বাচনে নারী প্রার্থীর অংশগ্রহণ যে একেবারে নতুন তা নয়, যা নতুন তাহল জনসাধারণের ভোট পাওয়ার জন্যে নারীর বিরুদ্ধে নারীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আরও বেশি নতুন যে বিষয়টা তাহল দেশব্যাপী প্রতিটা ইউনিয়নে ৩টা করে মহিলা সদস্যপদ। এ সকল সদস্যপদের কিছু যে একেবারে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পূরণ হয়নি তা নয়, তবে সে বিষয়টাও নতুন নয়। অনেক ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে জাতীয় নির্বাচনে এমপি পদও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পূরণ হয়। সে রকম কিছু ওয়ার্ড বাদ দিলে সারা দেশেই নারী প্রার্থীরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে পরস্পরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। এর সাধারণ প্রতিক্রিয়া হিসাবে মহিলাদের সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৪ থেকে ৫ হাজার ভোটারের মুখোমুখি হতে হয়েছে নারী প্রার্থীদের।

*Dhaka University Institutional Repository*

নিম্নে 'বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহন' বিভিন্ন দিক থেকে আলোচিত হলো:-

## ■ গ্রামভিত্তিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী অংশগ্রহনঃ

বাংলাদেশে গ্রামভিত্তিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বর্তমানে গ্রাম পরিষদ কার্যকরীভাবে রাজনীতিতে প্রবেশ করার প্রথম পদক্ষেপ। কারণ এ পর্যায়ে প্রতিনিধিগন জনগনের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখতে পারে। তৃনমূল পর্যায়ে এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মহিলারা তাদের দাবী, চাহিদা জানাতে পারে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনে অংশগ্রহন করতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদ ছাড়াও অন্যান্য পর্যায়ে অংশগ্রহন গুরত্বপূর্ন। বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার দুই ভাবে পরিচালিত হয়, তন্মধ্যে গ্রামভিত্তিক স্থানীয় সরকার [illegible]

| গ্রামভিত্তিক স্থানীয় সরকার |
|---|
| জেলা পরিষদ (৬৪)<br>৬১ জেলা পরিষদ<br>৩ পার্বত্য জেলা<br>স্থানীয় সরকার পরিষদ |
| থানা সমন্বয় কমিটি |
| ইউনিয়ন পরিষদ (৪৪৬৮) |
| গ্রাম পরিষদ (৪০২১২) |

উৎসঃ দ্যা বারলেন -ঢাকা এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট -
'পার্টিসিপেশন ইন লোকাল গর্ভঃমেন্ট
দ্যা জেন্ডার পারসপেকটিভ,
মূল গবেষক - ডঃ নাজমুন্নেছা মাহতাব।
লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃঃ ১২

### সম্পর্কিত ধারাসমূহ/বিধিসমূহঃ

১৮৭০ সালে চৌকিদারী পঞ্চায়েত আইন অনুসারে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২১ বছর পরে (বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন সাধিত হওয়া সত্বেও) স্থানীয় সরকারের উচ্চপদগুলি প্রধানত পুরুষদেরই কর্তৃত্বাধীন। উল্লেখ্য ১৯৫৬ সালের পূর্বে এদেশে মহিলাদের স্থানীয় সংস্থায় ভোটদানের অধিকার ছিল না। ১৯৫৬ সালে প্রথম সার্বজনীন ভোটাধিকার পদ্ধতি চালু হবার পর নারীরা ভোট প্রদান করতে সমর্থ হয়। এর পূর্বে ১৯২৩ সালে সর্বপ্রথম কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে তৃনমূল পর্যায়ে নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। এ অধ্যাদেশে প্রতি ইউনিয়ন পরিষদে ২ জন মহিলা প্রতিনিধি মনোনীত করা হয় এবং প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে ৯ জন নির্বাচিত সদস্য ও একজন সভাপতি থাকে। ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশ প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে মনোনীত মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা ২ থেকে উন্নীত করে ৩ জন মনোনীত মহিলা সদস্যের ব্যবস্থা রয়েছে। ১৯৯৩ সালে স্থানীয় সরকার সংস্থার মনোনয়ন প্রথা পরিবর্তন করে পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয় এবং বর্তমানে সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যগণ ৩ জন মহিলা সদস্য নির্বাচিত করবেন। এভাবে গ্রামীন স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্যরা প্রতিনিধি 'পুরুষ' নির্বাচকদ্বারা নির্বাচিত হবেন। অবশ্য প্রত্যক্ষ নির্বাচনের তাদের প্রতিযোগীতার অধিকার বিদ্যমান।

বর্তমান সরকারের 'স্থানীয় সরকার কমিশন' চার স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে [illegible] মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষনের প্রস্তাব করেছে। সংরক্ষিত এসব আসনে অবশ্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের প্রস্তাব করা হয়েছে। [illegible] হিসেবে দেখা যায়, গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা বা উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের এককভাবে স্থানীয় সরকার সংস্থার জন্য সংরক্ষিত আসনেই ১ লাখ ৬৩ হাজার মহিলার অংশগ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি হবে

Dhaka University Institutional Repository

কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী চারটি স্তরে মহিলাদের জন্য পদ সৃষ্টি হবে -

| স্থানীয় সরকারের স্তর (প্রস্তাবিত) | নারী অংশগ্রহন/ নারীর জন্য সৃষ্ট পদ |
|---|---|
| গ্রাম পরিষদ (৪০২১২টি ওয়ার্ড x ৩) | ১,২০,৬৩৬টি |
| ইউনিয়ন পরিষদ (৪৪৬৮)x ৩ | ১৩৪০৪ সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। |
| থানা/উপজেলা পরিষদ (৪৬০) | ১,৪৮৯ টি |
| জেলা পরিষদ (৬৪) | ৩০৭ টি |

উৎসঃ ভোরের কাগজ, তারিখ ৫-৬-৯৭ ইং

গত ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ তারিখে স্থানীয় সরকার কমিশন প্রস্তাবিত ৪টি স্তরের মধ্যে গ্রাম ও ইউনিয়ন পরিষদ সংক্রান্ত প্রস্তাব পাশ হয়েছে। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল ১৯৯৭ ও স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) বিল ১৯৯৭ দুটি বর্তমানে প্রচলিত। ইউনিয়ন পরিষদ (সংশোধন) বিলে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে ৩টি সংরক্ষিত এলাকায় সরাসরি ভোটে ৩ জন মহিলা সদস্য নির্বাচনের বিধান করা হয়েছে। উল্লেখ্য আগে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ৩ টি মহিলা সদস্যদের নির্বাচনের বিধান ছিল। নতুন বিধান অনুযায়ী ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে প্রতি ৩টি ওয়ার্ড থেকে [illegible] সকল ভোটারের ভোটে ১ জন করে মহিলা সদস্য নির্বাচিত হবেন। দেশে বর্তমানে মোট ৪ হাজার ৪৬৮ টি ইউনিয়ন পরিষদ আছে। এসব ইউনিয়ন পরিষদ থেকে মোট ১৩ হাজার ৪০৪ জন মহিলা সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। [illegible] ইউনিয়ন পরিষদভুক্ত ৯টি ওয়ার্ডের প্রতিটিকে ইউনিট ধরে গ্রাম পরিষদ গঠনের বিধান [illegible] দ্বিতীয় বিলে প্রতিটি গ্রাম পরিষদে ৯ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা মনোনীত সদস্য থাকবেন।

স্থানীয় সরকার কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত কাঠামোয় দেখা যায় ৪৬০ টি থানা বা উপজেলা পরিষদের মোট সাধারণ সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য প্রস্তাব করা হয়। উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি থেকে ১ জন করে সাধারণ সদস্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। এই সদস্যদের বাইরে তাদের মোট সংখ্যার ১/৩ অংশ, অর্থাৎ ১৪৮৯ টি পদ মহিলাদের জন্য সৃষ্টি হবে। সংরক্ষিত এসব আসনে মহিলারা প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। সেই ৬৪ টি জেলা পরিষদে নির্বাচিত সাধারণ সদস্যদের বাইরে মোট সংখ্যার ১/৩ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং তারা জেলার জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।

## সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ঃ

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকার কিছু আইন ও অধ্যাদেশ জারী করে মহিলাদের জন্য কিছু সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করেছে। নিম্নের ছকে তা প্রদত্ত হলো-

Dhaka University Institutional Repository

সারনী ঃ গ্রামীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নারীদের সংরক্ষিত আসন।

| গ্রামীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান | সংখ্যা | নারীদে জন্য আসন | মোট আসন সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| গ্রাম পরিষদ | ৪০২১২ | ৩ (মনোনীত) | ১২০৬৩৬ টি |
| ইউনিয়ন পরিষদ | ৪৪৬৮ | ৩ সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত | ১৩৪০৪ |
| জেলা পরিষদ | ৬৪ | ৩ সংরক্ষিত | ১৯২ (বিল পাশ হয়নি) |

উৎসঃ নারীবার্তা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, প্রথম বর্ষ,
সংখ্যা - ২, পৃষ্ঠা - ৪।

অধ্যাদেশের মাধ্যমে মনোনয়নের যে প্রথা চালু হয়েছে তাতে দেখা যায় ২৪ হাজারের (প্রায়) মতো মহিলারা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হয়।

## মহিলা সদস্যের মনোনয়নঃ

পূর্বে ইউনিয়ন পরিষদের মনোনীত মহিলা সদস্য মনোনয়ন পেতেন উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে এবং উপজেলা পরিষদের মনোনীত মহিলা সদস্যরা মনোনীত হতেন সরকার কর্তৃক। ১৯৮৭ সালে এক জরিপে দেখা যায়, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মনোনীত মহিলা সদস্যরা গ্রামীন এলিট গোষ্ঠী হতে আসে। ফলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের মতামত মহিলা সদস্যের মনোনয়নে প্রভাব বিস্তার করে। এ কারনে একই মর্যাদা বিশিষ্ট এবং আত্মীয়দের মনোনয়ন দেয়া হয়। এতে শিক্ষা অভিজ্ঞতা ও গ্রামীন উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয় না। এদের মধ্যে অধিকাংশই গৃহিনী ও তাদের নারী সম্পর্কিত সমাজের সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা নেই।

## নির্বাচনে মহিলা প্রার্থী

ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত মহিলা সদস্য প্রায় ১৩ হাজারের ও বেশী। যদিও সংখ্যাগতভাবে এটা বিরাট মনে হয়, কিন্তু পুরুষ প্রতিনিধি সংখ্যার তুলনায় এই প্রতিনিধিত্ব খুবই নগন্য। ১৯৫৯ এবং ১৯৬৯ সালে স্থানীয় সংস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এই দুটি চেয়ারম্যান নির্বাচনে কোন মহিলা প্রার্থী নির্বাচিত হয়নি। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যান হিসেবে রাজনীতিতে অংশগ্রহন নিম্নের পরিসংখ্যানে তুলে ধরা হলো-

সারণীঃ ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যান

| সন | ইউনিয়নের সংখ্যা | মহিলা প্রার্থী | নির্বাচিত মহিলা চেয়ারপার্সন |
|---|---|---|---|
| ১৯৭৩ | ৪৩৫২ | - | ১ |
| ১৯৭৭ | ৪৩৫২ | - | ৪ |
| ১৯৮৪ | ৪৪০০ | - | ৪+২=৬ |
| ১৯৮৮ | ৪৪০১ | ৭৯ | ১ |
| ১৯৯২ | ৪৪৫০ | ১১৫ | ১৩+৫=১৮ |

* উপনির্বাচনে নির্বাচিত।
উৎসঃ সৈয়দা রওশন কাদের, 'পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনে মহিলা কমিশনারদের ভূমিকা' ক্ষমতায়ন, ১৯৯৬। সংখ্যা -১, পৃষ্ঠা-১৯।

Dhaka University Institutional Repository

# জেলা পরিষদে নারীর অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

- <u>১৯৯১-৯৬ঃ-</u> ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার নেতৃত্বে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশন দু'স্তর বিশিষ্ট কাঠামো সুপারিশ করে।
  ক) জেলা পরিষদ এবং
  খ) ইউনিয়ন পরিষদ।

- <u>১৯৯৬-বর্তমানঃ-</u> বর্তমান সরকার এম শামসুল হকের নেতৃত্বে একটি কমিশন ১৯৯৭ সালে গঠন করে। কমিশন ৪স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামোর সুপারিশ করে। যথাঃ

(i) <u>জেলা পরিষদঃ-</u> চেয়ারম্যান, প্রতি থানা থেকে ২জন সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা সদস্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। অন্যদিকে উপজেলা চেয়ারম্যান, জেলার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, N.G.O প্রতিনিধি ও মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সদস্য হবেন।

(ii) <u>উপজেলা পরিষদঃ-</u> চেয়ারম্যান, প্রতি ইউনিয়ন থেকে ১জন সদস্য ও মহিলা সদস্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত এবং প্রত্যেক ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, কর্মকর্তাবৃন্দ, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ও N.G.O প্রতিনিধি সদস্য থাকবেন।

(iii) <u>ইউনিয়ন পরিষদঃ-</u> ১জন চেয়ারম্যান, ৯জন সদস্য ও ৩জন মহিলা সদস্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। অন্যান্য সকল পেশার ১জন করে প্রতিনিধি সদস্য থাকবেন।

(iv) <u>গ্রাম পরিষদঃ-</u> প্রতি ওয়ার্ড এক একটি গ্রাম পরিষদ, ইউ,পি, সদস্য পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান ও গন্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে ৩জন মহিলাসহ ১২জন প্রত্যক্ষ ভোটে সদস্য নির্বাচিত হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

# নগর ভিত্তিক স্থানীয় শাসন কাঠামো

Dhaka University Institutional Repository

# সিটি কর্পোরেশনে নারীর অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

## ■ নগরভিত্তিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী অংশগ্রহনঃ

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে গনতন্ত্রের তৃনমূল প্রবেশদ্বার ও প্রশিক্ষনের স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তন্মধ্যে শহরাঞ্চলের নগরভিত্তিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা অন্যতম যেখানে নারী অংশগ্রহন নিশ্চিত করা যায়।

### নগরভিত্তিক স্থানীয় সরকারঃ

বর্তমানে নগরভিত্তিক স্থানীয় সরকারের দুটি স্তর বিদ্যমান। যথা -

- পৌরসভা (১২৪)।
- সিটি কর্পোরেশন (৪)।

সারণীঃ গ্রাম ও শহর স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহ

| প্রশাসনিক একক | নং | নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষ (শহর ও গ্রাম স্থানীয় সরকার সংস্থা সমূহ) | নং |
|---|---|---|---|
| জাতীয় পর্যায় | | স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় LGRDC | |
| বিভাগ | ৬ | সিটি কর্পোরেশন | ৪ |
| জেলা | ৬৪ | পৌরসভা | ৬০ |
| থানা | ৪৮৭ | পৌরসভা | ৪৯ |

উৎস ঃ প্রবলেমস্ অফ আরবান লোকাল
গভরমেন্ট ইন বাংলাদেশ - এ রিভিউ
মুসলেউদ্দিন আহমেদ। জার্নাল অফ
এ্যাডমিনিসট্রেশন এন্ড ডিপলোম্যাসি।
ভল্যুম - ২ নং -১, জানু-জুন-১৯৯৪, পৃঃ ৫৭।

### সম্পর্কিত বিধিবিধানঃ

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এবং পৌরসভা অধ্যাদেশ ১৯৭৭ অনুযায়ী পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের মনোনীত সদস্যগণ 'ইলেকটোরাল কলেজ' কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। ইউনিয়ন পরিষদ ১৯৯৩ অনুযায়ী শহর এলাকায় প্রত্যেক পৌরসভায় ৩ জন নারী সদস্য যারা পৌরসভার কমিশনার কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। এ সম্পর্কিত ধারা রয়েছে। এ সকল স্থানীয় সরকার সংস্থায় নারীদের ভোট প্রদান এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার রয়েছে। পৌরসভা পরিষদে ৩ জন মনোনীত মহিলা সদস্যের ব্যবস্থা রয়েছে। সিটি কর্পোরেশনে নারী সংরক্ষিত আসনগুলো জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে করা হয়।

### সংরক্ষিত আসনঃ

৪টি সিটি কর্পোরেশনে মোট ৩৮ টি সংরক্ষিত মহিলা কমিশনারের পদ রয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনারদের পরোক্ষ ভোটে মহিলা কমিশনারগণ নির্বাচিত হন। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা জনসংখ্যা অনুপাতে খুবই কম। নগরভিত্তিক স্থানীয় সরকার সংস্থায় নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন বন্টন পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হলো -

সারণীঃ নগরভিত্তিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন।

| নগর স্থানীয় সরকার পরিষদ | সংখ্যা | মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা | মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত মোট আসন সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১২৪ | ৩ | ৩৭২ |
| সিটি করপোরেশন | ৪ | | ৩৮ |
| | (ঢাকা | ১৮ | |
| | চট্টগ্রাম | ৮ | |
| | রাজশাহী | ৬ | |
| | খুলনা) | ৬ | |

উৎস: নারীবার্তা - উইমেন ফর উইমেন-এর নিউজ লেটার, প্রথম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।
সেপ্টেম্বর - ১৯৯৬, পৃষ্টা - ৪

Dhaka University Institutional Repository

## নির্বাচন ও নারী অংশগ্রহন ঃ

১৯৯৬ সালে কমিশনার পদে উপনির্বাচনে ২ জন মহিলা নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৯৪ সালের সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে ১৭ জন মহিলা কমিশনার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন কিন্তু কেউই জয়লাভ করতে পারেননি।

১৯৯৪ সালে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে কোন নারী মেয়র হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। ১৯২ টি ওয়ার্ড কমিশনার পদে ১৭ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও কেউ নির্বাচিত হয়নি। ৪ টি সিটি কর্পোরেশনে ওয়ার্ড কমিশনারদের একটি তালিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখানো হলো -

সারণীঃ ৪টি সিটি করপোরেশনে নির্বাচিত মহিলা কমিশনারগন

| সিটি করপোরেশন | নির্বাচিত ওয়ার্ড কমিশনারদের সংখ্যা (পুরুষ) | নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী নারী সদস্যদের সংখ্যা | পরোক্ষভাবে নির্বাচিত নারী |
|---|---|---|---|
| [illegible] | ৯০ | ৩৯ | ১৮ |
| [illegible] | ৪১ | ৭+১=৮ | ৮ |
| [illegible] | ৩০ | ৬ | ৬ |
| [illegible] | ৩১ | ৬ | ৬ |

উৎস: দি বাংলাদেশ-ঢাকা এডমিনিস্ট্রেটিভ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। 'পারটিসিপেশন ইন লোকাল গভর্নমেন্ট - দা জেন্ডার পারসপেকটিভ' মূল গবেষক - নাজমুন্নেছা মাহতাব। পৃষ্ঠা - ১২, ১৯৯৭।

পৌরসভার চেয়ারপার্সন হিসেবে আজ পর্যন্ত কোন নারী নির্বাচিত হননি। তবে ১৯৭৭, ১৯৮৪ ও ১৯৯৩ সালের নির্বাচনে একজন করে নারী প্রার্থী পৌরসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৭৭ সালে পৌরসভা নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ২১ জনের মধ্যে মাত্র ৩ জন ছিলেন মহিলা। ৫০ টি ওয়ার্ড কমিশনার পদে ৪০০ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও তন্মধ্যে মাত্র ৫ জন ছিলেন মহিলা।

১৯৯৪ সালের নির্বাচনে ১৭ জন নারী সিটি কর্পোরেশনের কমিশনার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং ঢাকার ৬৬ নং ওয়ার্ডে নির্বাচনে এই প্রথমবারেই গুলশান আরা সেলিম বিজয়ী হন। উল্লেখ্য তার স্বামীও একজন চেয়ারম্যান ছিলেন। সম্প্রতিক পৌরসভা নির্বাচনের চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

Dhaka University Institutional Repository

বিধি প্রণয়নের কাজ চলছে ◻ মনোনয়ন আর নয়

# সিটি মেয়র ও কমিশনাররা নির্বাচিত করবেন মহিলা কমিশনারদের

কাগজ প্রতিবেদক : চারটি সিটি করপোরেশনের সংরক্ষিত আসনে মহিলা কমিশনার নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি তৈরি হচ্ছে। নির্বাচিত মেয়র ও কমিশনারদের ভোটে মহিলা কমিশনার নির্বাচনের বিধিসংবলিত একটি প্রস্তাব স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ভেটিংয়ের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সরকার মহিলা কমিশনার মনোনয়ন দিতেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ ভোটে মেয়র নির্বাচনসংক্রান্ত সিটি করপোরেশনের সংশোধিত নির্বাচন আইনে পরোক্ষ ভোটে মহিলা কমিশনার নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। চারটি সিটি করপোরেশনের মহিলা কমিশনারের সংখ্যা চূড়ান্ত হবে এ সংক্রান্ত বিধি তৈরি হওয়ার পর। আইন মন্ত্রণালয়ের একজন পদস্থ কর্মকর্তা মঙ্গলবার ভোরের কাগজকে জানান, মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত বিধিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছে। খুব তাড়াতাড়িই এটি চূড়ান্ত হবে।

সূত্র জানায়, এর আগে ঢাকা সিটি করপোরেশনে সরকার ১৪জন মহিলা কমিশনার মনোনয়ন দিয়েছিলেন। অন্য তিনটি সিটিতে পাঁচ-ছয়জন করে মনোনীত মহিলা কমিশনার ছিলেন।

সূত্র জানায়, 'জোন' ভিত্তিতে মহিলা কমিশনারের সংখ্যা নির্ধারিত হবে। সেক্ষেত্রে ঢাকা সিটিতে ১৫টি জোনে ১৫জন মহিলা কমিশনার নির্ধারণের সম্ভাবনা রয়েছে।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, চারটি সিটি করপোরেশন নির্বাচনের গেজেট প্রকাশিত হওয়ার পর পরই মহিলা কমিশনার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে ঢাকা ছাড়া অন্য তিনটি সিটির গেজেট প্রকাশ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। দু'একদিনের মধ্যে এ তিনটি করপোরেশনের নির্বাচিত মেয়র ও কমিশনারদের নাম গেজেটে প্রকাশিত হবে। ঢাকা সিটি করপোরেশনের তিনটি কেন্দ্রের (৫৭ নম্বর ওয়ার্ড) পুনর্নির্বাচন হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিত হওয়ায় নির্বাচন কমিশন ঢাকার ফলাফলের গেজেট প্রকাশ করতে পারছে না। নির্বাচন সম্পূর্ণ হওয়ার পর ঢাকা সিটির গেজেট প্রকাশ হবে বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। তবে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, শতকরা ৭৫ ভাগ ওয়ার্ডের নির্বাচন সম্পন্ন হলে গেজেট প্রকাশ করার বিধান আছে। সেক্ষেত্রে একটি ওয়ার্ড বাদে ৮৯টি ওয়ার্ডের নির্বাচিত কমিশনারদের নাম গেজেটে প্রকাশ করা যেতে পারে। তবে নির্বাচিত মেয়রের নাম প্রকাশ করা যাবে কিনা সে সম্পর্কে আইনে কিছু উল্লেখ নেই। অর্থাৎ মেয়রের নাম প্রকাশ করা যাবে না এমন কথাও আইনে নেই। এ সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের একজন কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান, বিষয়টি আদালতে চ্যালেঞ্জ হলে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এ জন্য বিধি সংশোধন ছাড়া কমিশন ঢাকা সিটির গেজেট প্রকাশ করবে না। তবে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা স্পষ্ট করে বলেছেন, চারটি সিটি নির্বাচন হওয়ার পর মন্ত্রণালয় বিধি সংশোধনের চিন্তা এ মুহূর্তে করছে না।

Dhaka University Institutional Repository

দৈ: প্রথম আলো, ৩১/১০

# চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচন

# সংরক্ষিত মহিলা কমিশনার পদে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা জমে উঠেছে

**মুহাম্মদ শামসুল হক, চট্টগ্রাম**

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ড কমিশনার পদে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা জমে উঠেছে। এখানে ১৪টি ওয়ার্ড কমিশনার পদে সংরক্ষিত মহিলা আসনে এই প্রথম সরাসরি ভোট হচ্ছে। বিষয়টি প্রার্থী ও ভোটারদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করলেও বিরোধী দলের নির্বাচন বর্জন ও প্রতিহত করার কর্মসূচির কারণে তেমন সাড়া ফেলেনি।

সিটি করপোরেশনগুলোতে সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ড কমিশনার পদে সরাসরি ভোটের বিধান এনে সরকার এসব আইন সংশোধন করেছিল। সাধারণ ওয়ার্ডের তুলনায় মহিলা ওয়ার্ডগুলোর সীমানা আড়াই থেকে তিনগুণ বড়। ফলে প্রার্থীদের প্রচার-প্রচারণায় দুর্ভোগও বেশি হচ্ছে।

করপোরেশনের ৪১টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৪টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের ৩টিতে ইতিমধ্যে ৩ জন প্রার্থী বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। এরা হচ্ছেন হাসিনা জাফর, নিলুফার রহমান ও রাবেয়া রহমান। প্রথমোক্ত দুজন আগে মনোনীত কমিশনার ছিলেন। অবশিষ্ট ১১ আসনে বর্তমানে প্রার্থী রয়েছেন ৩৭ জন।

বাগমনিরাম ওয়ার্ডে পুতুল রানী রায় নামে এক মহিলা তার প্রার্থিতা নির্ধারিত সময়ের পরে প্রত্যাহার করায় অপর প্রার্থী সফিনাজ আকতারকেও ভোটারদের কাছে যেতে হচ্ছে।

১৬, ২০ ও ৩২ নম্বর সাধারণ ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত ৭ নম্বর মহিলা আসনের প্রার্থী তপতী সেনগুপ্তার বাসায় চার/পাঁচদিন আগে একটি উড়োচিঠি পাঠিয়ে তাকে নির্বাচন না করতে বলা হয়। অন্যথা তাকে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয় বলে মিসেস সেন অভিযোগ করেন।

পাথরঘাটা দক্ষিণ বাকলিয়া এলাকার মহিলা কমিশনার বেগম হাসিনা মান্নান বুধবার সকাল থেকে পাথরঘাটা, চাক্তাই ইত্যাদি এলাকায় ব্যাপক গণসংযোগ করেন। প্রতিদ্বন্দ্বী এক প্রার্থীর সমর্থকরা তার সম্পর্কে গুজব ছড়িয়ে ভোটারদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। হাসিনা মান্নান নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন বলে প্রতিদ্বন্দ্বীর সমর্থকরা গুজব ছড়াচ্ছেন। এই ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বী অপর প্রার্থীরা হচ্ছেন মঞ্জুলা আফাজ, আঞ্জুমান আরা বেগম ও অঞ্জলি কুণ্ডু।

গোসাইলডাঙ্গা ওয়ার্ডের প্রার্থী নূরুন্নাহার বেগম, শাহীনুর বেগম ও শামসুন্নাহার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এখানে জনসাধারণ ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী বলে কয়েকজন ভোটারের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

# পৌরসভায় নারীর অবস্থান

*Dhaka University Institutional Repository*

# বিক্ষিপ্ত ঘটনা ॥ প্রথম দিনে শান্তিপূর্ণভাবে পৌরসভা নির্বাচনে ভোট গ্রহণ

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ বিরোধী বি.এন.পিসহ ৪টি দলের বর্জন ও হরতালের মধ্যে গতকাল (মঙ্গলবার) দেশের ৫৬টি পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষিপ্ত কিছু বোমাবাজির ঘটনা ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের সংবাদদাতাগণ জানাইয়াছেন, পৌরসভা নির্বাচনে বিভিন্ন স্থানে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল বেশ। নির্বাচনকালে অধিকাংশ পৌরসভায় [illegible] হয় নাই। আর হরতাল আহ্বানকারীদেরও তেমন কোন তৎপরতা দেখা যায় নাই। সংবাদদাতাদের খবর অনুযায়ী কোন কোন পৌরসভার নির্বাচন উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের প্রতিনিধি মুন্সীগঞ্জ হইতে ফিরিয়া আসিয়া জানান, মুন্সীগঞ্জের নির্বাচন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। তবে শেরপুর, কুষ্টিয়া, যশোরসহ কয়েকটি পৌরসভায় ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এইসব কেন্দ্রের

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

গতকাল মুন্সীগঞ্জের গণ সদনে মহিলা ভোটারদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াইয়া ভোট দিতে দেখা যাইতেছে -মোহাম্মদ আলম

## ৩০টি পৌরসভার নির্বাচন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জন ভোটার ভোট প্রদান করিবে। ইহাদের মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৩১১ এবং মহিলা ভোটার ১ লক্ষ [illegible] হাজার ৭০১।

আজ দ্বিতীয় দিনে, রাজশাহী বিভাগের ৫টি জেলায় ৭টি পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। পৌরসভাগুলি হইল, দিনাজপুর জেলার বিরামপুর ও ফুলবাড়ী পৌরসভা, লালমনিরহাটের লালমনিরহাট পৌরসভা, বগুড়া জেলার শেরপুর, সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর এবং পাবনা জেলার চাটমোহর ও ঈশ্বরদী পৌরসভা।

আজ খুলনা বিভাগের ৪টি জেলার ৫টি পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এই পৌরসভাগুলি হইল কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর ও ভেড়ামারা পৌরসভা, ঝিনাইদহ জেলার ঝিনাইদহ, যশোহর জেলার নওয়াপাড়া পৌরসভা এবং সাতক্ষীরা জেলার সাতক্ষীরা পৌরসভা।

বরিশাল বিভাগের ৩টি জেলার ৪টি পৌরসভার নির্বাচন আজ অনুষ্ঠিত হইবে। যেমন, পটুয়াখালী জেলার পটুয়াখালী পৌরসভা, বরিশাল জেলার গৌরনদী পৌরসভা, এবং ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন ও দৌলতখান পৌরসভা।

আজ ঢাকা বিভাগের ৭টি জেলার ১১টি পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এই পৌরসভাগুলি হইল, টাংগাইল জেলার গোপালপুর ও ভূয়াপুর পৌরসভা, ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা, ত্রিশাল ও ভালুকা পৌরসভা, নেত্রকোনা জেলার নেত্রকোনা পৌরসভা, কিশোরগঞ্জের কিশোরগঞ্জ পৌরসভা, রাজবাড়ী জেলার রাজবাড়ী, মাদারীপুর জেলার শিবচর পৌরসভা এবং শরিয়তপুর জেলার ডামুড্যা ও জাজিরা [illegible] পৌরসভা।

আজ সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

চট্টগ্রাম বিভাগের ২টি জেলার ২টি পৌরসভার নির্বাচন আজ অনুষ্ঠিত হইবে। যেমন, কুমিল্লা জেলার চান্দিনা পৌরসভা এবং লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ পৌরসভা।

সাতক্ষীরা সংবাদদাতা ॥ আজ (বুধবার) সাতক্ষীরা পৌরসভার নির্বাচন। পৌরসভায় ২ জন চেয়ারম্যানসহ ৩১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। চেয়ারম্যান প্রার্থীরা হইতেছেন এডঃ [illegible] খান ও শেখ আশরাফুল হক। দুইজন প্রার্থীই আওয়ামী লীগ সমর্থক। ১নং ওয়ার্ডে ৪ জন, ২নং ওয়ার্ডে ৪ জন, ৩নং ওয়ার্ডে ২ জন, ৪নং ওয়ার্ডে ৭ জন, ৫নং ওয়ার্ডে ৩ জন, ৬নং ওয়ার্ডে ৪ জন, ৭নং ওয়ার্ডে ১ জন কমিশনার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। ৮নং ওয়ার্ডে [illegible] খান চৌধুরী বদল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন। সংরক্ষিত মহিলা আসনে ১নং ওয়ার্ডে [illegible] ও [illegible] ওয়ার্ডে [illegible] বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন। ২নং ওয়ার্ডে [illegible] মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। মোট ভোটার সংখ্যা ৪৬,১৪১।

বগুড়া হইতে সংবাদদাতা ॥ [illegible] শেরপুর এবং [illegible] পৌরসভার নির্বাচনে [illegible] পৌরসভার নির্বাচনে ১৩ হাজার ৭৩৮ জন ভোটার ৯টি ভোটকেন্দ্রে তাহাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করিবে। [illegible] পৌরসভার নির্বাচনে ১৪ হাজার ৭৭৫ জন ভোটার ৯টি ভোটকেন্দ্রে তাহাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করিবেন।

পটুয়াখালী সংবাদদাতা ॥ [illegible] পৌরসভা নির্বাচনে বিরোধী দলের [illegible] মাঠে [illegible]। [illegible] নির্দেশ [illegible] উপেক্ষা করিয়া [illegible] চেয়ারম্যান প্রার্থীদের [illegible] পুলিশ [illegible]। আজ ২৪শে ফেব্রুয়ারি পটুয়াখালী পৌরসভা নির্বাচন।

বরগুনা (দক্ষিণ) সংবাদদাতা ॥ [illegible] বরগুনা পৌরসভা নির্বাচনে [illegible] ওয়ার্ডের [illegible] ১৩ জন [illegible]। [illegible] (৩০), মোশারফ (৩৭), (৩১), [illegible] (২৪), [illegible] (১৮)।

সৈয়দপুর সংবাদদাতা ॥ [illegible] অনুষ্ঠিত পৌর নির্বাচন সৈয়দপুরের ২৭টি নির্বাচন কেন্দ্রের ১০টি কেন্দ্র [illegible] শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

# ভোটাররা পৌর নির্বাচন সফল করেছেন —আবু হেনা

প্রথম আলো ২৬ ফেব্রুয়ারি ৯৯

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত পৌরসভা নির্বাচনকে সন্তোষজনক হিসেবে আখ্যায়িত করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু হেনা বলেছেন, দেশের নির্বাচনমুখী সাধারণ মানুষ অর্থাৎ ভোটাররা এ নির্বাচনকে সফল করেছেন। আর তৃতীয় শক্তি হিসেবে কাজ করেছে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীরা। এতে আমার তেমন কোনো কৃতিত্ব নেই।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, যে পরিস্থিতির মধ্যে নির্বাচন হয়েছে তাতে জনগণের মধ্যে কিছুটা আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছিল। তবে [illegible] সার্বিক সহযোগিতায় শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে।

তিনি জানান, ভোটের প্রথম দিনে প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ ও দ্বিতীয় দিনে প্রায় ৬৫ ভাগ ভোটার ভোট দিয়েছে। তবে পৌর নির্বাচনে প্রায় ৮০ শতাংশ পর্যন্ত ভোটারের ভোট দেয়ার নজির রয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে আবু হেনা বলেন, আগামী সিটি করপোরেশন নির্বাচনে সব রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করুক- এটা আমি চাই। কারণ সবার সমর্থন ছাড়া কোনো অর্থবহ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সন্তোষজনক সমাধান হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। এ সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব সরকারি দলের তুলনামূলকভাবে বেশি। তবে পাশাপাশি এটাও ঠিক যে সরকারি দল শুধু উদ্যোগ নেবে, বিরোধী দল সাড়া দেবে না- তা হতে পারে না।

তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করে সবার সহযোগিতা নিয়ে। তাই নির্বাচন কমিশনকে কারোরই প্রতিপক্ষ ভাবা উচিত নয়।

বিরোধী দলের নির্বাচনী ফলাফল বাতিল দাবি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আইনের আওতায় নির্বাচন হয়েছে। এ নির্বাচনের ফলাফল বাতিলের এখতিয়ার আমাদের নেই।

Dhaka University Institutional Repository

## শেষ দিন ৫০টি পৌরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত

# যেখানে যেভাবে ভোট হলো

সূত্র : প্রথম আলো. ২৮ সেপ্টেম্বর ০৪

**প্রথম আলো ডেস্ক**

গতকাল বৃহস্পতিবার দেশের ৫০টি পৌরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া গতকালের পৌর নির্বাচন ছিল শান্তিপূর্ণ। কোথায় কিভাবে নির্বাচন হলো সে সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

**শ্রীমঙ্গল** পৌরসভার একটি নির্বাচনী কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত করা হয়েছে। সন্ত্রাসীরা টিভিসি হল ভোট কেন্দ্র তছনছ করে ৩ রাউন্ড গুলি ছুড়ে নির্বিঘ্নে চলে যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। এই কেন্দ্রে দায়িত্বরত একজন সরকারি কর্মকর্তা গুলির ছররায় আহত হয়েছেন। আরো দুটি কেন্দ্রে ৫ রাউন্ড গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

**ফুলবাড়িয়া** পৌরসভার নির্বাচনে ভোটাররা নির্বিবাদে ভোট দিয়েছেন। মহিলাদের উপস্থিতি এখানেও ছিল লক্ষণীয়। কিছু কেন্দ্রের দু'একজন ভোটার তাদের ভোট আগেই দেয়া হয়ে গেছে বলে অভিযোগ করেছেন।

**ভৈরব** পৌরসভার নির্বাচনে ভোটাররা সকাল থেকেই দল বেঁধে ভোট কেন্দ্রগুলোতে উপস্থিত হয়েছেন। বেলা সোয়া ১টার মধ্যে ৫০ শতাংশ ভোটার ভোট দিতে সক্ষম হয়েছেন। কিশোরগঞ্জ জেলার এই পৌরসভায় মহিলা ভোটারদের প্রচণ্ড চাপে কোনো কোনো কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের হিমশিম খেতে দেখা গেছে।

**কুড়িগ্রাম** পৌরসভার নির্বাচন সুষ্ঠভাবে শেষ হয়েছে। কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। ৮০ শতাংশ ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন বলে নির্বাচন অফিস সূত্রে জানানো হয়েছে।

**পাইকগাছা** পৌরসভার প্রথম নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও বিপুল। পুরো পৌর এলাকা ছিল উৎসবমুখর। কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে সকাল ৮টায় ভোটগ্রহণ শুরুর আগে থেকেই ভোটাররা ঘন কুয়াশা উপেক্ষা করে ভোট কেন্দ্রে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যান। ৮০ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে বলা হয়েছে।

**পাবনা** পৌরসভা নির্বাচন ভোটারদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি, ভোট কেন্দ্রের বাইরে বোমাবাজি, ভোটারদের চাপে অতিরিক্ত বুথ খোলা এবং প্রতিপক্ষ সমর্থকদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। সকাল ৮টা থেকেই ভোট কেন্দ্রগুলোতে লম্বা লাইন পড়ে যায়। মহিলা ভোটারদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। বিরোধী দলের অনেক নেতাকর্মীকেও ভোট কেন্দ্রের সামনে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। বিকেল ৩টার মধ্যেই গড়ে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে বলে কেন্দ্রগুলো সূত্রে জানা গেছে। ছাতিয়ানী কেন্দ্রের বাইরে বোমার আঘাতে লতা নামের এক কিশোরী আহত হয় এবং ভোট গ্রহণের শেষ মুহূর্তে জেলা স্কুল কেন্দ্রের বাইরে দু' কমিশনার প্রার্থীর সমর্থকদের বোমাবাজি ও গোলাগুলিতে কমপক্ষে পাঁচজন আহত হয়েছে। এই কেন্দ্রে দায়িত্বরত একজন ম্যাজিস্ট্রেট লাঞ্ছিত হয়েছেন।

**সখীপুর** পৌরসভার নির্বাচন দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে। [illegible] টি কেন্দ্রে চোরাগোপ্তা বোমা হামলা হলেও কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ভোটগ্রহণ শুরুর আগে বেশ কিছু ভোট কেন্দ্রের আশপাশে বোমা ফাটানো হলেও সকাল ৯টার পরে ভোট কেন্দ্রগুলোতে মহিলা ভোটারদের উপস্থিতি ছিল ব্যাপক। শতকরা ৮০ ভাগ ভোটার ভোট দিয়েছেন বলে নির্বাচন অফিস সূত্রে বলা হয়েছে।

**টাঙ্গাইল** পৌরসভার নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ভোটাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দীর্ঘক্ষণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছেন। ভোটগ্রহণকালে কোথাও কোনো গোলযোগের খবর পাওয়া যায়নি। কোনো প্রার্থীও কারচুপি বা অনিয়মের কোনো অভিযোগ উত্থাপন করেননি।

**পটুয়াখালী** পৌরসভার নির্বাচনে ১৬টি কেন্দ্রকেই ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা [illegible] কোথাও কোনো গোলযোগের খবর পাওয়া যায়নি। নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর নেতাকর্মী-সমর্থকরাও ভোট দিতে কেন্দ্রে এসেছেন বলে স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন। কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে খুব সকাল থেকেই ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে যান। মহিলা ভোটারদের উপস্থিতি এ পৌর এলাকাতেও ছিল পুরুষের তুলনায় বেশি।

**ফরিদপুর** পৌরসভার নির্বাচনী কর্মকর্তারা ভোটগ্রহণের সবকিছু গুছিয়ে ওঠার আগেই ভোট কেন্দ্রগুলোতে বিপুলসংখ্যক ভোটার জড়ো হন। তবে মহিলা ভোটারদের উপস্থিতি ও স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল চোখে পড়ার মতো। দুপুর ১২টার মধ্যেই অনেক কেন্দ্রে ৫০ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়ে দেন। কয়েকজন প্রার্থী কয়েকটি কেন্দ্রে কিছু অনিয়মের অভিযোগ করেন। রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ কেন্দ্রে দুই প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ছাড়া আর কোনো কেন্দ্রে গোলযোগের খবর পাওয়া যায়নি। কয়েকটি কেন্দ্রের কিছু ভোটার তাদের ভোট আগেই দেয়া হয়ে গেছে বলে অভিযোগ করেছেন। এ পৌরসভায় ৭২ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছেন। গত সংসদ নির্বাচনের তুলনায় এ হার ১০ শতাংশ বেশি।

**দুর্গাপুর** পৌরসভার নির্বাচনে ৭০ শতাংশ ভোট পড়েছে। নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর নতুন পৌরসভা হওয়ার পর এটিই ছিল প্রথম নির্বাচন। কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

**মনিরামপুর** পৌরসভায় নির্বাচন বর্জনকারীদেরও ভোটার হয়ে ভোট দিতে দেখা গেছে। যশোরের এ পৌরসভায় ৭০ শতাংশ ভোটার তাদের অধিকার প্রয়োগ করেছেন বলে নির্বাচন অফিস সূত্রে বলা হয়েছে। পৌরসভার প্রথম এই নির্বাচনে বিপুলসংখ্যক মহিলা ভোটারও ভোট দিয়েছেন।

**উল্লাপাড়া** পৌরসভায় প্রায় ৮০ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে বলা হয়েছে। সিরাজগঞ্জ জেলার নবগঠিত এই পৌরসভার প্রথম নির্বাচনে ১৮টি কেন্দ্রেই শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়েছে।

**নলছিটি** পৌরসভায় সুষ্ঠভাবে নির্বাচন শেষ হয়েছে। আগের রাতে ব্যাপকভাবে বোমা ফাটানো হলেও শতকরা ৭৮ ভাগেরও বেশি ভোট পড়েছে বলে নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে।

**শান্তিতাবাড়ী** পৌরসভার প্রতিটি কেন্দ্রে বিপুলসংখ্যক ভোটার ভোট দিয়েছেন। উৎসবমুখর পরিবেশে নবগঠিত এ পৌরসভার প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা ভোটার ভোট দিয়েছেন. মোট ভোট পড়েছে ৮১ শতাংশ। তবে ভাতশালা মাদ্রাসা কেন্দ্রে বিকেল সাড়ে ৩টায় প্রতিদ্বন্দ্বী দু'জন কমিশনার প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে নবী হোসেন (৩০) নামে একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। পুলিশ ৬ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

**টুঙ্গীপাড়া** পৌরসভায় উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট হয়েছে। নবগঠিত [illegible] পৌরসভায় ভোট পড়েছে ৮৭ [illegible] মহিলা ভোটারদের উপস্থিতির হার [illegible] চোখে পড়ার মতো।

**কোটালীপাড়া** পৌরসভায় ভোট পড়েছে ৮৮ শতাংশ। নবগঠিত এ পৌরসভায়ও মহিলা ভোটারদের উপস্থিতির হার ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি।

**পাঁচবিবি** পৌরসভার নির্বাচনে ভোটাররা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে ভোট দিয়েছেন। সকাল থেকে ভোটারদের লাইন ধরে ভোট দিতে দেখা [illegible]। জয়পুরহাট জেলার এই পৌরসভা[illegible] ভোটগ্রহণকালে কোনো কেন্দ্রে সামান্যতম বিশৃঙ্খলার ঘটনাও ঘটেনি। এখানে ভোটার উপস্থিতির হার ছিল ৭১ শতাংশ।

**জীবননগর** পৌরসভায় ভোট পড়েছে শতকরা ৮৮ ভাগ। ভোটগ্রহণের আনুষ্ঠানিক আগে থেকেই ভোটাররা কেন্দ্রগুলোর সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যান। [illegible] নতুন শাড়ি আর পুরুষ ভোটাররা ভালো জামাকাপড় পরে দলে দলে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হন। চুয়াডাঙ্গা জেলার নবগঠিত এ পৌরসভার প্রথম নির্বাচন ছিল উৎসবের আমেজে। [illegible] কোথাও কোনো গোলযোগ বা অনিয়মের খবর পাওয়া যায়নি।

**নোয়াখালী** পৌরসভার নির্বাচনে কয়েকটি কেন্দ্রে জাল ভোট দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ জাল ভোট দেয়ার অপরাধে পুরুষ ও মহিলাসহ ১২ জনকে আটক করেছে। কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। এখানে ৬৫ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছেন বলে নির্বাচনী অফিস সূত্রে বলা হয়েছে।

**চাটখিল** পৌরসভার [illegible] সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বোমাবাজির অভিযোগে পুলিশ চারজনকে আটক করেছে। কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে অনুষ্ঠিত এ পৌরসভার কয়েকটি কেন্দ্রে জাল ভোট হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কোথাও কোনো গোলযোগ বা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এখানে ৬৫ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানা গেছে।

**মংলা** পৌরসভায় সুষ্ঠভাবে নির্বাচন হয়েছে। [illegible] ৬৯ শতাংশ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।

**মেহেরপুর** পৌর নির্বাচনে শতকরা ৭৫ ভাগ ভোট পড়েছে বলে নির্বাচন অফিস থেকে বলা হয়েছে। পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ড ভোট কেন্দ্রের আশপাশে দু'জন কমিশনার প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে দু'দফা সংঘর্ষ হয়েছে। [illegible]

**বাকেরগঞ্জ** পৌরসভায় ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। মহিলা ভোটারদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। চেয়ারম্যান পদে যুবদল নেতা অধ্যাপক আবু জাফর অভিযোগ করেছেন, তার প্রতিদ্বন্দ্বী একই আওয়ামী লীগ নেতা মাহবুব আলমের সমর্থকরা ৭, ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ৩টি ভোট কেন্দ্র থেকে তার নির্বাচনী এজেন্টদের বের করে দিয়েছে। তিনি ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ তুলে নির্বাচন বাতিলের দাবি করেছেন।

**চারঘাট** পৌরসভার ভোট কেন্দ্রগুলো খুলে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপুলসংখ্যক মহিলা ভোটারকে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে দেখা গেছে। স্থানীয় মুরুব্বি ও প্রার্থীদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহিলাদের আগে ভোট দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রাজশাহী জেলার এই পৌরসভায় শতকরা ৭৫ ভাগ ভোটার তাদের অধিকার প্রয়োগ করেছে বলে প্রাথমিকভাবে বলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ভৈরব : প্রার্থীদের পোস্টারে ছেয়ে গেছে ভৈরব শহরের দেয়াল — জনকণ্ঠ

# মাদারীপুরে জমে উঠেছে পৌর নির্বাচন ॥ প্রচারে মহিলা প্রার্থীরা এগিয়ে

**নিজস্ব সংবাদদাতা,** *মাদারীপুর থেকে*

পৌরসভা নির্বাচনের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অতীত কর্মকাণ্ড নিয়ে ভোটারদের মধ্যে মুখরোচক আলোচনা বাড়ছে। যত্রতত্র প্রার্থীদের দোষগুণ ও সামাজিক অবস্থান নিয়েও তুমুল বিতর্ক হচ্ছে। মাদারীপুর জেলার নবগঠিত কালকিনি ও শিবচর পৌরসভায় প্রার্থীদের চেয়ে ভোটারদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যাচ্ছে মাদারীপুর পৌরসভায়। এখানে চেয়ারম্যানদের চেয়ে কমিশনারদের প্রচার ব্যাপক। সংরক্ষিত মহিলা আসনে কমিশনার প্রার্থীরা প্রচারে এগিয়ে রয়েছে। মাদারীপুর, শিবচর ও কালকিনি পৌরসভার সর্বত্র প্রার্থীদের ছবিসহ প্রতীকসংবলিত পোস্টারে ছেয়ে গেছে। গভীর রাত পর্যন্ত ভোটারদের বাড়ি বাড়ি ধর্ণা দিচ্ছে প্রার্থীরা। দল বেঁধে মহিলা প্রার্থীরা প্রচারে নেমেছে।

নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, জেলার ৩টি পৌরসভায় ৩টি চেয়ারম্যান পদের জন্য ১৪ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। মাদারীপুরে ২ জন, শিবচরে ৬ জন ও কালকিনি পৌরসভায় ৬ জন। এঁরা হচ্ছেন মাদারীপুরে নুরুল আলম বাবু চৌধুরী ও খলিলুর রহমান খান, শিবচরে আব্দুল লতিফ মোল্লা, ডাঃ আঃ লতিফ খান, মজিবর রহমান খান, মোসলেম উদ্দিন খান, আওলাদ হোসেন খান ও খবির উদ্দিন তালুকদার, কালকিনিতে আবুল কালাম আজাদ, শাকিলুর রহমান সোহাগ, তৌফিকুজ্জামান শাহীন, এ্যাডঃ আবুল বাসার, নুরুল হক সর্দার ও নুরুল ইসলাম হাওলাদার।

মাদারীপুর পৌরসভায় ৯ ওয়ার্ডের ৯ কমিশনার পদের জন্য ৩৭ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে ১ নং ওয়ার্ডে ৬ জন, ২ নং ওয়ার্ডে ৫ জন, ৩ নং ওয়ার্ডে ২ জন, ৪ নং ওয়ার্ডে ৪ জন, ৫ নং ওয়ার্ডে ৩ জন, ৬ নং ওয়ার্ডে ৬ জন, ৭ নং ওয়ার্ডে ৬ জন, ৮ নং ওয়ার্ডে ৩ জন ও ৯নং ওয়ার্ডে ২ জন। সংরক্ষিত ৩টি মহিলা আসনের জন্য ১৫ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে ৭ জন, ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে ৬ জন এবং ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ২ জন।

শিবচর পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৬ নং ওয়ার্ডে আবু তাহের গোমস্তা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কমিশনার নির্বাচিত হওয়ায় বর্তমানে ৮টি ওয়ার্ডে ৩৬ প্রার্থী কমিশনার পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এখানকার ৫ নং ওয়ার্ডে সামর্থ বান বিবি নামে এক মহিলা সাধারণ কমিশনার পদের জন্য লড়ছেন। এ পৌরসভায় ১ নং ওয়ার্ডে ৬ জন, ২ নং ওয়ার্ডে ৩ জন, ৩নং ওয়ার্ডে ৭ জন, ৪ নং ওয়ার্ডে ৫ জন, ৫ নং ওয়ার্ডে ৪ জন, ৭নং ওয়ার্ডে ৫ জন, ৮নং ওয়ার্ডে ৩ জন ও ৯নং ওয়ার্ডে ৩ জন প্রার্থী কমিশনার পদের জন্য লড়ে যাচ্ছেন। এখানকার ৩টি সংরক্ষিত মহিলা কমিশনার পদের জন্য লড়ছেন ৯ প্রার্থী। এর মধ্যে ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে ৩ জন, ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে ৪ জন এবং ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

কালকিনি পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডে ৯ কমিশনারের জন্য ২ মহিলাসহ ৪০ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে ১ নং ওয়ার্ডে ৬ জন, ২নং ওয়ার্ডে ৫ জন, ৩ নং ওয়ার্ডে ৬ জন, ৪ নং ওয়ার্ডে ৩জন, ৫ নং ওয়ার্ডে ৩ জন, ৬ নং ওয়ার্ডে ৪ জন, ৭ নং ওয়ার্ডে ২ জন, ৮ নং ওয়ার্ডে ৪ জন ও ৯নং ওয়ার্ডে ৭ জন। কালকিনির সংরক্ষিত ৩টি মহিলা আসনে ১১ প্রার্থী লড়ছেন। এর মধ্যে ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে ৪ জন, ৪, ৫, ও ৬নং ওয়ার্ডে ৩ জন এবং ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে ৪ প্রার্থী লড়ে যাচ্ছেন।

আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি কালকিনি, ২৪ ফেব্রুয়ারি শিবচর ও ২৫ ফেব্রুয়ারি মাদারীপুর পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জেলা নির্বাচন অফিসার জানান, মাদারীপুর ৩টি পৌরসভায় ৫৫ হাজার ২ শ' ৩৫ জন ভোটার রয়েছে। এর মধ্যে মাদারীপুর পৌরসভায় ৩০ হাজার ৩শ' ৪৬ জন, তন্মধ্যে পুরুষ ১৬ হাজার ৫শ' ৪৬। মহিলা ১৩ হাজার ৮শ'। শিবচর পৌরসভায় মোট ভোটার ৮ হাজার ৫শ' ১৬ জনের মধ্যে পুরুষ ৪ হাজার ২শ' ৮৭, মহিলা ৪ হাজার ২ শ' ২৯ জন। কালকিনি পৌরসভায় মোট ভোটার ১৬ হাজার ৩শ' ৭৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৭ হাজার ৯শ' ৯২, মহিলা ৮ হাজার ৩শ' ৮১ জন। জেলার ৩টি পৌরসভার মধ্যে কালকিনি পৌরসভায় পুরুষের তুলনায় মহিলারা প্রচারে এগিয়ে আছেন।

---

# জামালপুর পৌরসভার ভোটাররা নির্বিঘ্নে কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে চান

**নিজস্ব সংবাদদাতা,** *জামালপুর থেকে*

পৌর নির্বাচন নিয়ে জামালপুর পৌর এলাকার ভোটারদের মধ্যে চলছে নানারকম জল্পনা-কল্পনা। নির্বাচনের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে প্রার্থী ও ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ ও উৎকণ্ঠা দুই-ই বিরাজ করছে। শেষ পর্যন্ত ভোট গ্রহণের দিন কেন্দ্রে ভোটদানের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকবে কি না—এনিয়ে ভোটারদের মধ্যে শঙ্কা এখনও কাটেনি। হরতাল উপেক্ষা করে ভোটাররা কেন্দ্রে ভোট দিতে যাবেন কি না এ সম্পর্কে এক ভোটারের মন্তব্য—'দ্যাহি না কি অয়। কেন্দ্রে যাইতে পারলে ভোট দিমু, না অয় ফিরা আমু।' অপর এক ভোটার জানান, 'মহল্লার মাইনষের 'মতিগতি' যা আমারও তাই।'

এক ভোটার ক্ষোভের সঙ্গে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, 'দ্যাশের কথা কেউ ভাবে না, কারও কোন চিন্তা-ভাবনা নাই। যতো দুর্গতি পোয়ান লাগে আমগরে, নিরীহ পাবলিকের। দোষ কি পাবলিকের?' এ রকম শত ভাবনার মধ্যে মফস্বল শহর জামালপুর পৌর এলাকার সাধারণ মানুষের দিন কাটছে। ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে ভোট বর্জনের মতো ইস্যুকার রাজনৈতিক ইস্যু তৈরি করে কি লাভ? স্থানীয় নির্বাচনকে দলীয়করণ বিষয়ে বিরোধী দলের রাজনৈতিক জটিল সমীকরণ সাধারণ মানুষের কাছে মোটেও বোধগম্য নয়। আসন্ন পৌর নির্বাচনকে ঘিরে এ রকম আলোচনাই এখন সর্বত্র চলছে সরবে-নীরবে। বহু ভোটারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ভোটাররা নির্ভয়ে কেন্দ্রে যেয়ে ভোট দানে আগ্রহী। অধিকাংশ ভোটার চায় তার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে। 'ভোটকারচুপি', 'সীলমারা' কিংবা 'ব্যালট ছিনতাই'—এসব মোটেও পছন্দ নয় সাধারণ ভোটারদের। সুষ্ঠু ভোটদানের পরিবেশ বজায় থাকলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ভোটাররা কেন্দ্রে যাবে ভোট দিতে। ভোটদানের অধিকার ও আনন্দ থেকে বস্তুত কেউই বঞ্চিত হতে ইচ্ছুক নয়।

আসন্ন পৌর নির্বাচনকে ঘিরে এতসব উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও নানামুখী সংশয়ের মধ্যেও প্রার্থীরা প্রচারে পিছিয়ে নেই। ইতোমধ্যে পৌর শহরের প্রায় সব হোটেল-রেস্তরাঁসহ বিভিন্ন এলাকার দর্শনীয় স্থানগুলো প্রার্থীদের প্রতীক সংবলিত পোস্টারের ছেয়ে গেছে। বেলা ২টার পর থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মাইকিংয়ের পাশাপাশি চলছে প্রার্থীদের লিফলেট বিতরণ ও ভোট প্রার্থনা। প্রার্থীরা ভোটারদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত ভোট প্রার্থনা করছেন। মাঠ পর্যায়ে ঘুরে দেখা গেছে, নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর অধিকাংশ নেতা-কর্মী কোন না কোন প্রার্থীর পক্ষে নেপথ্যে জোরালোভাবে কাজ করছেন। বহিষ্কার, খড়গ কিংবা নিষেধাজ্ঞা মান্য করার তাগিদ কেউই অনুভব করছে না। এক বিএনপি কর্মী বলেন, 'বর্জনের ফাঁক গলে বেশিরভাগ ভোটারই এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে কেন্দ্রে ভোট দিতে যাবে। কাউকেই হরতালের কর্মসূচী দিয়ে ঘরে বন্দী রাখা সম্ভব হবে না। অনেকে ধারণা করছেন, মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন প্রার্থীদের বিপুলসংখ্যক সমর্থকদের পদচারণায় যেরকম উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হয়, ভোটগ্রহণের দিনও প্রার্থীদের উৎসাহে ভোটাররা কেন্দ্রমুখী হবে। এতে আবারও উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হতে পারে। প্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলে সেরকম আভাসই পাওয়া গেছে।

জামালপুর পৌরসভা নির্বাচনে এবার চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হয়েছেন ৩ জন। এঁদের একজন হলেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত সাবেক পৌর চেয়ারম্যান মির্জা সাখাওয়াতুল আলম মনি। অপর ২ জন জাকের পার্টির হাবিবুর রহমান তোতা ও স্বতন্ত্র প্রার্থী আওলাদ হোসেন। সাধারণ ওয়ার্ড কমিশনার পদে প্রার্থী হয়েছেন ৭৯ জন এবং সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ড কমিশনার পদে ২১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। প্রত্যেক ওয়ার্ডে সাধারণ কমিশনার পদে ৬ থেকে ১২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়ায় ভোটের হিসাব-নিকাশ কঠিন হয়ে পড়েছে। সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ড কমিশনার পদেও একই অবস্থা। তবে প্রচারে কেউ পিছিয়ে নেই। প্রত্যেক প্রার্থীই আশা করছেন তিনিই বিজয়ী হবেন।

*Dhaka University Institutional Repository*

# যাঁরা পৌরসভা চেয়ারম্যান হলেন

**নিজস্ব প্রতিবেদক**

পৌরসভা নির্বাচনে তৃতীয় ও সর্বশেষ দিন গতকাল বৃহস্পতিবার ৫০টি পৌরসভায় ভোটগ্রহণ করা হয়। নির্বাচন কমিশন এবং আমাদের সংবাদদাতারা ওইসব পৌরসভায় বেসরকারিভাবে নির্বাচিতদের তালিকা পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে ৪৯টি পৌরসভায় কেবল চেয়ারম্যান পদে বিজয়ী এবং নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীদের তালিকা ছাপা হলো।

সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া পৌরসভায় বিএনপি নেতা বেলাল হোসেন ৩ হাজার ৭৭৫ ভোট পেয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের মারুফ বিন হাবিব পেয়েছেন ৩ হাজার ১২৮ ভোট।

নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর পৌরসভা নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে বিজয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের কামাল পাশা ৪ হাজার ২৫৫ ভোট পেয়ে। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী একই দলের মোঃ সারওয়ার্দি পেয়েছেন ২ হাজার ৯৮৪ ভোট।

নালিতাবাড়ি পৌরসভায় থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি আবদুল হালিম উকিল ৫ হাজার ৯৮৮ ভোট পেয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজউদদৌলা পেয়েছেন ৩ হাজার ৭৮৭ ভোট।

কুলাউড়া পৌরসভায় চেয়ারম্যান পদে ৩ হাজার ৬৪৯ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন আবদুল মালিক। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গিয়াসউদ্দিন আহমদ পেয়েছেন ২ হাজার ৫৫০ ভোট।

শ্রীমঙ্গল পৌরসভায় ৩ হাজার ৬০০ ভোট পেয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন মহসীন মিয়া মধু। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলাম হোসেন পেয়েছেন ১ হাজার ৭৩[illegible] ভোট। এখানে যে একটি কেন্দ্রে ভোট স্থগিত হয়েছে সেখানকার ভোট ১ হাজার ৫৫০টি।

স্বতন্ত্র প্রার্থী মোস্তাক আহমেদ পি[illegible] ১০ হাজার ৪২২ ভোট পেয়ে পটুয়াখালী পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী অ্যাডভোকেট সুলতান আহমেদ মৃধা পেয়েছেন ১০ হাজার ২৮৭ ভোট।

কালিগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন আব্দুল মান্নান। তিনি ভোট পেয়েছেন ৭ হাজার ৮১৫। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

# যাঁরা পৌরসভা চেয়ারম্যান হলেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আলাউদ্দিন আলা পেয়েছেন ৫ হাজার ৫৫২ ভোট।

নড়াইলের কালিয়া পৌরসভায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন যুবলীগ নেতা ফকিরুল হক মুক্তি। তিনি ভোট পেয়েছেন ৫ হাজার ৭১৮। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ নেতা শাহিদুল ইসলাম শাহী পেয়েছেন ২ হাজার ৯৫৯ ভোট।

পিরোজপুর পৌরসভায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন লিয়াকত আলী শেখ বাদশা। তিনি ভোট পেয়েছেন ১০ হাজার ২৬৮। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হাবিবুর রহমান মালেক পেয়েছেন ৯ হাজার ৩৪৪ ভোট।

টাঙ্গাইল পৌরসভায় নির্দলীয় (জেলা ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত সহসভাপতি) প্রার্থী জামিলুর রহমান মিরন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন ২৬ হাজার ৬৮১ ভোট পেয়ে। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জেলা আওয়ামী লীগ সহসভাপতি আফতাবুজ্জামান খান ফিরোজ পেয়েছেন [illegible] হাজার ১৬৭ ভোট।

খুলনার পাইকগাছা পৌরসভায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী এস এম মাহাবুবুর রহমান ১ হাজার ৪৯১ ভোট পেয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষ্ণপদ মণ্ডল পেয়েছেন ১ হাজার ৪২৯ ভোট।

মংলা পৌরসভায় বিএনপি নেতা আব্দুল হাই ৭ হাজার ২১২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বিএনপিরই আরেক নেতা আব্দুল বাতেন। তার প্রাপ্ত ভোট ৫ হাজার ৮৪০।

মেহেরপুর পৌরসভায় স্বতন্ত্র প্রার্থী মুতাছিম বিল্লাহ মত ৪ হাজার ৯২৬ ভোট পেয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির আব্দুর রহমান পেয়েছেন ৩ হাজার ৩০০ ভোট।

কুমিল্লার লাকসাম পৌরসভায় ৩ হাজার ৯৩৬ ভোট পেয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপির নাছিরউদ্দিন আহমেদ। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের শাহ আলম চৌধুরী। তার প্রাপ্ত ভোট ৩ হাজার ৬৬৫।

নোয়াখালীর চাটখিল পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী নাছিরউদ্দিন ভূঁইয়া ৫ হাজার ৩১১ ভোট পেয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী মোস্তফা কামাল পেয়েছেন ৩ হাজার ৩৮৫ ভোট।

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর পৌরসভায় বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত মতিয়ার রহমান ৩ হাজার ৬৮৮ ভোট পেয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল হক পেয়েছেন ২ হাজার ২৩৫ ভোট।

জয়পুরহাটের পাঁচবিবি পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগের অ্যাডভোকেট শামসুল আলম দুদু। তিনি পেয়েছেন ৩ হাজার ২৫৮ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মনসুর রহমান মণ্ডল পেয়েছেন ১ হাজার ৯০৯ ভোট।

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগের ইলিয়াস হোসেন সরদার ১ হাজার ১১২ ভোট পেয়ে। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির অ্যাডভোকেট আবুল খায়ের পেয়েছেন ৬২৫ ভোট।

কোটালিপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান পদে বিজয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতা কামাল হোসেন। তিনি ভোট পেয়েছেন ১ হাজার ২৬২। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী একই দলের [illegible] ইসলাম হাজরা পেয়েছেন ৮১৯ ভোট।

ফরিদপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগের হাসিবুল হাসান লাবলু। তিনি পেয়েছেন ১৫ হাজার ৬৬৭ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির এস এম কাইয়ুম জঙ্গি পেয়েছেন ৮ হাজার ২০৪ ভোট।

নরসিংদীতে আওয়ামী লীগ সমর্থিত আলহাজ্ব আব্দুল মতিন সরকার ১২ হাজার ৩৬৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শামসুজ্জামান পেয়েছেন ১১ হাজার ৭৩৯ ভোট।

পাবনা পৌরসভায় ২২ হাজার ৫২৫ ভোট পেয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস পেয়েছেন ১৫ হাজার ৩৫৪ ভোট।

মনিরামপুর পৌরসভায় চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগের আমজাদ হোসেন লাভলু। তিনি ভোট পেয়েছেন ৪ হাজার ৬৫৫। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নজরুল ইসলাম পেয়েছেন ৩ হাজার ৬৮৭ ভোট।

নোয়াখালী পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী আবদুর রহমান মধু বিজয়ী হয়েছেন ৮ হাজার ২১৬ ভোট পেয়ে। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাপা থেকে পদত্যাগকারী নুরুন্নবী চৌধুরী পেয়েছেন ৬ হাজার ৩৩০ ভোট।

কুমারখালী পৌরসভায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন শামসুজ্জামান অরুণ। তিনি পেয়েছেন ৫ হাজার ১০৫ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নুরুল ইসলাম আনসার পেয়েছেন ৪ হাজার ৩৩৭ ভোট।

মাধবপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন এস এম মুসলিম ২ হাজার ২১৩ ভোট পেয়ে। ১ হাজার ৬৫৩ ভোট পেয়েছেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বশিরউদ্দিন পাঠান।

সেতাবগঞ্জ পৌরসভায় ওমর ফারুক চৌধুরী চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন ৪ হাজার ৭৯৪ ভোট পেয়ে। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল কাদির পেয়েছেন ৩ হাজার ৪৬১ ভোট।

হারাগাছ পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন আনোয়ারুল ইসলাম ৭ হাজার ৭১৪ ভোট পেয়ে। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাদাকাৎ হোসেন পেয়েছেন ৫ হাজার ১২৪ ভোট।

পাইকগাছা পৌরসভায় এ এম মাহবুবুর রহমান ১ হাজার ৪৯১ ভোট পেয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষ্ণপদ মণ্ডল পেয়েছেন ১ হাজার ৪২৯ ভোট।

মাদারীপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন খলিলুর রহমান খান। তিনি পেয়েছেন ১১ হাজার ৪২৬ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নূর আলম চৌধুরী পেয়েছেন ৯ হাজার ১৪৩ ভোট।

বাগেরহাট পৌরসভায় এ এস এম মোতাহার হোসেন ৪ হাজার ৬৫৫ ভোট পেয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী খান হাবিবুর রহমান পেয়েছেন ৩ হাজার ৬৯২ ভোট।

সান্তাহার পৌরসভায় চেয়ারম্যান হয়েছেন গোলাম মোরশেদ ৫ হাজার ১৩২ ভোট পেয়ে। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সারোয়ার জাহিদ খোকন পেয়েছেন ৪ হাজার ৮২৬ ভোট।

ভৈরব পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন ফখরুল আলম আক্কাস। তিনি ভোট পেয়েছেন ১২ হাজার ৭০। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাইদুল্লাহ মিয়া পেয়েছেন ৯ হাজার ৯৪৭ ভোট।

Dhaka University Institutional Repository

# ২য় দিনে ৩০টি পৌরসভায় ভোট গ্রহণ

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ উৎসবমুখর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে গতকাল বুধবার দেশের ৩০টি পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তিনদিনের পৌরসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দিনে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল প্রথমদিনের চাইতে বেশী। আমাদের সংবাদদাতাগণ জানান, বিরোধীদের পৌরনির্বাচন বর্জন ও হরতাল ভোটারদের প্রভাবিত করে নাই। গতকালের পৌর নির্বাচনী এলাকাগুলিতে হরতালের লেশমাত্র ছিল না। সর্বত্রই বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে ভোটাররা তাহাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করিয়াছে। প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে নতুন কাপড়ে সজ্জিত হইয়া বিপুল সংখ্যক মহিলা ভোটার ভোট দিয়াছে। অতীতের কোন নির্বাচনে এত মহিলা ভোটার উপস্থিত হইতে দেখা যায় নাই। ৩০টি পৌরসভার কোন স্থান হইতে গোলযোগের খবর পাওয়া যায় নাই। নির্বাচন কমিশনার আমিনুর রহমান গতকাল সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের জানান, ৪টা পর্যন্ত ৩০টি পৌরসভার কোন কেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত কিংবা বাতিলের খবর পাওয়া যায় নাই। একই সংগে তিনি বলেন, প্রথম দিনের ৩৬টি পৌরসভা নির্বাচনে গড়ে শতকরা ৬০ ভাগ ভোটার ভোট দিয়াছেন। অবশ্য বিএনপি মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া মঙ্গলবার সাংবাদিকদের বলেন, শতকরা মাত্র ১০ ভাগ ভোটার প্রথম দিনের পৌর নির্বাচনে ভোট দিয়াছে। আমাদের বরিশাল অফিস জানায় গতকাল অনুষ্ঠিত গৌরনদী পৌরসভা নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল শতকরা ৭০ হইতে ৭৫ ভাগ। অতীতের কোন নির্বাচনে এত ভোটার ভোট দিতে আসে (২য় পৃষ্ঠার ১-এর কঃ দ্রঃ)

## নূতন পৌরসভা ভালুকার প্রথম নির্বাচনে—

ভালুকা হইতে সাকির আহমেদ ॥ রাজধানী হইতে ৮০ কিলোমিটার দূরে ময়মনসিংহ জেলার নূতন পৌরসভা ভালুকায় গতকাল (বুধবার) অত্যন্ত সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভালুকা পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডে ভোটার হইতেছে ৬ হাজার ২৫২ জন। তন্মধ্যে ২ হাজার ৬৫০ জন মহিলা ভোটার। ভোটারসহ ভালুকার সর্বস্তরের লোকজন নির্বাচনী জোয়ারে ভাসিতেছিল। ভোটকেন্দ্র দূরের কথা ভালুকা পৌরসভা এবং পৌরসভার বাহিরেও কোন প্রকার গোলযোগ হয় নাই। ভোটকেন্দ্রে অনিয়মের খবরও পাওয়া যায় নাই। চেয়ারম্যান পদে ৫ জন ভোটযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

ইত্তেফাক প্রতিনিধি ভালুকা পৌরসভা এলাকা ঘুরিয়া সর্বত্রই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ দেখিতে পান। দোকানপাট ও খাবার হোটেল খোলা ছিল। বেবীটেক্সি, টেম্পো (২য় পৃষ্ঠায় ৮-এর কঃ দ্রঃ)

ভালুকা সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে পুরুষ ভোটারদের দীর্ঘ লাইন। ইনসেটে ভালুকা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে সন্তানসম্ভবা আমেনা খাতুন অসুস্থ অবস্থায় ভোট প্রদান করেন —মীর মহিউদ্দীন সোহান

## ভালুকা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চালাচল করিয়াছে। ভোটাররা রিকশায় চড়িয়া ভোটকেন্দ্রে গিয়াছেন। সবার কথা একটাই- দীর্ঘদিনের দাবী ছিল ভালুকাকে পৌরসভা করা হউক। সরকার এই দাবী পূরণ করার পর পৌরসভার প্রথম নির্বাচন। তাই ভালুকাবাসী আনন্দে মত্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভোটকেন্দ্রে যাইবার জন্য ডাকাডাকি করিতে হয় নাই। সকাল ৮টায় ভোট গ্রহণ শুরু হইবার প্রায় ৩০ মিনিট পূর্ব হইতে ভোটাররা ভোটকেন্দ্রের সম্মুখে লাইন করিয়া দাঁড়ান। মোট ৯টি ভোটকেন্দ্রের সবকয়টিতে কড়া নিরাপত্তা ছিল। সেনাবাহিনী, বিডিআর ও পুলিশ সারাক্ষণ টহল দিয়াছে। ভালুকার অফিস ও বাসাবাড়ীর দেওয়ালে প্রার্থীদের পোস্টার ও লেখনী ছাড়া আর কিছু দেখা যায় নাই। দেওয়ালে লেখনীর কমতি ছিল না। ভোটাররা ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত সীমানার বাহিরে দাঁড়াইয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

ভোটকেন্দ্রের নিকটবর্তী রাস্তার আনাচে কানাচে মহিলাদের দল বাঁধিয়া গল্প করিতে দেখা যায়। সবার মাঝেই আনন্দ-উচ্ছ্বাস ছিল। মোট কথা গতকাল নূতন পৌরসভা ভালুকা নির্বাচনী জোয়ারে ভাসিয়াছিল। বাগড়াপাড়া কাওমী কওমী মাদ্রাসা, ভালুকা সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ভালুকা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, ভালুকা কোর্ট ভবন কেন্দ্র, ভালুকা ডিগ্রী কলেজ, ভালুকা শাপলা সিনেমা হল, শাপলা বিদ্যানিকেতন, পূর্ব ভালুকা ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ও ভালুকা দক্ষিণপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোটাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসিয়া ভোটাধিকার প্রয়োগ করিয়াছেন। ময়মনসিংহের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শামসুল আলম জানান, গত মঙ্গলবার তিনি ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করেন। সেখানে কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই। ভালুকার লোকজনের মধ্যে নির্বাচনের আনন্দ-উচ্ছ্বাস রহিয়াছে। ভালুকাতেও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হইবে। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী ভালুকায় ভোটগ্রহণ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে হইয়াছে।

ভালুকা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ আমেনা খাতুন ভোট দিয়া বাহির হইবার সময় এই প্রতিনিধির সহিত কথা হয়। প্রথম সন্তানসম্ভবা আমেনা তাহার বড় ভাবীকে লইয়া ভোট দিবার জন্য আসেন। হাসিমুখে গৃহবধূ জানান, ভোট দেওয়ার পর মনে হইতেছে নিজের মতামত দিতে পারিয়াছেন। পূর্ব ভালুকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শাহানরা বেগম জানান, হরতাল হাস্যাস্পদ ব্যাপার হইয়াছে। ভালুকা পৌরসভা এমনকি থানা এলাকায় কোথাও হরতালের পক্ষে মিছিল বা পিকেটিং নাই। মিছিল বা পিকেটিং হইলে মহিলারা ঘর হইতে বাহির হইত না। তিনি ভোটকেন্দ্রে মহিলা ভোটারদের দীর্ঘ লাইন দেখাইয়া বলিলেন, হরতাল নয় নির্বাচনে নিজের মতামত ব্যক্ত করিতে তাহারা আসিয়াছে। জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচন হইলে আলাদা কথা। পৌরসভা নির্বাচনে হরতাল আহ্বান করার পর শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ হইলে এই হরতাল হাস্যাস্পদই হয়। করুণা রায় (৬৭) পুত্রবধূর হাত ধরিয়া ভোটকেন্দ্রে জীবনে প্রথমবার আসিয়াছেন। অতীতে ভোট না দিয়া ভুল করিয়াছেন বলিয়া তিনি জানান। তিনি বলেন, বাঁচিয়া থাকিলে আগামীতে ভোট দিবেন।

বিকাল ৩টা পর্যন্ত ৯টি কেন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী শতকরা ৭০ ভাগ ভোট প্রদান করা হয়। মোট ৯টি কেন্দ্রের ১৯টি কক্ষে ভোট গ্রহণ করা হয়। চেয়ারম্যান পদে ৫ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। আওয়ামী লীগের এ কে এম মেজবাহ উদ্দিন (মোমবাতি), বিএনপি'র সমর্থক ২ জন- ডাঃ জমশেদ আলী (গরুর গাড়ী), আবুল কাশেম (ছাতা), স্বতন্ত্র ২ জন মফিজ উদ্দিন সরকার (ঘড়ি) ও তারেক উল্লাহ চৌধুরী (সাইকেল)। পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডে কমিশনারের ৯টি পদে ৪১ জন এবং সংরক্ষিত ৩টি মহিলা কমিশনার পদে ১১ জন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

# উপজেলা পরিষদে নারীর অবস্থান

*Dhaka University Institutional Repository*

### আগামী সপ্তাহে সংসদে বিল আসছে

# উপজেলা পরিষদে সাংসদদের উপদেষ্টা রাখা ও পরোক্ষ ভোটে মহিলা সদস্য নির্বাচনের প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদক

পরোক্ষ ভোটে মহিলা সদস্য নির্বাচন ও সাংসদদের উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা করার বিধান সংবলিত উপজেলা পরিষদ বিল ১৯৯৮ আগামী সপ্তাহে সংসদে উত্থাপিত হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভায় বিরোধীদলীয় সদস্যদের আপত্তিসহ বিলটি রিপোর্ট আকারে সংশোধিতভাবে চূড়ান্ত করা হয়েছে। গত অধিবেশনে উত্থাপিত বিলটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য কমিটিতে পাঠানো হয়েছিল। চলতি অধিবেশনেই উপজেলা পরিষদ বিল পাস হবে বলে জানা গেছে।

গতকালের সভায় কমিটির বিএনপি ও জাতীয় পার্টির সাংসদগণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে উপজেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করলেও তা গৃহীত হয়নি। বিএনপির সাংসদগণ একই দিনে জাতীয় সংসদ ও উপজেলা পরিষদের নির্বাচন দাবি করেছিল। অপরদিকে জাতীয় পার্টি তত্ত্বাবধায়ক সরকার অথবা স্বয়ংসম্পূর্ণ নির্বাচন কমিশনের অধীনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ৯০ দিনের মেয়াদের মধ্যেই উপজেলা পরিষদের নির্বাচন দাবি করে। কমিটির ১০ জন সদস্যের মধ্যে অধিকাংশ সদস্যের বিরোধিতার কারণে প্রস্তাবগুলো গৃহীত হয়নি। ঐ কমিটিতে বিএনপি সদস্যদের একজন 'উপজেলা পরিষদ'-এর পরিবর্তে 'থানা পরিষদ' রাখার প্রস্তাব করেছিলেন। উপজেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের ও পৌরসভার চেয়ারম্যানদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি সংবিধানের ৫৯ ধারার পরিপন্থী হিসেবে আলোচনা ওঠায় এ সম্পর্কিত বিলের ধারায় সংশোধনী গতকালের সভায় গৃহীত হয়েছে। বিরোধী দলের সদস্যগণ এই সংশোধনী গ্রহণ না করে নোট অফ ডিসেন্ট দিয়েছে। নতুন সংযোজিত ধারাটি হচ্ছে 'ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভার চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্যরা উপজেলা পরিষদের জন্যও নির্বাচিত হয়েছেন বলে বিবেচিত হইবেন। উল্লেখ্য, এর আগে ইউপি চেয়ারম্যানদের সরাসরি উপজেলা পরিষদের সদস্য করা হয়েছিল, যা সংবিধানের ৫৯ ধারা পরিপন্থী বলে অভিযোগ উঠেছিল। ঐ ধারায় রয়েছে স্থানীয় সরকারের প্রতিটি স্তরে

## উপজেলা পরিষদ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

'জনগণের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা শাসিত হবে।' এ ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের মধ্য থেকে একজন মহিলা সদস্যদের পরোক্ষ ভোটে উপজেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হবেন।

জানা গেছে, উপজেলা পরিষদ বিলে স্থানীয় সাংসদদের উপদেষ্টা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার বিধান করা হয়েছে। তবে সাংসদদের ভূমিকা ও এখতিয়ার কি হবে তা বিলে উল্লেখ করা হয়নি। সরকারের নির্বাহী আদেশে বিধিবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করে উপজেলা পরিষদে সাংসদদের কাজ নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। উপজেলা পরিষদ বাতিলের এখতিয়ার কার হাতে থাকবে তা নিয়ে গতকালের সভায় আলোচনা হয়েছে। প্রস্তাবিত বিলে উপজেলা পরিষদ সরকার কর্তৃক বাতিল করার যে বিধান রয়েছে, বিরোধী দল তাতে আপত্তি জানিয়েছে। তারা নির্বাচন কমিশনের হাতে এই ক্ষমতা অর্পণের দাবি জানালে তা গৃহীত হয়নি। কমিটির সভাপতি আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কমিটির সদস্য স্থানীয় সরকারমন্ত্রী জিল্লুর রহমান, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, দুর্যোগ ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী তালুকদার আবদুল খালেক, এডভোকেট রহমত আলী, হুইপ মুজিবুল হক, বিএনপির সাংসদ ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, মোহাম্মদ শাজাহান, হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু ও জাতীয় পার্টির ড. রুস্তম আলী ফরায়জী উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া। গতকাল সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত টানা চার [illegible] সংসদ ভবনের ১নং [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

# ইউনিয়ন পরিষদে নারীর অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় জীবনে রাজনীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনা কৌশল একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। জনগণ অর্থাৎ নারী ও পুরুষ উভয়েই রাষ্ট্র পরিচালনা কৌশল নির্মাণে সমান অংশীদার। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ এবং প্রতিনিধিত্ব জাতীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যন্ত প্রয়োজন। দেশের সার্বিক উন্নয়নে মানব সম্পদ (নারী এবং পুরুষ) কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে যদি তাদেরকে সঠিকভাবে কাজে লাগান যায়। সংবিধানে স্বীকৃত হয়েছে যে, প্রতিটি নাগরিক কর্মক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রে সমান সুযোগ লাভ করবে। এতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতীর সার্বিক উন্নয়নে রাষ্ট্র এমন কতকগুলো কার্যকরী কৌশল গ্রহণ করবে যা মানুষে মানুষে বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক অসমতা দূর করবে এবং সম্পদ সমভাবে বন্টন করবে। রাজনৈতিক অধিকারের বেলায় সংবিধান নারী ও পুরুষকে সমভাবে অধিকার প্রদান করেছে–ভোটের অধিকার, প্রতিনিধি হওয়ার অধিকার, সমিতি বা সংস্থার অধিকার ইত্যাদি। সংবিধানের ১২ তম সংশোধনীতে স্থানীয় সরকারের সকল জনপ্রতিনিধিকে নির্বাচিত করার বিধান রয়েছে।

বাংলাদেশে গ্রামীণ পর্যায়ে বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যকরীভাবে রাজনীতিতে প্রবেশ করার প্রথম পদক্ষেপ। কারণ এ পর্যায়ে প্রতিনিধিগণ জনগণের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখতে পারে। ইউনিয়নের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব অপরিসীম। উল্লেখ্য ১৯৫৬ সালের পূর্বে এদেশে মহিলাদের স্থানীয় সংস্থায় ভোটদানের অধিকার ছিল না। ১৯৫৬ সালে প্রথম সার্বজনীন ভোটদান পদ্ধতি চালু হওয়ার পর মহিলারা ভোটদান করতে সমর্থ হয়। এর পূর্বে ১৯২৩ সালে সর্বপ্রথম কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে মহিলাদের ভোটের অধিকার প্রদান করা হয়।

১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। এ অধ্যাদেশে প্রতি ইউনিয়ন পরিষদে দু'জন মহিলা প্রতিনিধি মনোনীত করা হয়। ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশ প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে মনোনীত মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা তিনজন করা হয়। ১৯৯৩ সালে সংশোধনীর মাধ্যমে মহিলা প্রতিনিধিদের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হচ্ছেন। তৃণমূল পর্যায়ে এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মহিলারা তাদের দাবী, চাহিদা জানাতে পারে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পারে। যেহেতু স্থানীয় সরকার স্থানীয় চাহিদা পূরণে ও সেবা প্রদানকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, মহিলা প্রতিনিধিগণ এ প্রতিষ্ঠানে সম্পৃক্ত থেকে এলাকার উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে এবং গৃহীত কার্যক্রমের শরীক হতে পারে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো একশ বছরের বেশী সময় ধরে চালু রয়েছে। সব সময়ই লক্ষ্য করা গেছে যে, স্থানীয় সরকারের উচ্চপদগুলোতে প্রধানতঃ পুরুষদেরই আধিপত্য। এবারে দেখা যাক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বিগত নির্বাচনগুলোতে মহিলা প্রার্থীদের অবস্থান কোথায় ছিল। নিম্নে মহিলা প্রার্থীদের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের একটি চিত্র দেয়া হলো।

**ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যান হিসেবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ**

| নির্বাচনের সন | ইউনিয়নের সংখ্যা | মহিলা প্রার্থী | নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যান |
|---|---|---|---|
| ১৯৭৩ | ৪৩৫২ | – | ১ |
| ১৯৭৭ | ৪৩৫২ | – | ৪ |
| ১৯৮৪ | ৪৪০০ | – | ৪ |
| ১৯৮৮ | ৪৪০১ | ৭৯ | ১ |
| ১৯৯২ | ৪৪৫০ | ১১৫ | ১৩ |

উপরের ছকে দেখা যায়, ১৯৭৩ সালে মাত্র ১ জন এবং পরে ৪ জন এবং ১৯৯২ সালে ১৩ জন মহিলা নির্বাচিত হয়েছেন চেয়ারম্যান হিসেবে। অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে একই অবস্থা বিদ্যমান। পৌরসভা নির্বাচনগুলোতে (১৯৭৭,১৯৮৪, ১৯৯৩) কোন মহিলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়নি। তবে ২/১ জন মহিলা কমিশনার নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৯৪ সালে সিটি করপোরেশন নির্বাচনে কমিশনার হিসেবে ৬ জন মহিলা প্রার্থী ছিল কিন্তু তারা কেউই নির্বাচিত হননি।

* ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচিত সদস্যদের কর্মশালার জন্য প্রস্তুতকৃত আগষ্ট, ১৯৯৪, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

যদিও প্রতীয়মান হয় যে মহিলারা ক্রমেই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে আসছেন কিন্তু তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতার জন্য তারা জয়ী হতে পারছেন না।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকার কিছু আইন ও অধ্যাদেশ জারী করে মহিলাদের জন্য কিছু সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করেছে। সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা নিম্নে ছকে দেয়া হলো।

**মহিলাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত আসন**

| স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান | মহিলা আসন সংখ্যা |
|---|---|
| ১। ইউনিয়ন পরিষদ ৪৪০১ X ৩ | = ১৩,৩৫৩ |
| ২। জেলা পরিষদ ৬৪X৩ = ১৯২ (বর্তমানে বিল পাস হয়নি) | |
| ৩। পৌরসভা ১০৮ X ৩ | = ৩২৪ |
| ৪। সিটি করপোরেশন ১৮+৭+৫+৫ | = ৩৫ |
| মোট সংখ্যা | = ১৩,৯০৪ |

নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণে দেখা যাচ্ছে যে, ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রচুর বাধা বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও মহিলাদের অংশগ্রহণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯২ সালে ৩৮১৯ টি ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদের জন্য প্রার্থী ছিলেন ১৭৪৪৪ জন এবং ৩৪৮০১ সদস্য পদের প্রার্থী ছিলেন ১,৬৯,৬৪৩ জন। এর মধ্যে ১১৫ জন চেয়ারম্যান এবং ১১৩৫ জন মহিলা সদস্য পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, যদি বেশী সংখ্যক মহিলা নির্বাচনে দাঁড়ানোর সুযোগ পায় এবং এলাকা থেকে নারী পুরুষের সহযোগিতা লাভ করে তবে তাদের ক্ষমতায় আসা সহজ হয়।

১৯৮৪ সালে নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যানদের একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, ৬ জন মহিলা চেয়ারম্যানের মধ্যে ৫ জনই স্বামীর স্থলে সমাসীন হয়েছেন। এ থেকে বলা যায় যে, নির্বাচিত হওয়ার পেছনে পরিবার বা বংশধারা তাদেরকে প্রভাবান্বিত করেছে। মহিলা চেয়ারম্যানগণ প্রত্যেকে তাদের কার্য পরিচালনায় বাধার বিষয় উল্লেখ করেছেন। কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় বাধা, গ্রামের টাউট ও দুর্নীতিবাজদের বাধা, নিরাপত্তার অভাব।

১৯৮৭ সালে মনোনীত মহিলা সদস্যদের একটি সমীক্ষায় জানা যায় যে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং মনোনীত সদস্যগণ একটি বিশেষ গোষ্ঠী থেকে এসেছে। মনোনীত সদস্যগণ বেশীর ভাগই গৃহবধু এবং তাদের বয়স তুলনামূলকভাবে কম। অল্প সংখ্যক মহিলা সদস্যের সমিতি, সংগঠন ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা রয়েছে। সমাজের উপরের শ্রেণী থেকে আসার কারণে তারা শিক্ষায় গ্রামের অন্যান্য মহিলাদের থেকে উন্নত। সাধারণতঃ মহিলা সদস্যগণ সভায় উপস্থিত থাকলেও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন না। পুরুষ সদস্যের সিদ্ধান্তেই তারা সায় দিয়ে থাকেন। ইউনিয়ন পরিষদের বিশেষ কমিটিতে মাত্র ৩৭% মহিলা সদস্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, দুঃস্থ মাতাদের গম বন্টন, রাস্তা ও কালভার্ট, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদিতে আছেন। মহিলা সদস্যগণ এ সব কাজে সম্পূর্ণ নতুন, প্রশাসনিক কাজের তাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই।

১৯৯২ সালে নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যানদের একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ৬৭% চেয়ারম্যানের বয়স ২৫-৩৫ এর মধ্যে এবং শিক্ষার দিক থেকে দশম শ্রেণী থেকে এইচ, এস, সি, পাস। এদের মধ্যে বেশীরভাগ গৃহিনী, এবং তাদের পরিবার বেশ কিছু জমির মালিক। প্রায় প্রত্যেকেই বলেছেন তাদের নিকট আত্মীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসেবে ছিলেন। নির্বাচনের সময় তারা স্থানীয় জনগণ, আত্মীয়স্বজন, স্বামী, নেতৃবৃন্দ এবং পার্টির কর্মীদের থেকে সহযোগিতা পেয়েছেন। আর্থিক স্বচ্ছলতা এ পদে আসতে তাদের সাহায্য করেছে। কার্যক্রম সম্পর্কে তারা বলেছেন যে, তারা রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত, বাঁধ নির্মাণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করেছেন। ইউনিয়নের প্রধান সমস্যা হিসেবে তারা চিহ্নিত করেছেন-দারিদ্রতা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, আইন শৃঙ্খলা, দুর্নীতি, মামলা মোকদ্দমা, স্থানীয় কোন্দল ও নারী নির্যাতন। তাদের মতে এলাকাকে সমৃদ্ধশালী করতে হলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, দারিদ্র বিমোচনে প্রকল্প গ্রহণ, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, স্থানীয় কোন্দল বন্ধ করা, মামলা মোকদ্দমার হার কমান, নারী নির্যাতন বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানগণ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, নিজস্ব আয়ে প্রকল্প গ্রহণ, প্রকল্প মনিটরের ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট হওয়া ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ কমানোর কথা উল্লেখ করেছে। উপরের উদাহরণগুলো থেকে উপলব্ধি করা যায় যে গ্রামীণ মহিলারা ক্রমেই সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন হচ্ছেন। পূর্বে বাইরের সংবাদ তাদের কাছে পৌছাতো না কিন্তু বর্তমানে মিডিয়ার মাধ্যমে তারা বিভিন্ন বিষয়ে জানতে পারছেন। যেহেতু স্থানীয় পর্যায়ে থেকে নেতৃত্ব তৈরী হয়, সেজন্য মহিলাদের অধিক হারে স্থানীয় পরিষদগুলোতে সম্পৃক্ত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

## নির্বাচিত নারীদের পটভূমিঃ

নারী প্রতিনিধিবৃন্দের সিংহভাগ আসনে রাজনৈতিক ঐতিহ্যবাহী পরিবার থেকে এসেছেন। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ১২ জন মহিলা চেয়ারপার্সনের মধ্যে ৬টি আসনে পূর্বে তাদের স্বামীরা অধিষ্ঠিত ছিলেন বিভিন্ন সময়ে। সমাজের রক্ষণশীল গোষ্ঠী [illegible] নারী [illegible] অধিকারের প্রশ্ন তোলে যার ফলে প্রার্থীরা বিভিন্ন থানায় অসুবিধার সম্মুখীন হন। মনোনীত মহিলা সদস্যের অধিকাংশই আসেন গ্রামীণ অভিজাত পরিবার থেকে। মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় সামাজিক অবস্থান, বংশ এবং বিশেষতঃ চেয়ারম্যানের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক, এই বিষয়গুলি মুখ্যতঃ প্রাধান্য পায়। ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস বলেছেন-

" ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব
আছে কিন্তু তা চেয়ারম্যান সাহেবের
ভাইঝির জন্য।"

## মহিলাদের অংশগ্রহণের অবস্থারঃ

[illegible] মহিলাদের অংশগ্রহণে দেখা যাচ্ছে যে, ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে সংযুক্ত মহিলাদের অংশগ্রহণ [illegible] বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯২ সালের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, যদি বেশী সংখ্যক মহিলা নির্বাচনে দাঁড়ানোর সুযোগ পায় এবং এলাকা থেকে নারী পুরুষের সহযোগিতা লাভ করে তবে তাদের [illegible] আসা সহজ হয়।

১৯৯৪ সালে নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যানদের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে ৬ জন মহিলা চেয়ারম্যানদের মধ্যে ৫ জনই [illegible] হয়ে [illegible] হয়েছেন। এ থেকে বলা যায় যে, নির্বাচিত হবার পেছনে পরিবার বা বংশের [illegible] [illegible]।

[illegible] সালে মনোনীত মহিলা সদস্যদের একটি সমীক্ষায় জানা যায় যে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মনোনীত সদস্যগণ একটি বিশেষ গোষ্ঠী থেকে এসেছে। মনোনীত সদস্যগণ বেশীর ভাগই গৃহবধূ এবং তাদের বয়স তুলনামূলকভাবে কম। অল্প সংখ্যক মহিলা সদস্যের সমিতি, সংগঠন ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা আছে। সমাজের উপরের শ্রেণী থেকে আসার কারণে তারা শিক্ষায় গ্রামের অন্যান্য মহিলাদের থেকে উপরে। সাধারণতঃ মহিলা সদস্যগণ সভায় উত্থাপিত প্রস্তাব আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন না। পুরুষ সদস্যের সিদ্ধান্তেই তারা সায় দিয়ে থাকেন। ইউনিয়ন পরিষদের [illegible] মাত্র ৬৫% নারী সদস্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, দুঃস্থ মাতাদের গম বন্টন, রাস্তা ও কালভার্ট, [illegible] ইত্যাদিতে আছেন। মহিলা সদস্যগণ এসব কাজে সম্পূর্ণ নতুন, প্রশাসনিক কাজে তাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই।

[illegible] সালে নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যানদেরএকটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ৬০% চেয়ারম্যানের বয়স ২৫-৩৫ এর মধ্যে এবং শিক্ষার দিক থেকে দশম শ্রেণী থেকে এইচ.এস.সি পাশ। এদের মধ্যে বেশিরভাগ গৃহিনী এবং তাদের পরিবার বেশ কিছু জমির মালিক। প্রায় প্রত্যেকেই বলেছেন তাদের নিকট আত্মীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য ছিলেন। নির্বাচনের সময় তারা স্থানীয় জনগণ, আত্মীয় স্বজন, স্বামী নেতৃবৃন্দ এবং পার্টির কর্মীদের থেকে সহযোগিতা পেয়েছেন। [illegible] এবং [illegible] পদে আসতে তাদের সাহায্য করেছে।

উপরোক্ত [illegible] থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, গ্রামীণ মহিলারা ক্রমেই সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে সচেতন হচ্ছেন। তাদের অংশগ্রহণ যথাযথ নয়, এবং অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের পারিবারিক পটভূমি প্রভাব বিস্তার করে। যেহেতু স্থানীয় পর্যায় থেকে নেতৃত্ব তৈরী হয়, সেজন্য মহিলাদের অধিক হারে স্থানীয় পরিষদগুলোতে সম্পৃক্ত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ নির্বাচনে মহিলা প্রার্থী।

| ১৯৮৮ সনে নির্বাচনে প্রার্থী | ১৯৯২ সনে নির্বাচনে প্রার্থী |
|---|---|
| চেয়ারম্যান প্রার্থী সংখ্যা-১৮৫৬৬ | ইউনিয়ন সংখ্যা - ৪৪৫০টি |
| সদস্য-১১৪৬৯৯ জন | নির্বাচন হয়েছে-৩৯০৩ টি |
| মহিলা প্রার্থী | মহিলা চেয়ারম্যান প্রার্থী - ১১৫ জন চেয়ারম্যান পদে, |
| চেয়ারম্যান -৭৯ জন | সদস্য - ১১৩৫ জন। |
| মহিলা সদস্য - ৮৬৩ জন | |

উৎস: নারী ও রাজনীতি। সম্পাদনায় - নাজমা চৌধুরী, হামিদা আখতার বেগম, মাহমুদা ইসলাম ও নাজমুন্নেছা মাহতাব,১৯৯৪, পৃষ্ঠা-১৪-১৫।

সারণীঃ ১৯৯২-৯৫ পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যান

| বিভাগ | জেলা | থানা | ইউনিয়ন | মহিলা চেয়ারম্যানদের সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ময়মনসিংহ | ফুলবাড়িয়া | পুটিজানা | ১ |
| | " | " | রাধাকানাই | ১ |
| | নেত্রকোনা | কেন্দুয়া | ১১ নং চং | ১ |
| | জামালপুর | শংকরবারি | মাহাবার | ১ |
| | কিশোরগঞ্জ | মিতামনি | মিতামনি | ১ |
| | টাঙ্গাঙ্গল | কালীহাটী | সাল্লা | ১ |
| | মাদারীপুর | কালকিনি | আইনগর | ১ |
| | " | শিবচর | উম্মদপুর | ১ |
| | | " | দত্তপারা | ১ |
| খুলনা | খুলনা | কয়রা | দক্ষিন | ১ |
| | " | চুয়াডাঙা | বেদানগসী | ১ |
| | ঝিনাইদহ | কালীগঞ্জ | চুয়াডাঙা সদর | ১ |
| | " | " | মালীহাটা | ১ |
| | | | রাখিলগাছা | |
| রাজশাহী | পঞ্চগড় | বোদা | মারিয়া | ১ |
| | লালমনিরহাট | হলিবাড়ী | পাবজাপাড় | ১ |
| | রাজশাহী | চরঘাট | ভয়োলক্ষীপুর | ১ |
| | " | বাগমারা | হামুরলালসা | ১ |
| | গাইবান্ধা | গাইবান্ধা সদর | লক্ষীপুর | ১ |
| | কুড়িগ্রাম | উলিপুর | শাহেবার | ১ |
| | " | " | আলগা | ১ |
| | " | চিলমানি | বেগমগঞ্জ | ১ |
| | | | চিলমানি | |
| চট্টগ্রাম | রাঙামাটি | নামারচর | নামারচর | ১ |
| বরিশাল | বরিশাল | বরিশাল সদর | ৬ নং জগনা | ১ |
| | | | মোট = | ২৩ |

উৎস স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, মে, ১৯৯৬

*Dhaka University Institutional Repository*

[illegible] ১৯৯২ সালের নির্বাচনে মহিলা প্রার্থী।

| জেলা | ইউনিয়ন | প্রার্থী |
|---|---|---|
| সাতক্ষীরা | ৭৭টি ইউনিয়ন ৬৭টি নির্বাচন হয়েছে। | চেয়ারম্যান পদে-২৯৪জন পুরুষ, ১জন মহিলা। সদস্য পদে - ১৮১৫ জনের পদের মধ্যে ১ জন মহিলা। |
| কুড়িগ্রাম | ৭৪টি ইউনিয়ন ৬৭টি নির্বাচন হয়েছে। | চেয়ারম্যান পদে-২৪১ এর মধ্যে ২জন মহিলা। সদস্য-১৮৫৭ এর মধ্যে ৭৮ জন মহিলা। |
| ঠাকুরগাঁও | ৫টি ইউনিয়ন | চেয়ারম্যান-১৯২<br>সদস্য - ১৪১২<br>১৫ জন মহিলা। |
| হবিগঞ্জ | ৬টি ইউনিয়ন | চেয়ারম্যান-৩০২<br>১ জন মহিলা।<br>সদস্য-১৮৭০, ৩ জন মহিলা। |
| ফেনী | ৩৮টি ইউনিয়ন | চেয়ারম্যান -৯ জন মহিলা<br>সদস্য - ৯ জন। |
| চাঁদপুর | ৭৫ টি ইউনিয়ন | ১ জন (জাতীয় সংসদ সদস্যের স্ত্রী) ৫ জন। |
| গাজীপুর | - | ১ জন চেয়ারম্যান<br>৯ জন সদস্য |
| গাইবান্ধা | ৬৭ টি ইউনিয়ন | ৮ জন চেয়ারম্যান (মহিলা)<br>১২৭ জন সদস্য মহিলা। |
| নেত্রকোনা | ৮৩ টি ইউনিয়ন | চেয়ারম্যান পদে-১ জন<br>সদস্য পদে - ১৭ জন মহিলা। |
| বরগুনা | ৩৫ টি ইউনিয়ন | চেয়ারম্যান পদে - ১ জন<br>সদস্য মহিলা। |
| শেরপুর | ৩৫ টি ইউনিয়ন | চেয়ারম্যান -৩<br>সদস্য-৭ জন |
| রাজশাহী | ১০২৪ টি ইউনিয়ন | চেয়ারম্যান-৪০ জন মহিলা,<br>সদস্য-৫০০ জন |
| পটুয়াখালী | - | চেয়ারম্যান-১ জন<br>সদস্য-১১ জন |
| শরীয়তপুর | | সদস্য - ১৮ জন<br>চেয়ারম্যান - - |
| বাগেরহাট | ৭৫টি ইউনিয়ন | চেয়ারম্যান-৩ জন,<br>সদস্য-২০ জন |
| রাজশাহী | - | চেয়ারম্যান -১ জন<br>সদস্য - ১৭ জন। |
| জামালপুর | - | চেয়ারম্যান - ১ জন (স্বামীর বিরুদ্ধে।<br>সদস্য - ৬ জন। |

Dhaka University Institutional Repository

# কেসষ্টাডিজ

# ১৯৯৭ সালের ইউপি নির্বাচন

Dhaka University Institutional Repository

# আগামীকাল থেকে সারাদেশে ইউপি নির্বাচন

কাগজ ডেস্ক : সারা দেশে আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। পুরো ডিসেম্বর মাস ধরে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন অঞ্চলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশন সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।

নির্বাচনের দিনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে নজীরবিহীন নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে কমপক্ষে ৫ জন করে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন থাকবে। তাদের সাহায্যকারী হিসেবে থাকবে ১০ জন করে আনসার। এর বাইরে প্রতি থানায় নির্বাচনের দিন এক প্লাটুন করে বিডিআর থাকবে। তাছাড়াও থাকবে অতিরিক্ত রিজার্ভ পুলিশ। পাঁচ ধরনের যানবাহনের উপর নির্বাচনের দিন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বৈধ অস্ত্র বহনের ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা বলবত থাকবে। এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন উপলক্ষে নির্ধারিত ৪০ কোটি টাকার বাজেটের ২২ কোটি টাকাই ব্যয় হবে নিরাপত্তা ব্যবস্থার পিছনে।

নির্বাচনী প্রচারাভিযান কালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ব্যক্তিদের সমর্থকদের মধ্যে সৃষ্ট সংঘর্ষ ও সহিংসতায় কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ও কয়েকটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলেও নির্বাচন সারাদেশে কম-বেশি সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। গত ১২ নভেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার শেষে চেয়ারম্যান, মেম্বার ও সংরক্ষিত মহিলা আসনে সারাদেশে চূড়ান্ত প্রার্থী হয়েছেন ২ লাখ ১০ হাজার ৩৪৩ জন। এর মাঝে চেয়ারম্যান পদে ২১ হাজার ৩৮৫ জন, মেম্বার পদে ১ লাখ ৪৫ হাজার ১৮২ জন এবং সংরক্ষিত আসনে ৪৩ হাজার ৭৬৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

এবারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা ও সাবেক তিনটি ইউনিয়নকে ভেঙ্গে নয়টি ইউনিয়নে রূপান্তরিত করার মধ্যে দিয়ে। এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মূল নির্বাচন শুরু হওয়ার আগেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। বিশেষ করে সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার হার সবচেয়ে বেশি।

## আত্রাইয়ে চেয়ারম্যান পদে স্বামী-স্ত্রী ও দেবরের ত্রিমুখী লড়াই

আত্রাই (নওগাঁ) প্রতিনিধি : আত্রাই থানার মনিয়ারী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে স্বামী, স্ত্রী ও দেবর একই পরিবার থেকে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

এড. আবদুস সোবহান চৌধুরী ও তার স্ত্রী ফেরদৌসী ইয়াসমিন এবং ভাই আবদুস সাত্তার চৌধুরী তিনজনই চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন।

বিষয়টি থানায় এক মুখরোচক সংবাদে পরিণত হয়েছে।

## ঠাকুরগাঁয়ে শ্যালক-দুলাভাই লড়াই ১০ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি : ঠাকুরগাঁও সদর থানার বালিয়াডাঙ্গী থানার বড়বাড়ী ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে শ্যালক-দুলাভাই লড়াই জমে উঠেছে। লড়াই চলছে শ্যালক বর্তমান চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম ও দুলাভাই সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ বদিউজ্জামানের মধ্যে।

এদিকে জেলার ৫টি থানার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৩ জন মহিলাসহ মোট ১০ জন মেম্বার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচিত মেম্বারগণ হলেন, ঠাকুরগাঁও সদর থানার রুহিয়া ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডে আজিজার রহমান, আখানগর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে আবদুল ওহাব, মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডে রফিকুল ইসলাম, রানী শাংকৈল থানার হোসেনগাঁও ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডে মোহাম্মদ আলী, বালিয়াডাঙ্গী থানার বড়পলাশবাড়ী ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডে আনসার আলী, আমজানখোর ইউনিয়নে মোঃ আকালু, হরিপুর থানার গেদুরা ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে নুরুল হুদা।

জেলার সংরক্ষিত মহিলা আসনেও ৩ জন বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

## উল্লাপাড়ার অধিকাংশ প্রার্থী কমবয়সের জনগণ ভোট দেবেন ব্যক্তি ইমেজ দেখে

কল্যাণ ভৌমিক, উল্লাপাড়া থেকে : থানার ৪৩২টি গ্রাম এখন ইউপি নির্বাচনী প্রচারণায় সরগরম হয়ে উঠেছে। পোস্টার, ব্যানার, লিফলেটে ছেয়ে গেছে ঘরের দেয়াল, হাটবাজার, স্কুল, কলেজ ও রাস্তার পাশের গাছপালা। পথেঘাটে চলছে প্রার্থীদের মাইকযোগে প্রচারণা। রাত হলেই শুরু হচ্ছে মিছিলের পর মিছিল আর গগনবিদারী স্লোগান। চায়ের দোকান আর রেস্টুরেন্টগুলো পরিণত হয়েছে ভোটের আলোচনার মূল কেন্দ্রে। সবকিছু মিলিয়ে এখানে চলছে যেন নির্বাচনী উৎসব।

এ বছর উল্লাপাড়া থানার ১৩টি ইউনিয়নে মোট চেয়ারম্যান প্রার্থীর সংখ্যা ৬৪ এবং ১১৭টি ওয়ার্ডে সাধারণ সদস্য প্রার্থীর সংখ্যা ৪২৫ ও সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা ১২০ জন। এসব ইউনিয়নের মোট ভোটার হলো ১ লাখ ৯৯ হাজার ৪৩ জন এবং মোট ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা ১২৪।

ইউনিয়নগুলোতে এবার চেয়ারম্যান-মেম্বর প্রার্থীদের মধ্যে বেশিরভাগই রয়েছেন কমবয়সী। তাছাড়া চেয়ারম্যান প্রার্থীদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধাও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন, যারা এই অঙ্গনে একেবারেই নতুন। এ বছর ভোটারদের মধ্যে আঞ্চলিকতার প্রভাব বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নিজ নিজ অঞ্চলে চেয়ারম্যান-মেম্বর নির্বাচন করতে প্রায় প্রতি গ্রামেই বসছে দরবার। ভোটারদের মধ্যে এবার নতুন মুখ নির্বাচনের প্রবণতাই বেশি। অনেকেই চাইছেন নতুন নেতৃত্ব।

চেয়ারম্যান প্রার্থীদের অনেকেই পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আশীর্বাদপুষ্ট হওয়ার প্রক্রিয়া চালালেও ভোটারদের অভিমত হলো, তারা ভোট দেবেন ব্যক্তিকে, কোনো দল দেখে নয়। আর এতে করে ব্যক্তি ইমেজই হবে প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণের বড়ো হাতিয়ার। যতোই দিন গড়াচ্ছে ইউনিয়নগুলোতে প্রচারণার পরিধি বাড়ছে। নির্বাচনী প্রচারণায় গ্রামের সাপ্তাহিক হাটের দোকানিরা পড়ছেন বিপাকে। হাটের শুরু থেকেই বিভিন্ন এলাকার চেয়ারম্যান-মেম্বর প্রার্থীর সমর্থকদের মিছিলে চলছে যুবকদের করতালি দিয়ে নৃত্য। রাত অবধি চলছে এ কর্মকাণ্ড। এতে দোকানিদের কেনাবেচা প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

থানার ১৩টি ইউনিয়নের মধ্যে ১ নং রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নে চেয়ারম্যান প্রার্থীদের মধ্যে আছেন আব্দুর রাজ্জাক মণ্ডল, আলতাফ হোসেন সরকার, মোহাম্মদ খোন্দকার, জিল্লাহ আযম, আব্দুল মতিন-মুক্তা ও মোজাফফর হোসেন মিলে ৬ জন প্রার্থী। এখানে সংরক্ষিত মহিলা আসনে ১০ জন এবং সাধারণ সদস্য পদে রয়েছেন ৩১ জন। ২ নং বাঙ্গালা ইউনিয়নে চেয়ারম্যান প্রার্থীর সংখ্যা ৭ জন। এরা হলেন, ওসমান গণি সরকার, আব্দুস সাত্তার ভোলা, কেফায়েত উল্লাহ, আবু হানিফ, আবুবকর সিদ্দিক, গোলবার হোসেন ও নেজাবউদ্দিন আহমদ। এই ইউনিয়নে সংরক্ষিত মহিলা আসনে ১২ জন ও পুরুষ সদস্য প্রার্থী আছেন ৩৭ জন।

৩ নম্বর উধুনিয়া ইউনিয়নে ৫ জন প্রার্থী চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন এম খলিলুর রহমান, সামছুল আকন্দ, ছাইদুর রহমান, জালালউদ্দিন সরকার ও মোহাম্মদ হান্নান (জয়নাল)। এখানে মহিলা আসনে ৭ এবং সাধারণ সদস্য (পুরুষ) আসনে ১৭ জন প্রতিদ্বন্দ্বী আছেন। ৪ নং বড়োপাঙ্গাশী ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে লড়ছেন ৭ জন। এরা হলেন গোলাম মোস্তফা, আল মাহমুদ সরকার, রশিদ মিয়া, রফিকুল ইসলাম, আবু বক্কার সিদ্দিক, আবুল কালাম আজাদ (সাচ্চু) ও মতিয়ার রহমান সরকার। এখানে মহিলা সদস্য পদে ১২ জন এবং পুরুষ সদস্য পদে আছেন ৩৭ জন।

লাহিড়ী মোহনপুর ইউনিয়নে (৫ নং) চেয়ারম্যান প্রার্থীদের মধ্যে আছেন ৭ জন। এরা হলেন, আব্দুল খালেক সরকার, সাইদুর রহমান সরকার, আনছার আলী সরকার, বরাত আলী, তয়জাল হোসেন, তাইফুল ইসলাম ও আবদুল হামিদ। এই ইউনিয়নে সাধারণ সদস্য প্রার্থী ৩৩ এবং মহিলা সদস্য পদে দাঁড়িয়েছেন মোট ১০ জন। ৬ নং দুর্গানগর ইউনিয়ন পরিষদের জন্য চেয়ারম্যান আছেন ৪ জন। এদের মধ্যে রয়েছেন আফছার আলী, জিল্লুর রহমান, আবুল হোসেন সরকার ও আব্দুস সামাদ। এখানে পুরুষ সদস্য পদে ৪৩ জন এবং সংরক্ষিত সদস্য পদে ৯ জন প্রার্থী আছেন। ৭ নং পূর্ণিমাগাতী ইউপিতে চেয়ারম্যান প্রার্থীর সংখ্যা ৩। এরা হলেন, সাবেক চেয়ারম্যান খোরশেদ আলম, খলিলুর রহমান ও রবিউল করিম সেলিম। এই পরিষদে সংরক্ষিত মহিলা আসনে ১১ এবং পুরুষ সদস্য পদে ৩৮ জন লড়ছেন।

সলঙ্গা (৮ নং) ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মোট ৭ জন। এদের মধ্যে আছেন আলী আশরাফ মণ্ডল, এ কে এম সাইদুর রহমান, কে এম তৌহিদুর রহমান, সাখাওয়াত হোসেন, দেলোয়ার হোসেন, শফি কামাল ও সাইদুর রহমান। এখানে মহিলা সদস্য পদে ১৪ এবং সাধারণ সদস্য পদে ৩৪ জন প্রার্থী রয়েছেন। ৯ নম্বর হাটিকুমরুল ইউনিয়নে ৩ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী হলেন আব্দুল আজিজ সরকার, আলতাব হোসেন ও আব্দুল ওয়াহাব। এই ইউনিয়নে ৮ জন মহিলাসহ মোট ৪৪ জন মেম্বর প্রার্থী রয়েছেন। ১০ নং বড়হর ইউনিয়নে মাত্র ২ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী আছেন। এরা হলেন জহুরুল ইসলাম তালুকদার ও আইনুল হক। এ ইউনিয়নে সংরক্ষিত মহিলা আসনে ৬ জন এবং সাধারণ সদস্য পদে ৩০ জন দাঁড়িয়েছেন। ১১ নম্বর উল্লাপাড়া ইউনিয়নে চেয়ারম্যান প্রার্থী ৩ জন। এরা হলেন আব্দুস সামাদ, আব্দুল হাকিম ও নজরুল ইসলাম।

পঞ্চক্রোশী ইউনিয়নে (১২ নং) চেয়ারম্যান প্রার্থীর সংখ্যা ৪। এসব প্রার্থীর মধ্যে আছেন আলতাব হোসেন শেখ, এস এম মোজদার হোসেন মজনু, শাহজাহান আলী ও রফিকুল ইসলাম। এখানে সংরক্ষিত মহিলা আসনে ৮ জন এবং সাধারণ সদস্য পদে মোট ৩৫ জন প্রতিদ্বন্দ্বী আছেন।

## দিনাজপুরে প্রার্থী ৫২২৯ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ১২

দিনাজপুর প্রতিনিধি : আসন্ন ইউপি নির্বাচনে জেলায় সংরক্ষিত মহিলা মেম্বার পদে তিনজন ও সাধারণ মেম্বার পদে নয়জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে প্রকাশ, মেমতাবা খাতুন নবাবগঞ্জ থানার পুটিমারা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে, আক্কেফা বেগম বীরগঞ্জ থানার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে এবং শক্তি রানী রায় চিরিরবন্দর থানা তেঁতুলিয়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা মেম্বার পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

# নির্বাচন বিচিত্রা : বরিশাল

কামাল মাহমুদুর রহমান, বরিশাল থেকে : বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ থানার আন্ধারমানিক ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে স্বামী-স্ত্রী প্রার্থী হয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। উক্ত ইউনিয়নের সর্বশেষ চেয়ারম্যান আবুল হোসেন ব্যাংক ঋণখেলাপী। ফলে তার মনোনয়ন বাতিল হতে পারে এ আশঙ্কায় তার স্ত্রী মাহমুদা বেগম স্বামীর প্রক্সি দিতে চেয়ারম্যান প্রার্থী হয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

পটুয়াখালীর গলাচিপা থানার চিকনিকান্দি ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে আবদুর রহমান ও তার স্ত্রী লিলি বেগম প্রার্থী হয়ে একে অপরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

**মা-ছেলে প্রার্থী**

পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা থানার চিকনিকান্দি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে মা ও ছেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এ ইউনিয়নে মা আনোয়ারা বেগম চেয়ারম্যান পদে মনোনয়নপত্র দাখিল করার পর তার ছেলে শিপন খান মায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

**কারাগারে আটক ১৪ আসামি প্রার্থী**

বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক ১৩ জন ও পটুয়াখালী জেলা কারাগারে আটক ১ জন আসামি এবারের নির্বাচনে চেয়ারম্যান ও মেম্বার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

**ভাগ্যবান তিনি**

ঝালকাঠি জেলার নলছিটি থানার কুলকাঠি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোট ছাড়াই চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন মোঃ রফিক মোল্লা। মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন তিনি একাই মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। ফলে অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় খালি মাঠে গোল দিয়ে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন। রফিক মোল্লা ভাগ্যবান বটে।

**সমর্থকের মৃত্যু**

বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ থানার আন্ধারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় মৃত্যু ঘটেছে সাখাওয়াত হোসেন (৪২) নামের এক সমর্থকের। একজন প্রার্থীর সপক্ষে মনোনয়নপত্র দাখিলকালে মিছিলের স্লোগান দিলে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। বরিশাল শহরের আলেকান্দা এলাকায় তার বাড়ি বলে জানা গেছে।

**৩ ভাই প্রার্থী হয়েছেন ভোটযুদ্ধে**

বরিশাল জেলার বানারী পাড়া থানার বাইশারী ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে তিনি তিন ভাই। বড়ো ভাই আব্দুর রহমান প্রার্থী হয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। তিনি একজন ঋণখেলাপী এমন অভিযোগ এনে তারই মেজো ভাই এস, এম হাবিবুর রহমান প্রার্থী হয়ে মনোয়নপত্র দাখিল করেছেন। দুই ভাইয়ের কাণ্ড দেখে ছোট ভাই শামসুর রহমানও প্রার্থী হয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। দুই ভাইকে এক হওয়ার জন্যই ছোট ভাই প্রার্থী হয়েছেন। এ নিয়ে এলাকায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

**চেয়ারম্যান প্রার্থী হলেন এমপি পত্নী**

বরগুনা জেলার বামনা-পাথরঘাটা এলাকার ইসলামী ঐক্যজোট দলীয় সংসদ সদস্য গোলাম সরোয়ার হিরুর স্ত্রী মিসেস হিরু চেয়ারম্যানপদে প্রার্থী হয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। তিনি কালমেঘা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

**রেকর্ড সৃষ্টি**

স্বাধীনতার পর এই প্রথম বারের মতো ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র বিক্রিতে বরিশাল বিভাগ রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। এ বিভাগের ৬ জেলার ৩২৪টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে সর্বমোট ১৫ হাজার ৯৩৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র ক্রয় করেছেন। মনোনয়নপত্র বিক্রি বাবদ প্রার্থীদের কাছ থেকে জামানত হিসেবে ১ কোটি ৩৮ লাখ ৭১ হাজার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।

**দেবর-ভাবি**

বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ থানার নলুয়া ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে দেবর ও ভাবি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। পারভিন বেগম ঐ পদে মনোনয়নপত্র দাখিল করার পরই তার আপন দেবর মনজুর রহমান তালুকদার ভাবির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য চেয়ারম্যান পদে মনোয়নপত্র জমা দেন।

### মহিলা চেয়ারম্যান প্রার্থী-১

## ফেনী জেলায় বিভিন্ন পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ২৭ জন নির্বাচিত

ফেনী প্রতিনিধি : ফেনী জেলায় চেয়ারম্যান পদে দুই সংরক্ষিত মহিলা মেম্বার পদে ১৭ এবং সাধারণ মেম্বার পদে ৮ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। গত ৫ নভেম্বর প্রার্থীদের মনোয়নপত্র বাছাইশেষে একক মনোনয়নপত্র দাখিল হওয়ায় তাদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়।

জেলার ৪৪টি ইউনিয়নের মধ্যে ফেনী সদর থানার ধর্মপুর ইউনিয়নে জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি এম আজাহারুল হক আরজু এবং পরশুরাম থানার আনন্দপুর ইউনিয়নে ফেনী শহর যুবলীগ সম্পাদক একরামুল হক একরাম বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। অবশিষ্ট ৪২টি ইউনিয়নে ২০৮ জন চেয়ারম্যান প্রার্থীর ১১টি মনোনয়নপত্র বাতিল হয় এবং ১৯৫টি বৈধ বিবেচিত হয়। ৪৪টি ইউনিয়নে ১৩২টি সংরক্ষিত মহিলা মেম্বার পদে ১৭ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। বাকি ১১৫টি মহিলা মেম্বার পদের জন্য ৩৪৫টি মনোনয়নপত্র জমা পড়ে। বাছাইশেষে ৩৮টি মনোনয়নপত্র বাতিল হলে অবশিষ্ট ২৯০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে রয়ে গেছেন। ৪৪টি ইউনিয়নের প্রতিটিতে ৯টি করে ৩৯৬টি সাধারণ মেম্বার পদে ১৪৪৪ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। ১০১টি মনোনয়নপত্র বাতিল হয় এবং একটি প্রার্থী হওয়াতে ৮ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। বাকি ৩৮৮টি পদের জন্য ১৩৩৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে রয়েছেন।

১২ নভেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। কিছু প্রার্থী তাদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিতে পারেন বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে আভাস পাওয়া গেছে। তখন আরো কিছু প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জেলার ফুলগাজী থানার ফুলগাজী ইউনিয়নে মঞ্জুরা বেগম একমাত্র মহিলা চেয়ারম্যান প্রার্থী হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository



ঋণখেলাপি হওয়ায় ৭৭ জনের মনোনয়ন বাতিল

# রাজশাহীর ৭১টি ইউনিয়নে ১ থেকে ২৪ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে

ইউপি নির্বাচন '৯৭

আনু মোস্তফা, রাজশাহী থেকে: আসন্ন ইউপি নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজশাহী অঞ্চলের ঋণদানকারী ব্যাংকগুলো বকেয়া আদায়ে তৎপর হয়ে উঠেছে। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক তাদের ২৯৯টি শাখার মাধ্যমে ভোটে প্রার্থী হওয়া ঋণখেলাপিদের আটকাতে সমর্থ হয়েছে। জেলায় মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়া ১০৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ৭৭ জন ঋণখেলাপি বলে জানা গেছে। বাতিল হওয়া প্রার্থীদের অনেকেই ঋণ শোধ না করে রাজনৈতিক তদ্বিরের মাধ্যমে বৈধতা পাওয়ার চেষ্টা করছেন বলে সরকারি একটি সূত্র জানিয়েছেন।

রাজশাহীর ৭১টি ইউনিয়নে এবার প্রার্থীর সংখ্যা ৩,৬৮৩ জন। এর মধ্যে চেয়ারম্যান পদে প্রার্থীর সংখ্যা ৩১৮ জন। বাছাইয়ের সময় পাঁচজন চেয়ারম্যান প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। মহিলাদের ২১৩টি সংরক্ষিত আসনে ৯০২ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪১ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়ায় বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৬১ জন। জেলার ৬৩৯টি ওয়ার্ডে সাধারণ সদস্যপদে প্রার্থী হয়েছিলেন ২,৫৭১ জন। এদের মধ্যে ৭২ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়ায় এ আসনগুলোতে বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,৫০৯ জন।

রাজশাহীর নয়টি থানার ৭১টি ইউনিয়নে ১ ডিসেম্বর থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, বাগমারা থানার ১৬টি ইউনিয়নের আটটিতে ১ ডিসেম্বর এবং বাকি আটটিতে ৩ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তানোর থানার ছয়টি ইউনিয়নে ৮ ডিসেম্বর, গোদাগাড়ী থানার নয়টিতে ১১ ডিসেম্বর, পবা থানার নয়টিতে ১৪ ডিসেম্বর, দুর্গাপুর থানার সাতটিতে ১৭ ডিসেম্বর, পুঠিয়া থানার ছয়টিতে ২০ ডিসেম্বর, বাঘা থানার ছয়টিতে ২২ ডিসেম্বর ও চারঘাট থানার ছয়টি ইউনিয়নে ২৪ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, ১৯৯১ সালের হিসাব অনুযায়ী জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা ৮ লাখ ৮৯ হাজার ৯১৬ জন।

জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, জেলায় মোট ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা হবে ৬৩৮টি। এর মধ্যে ১৭৯টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এছাড়া আরো ৬৯টি কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনা করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, এবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একজনও নির্বাচিত হননি। সর্বাধিক সংখ্যক মহিলা প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন জেলার বাগমারা থানায়। এই থানার ৪৮টি মহিলা আসনে ১৮৮ জন মহিলা প্রার্থী হয়েছেন।

এদিকে রাজশাহীতে আসন্ন নির্বাচনের ফলে গ্রামের গৃহস্থরা পড়েছেন বিপাকে। কারণ আর কদিন পরই আমন ধান কাটার তোড়জোড় শুরু হবে কিন্তু গ্রামে দেখা দিয়েছে কামলা সঙ্কট। রাজশাহীর তানোর এলাকার কৃষক মনিরুজ্জামানের মতে, ফসল কাটার মৌসুমে নির্বাচন আসায় সকলেই ভোটের কাজে মেতে উঠেছে। অনেক প্রার্থী ১০০ টাকা করে দিয়ে গরিব লোকজনকে ভোটের কাজে খাটাচ্ছে। এতে ধান কাটার কামলা পাওয়া কষ্টকর হয়ে পড়েছে।

নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পুলিশি অভিযান শুরু হয়েছে ১ নভেম্বর থেকে। অস্ত্র উদ্ধার ছাড়াও ওয়ারেন্টি ও পলাতক আসামি গ্রেপ্তারের জোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

[illegible]

ছবি : ইউসুফ সা'দ

Dhaka University Institutional Repository

# মিরসরাইয়ের ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে মেয়েরা অবহেলিত

সবকিছু ঠিক থাকলে আসছে এপ্রিল-মে মাসের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন হওয়ার কথা। গ্রামীণ উন্নয়ন ও প্রশাসনের জন্য তৃণমূলে রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ। কিন্তু আমরা কি খোঁজ রাখি ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যারা কতো অসম্মানজনক অবস্থায় রয়েছে? যদিও সাংবিধানিকভাবে পুরুষদের মতো তারাও একই ক্ষমতার অধিকারী। একই ইউনিয়নের পুরুষ সদস্যরা দিনে দিনে ক্ষমতায়, এলাকার ওপর প্রভাবে বড়ো হয়ে ওঠেন। অপরদিকে মহিলা সদস্যদের ইউনিয়নের বেশির ভাগ মানুষ ঐ পরিচয়ে চেনেই না। উল্লেখ্য, ইউপি সদস্যরা গ্রামে 'মেম্বার' বলে অধিক পরিচিত। পুরুষ মেম্বারদের প্রভাব অকল্পনীয়। অপরদিকে মহিলা মেম্বাররা অবহেলিত। মিরসরাই থানায় ১৬টি ইউনিয়নে প্রতিটিতে তিনজন করে ৪৮ জন মহিলা মেম্বার রয়েছে। সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সকল মহিলা মেম্বারদের কথা পত্রিকার ক্ষুদ্র পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব নয় বলে, থানার অন্যান্য ইউনিয়ন থেকে সদর ইউনিয়ন বিভিন্ন কারণে অনেকটা এগিয়ে থাকে বলেই, সদর ইউনিয়নের একজন মহিলা মেম্বারের সঙ্গে কথা হলো। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বাকি ১৫টি ইউনিয়নের চিত্র আরো করুণ। ভোরের কাগজ-এর সঙ্গে কথা হয়েছে পাপড়ি দাসের। অপর দুজন মহিলা মেম্বার (এই ইউপির) হচ্ছে জাহানারা বেগম, জোসনা আরা বেগম। পাপড়ি দাসের স্বামীর নাম ডা তরুরঞ্জন দাস। কথা হলো পাপড়ি দাসের (মেম্বারের বাড়িতে) বসে। '৯২-এর ইউপি নির্বাচনের পর সদর ইউপিতে নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৫৯টি মাসিক ও বিশেষ সভা হয়েছে। যার প্রায় প্রতিটিতে পাপড়ি দাস উপস্থিত ছিলেন বলে জানান। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, তার সহকর্মী একজন মহিলা মেম্বারকে তিনি জানেন, যাকে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কোনো কাজ দেওয়া হয়নি। এ পর্যন্ত একটি বিচার কার্যেও তাকে ডাকা হয়নি। এমন কি মহিলাদের কোনো বিচারেও নয়। যদিও পুরুষ মেম্বাররা সপ্তাহে ৫/৭টি সমস্যার প্রাথমিক সমাধান দিয়ে থাকেন। তার কাছে দুটো প্রশ্ন ছিল। ১. সরাসরি ভোটে নির্বাচিত নন বলে কোনো খারাপ লাগছে কিনা? ২. আগামীতে সরাসরি নির্বাচন করবেন কিনা? দুটি প্রশ্নের উত্তরেও তিনি ছিলেন নিশ্চুপ। মিরসরাইয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহিলা সাংসদের নাম বলতে পারলেন না পাপড়ি দাস। তিন মেয়ের জননী এসএসসি পাস পাপড়ি দাস চান এ সমাজ মেয়েদের মানুষ হিসেবে দেখুক। কিন্তু কিভাবে সেটা তিনি জানেন না। সরকার প্রধান এবং বিরোধী দলের নেত্রী মহিলা হওয়ায় তিনি খুশি। তিনি তাদের প্রতি মহিলা মেম্বারদের প্রতিনিধি হিসেবে আবেদন করেন- দুই নেত্রী যেন মেয়েদের স্বার্থ রক্ষায় ঐকমত্যে পৌঁছান।

❑ শারফুদ্দীন কাশ্মীর
*মিরসরাই প্রতিনিধি।*

## কয়েকটি এলাকায় কালো পতাকা উত্তোলন

# নারী-শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে জন প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে নারী সমাজ

কাগজ প্রতিবেদক : দেশে ক্রমবর্ধমান নারী ও শিশু ধর্ষণ, হত্যা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এবং জনপ্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সম্মিলিত নারীসমাজ ঢাকা শহরসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মাসব্যাপী সভা-সমাবেশ আয়োজনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল সম্মিলিত নারীসমাজের উদ্যোগে মহাখালী, গুলশান ১ নং রোড এবং গুলশান ২ নং রোডে পথসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শিরিন আখতার, সীমাদাস সীমু এবং নাতাশা আহমাদ। এতে সম্মিলিত নারীসমাজের অন্যান্য সদস্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রোকেয়া বেগম, নন্দিতা, শাহানা, লুৎফা ও শাহানা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বর্তমানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পত্রিকায় কোনো নির্যাতনের ঘটনা দেখলেই ক্ষতিগ্রস্তকে দেখার জন্য ছুটে যান, কিন্তু অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন না। আর তাই দেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দিনদিন বাড়ছে।

বক্তারা আরো বলেন, মানুষের মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব। নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো কেবল নারীদের কাজ নয়। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে পাড়ায় পাড়ায় জনপ্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

সমাবেশ শেষে সম্মিলিত নারীসমাজের সদস্যারা এলাকাবাসীর সহায়তায় 'আর একটিও নারী ও শিশু নির্যাতন সহ্য করবো না' স্লোগানসংবলিত কালো পতাকা উত্তোলন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

# বাজিতপুর, বড়লেখা ও রায়গঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান-মেম্বারদের শপথ

**হাওর অঞ্চল প্রতিনিধি :** কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর থানার ১১টি ইউনিয়ন পরিষদের নবনির্বাচিত ১১জন চেয়ারম্যান, ৩৩ জন মহিলা সদস্য ও ৯৭ জন ইউপি সদস্য গত ২৮ জানুয়ারি শপথ নিয়েছেন।

থানা পরিষদ মিলনায়তনে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কিশোরগঞ্জের জেলা প্রশাসক এ এম এম ফরহাদ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এডিএলজি প্রিয়তোষ সাহা। বাজিতপুরের টিএনও আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নবগঠিত হিলচিয়া ইউপির চেয়ারম্যান তৈয়বুর রহমান, দিলালপুর ইউপির মেম্বার সাইফুল ইসলাম কাশেম প্রমুখ।

**বড়লেখা, (মৌলভীবাজার) প্রতিনিধি :** মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা থানার ১২টি ইউনিয়নের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান, সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ৪ ফেব্রুয়ারি দুপুরে থানা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে থানা নির্বাহী কর্মকর্তা এম এইচ ফরহাদ খানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য শাহাব উদ্দিন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য সিরাজুল ইসলাম, আলহাজ্ব ইমান উদ্দিন। সাবেক এমপি ও এডভোকেট তবারক রহমান চৌধুরী, সাবেক এমপি।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ প্রণয়দ, আব্দুল হাফিজ, মখদ্দছ আলী, [illegible] সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। থানা প্রজেক্ট অফিসার পুলিন রায়ের পরিচালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে ১২ জন নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান, ১০৮ জন সদস্য ও ৩৬ জন সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান থানা নির্বাহী কর্মকর্তা। অনুষ্ঠান শেষে নবনির্বাচিতদের সৌজন্যে আগত বিভিন্ন অতিথিদের আপ্যায়ন করানো হয়।

১২ ইউনিয়নের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যানরা হলেন, যথাক্রমে মোঃ মুজতবা উদ্দিন (বর্নি), কমরউদ্দিন (দাসেরবাজার), মোঃ ফয়জুর রহমান (নিজ বাহাদুরপুর), আব্দুল মাজেদ চৌধুরী (উত্তর শাহবাজপুর), আব্দুল জব্বার (দক্ষিণ শাহবাজপুর), মোঃ মুজিবুর রহমান ফারুক (বড়লেখা সদর), মুছব্বির আলী (উত্তর-দক্ষিণ ভাগ), ছাব্বির আহমদ (সুজানগর), গিয়াস উদ্দিন (দক্ষিণ ভাগ দক্ষিণ), এম এ মুমিত অসুক (পশ্চিম জুড়ী) এবং গিয়াস উদ্দিন (পূর্বজুড়ী)।

**রায়গঞ্জ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি :** গত ৪ ফেব্রুয়ারি রায়গঞ্জ থানার নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মেম্বারদের শপথগ্রহণ থানা টিসিসিএ মিলনায়তনে থানা নির্বাহী কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত, গীতাপাঠ ও পরিচয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। রায়গঞ্জ থানার ৯টি ইউনিয়নের ৯জন চেয়ারম্যান, ৮১ জন সাধারণ সদস্য ও ২৭ জন সংরক্ষিত মহিলা সদস্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ বাক্য পাঠ করান থানা নির্বাহী কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলাম। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রায়গঞ্জ-তাড়াশ এলাকার সাংসদ টি এম আবদুল মান্নান। চেয়ারম্যানদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন রইচউদ্দিন জয়নাল। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নাসির উদ্দিন।

Dhaka University Institutional Repository

# না.গঞ্জে সুমিলপাড়া ইউপির নির্বাচন স্থগিত হওয়ায় আদমজীতে উত্তেজনা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : উচ্চতর আদালতের নির্দেশে নারায়ণগঞ্জ সদর থানার সুমিলপাড়া ইউপির নির্বাচন স্থগিত ঘোষিত হওয়ায় আদমজী পাটকল ও এর আশপাশের এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

আদমজী পাটকল সিবিএ সহসভাপতি আবদুর রশীদের সভাপতিত্বে সিবিএ অফিসের সামনে গত বুধবার বিকেলে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় বক্তৃতা করেন সিবিএ সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন, শ্রমিক নেতা মজিবুর রহমান মণ্ডল প্রমুখ। বক্তারা বলেন, নিশ্চিত পরাজয় জেনে একটি মহল নির্বাচন ভণ্ডুলের জন্য কৌশলে একের পর এক খেলা খেলে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, সুমিলপাড়া ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের মেম্বার পদপ্রার্থী নূরুল ইসলাম রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক তার মনোনয়নপত্র বাতিলের প্রতিবাদে গত ২৩ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের বিচারপতি এ এম মাহমুদুর রহমান ও বিচারপতি আবু সাঈদ আহমেদের বেঞ্চে একটি রিট পিটিশন (নং ৭২৮৭) দাখিল করেন। সেই মোতাবেক হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে। তবে নির্বাচন কমিশন সুমিলপাড়া ইউপির নির্বাচন আগামী ২ ডিসেম্বর পূর্ব নির্ধারিত দিনে হবে কিনা সে সম্পর্কে এখনো কোনো ঘোষণা দেয়নি।

সুমিলপাড়া ইউপি আদমজী মিল এলাকায় অবস্থিত। চেয়ারম্যান পদে অন্যতম প্রভাবশালী প্রার্থী হচ্ছেন জেলা জাপা সাধারণ সম্পাদক ও চলচ্চিত্র প্রযোজক সফর আলী ভূঁইয়া। তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছেন আদমজী পাটকল সিবিএ সভাপতি ও আওয়ামী লীগ নেতা রেহানউদ্দীন রেহানের স্ত্রী সুফিয়া রেহান। নির্বাচনী প্রচারাভিযান চলাকালে ককটেল বানাতে গিয়ে সম্প্রতি দুজন জাপা সমর্থক শ্রমিক মারা গেছে।

মিল এলাকায় উত্তেজনা অব্যাহত থাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। স্থানীয় সংসদ ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শামীম ওসমান ইতিমধ্যে মিল এলাকায় গিয়ে সকল পক্ষকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

## চেয়ারম্যান পদে স্বামী—স্ত্রী লড়াই

ফরিদপুর প্রতিনিধি : নগরকান্দা থানার চরযশোরদী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন স্বামী ও স্ত্রী। এরা হচ্ছেন সাবেক চেয়ারম্যান ইসরাইল হোসেন ও তার স্ত্রী পুষ্প বেগম। আইনগত জটিলতা থাকায় মনোনয়নপত্র বাতিলের আশঙ্কা করে ইসরাইল হোসেন নিজের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পুষ্প বেগমকেও মনোনয়নপত্র জমা দিতে উদ্বুদ্ধ করেন। কথা ছিল স্বামীর মনোনয়নপত্র বৈধ হলে স্ত্রী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেবেন। কিন্তু উভয়ের মনোনয়নপত্র বৈধ বলে ঘোষিত হলেও স্ত্রী পুষ্প বেগম মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে রাজি হননি। [illegible]

[illegible]

## নিরীহ ভোটাররা শঙ্কিত

# মেলান্দহে অর্ধশতাধিক ভোট কেন্দ্রে ব্যাপক সহিংসতার সম্ভাবনা

ইউপি নির্বাচন '৯৭

মেলান্দহ (জামালপুর) প্রতিনিধি : মেলান্দহ থানায় আগামী ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অর্ধ শতাধিক ভোট কেন্দ্রে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সম্ভাবনা রয়েছে। পুলিশ প্রশাসন থানার ১০৩ কেন্দ্রের ৪৩টিকে সম্ভাব্য অধিক গোলযোগপূর্ণ ও ১৯টিকে গোলযোগপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে নির্ধারণ করেছে বলে জানা গেছে।

একদিকে পেশিশক্তির ওপর নির্ভরশীল কোনো কোনো প্রার্থী নিরীহ ভোটারদের ভয়ভীতি-প্রদর্শন করে ভোট আদায়ের অপচেষ্টা চালাচ্ছেন বলে অনেক ভোটার জানিয়েছেন। এসব প্রার্থীর মধ্যে কেউ কেউ অতীতে বার বার হেরে গিয়ে এবারের নির্বাচনকে জীবন-মরণের লড়াই হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন। কোনো কোনো এলাকায় কাডার সংগ্রহ থেকে শুরু করে রামদা, বল্লম, কিরিচ, ইট পাটকেল ও লাঠিয়াল বাহিনী ও প্রস্তুত করা হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। ফলে এসব এলাকার নিরীহ ভোটাররা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তারা তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ইচ্ছামত ভোট দিতে শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

সম্ভাব্য অধিক গোলযোগপূর্ণ কেন্দ্রগুলো হচ্ছে বালুরচর দঃ পাড়া, পূর্ব শ্যামপুর, কাজাইকাটা, আমবাড়িয়া, টনকী, কুলিয়া তেঘরিয়া, ভালুকা, তারাকান্দি, আগপয়লা, বানিয়াবাড়ি, চরগোবিন্দী, গোবিন্দপুর, সেউলবাড়ি, কেবি, নয়ানগর, দাগী, সাদুপুর, মালঞ্চ, অভ্রা, ধুরী, ডাকুয়াবাড়ি, মেলান্দহ বালিকা বিদ্যালয়, পূর্বঘোড়াধোবা, চরবানিপাকুরিয়া, শিহাটা, ভাবকী, মধ্যেরচর, আটাবাড়ি, ফুলকোচা, হাজরাবাড়ি, ভেঙ্গুলা, দঃ রেখিপাড়া, বেলতৈল, বাগবাড়ি, ছবিলপুর, ঘোষেরপাড়া, টগারচর, পূর্ব ঝাউগড়া, ঝাউগড়া, ঝাউগড়া, টুপকারচর, চরবন্তু পূর্ব ও চরবন্তু পশ্চিমপাড়া।

## চাটমোহরে মামা-ভাগ্নে ভাই-ভাই চেয়ারম্যান পদে

চলনবিল প্রতিনিধি : বিলপাড়ে চাটমোহর থানার দুটি ইউনিয়নে আসন্ন ইউপি নির্বাচন একটু ব্যতিক্রমী ধারায় জমে উঠেছে।

থানার পার্শ্বডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মামা অধ্যক্ষ বেলালুর রহমানের সঙ্গে চেয়ারম্যান পদে তার আপন ভাগ্নে থানা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার এস এম মোজাহারুল হক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। মামা অধ্যক্ষ বেলালুর রহমান চাটমোহর থানা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি। গত ইউপি নির্বাচনেও এ ইউনিয়নে বেলালুর রহমান ও তার আপন ছোট ভাই খলিলুর রহমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

অপরদিকে থানার ছাইকোলা ইউনিয়নে আপন মামাতো-ফুফাতো ভাই আতাউর রহমান তোতা ও বোরহানউদ্দীন চেয়ারম্যান পদে ভোটযুদ্ধে একে অপরের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাদের একজন সরকারি এবং অপরজন বিরোধী দলের সমর্থনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

### ডাকপিয়ন প্রার্থী

বিলপাড়ের চাটমোহর থানার হাণ্ডিয়াল ইউনিয়নে একজন ডাকপিয়ন মেম্বার পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। হাণ্ডিয়াল ইউনিয়ন এক্সট্রা-ডিপার্টমেন্টাল ডাকঘরের পিয়ন আমীর আলী ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ড থেকে মেম্বার পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন। তার প্রতীক মোরগ। তিনি ডাক বিভাগের দায়িত্ব ফেলে নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যস্ত থাকায় সেখানকার নিয়মিত ডাক বিলিবণ্টন নিয়ে বিপাকে পড়েছেন সংশ্লিষ্ট পোস্টমাস্টার।

মনিঅর্ডার, চিঠিপত্র সময়মতো প্রাপকের হাতে পৌঁছানো হচ্ছে না বলে এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে।

### ভাঙ্গুড়ায় জামাই-শ্বশুর

[illegible] জামাই-শ্বশুরের এই ভোটযুদ্ধে প্রচার-প্রচারণা [illegible] করছেন।

Dhaka University Institutional Repository

## জয়পুরহাটে ইউপি নির্বাচনী আপিলের রায়কে কেন্দ্র করে টিএনও লাঞ্ছিত

জয়পুরহাট প্রতিনিধি : ক্ষেতলাল থানা সদরে ইউপি নির্বাচনী আপিলের রায়কে কেন্দ্র করে ৯ নভেম্বর বিকেলে টিএনও গোলাম মর্তুজাকে লাঞ্ছিত, তার অফিস ও বাসগৃহে ব্যাপক ভাঙচুর করা হয়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ক্ষেতলাল সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থী নূরুল ইসলাম খানের মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের দিন। ঋণ খেলাপের অভিযোগে বাতিল হয়। প্রার্থী ঋণখেলাপি নন দাবি করে আপিল করেন। ৯ নভেম্বর ছিল আপিলের শুনানির দিন। রায় ঘোষণা করতে বিলম্ব হওয়ায় টিএনওর ওপর চাপ প্রয়োগ করে প্রার্থীর সমর্থকরা। ঘটনার এক পর্যায়ে উত্তেজিত জনতা টিএনওকে লাঞ্ছিত করে। পুলিশ টিএনওকে রক্ষা করলেও উচ্ছৃঙ্খল জনতা টিএনওর অফিস ও বাসগৃহের দরজা-জানালা ও আসবাবপত্রের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। পরবর্তী সময়ে প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ বলে ঘোষণা দেওয়া হয়।

জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ভাঙচুরের ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে প্রশাসন সূত্রে জানা যায়। টেলিফোনে ক্ষেতলাল টিএনওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে গিয়ে জানা যায়, হামলাকারীরা টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ শান্ত বলে জেলা প্রশাসক এই প্রতিনিধিকে জানান।

## ঠাকুরগাঁওয়ে মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি : এবারের নির্বাচনে ঠাকুরগাঁওয়ে মহিলাদের মধ্যে উৎসাহ সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাদের মতে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় প্রধান মহিলা। তাই মহিলারা এবার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে উৎসাহী। তাছাড়া প্রতি ইউনিয়নে তিনজন মহিলা সদস্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন বলে সর্বত্র সাড়া পড়েছে। গ্রামে এখন ভালো মানুষের হুড়োহুড়ি। সকলেই সকলের কুশল জিজ্ঞেসা করছে। গরুচুরি বন্ধ করা ও স্কুল-কলেজ তৈরি করার ওয়াদা করছেন বেশির ভাগ প্রার্থী।

## বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেম্বার হয়েছেন ১০ জন

# সুনামগঞ্জের ৮১ ইউনিয়নে বিভিন্ন পদে মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে ৩২৫২টি

উৎস: ভো. কাগজ, ৯৭.১৩ নভেম্বর

উজ্জ্বল মেহেদী, সুনামগঞ্জ থেকে : জেলার ১০ থানার ৮৩টি ইউনিয়নের মধ্যে ৮১টিতে এবার নির্বাচন হচ্ছে। ৮১টি ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে ৫২৯ জন, সাধারণ মেম্বার পদে ২৮৪৫ জন এবং সংরক্ষিত মহিলা মেম্বার পদে ৮৮২ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। গত ৫ নভেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাইকালে ২১৯ জন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল এবং ১১টি ইউনিয়নের নয় জন সাধারণ মেম্বার ও সংরক্ষিত চার জন মহিলা মেম্বার পদে চার জন প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে। এরা হচ্ছেন ছাতক থানার জাউয়া বাজার ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের মেম্বার, দক্ষিণ খুরমা ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডের মেম্বার, সিংসাপুর ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের মেম্বার, দোলার বাজার ইউনিয়নের সাবেক ৩ নং ওয়ার্ডের মহিলা মেম্বার ও ছাতক ইউনিয়নের সাবেক ৩ নং ওয়ার্ডের এবং ১ নং ওয়ার্ডের মহিলা মেম্বার, দোয়ারাবাজার থানার দেয়ারা ইউনিয়নের ১ নং ও ৪ নং ওয়ার্ডের মেম্বার, দিরাই থানার জগদল ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের মেম্বার। জগন্নাথপুর থানার সাহার পাড়া ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের মেম্বার, পাইলগাঁও ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের মেম্বার, সুনামগঞ্জ সদর থানার মোহনপুর ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের মেম্বার এবং তাহিরপুর থানার দক্ষিণ বড়দল ইউনিয়নের সাবেক ৩ নং ওয়ার্ডের মহিলা মেম্বার।

গত ২৯ অক্টোবর জেলার ৮১টি ইউনিয়নের নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। জেলা নির্বাচন অফিস জানায়, আগামী ১ ডিসেম্বর ধর্মপাশা থানার ১০টি ইউনিয়নে, ৩ ডিসেম্বর জামালগঞ্জ থানার পাঁচটি ইউনিয়নে, ৬ ডিসেম্বর তাহিরপুর থানার সাত টি ইউনিয়নে, ৮ ডিসেম্বর বিশ্বম্ভরপুর থানার পাঁচটি ইউনিয়নে, ১১ ডিসেম্বর দোয়ারাবাজার থানার সাতটি ইউনিয়নে, ১৪ ডিসেম্বর শাল্লা থানার চারটি ইউনিয়নে, ১৭ ডিসেম্বর দিরাই থানার নয়টি ইউনিয়নে, ২০ ডিসেম্বর জগন্নাথপুর থানার নয়টি ইউনিয়নে, ২৪ ও ২৭ ডিসেম্বর ছাতক থানার ১১টি ইউনিয়নে এবং ২৯ ও ৩১ডিসেম্বর সুনামগঞ্জ সদর থানার ১৫টি ইউনিয়নে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ৬২৭৭ জন পোলিং অফিসার, ৭৬০ জন প্রিজাইডিং অফিসার এবং ২০৯৬ জন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। জেলার ১০টি থানার ৮৩টি ইউনিয়নের মধ্যে ৮১টি ইউনিয়নে নির্বাচন হবে। ৮১টি ইউনিয়নে মোট ভোটারসংখ্যা ৯ লাখ ১১ হাজার ৪৩০। মোট ভোট কেন্দ্র ৭৬০টি নির্ধারণ করা হয়েছে।

# মওকা বুঝে উপদেশ

কসবা প্রতিনিধি : মওকা বুঝে ভোটাররাও উপদেশ দিতে ছাড়ছেন না প্রার্থীদের। ভোট চাইতে গেলেই তারা প্রার্থীদের বলছেন, "যান, বাড়ি যান। ভাগ্য থাকলেতো নির্বাচিত হবেনই। তবুও কাজ করে যান।" ভোটারদের এ রকম উপদেশ অনেক প্রার্থীকে হতাশ করছে আর যোগ্য প্রার্থীদের করছে উৎসাহিত। কসবার বেশ কিছু এলাকায় এ অবস্থা দেখা গেছে। প্রায় সব প্রার্থীই এলাকার প্রভাবশালী লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন।

এবারের নির্বাচনে প্রতিটি ওয়ার্ড ভেঙে তিনটি ব্লক সৃষ্টি করায় প্রার্থীদের কারো সুবিধা হচ্ছে আবার কারো জন্য অসুবিধা হচ্ছে। পুরুষ প্রার্থীদের মহিলা প্রার্থীকেই পরিশ্রম করতে হচ্ছে বেশি। তবে নির্বাচনী প্রচারণায় মহিলা প্রার্থীরা অনেক পূর্ব থেকেই মাঠে নেমেছেন। তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে দোয়া চাইছেন। বিগত নির্বাচনে পরাজিত সদস্য ও চেয়ারম্যান প্রার্থীদের প্রায় সকলেই এবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এবারের নির্বাচনে ১০টি ইউনিয়নেরই বর্তমান চেয়ারম্যানগণ অংশ নিচ্ছেন। এবারের নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য দিক হলো তরুণ-তরুণীদের অংশগ্রহণ।

কসবা সদর ইউনিয়নে চেয়ারম্যান প্রার্থী হচ্ছেন মোঃ ইলিয়াছ, হামিদুল হক মাষ্টার (সাবেক চেয়ারম্যান) ও মোঃ মোশারফ হোসেন ইকবাল (বর্তমান চেয়ারম্যান)। ধারণা করা হচ্ছে, এ তিনজন প্রার্থীর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। সাবেক চেয়ারম্যান মুন্সুর রেজা, মোঃ জাহের মিয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ কর্মী মোঃ রাজিব, আনিসুল হক এডভোকেট (বর্তমান চেয়ারম্যান) প্রার্থী হয়েছেন গোপীনাথপুর ইউনিয়নে। বিনাউটি ইউনিয়নে প্রার্থী হয়েছেন এডভোকেট হারুনুর রশীদ (বর্তমান চেয়ারম্যান), মোঃ জহিরুল হক (সাবেক চেয়ারম্যান) ও যুবলীগ থানা সাধারণ সম্পাদক মোঃ মঞ্জুরে আলম। বায়েক ইউনিয়নে প্রার্থী হচ্ছেন আবু জাহের সরকার, মনিরুল হক চৌধুরী, আবু তাহের সরকার (বর্তমান চেয়ারম্যান) ও গত নির্বাচনে অল্প ভোটের ব্যবধানে পরাজিত প্রার্থী মোঃ জাহাঙ্গীর। কাইমপুর ইউনিয়নে প্রার্থী হয়েছেন মোঃ সেলিম, মনিরুল হক চৌধুরী (সাবেক চেয়ারম্যান), হেবজুল বারী ও বর্তমান চেয়ারম্যান আবদুল খালেক। হেবজুল বারী গত নির্বাচনে মাত্র তিন ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। কুটি ইউনিয়নে প্রার্থী হয়েছেন মোঃ জিতু মিয়া, নজরুল ইসলাম, অমলেন্দু সাহা ও বর্তমান চেয়ারম্যান আবদুল কাদির। মেহারী ইউনিয়নে প্রার্থী হোসেন মেম্বার, রফিকুল ইসলাম ও বর্তমান চেয়ারম্যান সামছুল হক।

চারগাছ ইউনিয়নে মোঃ বাদল, জালালউদ্দিন ও আবদুল হামিদ (বর্তমান চেয়ারম্যান)। অন্যদিকে বাদৈর ইউনিয়নে প্রার্থী হয়েছেন আব্দুল মান্নান মাষ্টার, মোঃ ইলিয়াছ ও বর্তমান চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদীন।

Dhaka University Institutional Repository



## ভোটগ্রহণ ১১ ডিসেম্বর

# গোদাগাড়ী থানার মহিলা ভোটাররা চেয়ারম্যান পদে মহিলা প্রার্থী কামনা করেছিলেন

আলমগীর কবির তোতা, গোদাগাড়ী থেকে : রাজশাহীর গোদাগাড়ী থানার নয়টি ইউনিয়নের মহিলা ভোটাররা এবার আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। ইউনিয়নগুলো হচ্ছে গোদাগাড়ী, মোহনপুর, পাকড়ী, রিশিকুল, মাটিকাটা, গোগ্রাম, দেওপাড়া, বাসুদেবপুর ও চর আষাড়িয়াদহ।

এসব ইউনিয়নের মহিলা ভোটারদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, এদের অধিকাংশই চেয়ারম্যান পদে কোনো মহিলা প্রার্থী কামনা করেছিলেন। নয়টি ইউনিয়নেই চেয়ারম্যান ও সাধারণ সদস্যপদে কোনো মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না। মাদ্রাসা শিক্ষিকা, ৭০ বছর বয়সী বৃদ্ধা, যুবতী, ছাত্রী, গৃহবধূ সব ধরনের মহিলার কাছেই চেয়ারম্যান বা সাধারণ সদস্যপদে একজন মহিলা প্রার্থী হলে কেমন হতো জানতে চাইলে অধিকাংশই উত্তর দিয়েছেন, খুব ভালো হতো। এতে করে মেয়েদের কল্যাণ হতো। পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষরা মেয়েদের নেতৃত্ব কোনোদিন মানতে চায় না। মহিলা প্রার্থীরা এবার মৌলবাদীদের ফতোয়া মোকাবিলা করেই প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলা প্রার্থীরাও সকাল ৮টা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত প্রচার অভিযানে ব্যস্ত। গোদাগাড়ী থানার নয়টি ইউনিয়নেই ১১ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

থানার গোদাগাড়ী ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে চারজন, সাধারণ সদস্যপদে ২৮ জন এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনে ১২ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এই ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে দেখা গেছে, চেয়ারম্যান পদে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে মোঃ সইদুর রহমান ও মোঃ জালালউদ্দিনের মধ্যে। চেয়ারম্যান পদে অন্য প্রার্থীরা হচ্ছেন মোঃ বাহাউদ্দীন ও আলম হোসেন।

থানার মাটিকাটা ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে প্রার্থীরা হচ্ছেন মোঃ মোকবুল হোসেন, গোলাম মোর্তজা, মাসাউদ করিম, রওশন ইয়াজ দাহানী ভাই, জালালউদ্দিন ওরফে সুন্দর আলী, আঃ বারি-১, বারি-২, তাজমীরুল ইসলাম শেলী ও জহিরুল ইসলাম। এদের মধ্যে জহিরুল ইসলাম, মাসাউদ করিম ও গোলাম মোর্তজার মধ্যে ত্রিমুখী লড়াই হবে। মোহনপুর ইউনিয়নে চেয়ারম্যান প্রার্থীরা হচ্ছেন সাইফুল ইসলাম ফারুক, গোলাম মোস্তফা, নাজিবুর রহমান ও সুলতানুল ইসলাম। এদের মধ্যে সাইফুল ইসলাম ফারুক ও গোলাম মোস্তফার মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে।

পাকড়ী ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে সাতজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। মজিবর রহমান মন্টু ও লুৎফার রহমানের মধ্যে দ্বিমুখী লড়াই হবে। অন্য প্রার্থীরা হচ্ছেন রাকিব সরকার, মাজাহারুল ইসলাম সেন্টু, জালালউদ্দীন ও শফিকুল ইসলাম বাবু। রিশিকুল ইউনিয়নে চেয়ারম্যান প্রার্থী পাঁচজন। আজিজুর রহমান বাচ্চু, আতাউর রহমান খান ও মজিদ মাস্টারের মধ্যে ত্রিমুখী লড়াই হবে। অন্য দুজন প্রার্থী হচ্ছেন আঃ সাত্তার ও মসফিকুর রহমান শাহিন।

গোগ্রাম ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে সাতজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ডা. জয়নাল আবেদীন, শামসুল ইসলাম, তৈয়বুর রহমান ও মিজানুর রহমান খান্দারের মধ্যে চতুর্মুখী লড়াই হবে। অন্য প্রার্থীরা হচ্ছেন শ্রী সন্তোষচন্দ্র ও শ্রী রামকুমার সাহা।

দেওপাড়া ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান পদে ছয়জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আসাদুজ্জামান বেনু ও রবিউল আলমের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। অন্য প্রার্থীরা হচ্ছেন মাহাবুব আলম, আকতার হোসেন, রুহুল আমীন ও বিমল চন্দ্র মৃধা।

বাসুদেবপুর ইউনিয়নে চেয়ারম্যান প্রার্থী ছয়জন। আতাউর রহমান তরিকুল, হাবিবুর রহমান বেনী ও এনায়েত হোসেন বিপ্লবের মধ্যে ত্রিমুখী লড়াই হবে।

অন্য প্রার্থীরা হলেন গোলাম মোস্তফা, একরামুল হক ও আসমাউল। চর আষাড়িয়াদহ ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে চারজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এরা হচ্ছেন মোহাম্মদ খালী চাঁদ, নজরুল ইসলাম, ভোলামিয়া ও গোলাম মোস্তফা। এখানেও ত্রিমুখী লড়াই হবে। সীমান্ত এলাকায় হওয়ায় এ ইউনিয়নের ভোট কেন্দ্রগুলো ঝুঁকিপূর্ণ।

# ইউপি নির্বাচনের কিছু বেসরকারি ফলাফল

মেলান্দহ : গত ১ ডিসেম্বর মেলান্দহ থানার ছয়টি ইউনিয়নে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে চারটি ইউনিয়নের বেসরকারি ফলাফল পাওয়া গেছে। দুটি ইউনিয়নের একটি করে কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত হওয়ায় ফলাফল ঘোষণা করা হয়নি। চারটি ইউনিয়নে যারা বেসরকারিভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন তারা হলেন কুলিয়া ইউনিয়নে মোঃ আবদুস সালাম, দুরমুটে বাশেদুজ্জামান, মাহমুদপুরে আবদুল হাই বাচ্চু এবং নয়ানগরে মির্জা ওয়াহাব। জামালপুর প্রতিনিধি

বরিশাল : গত ২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বরিশাল জেলার মাহিলারা ইউনিয়নে জে এম হারুনুর রশিদ, বাটাজোরে পরিমল চক্রবর্তী, খাঞ্জাপুরে ডা. মোহাম্মদ শাহজাহান সর্দার, সরিকলে জাকির হোসেন শান্ত, বার্থীতে আবদুর রাজ্জাক হাওলাদার এবং নলচিড়া ইউনিয়নে জি এম হারুন মৃধা বেসরকারিভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। বরিশাল প্রতিনিধি।

শালিখা : শালিখায় যারা বেসরকারিভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন তারা হলেন শতখালী ইউনিয়নে কামাল হোসেন, শালিখায় রেজাউল শিকদার, গোবরাগতিতে মঞ্জুরুল আহসান মিলু এবং গঙ্গারামপুর ইউনিয়নে আখতার উন নবী। শালিখা প্রতিনিধি।

কুমিল্লা : কুমিল্লার বুড়িচং ও ব্রাহ্মণপাড়ার ১৬টি ইউপি নির্বাচনে ৩ ডিসেম্বর বেসরকারিভাবে ১০টি ইউনিয়নের ফলাফল পাওয়া গেছে। ২৩টি ভোট কেন্দ্রের ভোট গণনা বন্ধ থাকায় ছয়টি ইউনিয়নের ফলাফল স্থগিত রয়েছে। বেসরকারিভাবে নির্বাচিতরা হচ্ছেন ব্রাহ্মণপাড়ার সিদলাই ইউনিয়নে মোঃ জসিমউদ্দিন, চান্দলা ইউনিয়নে সৈয়দ আবদুল বাকি, দুলালপুর ইউনিয়নে মনিরুল হক, ব্রাহ্মণপাড়া ইউনিয়নে মোঃ মিজানুর রহমান ও মালাপাড়া ইউনিয়নে শফিকুর রহমান। বুড়িচং থানার বাকশিমুল ইউনিয়নে সাজ্জাদ হোসেন, বুড়িচং সদরে মোঃ শাহ আলম, পীরযাত্রাপুর ইউনিয়নে মোঃ শাহজাহান জাকির এবং ভারেল্লা ইউনিয়নে আবদুর রহমান (রব)। নির্বাচিতদের নয় জন আঃ লীগ এবং এক জন জাপার। কুমিল্লা প্রতিনিধি।

সেনবাগ : গত ৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সেনবাগ থানার নয়টি ইউনিয়নের নির্বাচনে বেসরকারিভাবে ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগ তিন, জাসদ একটি বিএনপি তিন, জাপা দুটি ইউনিয়নে জয় লাভ করেছে। ছাতারপাইয়া ইউনিয়নে নুরুল হক মজুমদার, কেশারপাড় ইউনিয়নে আবদুল ওয়াদুদ খন্দকার, চমুরিয়া ইউপিতে মোবারক উল্যা, কাদরা ইউপিতে রফিকুল ইসলাম, অর্জুনতলা ইউপিতে আবু জাফর টিপু, কাবিলপুরে মমিন উল্যা, মোহাম্মদপুরে রফিকুল ইসলাম মাস্টার, বীজবাগ ইউপিতে আবদুর রব চৌধুরী এবং নবীপুর ইউপিতে আবদুল ওহাব চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। নোয়াখালী প্রতিনিধি।

ঝালকাঠি : বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ছাড়া ঝালকাঠি সদর থানার ১০টি ইউনিয়নে গত ৩ ডিসেম্বর শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ থানার নয়টি ইউনিয়নে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত চেয়ারম্যানগণ হচ্ছেন : গাভা রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নে সৈয়দ জাহাঙ্গীর হোসেন, বিনয়কাঠিতে কাজী নজরুল ইসলাম, নবগ্রামে মোঃ মজিবুল হক আকন্দ, কেওড়ায় মোঃ আবদুর রশিদ হাওলাদার, কীর্তিপাশায় ভবেন্দ্রনাথ হাওলাদার, বাসণ্ডায় মোঃ মোবারক হোসেন মল্লিক, পোনাবালিয়ায় মোঃ আবুল বাসার খান, শেখের হাটে মোঃ আঃ ছাত্তার খান সেলিম এবং নথুল্লাবাদ ইউনিয়নে মোঃ রেজাউল কবির। শুধুমাত্র গাবখান-ধানসিঁড়ি ইউনিয়নের একটি কেন্দ্রে ভোট গণনা বন্ধ থাকায় সে ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা স্থগিত রয়েছে। ঝালকাঠি প্রতিনিধি।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামাঞ্চলে মাসব্যাপী এক উৎসব শেষ হলো

# ইউপি নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৮০ শতাংশের বেশি

## আশঙ্কার চেয়ে সহিংসতা কম, নির্বাচনকালে নিহত ৩০

প্রভাষ আমিন : যতোটা আশঙ্কা করা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক কম সহিংসতার মধ্য দিয়ে গতকাল শেষ হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের মাসব্যাপী আয়োজন। গত ১ ডিসেম্বর শুরু হয়ে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন বিরতিসহ মোট ২৩ দিনে দেশের ৪,২৭৪টি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪,২৩৪টি ইউনিয়ন পরিষদের ৩৮ হাজার ৭৪১টি কেন্দ্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে বিভিন্ন কারণে ৩৯৩টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত করা হয়েছে, যা অনুষ্ঠিত ভোটকেন্দ্রের ১ শতাংশ মাত্র। গতকাল বুধবার নিয়মিত নির্বাচন শেষ হয়ে গেলেও স্থগিত রাখা কেন্দ্রগুলোতে আগামী ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত পুনঃভোটগ্রহণ হবে।

৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্বাচনী সহিংসতায় মোট ৩০ জন প্রাণ হারিয়েছেন, যার মধ্যে ৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন পুলিশের গুলিতে। এছাড়া নির্বাচনপূর্ব অর্থাৎ ভোটগ্রহণ শুরুর আগে সহিংসতায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৬ জন। গত ১ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া অবৈধ অস্ত্র ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার অভিযানে গত ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ২২ হাজার ৯৯২ জন সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার ও মোট ২ হাজার ১৫২টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আবু হেনা সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নির্বাচন অনেকাংশে শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানান এবং রাজনৈতিক দল, জনগণ, প্রার্থী, নির্বাচনী কর্মকর্তা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, এনজিও, সংবাদ মাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। গতকাল বিকেলে তাঁর কার্যালয়ে ভোরের কাগজ-এর সঙ্গে আলাপকালে তিনি জানান, এবার ৮০ ভাগেরও বেশি ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোটারদের, বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের বিপুল সাড়াকে এবারের নির্বাচনের সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হিসেবে অভিহিত করে তিনি বলেন, এ নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটারদের মানসিকতা পরিবর্তনের শুভ সূচনা ঘটলো,

● এরপর - পৃষ্ঠা ২

## ইউপি নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৮০ শতাংশের বেশি

● প্রথম পাতার পর

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

দেশে বর্তমানে ৪ হাজার ৪৬৮টি ইউনিয়ন রয়েছে। ডিসেম্বর ৪ হাজার ১৯৮টি ইউপিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও আদালতের মামলাজনিত কারণে ২৪টিতে এবার নির্বাচন হয়নি। এবারের নির্বাচনে মোট প্রার্থী ছিলেন ২ লাখ ৩ হাজার ৬৩৯ জন, যার মধ্যে চেয়ারম্যান ১৯ হাজার ৬৭৩ জন, মহিলা মেম্বার ৪৪ হাজার ১৩৪ জন এবং মেম্বার পদে ১ লাখ ৩১ হাজার ৮২৬ জন। এদের মধ্যে ৩৭ জন চেয়ারম্যান, ৫৯২ জন মহিলা মেম্বার ও ১ হাজার ৯৬ জন মেম্বার ইতিমধ্যেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। এবারের নির্বাচনে মোট ৪ লাখ ১৩ হাজার ৭৮ জন নির্বাচনী কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেছেন।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সারাদেশে বয়ে এনেছিল উৎসবের আমেজ। ব্যাপক নির্বাচনী প্রচারণায় রাতদিন মুখরিত ছিল গ্রামবাংলা। তবে দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনী সহিংসতা ছন্দপতন ঘটিয়েছে নির্বাচনী উৎসবে। নির্বাচন কমিশনের সর্বোচ্চ মনোযোগ এবং গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সত্ত্বেও নির্বাচনকালীন সময়ে ২৩০টি সংঘর্ষে প্রায় ৪০০ আহত এবং ৩০ জন নিহত হয়েছেন।

এবারের নির্বাচনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল মহিলাদের সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং মহিলা ভোটারদের ব্যাপকভাবে ভোটদান। এবারই প্রথমবারের মতো মহিলারা প্রতিটি ইউনিয়নে ৩টি মেম্বার পদে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। নির্বাচনের মাঠে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের পাশাপাশি সারা দেশে বেড়ে গিয়েছিল ফতোয়াবাজদের তৎপরতাও। তবে অধিকাংশ স্থানেই মহিলারা সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিরোধ করেছেন ফতোয়াবাজদের এবং তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। সংরক্ষিত আসন হিসাবে

এবার ৪ হাজার ২৭৪টি ইউপিতে ৩ জন করে অন্তত ১২ হাজার ৮২২ জন মহিলা মেম্বার নির্বাচিত হয়েছেন বা হবেন। এছাড়া চেয়ারম্যান ও সাধারণ মেম্বার পদেও মহিলারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। নির্বাচন কমিশন এবং এনজিওগুলোর ব্যাপক প্রচারণা ও সচেতনতা কার্যক্রমের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই।

নির্বাচন কমিশন এবারই প্রথমবারের মতো ইউপি নির্বাচনের জন্য আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করেছিল। কিন্তু আইনগত ভিত্তি না থাকায় আচরণ বিধিমালা লঙ্ঘনের ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া পর্যবেক্ষকদের জন্যও নীতিমালা প্রণয়ন করেছিল নির্বাচন কমিশন। এ নীতিমালার আওতায় ১১টি সংগঠনের ৪১ হাজার ৯৪৭ জন দেশী পর্যবেক্ষক এবং মার্কিন দূতাবাসের ১২ জন পর্যবেক্ষক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছেন।

[illegible] সাধারণভাবে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও [illegible] হলেও কিছু অনিয়ম কারচুপির [illegible] অভিযোগ উঠেছে। যেমন কেন্দ্র থেকে [illegible] এজেন্টদের বাধা দেওয়া, লাইন ডিঙিয়ে [illegible] ঢুকে ভুয়া ভোট দেওয়া বা [illegible] নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সহায়তা [illegible] নির্বাচন কমিশনার এ ধরনের [illegible] কারচুপির অভিযোগ পাওয়ার [illegible] করে বলেন যে, আগামীতে এসব [illegible] উপায় বের করতে হবে, [illegible] আইন সংস্কারেরও প্রয়োজন আছে।

নির্বাচন কমিশন এবারে [illegible] ৪০ জন নির্বাচনী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে [illegible] ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়েরের কোনো [illegible] থাকলেও নির্বাচনী ফলাফলে সংক্ষুব্ধ প্রায় ২০০ অভিযোগ জমা পড়েছে নির্বাচন কমিশনে। কমিশন প্রাপ্ত অভিযোগগুলো যাচাই করে তদন্ত করছে। কমিশন সংক্ষুব্ধ [illegible] ফলাফলের গেজেট প্রকাশের [illegible] মধ্যে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে মামলা [illegible]

[illegible] না হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

# সাতক্ষীরায় ইউপি নির্বাচনে শাশুড়ি-বউ, সহোদর বোন ও সহোদর ভাই মুখোমুখি

**সাতক্ষীরা প্রতিনিধি** : সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি থানার দরগাপুর ইউনিয়নে শাশুড়ি-বউ, বুধহাটা ইউনিয়নে আপন দুবোন এবং তালা থানার ইসলামকাটি ইউনিয়নে আপন দুভাই এবার ইউপি নির্বাচনে একে অপরের বিরুদ্ধে ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। পারিবারিক মন কষাকষি ও ঝগড়ার জের হিসেবে একই পরিবার থেকে একই পদে এরা নির্বাচন করছেন।

জানা গেছে, আশাশুনি থানার দরগাপুর ইউনিয়নে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী হয়েছেন শাশুড়ি হোসনে আরা হাসু। একই সংরক্ষিত আসনে তারই ছেলের বউ লায়লা বেগমও সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। একই পদে শাশুড়ি ও পুত্রবধূর লড়াই বেশ জমে উঠেছে। ভোটযুদ্ধে শাশুড়ি হোসনে আরা পুত্রবধূ লায়লার দোষত্রুটি তুলে ধরছেন। আর পুত্রবধূ কৌশলে শাশুড়িকে পরাজিত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। থানার বুধহাটা ইউনিয়নের আপন দুবোন খাদেজা বিবি ও নবীজান মহিলা সংরক্ষিত আসনে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়ছেন।

অপরদিকে, তালা থানার ইসলামকাটি ইউপির ৫ নং ওয়ার্ডের সদস্য পদে প্রার্থী হয়েছেন আপন দুভাই আবুল কাশেম ও আবদুল আলিম। দুভায়ের মধ্যে ভোটযুদ্ধ বেশ জমে উঠেছে। এক ভাই প্রচারণা চালাচ্ছে আর এক ভায়ের বিরুদ্ধে। তাদের পারিবারিক দ্বন্দ্ব রূপ নিয়েছে নির্বাচনী দ্বন্দ্বে। স্ব স্ব এলাকায় শাশুড়ি-পুত্রবধূ, বোন-বোন এবং ভাই-ভাইয়ের ভোটলড়াই বেশ রসের সঞ্চার করছে। জনগণ এ ভোটলড়াই বেশ উপভোগ করছেন।

*Dhaka University Institutional Repository*

# পাঁচ হাজার মহিলাকে ভোট দিতে দেওয়া হলো না

*আজ ইউনিয়ন পরিষদের নিয়মিত নির্বাচনের শেষ দিন। এ বছর নারী ইস্যুতে এই নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা মেম্বারদের আসনে সরাসরি নির্বাচিত হয়ে আসার বিষয়টি ছিল সবচেয়ে আলোচিত। পাশাপাশি এমনও ঘটনা ঘটেছে যে মেয়েদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। তেমনি একটি প্রতিবেদন।*

গত ২৪ ডিসেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সকলের দৃষ্টি ছিল নাটাই (দঃ) ইউনিয়নের দিকে। এটার পিছনে একটি বিশেষ কারণ ছিল। সিটি হচ্ছে নাটাই (দঃ) ইউনিয়নের নয়টি কেন্দ্রের প্রায় পাঁচ হাজার মহিলাকে ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। গত ২২ ডিসেম্বর নাটাই (দঃ) ইউনিয়নের নরসিংসার গ্রামের বোর্ড অফিসের সামনে ইউনিয়নের সর্দার ও মাতব্বরদের যৌথ উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল মহিলাদের ভোট নিষিদ্ধের ব্যাপারে। বৈঠকে তারা মহিলাদের ভোটদান সম্পর্কে ইসলামিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। কয়েকজন বলেন, মহিলারা বোরকা পরে ভোট দিতে গিয়েও বিড়ম্বনার শিকার হয়েছেন। তাছাড়া মহিলাদের মধ্যে কেউ কেউ স্বামীর নাম পাল্টিয়ে ভোট দিতে গিয়ে অনেক আগে ধরা পড়েছিল। এতে করে পুরুষরা মহিলাদের ভোটদান নিষিদ্ধ করে। নাটাই (দঃ) ইউনিয়নের ২১ জন মহিলা গত ২১ ডিসেম্বর স্বাক্ষর করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ডিসির কাছে তাদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন করেছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানার থানা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহ কামাল ও সদর থানার ওসি মুস্তোফা কামাল নির্বাচনের আগের দিন মহিলাদের ভোট প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য নাটাই (দঃ) ইউনিয়নের বিভিন্ন মহল্লায় গিয়ে গণসংযোগ করেছেন। কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হয়নি। তাদের ভাষ্য হচ্ছে, 'কেউ যদি ভোট দিতে না যায় প্রশাসন আর কি করতে পারে?'

গত ২৪ ডিসেম্বর নাটাই (দঃ) ইউনিয়নের নয়টি ভোট কেন্দ্র সরজমিন ঘুরে কোনো কেন্দ্রেই কোনো মহিলা ভোটারের উপস্থিতি চোখে পড়েনি। নরসিংসার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার শেখ সিদ্দিকুর রহমান ভোরের কাগজকে বলেন, কেন্দ্রে মোট ১ হাজার ১৪৯ জন পুরুষ ভোটার এবং ৯২২ জন মহিলা ভোটার রয়েছে। ভোটগ্রহণের সুবিধার জন্য মোট পাঁচটি বুথ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রিজাইডিং অফিসার দায়িত্ব পালন করতে এসে জানতে পারেন যে, এখানে মহিলাদের ভোটদান নিষিদ্ধ। ফলে তিনি মহিলাদের জন্য কোনো বুথ রাখেননি। তবে প্রিজাইডিং অফিসার জানান, যদি কোনো মহিলা ভোটার ভোট দিতে আসেন তাহলে তাদের ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।

মহিলাদের ভোটদান নিষিদ্ধ হলেও এলাকা ঘুরে দেখা গেলো, তিনটি সংরক্ষিত মহিলা সদস্যপদে যারা নির্বাচন করেছেন তাদের নির্বাচনী প্রচারণার জন্য পোস্টার ছাপানো

*নারায়ণগঞ্জ সদর থানার টিএনও অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দিচ্ছেন মহিলা প্রার্থীরা*

হয়েছে। তবে পোস্টারের বিশেষত্ব হচ্ছে মহিলা প্রার্থীদের শনাক্ত করার জন্য পোস্টারে স্বামীর ছবিও ছাপা হয়েছে। মহিলা সদস্য হিসেবে সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন শরিফা বেগম (দেয়াল ঘড়ি), নাদিরা ইসলাম (তারকা) ও নূরজাহান বেগম (গোলাপ ফুল)। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তাদের ফলাফল জানা যায়নি। মহিলাদের ভোটদান নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে শরিফা বেগম ভোরের কাগজকে জানান, 'মাতব্বরদের নির্দেশেই আমরা কেউ ভোট দিতে পারিনি।' তবে এতে তার কোনো ক্ষোভ নেই। গত দুই যুগ ধরে এখানে মহিলাদের ভোট নিষিদ্ধ। শুধু একবার সংসদ নির্বাচনে মহিলারা ভোট দেন। কারণ হিসেবে জানা গেলো, সেবার সংসদ নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী হারুন আল রশিদ (সাবেক প্রতিমন্ত্রী) কে পাস করানোর জন্য এ নিয়ম অকার্যকর থাকে। উল্লেখ্য, হারুন আল রশিদের বাড়ি নাটাই (দঃ) ইউপির নরসিংসার গ্রামে।

শরিফা বেগম আরো জানান, তিনি নির্বাচিত হলে মহিলাদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার জন্য মুরুব্বিদের বুঝিয়ে আন্দোলন করবেন। শরিফা বেগমের স্বামী আবদুল লতিফ বললেন, 'নির্বাচন করেছে আমার স্ত্রী। আর নির্বাচনী প্রচারণা করতে হয়েছে আমার।' নাটাই (দঃ) ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম ভোরের কাগজকে জানান, মহিলদের ভোটাধিকার সম্পর্কে কোনো কথা আমি বলতে পারছি না। আমার কিছু সামাজিক সমস্যা রয়েছে।

❑ পীযূষকান্তি আচার্য
*ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে*

Dhaka University Institutional Repository

কুড়িগ্রাম : গ্রামের মুরব্বিদের বারণ। বেরুবাড়ীর এসব মহিলা তাই ভোট দিতে পারে না —জনকণ্ঠ

# যে ইউনিয়নের মহিলারা ভোট দেয় না ॥ পুরুষদের বারণ

**রাজু মোস্তাফিজ, কুড়িগ্রাম থেকে ॥** বেরুবাড়ী ইউনিয়নের মহিলারা জানে না কীভাবে ভোট দিতে হয়। ভোট দেয়ার পদ্ধতি কী রকম তাও বলতে পারে না তারা। এমনকি ইউনিয়নের সংরক্ষিত আসনের মহিলা প্রার্থীরাও গত ইউপি নির্বাচনে ভোট দেয়নি। পুরুষদের ভোটেই তারা নির্বাচিত হয়েছে। কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী থানা শহর থেকে মাত্র তিন কিঃমিঃ দূরে বেরুবাড়ীর অবস্থান। এখনও ঐ ইউনিয়নে চলে পুরুষদের কড়া শাসন। তাই কোন মহিলা ভোট দেয়া তো দূরের কথা ভোটকেন্দ্রে পর্যন্ত যেতে পারে না। ইদানীং অনেকের ভিতরে ভোট দেয়ার ইচ্ছা জাগলেও সামাজিক বিধি-নিষেধের কারণে তারা ভোট দেবার কথা মুখেও আনে না।

বেরুবাড়ীর মানুষও অন্যান্য গ্রামের মানুষের মতোই। পুরুষ ও মহিলারা এক সঙ্গে সব কাজ করে। ধর্মীয় গোঁড়ামি কিছুটা থাকলেও মওলানা অথবা ফতোয়াবাজরা ফতোয়া দেয়ার খুব একটা সাহস পায় না। তবে ভোটের ব্যাপারে এখানকার গ্রামের মাতব্বর, মুরব্বীরাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। ভোটের সময় মাতব্বরদের সিদ্ধান্ত হয় কোন মহিলা ভোটার ভোট দিতে পারবে না। এমনকি ভোটকেন্দ্রে পর্যন্ত তাদের যাওয়া নিষেধ। বেরুবাড়ী ইউনিয়নের ফরাশকুড়া গ্রামের কেরামত আলী খন্দকার, বামনের ভিটা গ্রামের আবুল কাশেম (৪২), মহসিন মিয়া (৪৮) ও নাসিয়তউল্লা জানান, প্রায় ৩০ বছর আগে তৎকালীন প্রভাবশালী মোবারক বেপারী, মহিউদ্দিন, ওমর উদ্দিন ফকির, কছিমুদ্দীন সরকার, আলসিয়া বেপারী প্রথম সিদ্ধান্ত নেন যে, ভোটের দিন কোন মহিলা বাড়ি থেকে বের হবে না এবং তারা ভোট দিতে পারবে না। তাদের ধারণা চেয়ারম্যান, মেম্বাররা পুরুষ তাই পুরুষরাই তাদের ভোট দিয়ে নির্বাচন করবেন মহিলারা নয়। সেই পুরনো নিয়ম আজও বেরুবাড়ী ইউনিয়নের পুরুষরা ধরে রেখেছে। শুধু পুরুষদের ভোটেই গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীরা নির্বাচিত হন। এরা হচ্ছেন এক নং ওয়ার্ডে সায়মা খাতুন, দুই নং ওয়ার্ডে জাহানারা বেগম ও তিন নং ওয়ার্ডে হামিদা বেগম। বেরুবাড়ী ইউনিয়নে পুরুষ ভোটার সংখ্যা ৪ হাজার এক শ' ২৬ জন, আর মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৩ হাজার ৮শ' ৫৮ জন।

গত ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৬ ডিসেম্বর। মহিলা ভোটারদের কাছে ভোট চাওয়ার জন্য কাউকে যেতে হয়নি। প্রার্থীরা ভোটকেন্দ্রে শুধু পুরুষদের কাছেই ভোট চেয়েছিল। তবে পুরুষ ভোটাররা সংরক্ষিত আসনে মহিলা প্রার্থীদের ভোট দিয়েছেন।

স্থানীয় লোকজন জানান, গত নির্বাচনের দু'দিন আগে বেরুবাড়ী ইউনিয়নের কয়েকজন মোড়ল ও মাতব্বর বৈঠকে বসেছিলেন মসজিদ মাঠে। ঐ মিটিংয়ে যুগ ও সময়ের কথা উঠেছে। শিক্ষিত তরুণ যুবকরা মহিলাদের ভোট না দেবার অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিল। গ্রামের প্রবীণ মানুষরা তাদের কথা শোনেননি। তাঁদের সিদ্ধান্ত ইউনিয়নের ঐতিহ্য ও সামাজিক প্রথা তারা ভাঙতে পারবে না। বর্তমানে এলাকার মোড়ল ও মাতব্বররা হলেন আব্দুল হক, মোহাম্মদ মেম্বার, মতি চেয়ারম্যান, আমজাদ হোসেন, বদিয়ার মাস্টার, মওলানা শাহদত হোসেন, শরদউল্লা মুন্সী, সৈয়দ আইয়ুব ও হাসমত আলী প্রমুখ।

'আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেব"— এ শ্লোগানকে ধরে বেরুবাড়ী ইউনিয়নের মহিলারা পুরুষদের 'ভোট না দেবার নিয়ম' ভাঙতে চায়। এ জন্য তারা চায় সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা। গৃহবধূ কল্পনা রানীর ইচ্ছা, তিনি ভোট দেবেন। কিন্তু সামাজিক নিয়মের কারণে ভোট দিতে পারেননি। মবালুক পাড়ার আসিয়া বেগম (৩০), কোহিনূর বেগম(২০), গত ইউপি নির্বাচনে স্বামীর কাছে আবদার করেছিল ভোট দিতে যাবে। কিন্তু কোন কথাই শোনেনি তাঁদের স্বামীরা। মীরের ভিটা গ্রামের রাহিমা (৩৫) ও জোবেদা খাতুন (৪৫) জানান, 'আমরা আমাদের মায়েদেরও ভোট দিতে দেখিনি, আমাদের ভোট দেয়ার ইচ্ছা থাকলেও গ্রামের সামাজিক নিয়মের কারণে অতীতে ভোট দিতে পারিনি। "

বেরুবাড়ী ইউনিয়নের মহিলাদের দাবি, আগামীতে প্রতিটি নির্বাচনে তারা যেন ভোট দিতে পাবেন। বেরুবাড়ী ইউনিয়নে কয়েক পুরুষ জানান, "পুরুষরা যখন নিজেদের পছন্দের মানুষটিকে ভোট দেয়, তখন তাদের মহিলাদের অন্য কোন পছন্দের প্রার্থী থাকতে পারে না। তাছাড়া একই মানুষকে দু'টি ভোট দেবার দরকার কী! একটি ভোটই যথেষ্ট।" ইউনিয়নের সংরক্ষিত মহিলা আসনে ১ নং ওয়ার্ডে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধি সায়মা খাতুন। তিনি শুধু পুরুষদের ভোট পেয়েছেন ৩শ' ৬৫টি। সায়মা খাতুন জানান, পুরুষদের এই আচরণ দুঃখজনক। আজকাল প্রগতিশীল অনেক প্রতিবাদী মহিলা মানতে চায় না এই সামাজিক প্রথা। তিনি আরও জানান, নিজে প্রার্থী হয়ে খুব সমস্যায় পড়েছিলেন ভোটের আগে। মহিলা ভোটাররা তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন "তাঁরাও যেন ভোট দিতে পারেন।" কিন্তু গ্রামের প্রভাবশালী মোড়েলদের ভয়ে কিছুই করার সাহস পাননি তিনি।

Dhaka University Institutional Repository

# সংশয় আর সংশয়, ইউপি মেম্বারদের মনে

'আপা এই যে মন্ত্রী আপায় বক্তৃতা দিলো, তার ঠিকানা কি আপনে জানেন, আমারে দিতে পারবেন? অনেকটা দৌড়ে এসেই কথাগুলো জিজ্ঞেস করলেন রাবেয়া খাতুন। এবারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জ থানার নিশানবাড়িয়া ইউনিয়নের সদস্যপদে সরাসরি নির্বাচনে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। কেয়ার বাংলাদেশের রুর‍্যাল মেইনটেনেন্স (আরএমপি) প্রোগ্রামের কর্মী তিনি। এবং সে কারণেই কেয়ার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে দাওয়াত পেয়েছেন সংবর্ধনার জন্য। গত রোববার ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ মিলনায়তনে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। কেয়ারের ৭২ জন আরএমপি কর্মীর এই সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। মন্ত্রী তার বক্তৃতায় আরএমপি কর্মীদের অসুবিধা, গ্রামের চেয়ারম্যানদের ঘুষ শোনার জন্য?— এ প্রশ্নের জবাবে রাবেয়া— 'না, কিছু জিনিস জানি না। সেগুলো কারে জিজ্ঞাস করবো তাও জানি না, এজন্য মন্ত্রী আপারে খুঁজি।' কি প্রশ্ন? জানতে চাইলে রাবেয়া 'এই ধরেন আমরা ৫ তারিখে (৫ ফেব্রুয়ারি) শপথ নিছি। দায়িত্ব কি তা জানি না, আমাদেরকে কি সরকার বেতন দিবো নাকি...। আবার চেয়ারম্যান অন্য পুরুষ মেম্বাররা কয় যে, আমাগো দিয়া নাকি সরকার পরিবার পরিকল্পনার ওষুধ বেচাইবো..., সেগুলো সত্য কিনা এইসব জানার জন্য।'

আপনি নির্বাচন করলেন কেন, কতো টাকা খরচ করেছেন নির্বাচনের জন্য? রাবেয়া প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে ইতিমধ্যে তার সঙ্গে এসে জড়ো হয় নোয়াখালীর বজরা ইউনিয়নের সদস্য আমেনা বেগম, নাদোনা ইউনিয়নের মনোয়ারা বেগম, কুষ্টিয়ার খোকসা ইউনিয়নের হামিদা খাতুন প্রমুখ। এরা সবাই জানায় যে, 'মেম্বার নির্বাচিত হলে সবারই নাকি ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা করে খরচ হয়েছে (যদি সত্যি বলে থাকে!) এর মধ্যে খরচের পরিমাণ বেশি পাওয়া গেলো খোকসা ইউনিয়নের হামিদা খাতুনের। তিনি খরচ করেছেন ৮০ হাজার টাকা।

এতো টাকা কোথায় পেলেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার স্বামী দিছে। আমাদের ব্যবসা আছে, বিস্কুটের ফ্যাক্টরি। হামিদা খাতুনকে পাল্টা প্রশ্ন— আপনিতো জানেনই না আপনি আদৌ বেতন পাবেন কিনা। মেম্বারের কাজ কি, বা ক্ষমতা কতোটুকু, অথচ ৮০ হাজার টাকা খরচ করে ফেললেন। আপনার টাকাটা কি উঠে আসবে? উত্তরে হামিদা—আসবে না কেন? আমার স্বামী বলছে মেম্বার হয়ে কতো মানুষে কতো কি করছে। বাড়িঘর ব্যবসা...। সেও (তার স্বামীর কথা ইঙ্গিত দিয়ে) পারবে। আমরা পারবো। মেম্বার আপনি, আর আপনার স্বামী পারবে বলছেন কেন? এতে হামিদার

*ওরা নির্বাচিত ইউপি মেম্বার। ওদের মনে আছে একশো একটা প্রশ্ন*

নেওয়া, ম্যাচিংমানি জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং মহিলা মেম্বার নির্বাচনের ক্ষেত্রে আগের যে ধারা ছিল (চেয়ারম্যানের খালা শাশুড়ি, মায়েমাদের নিয়োগ) ইত্যাদি ব্যাপারগুলো একদম গ্রামীণ ভাষায় উল্লেখ করেন। তার বক্তৃতার মাঝে আরএমপি মহিলারাও রেসপন্স করেন, ঠিক বলছেন আপা, ঠিক কথা, সত্য কথা এইসব বলে। মতিয়া চৌধুরীর এই আন্তরিক বক্তৃতা, সত্য বলার উস্কানিতে হঠাৎ যেন উস্কে গেলো রাবেয়া, ভারতীবালা, হামিদা খাতুন, আমেনা বেগম প্রমুখ।

তাই বক্তৃতা অনুষ্ঠানের শেষে তারা খুঁজছিলেন কৃষিমন্ত্রীর ঠিকানা।

ঠিকানা কেন? আপনাদের ওপর আরো কি কি অন্যায় হয় সেগুলো মন্ত্রীর মুখে কতোটুকু ক্ষমতা, কতো বেতন পাবে, কিভাবে কাজ করবে ইত্যাদি বিষয়ে কেউ কোনোদিন তাদেরকে বুঝিয়ে বলেনি।

আরএমপির কর্মী হিসেবে মাঠে কাজ করার অভিজ্ঞতা, লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে পারার সাহস থাকার কারণে, গ্রামের লোকরাই তাদেরকে নির্বাচনে নামিয়েছে। এরা প্রত্যেকেই জানায় যে, নির্বাচনের জন্য যে খরচ করতে হবে এটা ওদের প্রথমে ধারণা ছিল না। পরবর্তী সময়ে ভোটার 'কেনাবেচা', 'ঘুষ' ইত্যাদি বিষয়গুলো যখন কাজ করতে গিয়ে বুঝেছে, তখন যার যা সঞ্চয় ছিল তাই নিয়েই নির্বাচনে জেতার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টায় নেমেছে।

রাবেয়া, আনোয়ারা, মনোয়ারা এদের সরলোক্তি—সেতো টাকা দিছে, টাকা দেওয়ার সময় বলছে ভোটে জিতলে সবই পাওয়া যাবে। ব্যবসা ভালো হবে। তার এই সরলোক্তির পক্ষে অন্য শ্রোতারাও এতে সায় দিলেন। তাদের ঘরের পুরুষরাও এই একই ধরনের ইঙ্গিত দিয়েছে বলে জানায়। এদের মধ্যে একজন আনোয়ারা। কুমারখালী ইউনিয়নের মেম্বার পদপ্রার্থী ছিলেন। সোমও মেয়ের বিয়ের জন্য জমানো ২০ হাজার টাকা খরচ করে নির্বাচনে হেরে এখন দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন।

আনোয়ারা বলেন— 'আমারেও তো মেয়ের বাপ বলছে, ইলেকশনে জিতলে মেয়ে বিয়ার সমস্যা নাই। কে জানে ১২ ভোটে ফেল করবো।'

❑ মুন্নী সাহা

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা ঃ সোমবার, ২রা শ্রাবণ, ১৪০৭



# নারী ইউপি মেম্বাররা কতটুকু কাজ করতে পারছেন?

*১৯৯৭ সালের ইউপি নির্বাচনে প্রথমবারের মত ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করার সুযোগ পেয়ে নারী সমাজে অভূতপূর্ব সাড়া পড়েছিল। শতকরা ৮৫ ভাগ নারী ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছেন। ইতিমধ্যে আমরা তিনটি বছর পেরিয়ে গেছি। এলাকায় নারীদের ভোটে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা কতটুকু কাজ করতে পেরেছেন নারীদের জন্য।*

আজ বিশ্ব জুড়ে জোরেশোরে যে কথাটি উচ্চারিত হচ্ছে তা হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন। পারিবারিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজন এই ক্ষমতায়নের। দীর্ঘ আন্দোলন ও সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদ থেকে তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকার দেশে সরাসরি ভোটে ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রতিনিধি নির্বাচন প্রক্রিয়া চালু করে।

ফরিদা ইয়াসমিন

*সেমিনারে আগত ইউপি মেম্বার-চেয়ারম্যানদের সঙ্গে এমএমসির নির্বাহী পরিচালক কামরুল হাসান মঞ্জু এবং সেমিনারের সভাপতি ডঃ আহমেদ কামাল*

প্রথমবারের মত ১৯৯৭ সালের ইউপি নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনে নারীরা সরাসরি ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেছেন। এই নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনে ১৭৪৪০ জন নারী সদস্যপদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। নির্বাচিত হয়েছেন ১২,৮২৮ জন। চেয়ারম্যান পদে ১১৫ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ২০ জন। এছাড়াও সাধারণ সদস্য পদে ১১০ জন নারী নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচিত ইউপি সদস্যের অনেকেরই অভিযোগ তাদের সুনির্দিষ্ট কোন দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে না। তারা তাদের ওয়াদা মোতাবেক কাজ করতে পারছেন না। অনেকসময় পুরুষ মেম্বার ও চেয়ারম্যানরা বিরোধিতা ও অসহযোগিতা করে থাকেন। অনেকসময় নারী সদস্যরা লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছেন। এ সংক্রান্ত খবর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি এক জরিপে ৬০ শতাংশের বেশী নারী সদস্য অভিযোগ করেছেন পুরুষ ইউপি সদস্যদের সঙ্গে কাজ করার সময় তারা বিভিন্ন অসুবিধার মুখোমুখি হন। আর ৬১ শতাংশ সমানাধিকার পাচ্ছে না বলে জানান। তবে ইতিবাচক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি তাদেরকে পুরুষ মেম্বারদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলবে বলে ৪১ শতাংশে আশা প্রকাশ করেছেন।

- গ্রাম পর্যায়ে সর্বশেষ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদে অংশগ্রহণ একজন নারীর প্রশাসনের তৃণমূল পর্যায়ের অংশগ্রহণ। ১৯৫৬ সালে সার্বজনীন ভোট পদ্ধতি চালু হয়। এ দেশের নারীরাও ভোট প্রদানের অধিকার অর্জন করে। ১৯৯৭ সালে প্রথমবারের মত নারীদের ভোটে নারীরা নির্বাচিত হন। ইউনিয়ন পরিষদের সর্বধরনের কাজেই নারী মেম্বারদের অংশগ্রহণ করার কথা। কিন্তু ইউপি মেম্বারদের অভিযোগ শুধু এডিপির (বাধ্যতামূলকভাবে এক-তৃতীয়াংশে নারী মেম্বারদের দিতে হয়) কাজ ছাড়া কোন কাজ পাচ্ছে না। সম্প্রতি বেসরকারী সংস্থা ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি) ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করে। নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় ৮১৬ জন নারী সদস্যকে সমগ্রক ধরে ১২২ জন ইউপি নারী সদস্যের কাছ থেকে তারা তথ্য সংগ্রহ করে। তাদের গবেষণার বিষয় ছিল "ক্ষমতায়নে ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদের ভূমিকা, সমস্যা ও সম্ভাবনা।" গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন উপলক্ষে এমএমসি রাজধানী এলজিইডি ভবনে দিনব্যাপী একটি সেমিনারের আয়োজন করে। ওই সেমিনারে বেশ কয়েকজন ইউপি মেম্বার চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন। এই প্রতিবেদকের সুযোগ হয়েছিল তাদের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করার।

**জাহানারা**
**ইউপি মেম্বার, ৬নং ইট বাড়িয়া ইউনিয়ন, পটুয়াখালী সদর**

এলাকার লোকজনের ইচ্ছা এবং শ্বশুর-শাশুড়ির আগ্রহে নির্বাচন করেছি। শ্বশুর নিজে নির্বাচনী ব্যয়ের জন্য ১৪ হাজার টাকা দিয়েছেন। এলাকার জনগণের জন্য কোন কাজ করতে পারিনি। এডিপির কাজ ছাড়া এ পর্যন্ত কাজ পাইনি। বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, কাবিখা কোন কাজই আমি পাইনি। ভিজিএফ কার্ডে নাম দেয়া হলেও পরে দেখা যায় নাম কেটে দেয়া হয়। আমাদের কাজের এলাকা বেশী। অথচ সেভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। আমার কথা হচ্ছে, একটা ম্যানুয়াল দরকার। যাতে মহিলাদের ক্ষমতা দেয়া থাকবে। কোন প্রস্তাব পাসের আগে মহিলাদের সই থাকতে হবে এমন একটা লিখিত নিয়ম থাকলে আমাদের মতামতের গুরুত্ব দেয়া হত। এলাকাবাসী যথেষ্ট সহযোগিতা করে বলে তিনি জানান। বাইরের জগতে কাজ করতে তার খুব ভাল লাগে। জাহানারা বললেন, এলাকাবাসী তাদের কাজ করার জন্য ভোট দিয়েছে অথচ তাদের জন্য কিছু করতে পারছি না। তাদের জন্য কিছু করতে পারলে আরো ভাল লাগত। আগামীতে নির্বাচন করবেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বললেন "আমি চেয়ারম্যান ইলেকশন করতে চাই। কারণ সব ক্ষমতা চেয়ারম্যানের।

**পারভিন সুলতানা, ৩নং মুরাদিয়া ইউনিয়ন, পটুয়াখালী**

নিজের ইচ্ছায় এবং পরিবারের সহযোগিতায় নির্বাচন করেছি। এডিপি থেকে এ পর্যন্ত দু'টো কাজ পেয়েছি। আর কোন কাজ পাইনি। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এলাকাবাসীর জন্য কোন কাজই করতে পারিনি। চেয়ারম্যানের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ দেয়া হয়ে থাকে। ১২টি স্ট্যান্ডিং কমিটির নাম শুনেছি কিন্তু কোন কার্যকলাপ নেই। বেশীর ভাগ পুরুষ সদস্য মহিলাদের অযোগ্য মনে করে। পুরুষ মেম্বাররা নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে কাজ ভাগাভাগি করে নেন। অথচ মহিলারা কোন কাজ করলে তার মান ভাল হয় বলে প্রশংসা শোনা যায়। পারভীন সুলতানার পরামর্শ হচ্ছে মহিলা মেম্বারদের বিশেষ ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে পারলে তারা আরও দক্ষ হয়ে উঠবে। তিনি কাজের সুনির্দিষ্ট ম্যানুয়াল চান।

**খালেদা ইসলাম**
**৯নং এরালিয়াতলী, বরগুনা**

আগে গৃহবধূ ছিলাম। বাইরের জগতে কাজ করতে পেরে ভাল লাগছে আমার। চেয়ারম্যান খুবই ভাল। আমরা মিলেমিশে কাজ করি। আমি শালিসী বৈঠকও করে থাকি- আমার সহকর্মীরা যথেষ্ট সহযোগিতা করে থাকেন।

**জাহানারা বেগম**
**১০নং নিয়াজপুর ইউনিয়ন, নোয়াখালী**

কাজ করতে করতে আমি জেনে গেছি অধিকার আদায় করে নিতে হয়। আমি আমার কাজ আদায় করে নিয়ে থাকি। ভিজিএফ কার্ড এবং কাবিখার কাজও আমি করেছি।

**রওশন আক্তার লাকী**
**৩নং বিনোদপুর ইউনিয়ন, নোয়াখালী**

কাবিখায় কোন কাজ পাইনি। কাবিখার কাজ পুরুষ মেম্বাররা ভাগ করে নিয়েছে। আমাদের বলে থাকে তোমরা তো সংরক্ষিত আসনের। তোমাদের কোন ক্ষমতা নাই। চেয়ারম্যান খুব ভাল কিন্তু সহকর্মীরা ভাল ব্যবহার করে না। আমরা ঠিকমত মিটিংয়ের খবর পাই না।

নারী মেম্বারদের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকেই কথা হয় ইউনিয়ন পরিষদের কয়েকজন চেয়ারম্যানের সঙ্গে নারী মেম্বারদের অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে তাঁরা সবাই মোটামুটি নারীদের অযোগ্যতার কথাই বলতে চেষ্টা করেছেন।

**আব্দুর রহিম, চেয়ারম্যান,**
**১২ নং সুন্দরপুর ইউনিয়ন নোয়াখালী সদর,**

নারী মেম্বারদের কাজের এলাকা বেশী বলে তারা তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। হয়ত ৩০টি কার্ড দেয়া হল কিন্তু তারা তা ঠিকমত বন্টন করতে পারেন না।

**হুমায়ুন কবির,**
**চেয়ারম্যান, আউলিয়াপুর ইউনিয়ন, পটুয়াখালী সদর**

মহিলা মেম্বাররা বরাবরই কাজ পান না বলে অভিযোগ করে থাকেন। কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদের নিয়ম তেমন কোন কাজ থাকে না। যে সমস্ত মেম্বার এলজিইডি থেকে কাবিখার প্রকল্প নিতে পারে তারাই কাজ পায়। পুরুষ মেম্বাররা এলজিইডি থেকে সরাসরি নিজ উদ্যোগে কাজ নেন। কিন্তু মহিলা মেম্বাররা তা পারে না। তিন ওয়ার্ডের নির্বাচিত বলে তারা সব সময় 'আমাদের ক্ষমতা বেশী' বলে বলে ক্ষমতার দাপট দেখাতে চায়। এছাড়া মহিলা মেম্বারদের কাজ দিলে তারা শেষ করতে পারেন না। আরেকটা বড় সমস্যা হচ্ছে মহিলারা যে টাকা খরচ করে নির্বাচন করেছে তা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে উঠাতে চায়। এ কারণে তারা বেশীমাত্রায় হতাশায় ভোগে। অনেক সময় দেখা যায় মহিলা মেম্বাররা কার্ডে যে নাম দেন তা আমরা চিনি না।

**এএসএম আব্দুর রব**
**চেয়ারম্যান, পিটবাড়িয়া ইউনিয়ন, পটুয়াখালী সদর**

বিধি মোতাবেক কাজ দিতে হলে পুরুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে যেকোন প্রস্তাব তাদের পক্ষে যায়। তাই নারীকে সুনির্দিষ্ট কাজ ভাগ করে দিতে হবে। কাজের নীতিমালা থাকলে কাজ ভাগাভাগি নিয়ে কোন সমস্যা হত না। মহিলাদের জন্য কাজের একটি ম্যানুয়াল থাকা উচিত।

নারী ইউপি মেম্বারদের বরাবরই অভিযোগ তারা কাজ পান না। কারণ হচ্ছে প্রতিজনের এলাকা ছাড়া সবক্ষেত্রেই চেয়ারম্যানসহ পুরুষদের সংখ্যা ১০ আর নারী মেম্বার হচ্ছে তিনজন। কাজেই মিটিংয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রস্তাব পাস হয় না। অথচ নারী মেম্বারদের কাজের এলাকা পুরুষ মেম্বারের তুলনায় বেশী বিস্তৃত। তাদের উন্নয়ন বরাদ্দও বেশী হওয়া দরকার। বেশ কয়েকজন ইউপি মেম্বারদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে যে, তারা চান সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা, কাজের সুনির্দিষ্ট ম্যানুয়াল এবং নারীদের নির্ধারিত কোটায় আলাদা বরাদ্দ। প্রকল্প কমিটি যেন নারী মেম্বার দ্বারা পাস করা হয় নারী কোটায় পুরুষ মেম্বার বা চেয়ারম্যানের যেন কর্তৃত্ব না থাকে। উপর থেকে যদি বাধ্যতামূলক লিখিত নির্দেশনা দেয়া হয় তবেই হয়ত নারীর অগ্রযাত্রায় নারী মেম্বারদের ভূমিকা কার্যকর হবে। ক্ষমতার ব্যাপারে লিখিত আইনগত বিধান থাকলেই নারী মেম্বারদের ক্ষমতা বাস্তবায়ন সম্ভব বলে সংশ্লিষ্ট মেম্বার-চেয়ারম্যানরা ~~উল্লিখিত কাজ করলে ভবে কাজের ব্যাপারে~~ সরকারীভাবে মনিটরিং করার ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়। এদিকে গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে এমএমসিও কিছু সুপারিশ তৈরী করে। সুপারিশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে নারী সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সরকারী নীতিমালা প্রণয়ন, নিজ এলাকার সমস্যাবলী ও ইউপি সদস্যের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, নারী সদস্যদের কোটা সিস্টেম বা বাধ্যতামূলকভাবে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেয়ার নীতিমালা প্রণয়ন।

*নির্বাচিত ইউপি সদস্যের অনেকেরই অভিযোগ তাদের সুনির্দিষ্ট কোন দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে না। তারা তাদের ওয়াদা মোতাবেক কাজ করতে পারছেন না। অনেকসময় পুরুষ মেম্বার ও চেয়ারম্যানরা বিরোধিতা ও অসহযোগিতা করে থাকেন। অনেকসময় নারী সদস্যরা লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছেন। এ সংক্রান্ত খবর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি এক জরিপে ৬০ শতাংশের বেশী নারী সদস্য অভিযোগ করেছেন পুরুষ ইউপি সদস্যদের সঙ্গে কাজ করার সময় তারা বিভিন্ন অসুবিধার মুখোমুখি হন। আর ৬১ শতাংশ সমানাধিকার পাচ্ছে না বলে জানান। তবে ইতিবাচক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি তাদেরকে পুরুষ মেম্বারদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলবে বলে ৪১ শতাংশে আশা প্রকাশ করেছেন।*

Dhaka University Institutional Repository

নারীর চোখে বিশ্ব দেখুন

সূত্র: ভোরের কাগজ ১২ নভেম্বর ৯৭

## ইউনিয়ন পরিষদের ৩টি আসনে মহিলা মেম্বার

# এবার মনোনয়ন নয়, সরাসরি নির্বাচন

আগামী ১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর সারা দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন। এবারের নির্বাচনে এই প্রথম ৩টি সংরক্ষিত আসনে মহিলা প্রার্থীরা পুরুষ ও মহিলা ভোটারদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন। এই নির্বাচন নিয়ে সারা দেশে মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। মনোনীত নয়, নির্বাচিত মেম্বার হবেন মহিলারা। বিপুল সংখ্যক মহিলা প্রার্থীরা ইতিমধ্যেই মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। আজ ১২ নভেম্বর, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। আগামীকাল নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ করা হবে। ইউনিয়ন পরিষদে ৩টি মহিলা আসনের সরাসরি নির্বাচনকে নিয়ে আমরা কথা বলেছি দেশের ৩টি প্রধান রাজনৈতিক দলের ৩ জন নেত্রীর সঙ্গে।

অধ্যাপিকা খালেদা খানম

অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম

ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূইয়া

প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে তিনজন মহিলা সদস্য (মেম্বার) এই প্রথম বারের মতো ভোটারদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন। আগের মতো চেয়ারম্যান মেম্বারদের পরিচিত বা আত্মীয়তার সুবাদে মনোনীত হয়ে ইউনিয়ন পরিষদের 'পুতুল মেম্বার' হওয়ার সুযোগ আর নাই। আইন করেই ব্যবস্থা করা হয়েছে যে রীতিমতো নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমে যোগ্যতা প্রমাণ করে ভোটারদের মন জয় করে নির্বাচিত হতে পারে। যেমনটা নির্বাচিত হন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং পুরুষ মেম্বারগণ।

গ্রামে মেম্বারদের দাপটই আলাদা। কিন্তু মহিলা যারা মনোনীত হতেন, স্বাভাবিক ভাবেই তারা গুটিয়ে থাকতেন কারণ ভোটযুদ্ধে না গিয়ে তাঁরা অনেকটা দয়া আর অনুগ্রহে মেম্বার হতেন। কিন্তু এবার প্রেক্ষাপট আলাদা। প্রতিটি ইউনিয়নেই পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও প্রার্থী হচ্ছেন। একটি ইউনিয়নে ৯টি ওয়ার্ডের জন্য ৯ জন মেম্বার যেমন নির্বাচিত হবেন তেমনি ৯টি ওয়ার্ডকে তিনভাগে ভাগ করে তিনজন মহিলা মেম্বারও নির্বাচিত হবেন। আগে হাতে গোনা কয়েকজন হয়তো মেম্বার বা চেয়ারম্যান পদে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতেন। কিন্তু এবার প্রতিটি ইউনিয়নের কমপক্ষে তিনজন প্রার্থী তো থাকছেনই। এবং ভোটার হিসেবে নারী পুরুষ সকলের কাছে গিয়েই ভোট চাইতে হচ্ছে তাদের।

খবর পাওয়া যাচ্ছে নির্বাচনে সরাসরি প্রার্থী হওয়ার কারণে এবার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন নিয়ে মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমবারের মতো সরাসরি ভোটে মহিলাদের নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে মতামত জানতে আমরা কথা বলেছি দেশের তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দলের তিনজন নেত্রীর সঙ্গে। তাঁদের বক্তব্যে বেরিয়ে এসেছে দেশব্যাপী মেয়েদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার কথা। দাবী উঠেছে জাতীয় সংসদসহ জেলা, উপজেলা পরিষদ নির্বাচনেও মহিলাদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধান থাকা প্রয়োজন। নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেই মহিলারা যেন যথার্থ অর্থে জনপ্রতিনিধি হয়ে সমাজের বিশেষ করে, মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে পারেন তা নিশ্চিত হওয়া উচিত। এবং তা হওয়া প্রয়োজন আইনগত ভিত্তির মাধ্যমেই। সংসদের মনোনীত মহিলা সদস্যদের 'বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অকার্যকর ভূমিকার' অপবাদ ঘোচানোর প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবেই বিবেচনা করা যেতে পারে ইউনিয়ন পরিষদের তিনজন মহিলা মেম্বারের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হওয়ার নতুন ব্যবস্থাকে।

## অধ্যাপিকা খালেদা খানম

*সংসদ*
*সাধারণ সম্পাদিকা, মহিলা আওয়ামী লীগ।*

বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা অধ্যাপিকা খালেদা খানম, এমপি বলেন ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে সংসদ পর্যন্ত মহিলাদের মনোনীত করা হতো যার ফলে নারী নেতৃত্ব সৃষ্টির সম্ভাবনা কম ছিল। কিন্তু এবার আইন করে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে তিনজন মহিলা সদস্য সরাসরি ভোটে নির্বাচনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়েও নারী নেতৃত্ব সৃষ্টির একটি সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়ে এটি একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হবে। আমরা অনেক আগে থেকেই এ ধরনের সরাসরি নির্বাচনের কথা বলে এসেছি। বৃহত্তর বরিশালের জেলাসমূহে সাম্প্রতিক সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি বলেন, নির্বাচন নিয়ে মেয়েদের মধ্যে একটি অভূতপূর্ব উৎসাহ লক্ষ্য করছি। প্রতিটি ইউনিয়নের মহিলা সদস্য পদে একাধিক প্রার্থী রয়েছে। আশাবাদ করছি যোগ্যতা দিয়েই তারা জয়ী হবে। একাধিক ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদেও মেয়েরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এবং সবাই উৎসাহ ব্যাপক। আগামীতে পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পরিষদ নির্বাচনেও যদি মেয়েদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে দেশের পিছিয়ে থাকা নারী সমাজের জন্য তা কল্যাণকর হবে বলেই আমার ধারণা।

খালেদা খানম বলেন ইউপি নির্বাচনে মহিলাদের প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে স্বামীরা, পিতারা উৎসাহ দিচ্ছে। এতে রক্ষণশীল সমাজ যে এগিয়ে যাচ্ছে এটা তার প্রমাণ। আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ জানাবো যাতে নির্বাচনী প্রচারণায় মহিলা প্রার্থীদের নিরাপত্তার দিকটিতে তারা বিশেষ নজর রাখে। কারণ গ্রাম পর্যায়ে নারীদের চলাফেরা কিছুটা বিপজ্জনক। তারপর রাতেও প্রচারণা চালাতে হয়। নির্বাচনে পক্ষ প্রতিপক্ষ থাকে। প্রার্থী হয়ে কোনো মহিলা যেন নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগে।

## অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম

*সাবেক প্রতিমন্ত্রী*
*ভাইস চেয়ারম্যান, বিএনপি*

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান সাবেক প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম বলেন, শুধু ইউনিয়ন পরিষদ কেন আমি তো মনে করি জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও মহিলাদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসা উচিত। সব রাজনৈতিক দলেরই উচিত কমপক্ষে শতকরা ১০ ভাগ আসনে মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া। ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি ভোটে মহিলা কমিশনার নির্বাচনের ব্যবস্থাকে সমর্থন করে তিনি বলেন, আমার নির্বাচনী এলাকা রাজবাড়ীতে আগে থেকেই সরাসরি ভোটে নির্বাচিত একজন মহিলা কমিশনার রয়েছেন। আমি মনে করি, নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন মহিলা অবশ্যই রয়েছেন যারা সুযোগ পেলে সরাসরি ভোটেও নির্বাচিত হয়ে আসতে পারেন।

আইনের দ্বারা স্থায়িভাবে সরাসরি ভোটে মহিলাদের নির্বাচিত হওয়ার নবসৃচিত ব্যবস্থায় ভবিষ্যতে নারী নেতৃত্বের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে বলে মনে করেন সাবেক সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী জাহানারা বেগম। তিনি বলেন, আগামীতে উপজেলা বা জেলা পরিষদ ও পৌরসভার যে নির্বাচনগুলো হবে তাতেও এই ব্যবস্থা থাকা উচিত। পুরুষশাসিত সমাজে অনেক সময় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মহিলারা সরাসরি নির্বাচনে অংশ নিতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। কিন্তু যখন আইন করে বাধ্যতামূলক করা হবে তখন প্রথম দিকে কিছু জটিলতা এবং সমস্যা থাকলেও নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি হয়ে সমাজের জন্য বিশেষ করে নিজের সগোত্র নারীসমাজের জন্য কিছু করতে সক্ষম হবে এই মহিলা কমিশনারগণই।

## ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূইয়া

*সাংসদ*
*সাবেক প্রতিমন্ত্রী*
*জাতীয় পার্টি*

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে সরাসরি ভোটে প্রতিটি ইউনিয়নে তিনজন মহিলা কমিশনার নির্বাচিত হওয়াকে 'আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিষয়' হিসেবে অভিহিত করেছেন সাবেক মন্ত্রী, জাতীয় পার্টির সাংসদ ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূইয়া। তিনি বলেন, এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। যদিও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন দলীয় ভিত্তিতে হচ্ছে না। তবুও মেয়েরা সুযোগ পেলে যে নির্বাচনের মতো একটি অতি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এগিয়ে আসবে তাতে সন্দেহ নাই। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূইয়া বলেন, এলাকা থেকে মহিলারা আমার কাছে আসছে। তাদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখছি, আমি তাদের উৎসাহ দিচ্ছি। একটা পূর্বের ভাব আমাকে আশাবাদী করে তুলছে— রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত হয়ে গ্রামের অসহায় নারীরাও তাদের বিরুদ্ধে অত্যাচার-নির্যাতনের প্রতিকার চাইতে পারবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে। কারো দয়ার দানে নয় সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এসব নারী যুক্ত হবে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে। ফলে তাদের বক্তব্য প্রাধান্য ও গুরুত্ব পাবে। সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হওয়ায় সম্মানও বাড়বে। তিনি বলেন, আমার কাছে অনেকেই প্রশ্ন করে— কিভাবে নির্বাচনে প্রচারণা চালাবে, ভোট চাইতে গিয়ে বোরকা পরাটা জরুরি কিনা, পুরুষদের কাছে ভোট চাওয়ার সময় কোন বিষয়ে বলতে হবে ইত্যাদি।

ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূইয়া বলেন, আমি নিজেও সংসদ নির্বাচনে সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ আসনে মহিলাদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখার বিধানসংবলিত একটি বিল সংসদে পেশ করেছি। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সরাসরি ভোটে মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচনের বিষয়টি সূচিত হওয়ায় আমার বিলের পক্ষে তা একটি জোরালো যুক্তি হবে। বিভিন্ন এলাকা থেকে যারা নির্বাচনে জড়িয়ে আমার কাছে আসছে, তাদের অনেকেই এখন থেকেই নির্বাচনপরবর্তী কাজগুলো সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেছে। আগামীতে গ্রাম পর্যায়ে মহিলাদের অবস্থানই এর ফলে পাল্টে যাবে বলে তিনি মনে করেন।

❑ প্রণব সাহা

Dhaka University Institutional Repository

## সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ

# নির্বাচিত ইউপি নারী সদস্যদের ক্ষমতা-দায়িত্ব প্রশ্নের সম্মুখীন

কাগজ প্রতিবেদক : ইউনিয়ন পরিষদগুলোর উন্নয়নমূলক কাজ, ভিজিডি কার্ড বিতরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব বন্টনের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানরা স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ নিচ্ছেন। এ ব্যাপারে মৌখিকভাবে প্রতিবাদ করেও কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছে না। বরং সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সদস্যদের ক্ষমতা, দায়িত্ব প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। গতকাল দুজন নির্বাচিত ইউপি সদস্যা এ অভিযোগ করেছেন। 'রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী মঞ্চের' উদ্যোগে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এ অভিযোগ উত্থাপন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদেরও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয়জল, পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমান অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি। বিচার, সালিশ ও অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। তারা নারী সদস্যদের ভাইস চেয়ারম্যান করারও দাবি জানিয়েছেন।

বক্তারা আরো বলেন, এবারের ইউপি নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি ভোটে ১২ হাজার ৮২৮ জন মহিলা নির্বাচিত হলেও এসব নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের এখনো কোনো সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করা হয়নি। গ্রাম পরিষদে তারা কি ভূমিকা পালন করবে তাও পরিষ্কার উল্লেখ নেই।

বক্তারা নারীর ক্ষমতায়ন ও তৃণমূল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য নারীদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করার দাবি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সমন্বয়ক, নারী প্রগতি সংঘের নির্বাহী পরিচালিকা রোকেয়া কবীর। এতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রেহানা বেগম (নারী মৈত্রী), শাহিদা ওয়াহাব (নারী মৈত্রী), নেত্রকোনার কাইলহাটি ইউনিয়নের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সদস্যা ফেরদৌস আরা রহমান, মাহমুদা বেগম (আইভিএস), বারহাট্টা ইউনিয়নের নির্বাচিত সদস্যা আমেনা খাতুন, কৃষ্ণাচন্দ্র (বিএপিএস), সেলিনা চৌধুরী, মমতাজ বেগম প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক দলের কার্যনির্বাহী কমিটিতে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং নির্বাচনে প্রতিটি রাজনৈতিক দলে ন্যূনতম ১০ শতাংশ নারী প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে যেসব উন্নয়ন সংগঠন ও নারী সংগঠন কাজ করে, সেসব সংগঠনের মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক গঠনের লক্ষ্যে 'রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী মঞ্চ' শীর্ষক ফোরামটি করা হয়েছে। নারী প্রগতি সংঘ বর্তমানে এ ফোরামটির সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করছে।

Dhaka University Institutional Repository

# সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন ও ইউপি নির্বাচন নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান

২৭ oct ১৯৯৭

**কাগজ প্রতিবেদক :** জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচন ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন প্রসঙ্গে গতকাল শনিবার নারীগ্রন্থ প্রবর্তনার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রবর্তনার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভা প্রধান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নারী নেত্রী মালেকা বেগম।

১৯৯৬ সাল থেকে সংসদে মহিলা সদস্যদের সংরক্ষিত আসন নিয়ে প্রবর্তনার উদ্যোগে যে ক'টি আলোচনা হয়েছে, সেসব আলোচনা থেকে প্রাপ্ত মতামতের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা করার জন্যই এ আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে বিগত আলোচনাগুলোর রিপোর্ট উপস্থাপন করেন উবিনিগের ফরিদা আক্তার। তিনি তার রিপোর্টে বলেন, এ বিষয়টি নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান করেছি ৪টা। পরে আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং বাম রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গেও আলাদা আলাদা আলোচনায় বসেছি। এ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ ছিল সবচেয়ে দুর্বল। সংসদে বিরোধী দল বিএনপির প্রশংসনীয় অংশগ্রহণ ছিল। তবে আমরা তাদের কাছে আমাদের আলোচ্য বিষয় নির্দিষ্ট করে লিখে দিলেও সেটা তারা পড়ে দেখেননি। ফলে, আলোচনায় কিছুটা অসুবিধা হয়েছে।

অন্যদিকে বামদলসহ অন্যান্য দলের প্রতিনিধিরা এমনকি বিএনপি মহাসচিব পর্যন্ত সংসদে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে তাদের ব্যক্তিগত সমর্থনের কথা বলেছেন, তবে দলীয়ভাবে কোনো সমর্থন বা মতামতের কথা জানাননি।

এর আগে সভা প্রধান মালেকা বেগম জানান, সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবি নিয়ে ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কাজ করে আসছে। পরে একই দাবিতে সম্মিলিত নারী সমাজ, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, গণসাহায্য সংস্থা, প্রশিকা, নারী প্রগতি সংঘ, উবিনিগ, নারীপক্ষসহ বিভিন্ন সংগঠন এ বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে।

এরপর সংসদে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন ও আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অন্যান্যের মধ্যে অংশ নেন সিডব্লিউসিএস-এর ফাবহা কবীর, ফেমার বোরহান উদ্দিন, লেখিকা অনামিকা হক লিলি, রওশন আরা হক, আজিজা ইদ্রিস প্রমুখ।

সবশেষে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যে করণীয় কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এর মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মহিলাদের সংরক্ষিত ৩টি আসন বাদে ও বাকি ৯টি আসনে মহিলারা যে অংশ নিতে পারবে সেটা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়ার অনুরোধ রেখে নির্বাচন কমিশনারের কাছে চিঠি দেওয়া, মহিলাদের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গির অনুষ্ঠানমালা প্রচারের জন্য রেডিও টেলিভিশনে লবি করা, যে সব জায়গায় ফতোয়াবাজি হয়, সে সব জায়গায় আগে থেকেই ফতোয়াবাজির বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া ইত্যাদি।

## সৌদি আরবে গমনেচ্ছু বাংলাদেশীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফি বৃদ্ধির সমালোচনা

**কাগজ প্রতিবেদক :** কাজ নিয়ে সৌদি আরব গমনেচ্ছু বাংলাদেশী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফি একলাখে ৫০ শতাংশ বাড়িয়ে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজ (বায়রা)। কারো সঙ্গে আলোচনা না করে একতরফাভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফি ৮০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২০০টাকা করা হয়েছে। বায়রার সভাপতি সাংসদ মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন অবিলম্বে তাদের সঙ্গে বসে আলোচনা করে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

# নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যানের কাজের হালচাল

২২ শে জুলাই ৯৮

আশানূর বিশ্বাস

**সংরক্ষিত আসনে পুরুষ এবং মহিলা ভোটারদের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত হয়ে আসা ইউপি মেম্বারদের বিষয়টি ইতিমধ্যেই ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে আলোচিত। কিন্তু চেয়ারম্যান পদে একজন মহিলা নির্বাচিত হয়ে আসা চারটি খানি কথা নয়। হাতে গোনা কয়জন নারীই বা পেরেছেন এই পদে নির্বাচিত হতে? রাজশাহী বিভাগের এমনি একজন নির্বাচিত ইউপি চেয়ারম্যান আশানূর বিশ্বাস। চলুন জানা যাক কেমন চলছে তার কাজকর্ম?**

রাজশাহী বিভাগের প্রথম নির্বাচিত মহিলা ইউপি চেয়ারম্যান বেগম আশানূর বিশ্বাস বলেন, 'সমাজে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তাদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাই হলো আমার কাজের লক্ষ্য।'

সিরাজগঞ্জের বেলকুচি থানার ৪ নং দৌলতপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আশানূর বিশ্বাস তার কামারপাড়া গ্রামের বাসভবনে ভোরের কাগজ-এর সঙ্গে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে কথাগুলো বলেন। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে তিনি বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। সামাজিক কুসংস্কারের আগল ভেঙে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার পর প্রতিক্রিয়াশীল চক্র নানা অপপ্রচার চালালেও সাধারণ ভোটারের মধ্যে তা কোনো প্রভাব ফেলেনি বরং তার জয়ের পথ প্রশস্ত করেছে। নির্বাচনে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব মোঃ আবদুর রশিদ।

বেগম আশানূর বলেন, পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও সমভাবে কাজ করে সামাজিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে। তিনি ইতিমধ্যেই মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য কয়েকটি প্রকল্পের কাজে হাত দিয়েছেন। 'ইভা' নামের একটি এনজিওর সহায়তায় বিভিন্ন রাস্তার পাশে গাছ লাগানো ও তার পরিচর্যার কাজে শতাধিক দুস্থ ও বেকার মহিলাকে নিয়োগ করেছেন। এসব মহিলা এই প্রকল্পে কাজ করে প্রতি মাসে প্রায় দেড় হাজার টাকার গম পাবেন। তাছাড়াও মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য বেলকুচিতে পল্লী সমাজ উন্নয়ন সংস্থা নামে একটি নয়া সংস্থা গঠন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বেলকুচি ও কামারখন্দ থানার সাংসদ মোঃ আবদুল লতিফ বিশ্বাসের (সিরাজগঞ্জ-৫) স্ত্রী আশানূর বিশ্বাস বেলকুচির শ্যাম কিশোর স্কুল থেকে এসএসসি পাস করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি এই স্কুলের মহিলা সম্পাদিকা নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে জামতৈল হাজী কোরপ আলী কলেজ থেকে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। বেগম বিশ্বাস কলেজ জীবন থেকেই রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। বর্তমানে তিনি সিরাজগঞ্জ জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সহসভানেত্রী এবং বেলকুচি থানা আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

নিভৃত পল্লী এলাকায় মহিলা হিসেবে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিশেষ করে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় কাজ করতে গিয়ে তাকে কোনোরকম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে আশানূর বিশ্বাস বলেন, প্রথমদিকে কিছুটা সমস্যা হলেও এখন তিনি সবদিক সামলে উঠতে পেরেছেন।

তিনি তার ইউনিয়নে দারিদ্র্য বিমোচন ও বেকারত্ব দূরীকরণের ব্যাপারে নেওয়া কয়েকটি প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে বলেন, এসব প্রকল্পের অর্থের যোগান দিতে তিনি কয়েকটি দাতা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছেন। খুব শিগগিরই প্রকল্পগুলোর কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

দৌলতপুর ইউপি চেয়ারম্যান বেগম আশানূর বিশ্বাস সরকারি উদ্যোগে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ওপর এক সপ্তাহের বিশেষ প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য চলতি বছরের মে মাসে নরওয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে বাংলাদেশের একজন নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি প্রচুর সম্মান পেয়েছেন। নরওয়ের গ্রামীণ জীবনযাত্রার উন্নয়নের অভিজ্ঞতা তিনি এখানে তার কর্মকাণ্ডে প্রয়োগ করবেন বলে উল্লেখ করেন।

পাঁচ ছেলে ও তিন মেয়ের জননী আশানূর চেয়ারম্যান হিসেবে বিভিন্নমুখী কাজের ব্যস্ততার মাঝেও স্বামী-সন্তানের জন্য প্রচুর সময় দেন। বাড়িতে প্রতিদিন অন্তত এক বেলা নিজ হাতে রান্না করেন। সংসার জীবনে তিনি একজন দক্ষ গৃহিণী। জানালেন, সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেই তিনি বেশি তৃপ্তি পান।

❑ কল্যাণ ভৌমিক
*উল্লাপাড়া প্রতিনিধি*
*সিরাজগঞ্জ*

Dhaka University Institutional Repository

# উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে না মহিলা ইউপি সদস্যারা

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি : নির্বাচনের পর আট মাস পেরিয়ে গেলেও নান্দাইল থানার ১২টি ইউনিয়নের সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যরা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কর্তৃপক্ষীয় কোনো নির্দেশনা না পাওয়ায় এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ পাচ্ছে না।

নারীর ক্ষমতায়ন ও গ্রামীণ সমাজে মহিলাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সরকার এই প্রথমবারের মতো ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত আসন সৃষ্টি করে মহিলাদের সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, একটি স্বার্থান্বেষী মহল নির্বাচিত মহিলাদের নামে নানা কুৎসা রটিয়ে একটি প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে দিচ্ছে না। নান্দাইল থানার ৮ নং সিংরইল ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য মিনারা বেগম জানান, শপথ নেওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত তার এলাকায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য তিনি কোনো বরাদ্দ পাননি। অথচ বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে ঠিকই। তা এলাকায় বন্টন না করে চেয়ারম্যান আত্মসাৎ করেছেন বলে মিনারা বেগম জানান। বরাদ্দ বিতরণের ভুয়া মাস্টার রোল তৈরি করে জাল স্বাক্ষরের মাধ্যমে তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা দেওয়া হচ্ছে।

একই ধরনের অভিযোগ করেছেন ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের মহিলা মেম্বার জাহানার খাতুন। এসবের জবাব চাইলে বলা হয় মহিলা থাকবে পর্দার আড়ালে, রান্না ঘরে। অথচ দুস্থ লোকজন মহিলা মেম্বারদের কাছেও ত্রাণের আশায় ধরনা দিচ্ছে। সিংরইল ইউনিয়নের মহিলা মেম্বাররা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ লিখিতভাবে টিএনওকে অবহিত করলেও কোনোরকম পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। অপরদিকে বেতাগৈর ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনিয়ম, দুর্নীতির অভিযোগ এনে তার অপসারণের দাবি জানিয়েছেন ১০জন মেম্বার। তারা এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে লিখিত অভিযোগ পাঠিয়েছেন।

এ ইউনিয়নের মহিলা মেম্বারদের কোনো রকম দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না। ফলে নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়েও তারা কোনো রকম উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চালাতে পারছে না। এছাড়া অন্য ইউনিয়নগুলোর মহিলা সদস্যরাও বসে বসে দিন কাটাচ্ছেন। এরকম অবস্থায় সরকার মহিলা মেম্বারদের ব্যাপারে কিছু না ভাবলে নারীর ক্ষমতায়ন ও সমাজ গঠনে মহিলাদের অনস্বীকার্য ভূমিকা শুধুমাত্র কাগজপত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে বলে পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা।

*Dhaka University Institutional Repository*

# প্রত্যায়নপত্রে স্বাক্ষর না করায় ইউপি সদস্যা নিজের বাড়িতেই ধর্ষিত

মাসুদ কামাল, *পাকুন্দিয়া থেকে ফিরে*

*মহিলা ইউপি সদস্য রৌশনারা বেগম*

প্রত্যায়নপত্রে স্বাক্ষর না করায় নিজের বাড়িতে কন্যার সামনে ধর্ষিত হয়েছেন ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য রৌশনারা বেগম। অপকর্ম সেরে বুক ফুলিয়ে সকলের সামনে দিয়ে চলে গেছে দুর্বৃত্তরা। ঘটনার দু'দিন পরে পাঁচ আসামীর দু'জন মাত্র ধরা পড়েছে। ঘটনাস্থল কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া থানার জাঙ্গালিয়া ইউনিয়ন। গত ১ মে শনিবার ইউনিয়ন পরিষদের মিটিং

(*পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন*)

## প্রত্যায়নপত্রে স্বাক্ষর *(প্রথম পাতার পর)*

শেষে স্থানীয় সুশংচেনা কয়েকজন সভাকক্ষে প্রবেশ করে একটি চরিত্রগত সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করাতে। ইউপি চেয়ারম্যান স্বাক্ষর করেন তাতে। এরপর তারা মেম্বারদের স্বাক্ষর নিতে থাকে তাতে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অপদস্থ হওয়ার ভয়ে একজন ছাড়া সবাই স্বাক্ষর দেয়। এই একজন হচ্ছেন সংরক্ষিত মহিলা আসন-১ থেকে নির্বাচিত রৌশনারা বেগম। স্বাক্ষর না পেয়ে যাওয়ার সময় শাসিয়ে যায় তারা। এ ঘটনার ঘণ্টা তিনেক পর ঐ ব্যক্তিরা সঙ্গী-সাথীসহ গিয়ে হাজির হয় রৌশনারার কাজিহাটি গ্রামের বাড়িতে। রৌশনারা জানান, রাত তখন ৮টার মতো। ঘরে তিনি মেশিনে কাপড় সেলাই করছিলেন। পাশে বসে পড়ছিল তার ৬ষ্ঠ শ্রেণী পড়ুয়া মেয়ে জাহেদা খাতুন। এমন সময় বাড়িতে এসে হাজির হয় একই গ্রামের ফজলু, আবজু, রিয়াজ মাস্টার, আলাউদ্দিন ও গোলাপ মিয়া। প্রথম দু'জন ঘরে ঢোকে, বাকি তিন জন উঠানেই দাঁড়িয়ে থাকে প্রহরায়। ঘরে ঢুকেই আবজু একটি সাদা কাগজ বাড়িয়ে দেয় রৌশনারার দিকে এবং তাতে স্বাক্ষর দিতে বলে। অস্বীকার করলে আবজু তাকে থাপ্পড় মারে সজোরে। ফজলু ঘুষি মেরে রৌশনারাকে মাটিতে ফেলে দেয়। এরপর দু'জনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। মেয়ে জাহেদা চিৎকার করলে তাকে ঘাড় ধরে ঘর থেকে বের করে দেয় এবং ভিতর থেকে দরজা আটকে দেয়। চিৎকার হৈ চৈ শুনে আশপাশের বাড়ির লোকজন অগ্রসর হতে থাকলে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা তিন জন তাদেরকে নানা রকম ভয় দেখায়। অপকর্ম সেরে এক সময় দুর্বৃত্তরা চলে যায়।

এ ঘটনার পর রৌশনারাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে থেকেই তিনি থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করে। ২ মে পাকুন্দিয়া থানায় মামলা রুজু করা হয়। ইতোমধ্যে আসামী রিয়াজ মাস্টার ও গোলাপ মিয়া গ্রেফতার হয়েছে। বাকি তিন জন পলাতক। পুলিশ জানিয়েছে, আসামীদের ধরার সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে।

রৌশনারার স্বামী হাবেজ মিয়া জানান, সেই সময় তিনি মাঠে ছিলেন। খবর পেয়ে ছুটে যান বাড়িতে। গিয়ে দেখেন এই অবস্থা। তিনি বলেন, 'এরার ব্যবসাই এই-তা। পুরা গেরামরে এরা জ্বালাইয়া খাইতাছে। ডরে কেউ কিছু কওয়ার সাহস পায় না। আমি সুষ্ঠু বিচার চাই।' উল্লিখিত আসামীদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেল গ্রামবাসীদের কাছ থেকে। কাজিহাটি গ্রামের ব্যবসায়ী শহীদুল ইসলাম জানান, এই লোকগুলো এলাকার সকল অপকর্মের হোতা। ইউপি অফিসে সব সময় এদেরকে দেখা যায় মাতব্বরী করতে। তারাকান্দি গ্রামের বাদল বলেন, চেয়ারম্যানের আশকারা পেয়েই ওরা মাথায় উঠেছে। বিগত সময়ে ভিজিএফ কার্ড বণ্টনের সময় এরাই ছিল সবচেয়ে পাওয়ারফুল। আসামীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত উল্লিখিত অভিযোগসমূহ স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ফজলুল হক বাচ্চু মিয়াও অস্বীকার করেননি। তিনি বলেন, 'ওদের বাড়ির কাছে ইউপি অফিস। ওরা জোর করে আসতো। আমার বাড়ি চর এলাকায়। আমি বেশি কিছু বললে ওরা আমাকে যা তা বলে।' তিনি জানান- এই লোকগুলো আগে থেকেই রৌশনারার বিরোধিতা করত নানাভাবে। ভিজিএফ কার্ডের জন্য রৌশনারা কারও নাম প্রস্তাব করলে ওরা বলত- সেসব ভুয়া।

কাজিহাটি গ্রামের রিয়াজ উদ্দিন জানান, এই লোক খুবই দুষ্ট প্রকৃতির। এদের জন্য এলাকায় মেয়েরা শান্তিতে থাকতে পারত না। মদ খেয়ে এরা মাতলামি করত প্রকাশ্যে। কিছুদিন আগে অন্যতম আসামী আবজু এক কিশোরের ওপর যৌন নির্যাতন করতে গিয়ে ধরা পড়ে। পরে সোয়া লাখ টাকা দিয়ে বিষয়টি মিটমাট করে। আবজুর এই অপকর্মের বিষয়টি চেয়ারম্যান বাচ্চুমিয়াও জানেন বলে স্বীকার করেন। তার পরেও এ ধরনের লোকদের কেন তিনি নিয়মিত ইউপি অফিসে বসতে দিতেন- জানতে চাইলে চেয়ারম্যান বাচ্চু মিয়া নিরুত্তর থাকেন। পাকুন্দিয়ার এমন আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাকে স্থানীয় টিএনও অবহিত করেন একটি 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' বলে। টিএনও বিকাশ কিশোর দাশ বলেন, 'জেলার অন্য থানাগুলোর তুলনায় পাকুন্দিয়ার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল। এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা।' অথচ জাঙ্গালিয়ার চেয়ারম্যান স্বীকার করেন, তার এলাকায় মস্তানদের উপদ্রব নিয়মিত বিষয়। গার্লস স্কুলের আড়ালে নিয়মিত মদের আড্ডা বসে, নানা কুকর্ম হয়। তিনি আরও বলেন, 'আমার দলের লোকেরাই আমারে ডিস্টার্ব করতেছে।' উল্লেখ্য চেয়ারম্যান বাচ্চু মিয়া এলাকায় আওয়ামী লীগ রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত। থানা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক মোতাহার হোসেন স্বপন অবশ্য বলেন- 'আসামীদের কেউই আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িত নয়। থানা আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক খালেদা বেগম বেশ ক্ষোভের সঙ্গেই বলেন, সন্ত্রাসীদের যারা লালন করে, প্রশ্রয় দেয় তাদেরও কঠোর সাজা হওয়া দরকার।'

এ ঘটনার পর গতকাল পুনর্গঠিত জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারপারসন মিসেস আইভি রহমান পাকুন্দিয়ায় রৌশনারা বেগমকে দেখতে যান। তিনি রৌশনারাকে আশ্বাস দেন যে, মামলার সকল দায়িত্ব জাতীয় মহিলা সংস্থা নেবে। এ ছাড়া তিনি ধর্ষিত মেম্বারের চিকিৎসা বাবদ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে পাঁচ হাজার টাকাও রৌশনারাকে দেন।

হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থাতেই রৌশনারা বেগম দাবি জানান, আসামীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির। তিনি বলেন, সুস্থ হলে আমি আবার এলাকার উন্নয়নের কাজে নামব। ওরা আমাকে আটকাতে পারবে না। আর এ ঘটনার জন্য আমার লজ্জার কিছু নেই। লজ্জা তো ওদের। গরিব হতে পারি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের বিরুদ্ধে লড়ে যাব।

Dhaka University Institutional Repository

## ...দের অধিক ক্ষমতায়ন বর্তমান সরকারের লক্ষ্য

# ...নিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যদের ...ছু দায়িত্ব ও ক্ষমতার ...ষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

জনকণ্ঠ :

...া নগরে ইউপি মহিলা চেয়ারম্যান ও সদস্য সম্মেলনে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা —জনকণ্ঠ

...র্টার ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনিয়ন পরিষদে ... মহিলা সদস্যদের কিছু দায়িত্ব ও ক্ষমতার কথা ...দিয়ে বলেছেন, স্থানীয় সরকারের সব নির্বাচন সমাপ্ত ... পর সকল নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধির দায়িত্ব ও ... সুনির্দিষ্ট করা হবে। মহিলাদের অধিক ক্ষমতায়ন ... সরকারের লক্ষ্য। কারণ দেশের অর্ধেক ...ষ্ঠীকে পিছনে ফেলে রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব ... রবিবার বিকালে তিনি ইউনিয়ন পরিষদ মহিলা ...ম্যান ও সদস্যদের সম্মেলনে বক্তৃতা করছিলেন। ...াংলানগর বাণিজ্য মেলার মাঠে নির্মিত বিশাল ...ল প্রায় ১৪ হাজার নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধির ... প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং ... নেত্রী দু' জনই নারী সে দেশে নারী সমাজ পিছিয়ে ... পারে না। তবে মনে রাখতে হবে, আমাদের ভয় ... চলবে না। আমাদের ভাগ্য আমাদেরকেই গড়ে ... হবে। বিধাতার কাছে মাথা ঠুকে আর আহাজারি ... সবাই মিলে শক্ত হাতে নিজেদের ভাগ্যের পাশাপাশি ...ক গড়ে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে। ...য়ন পরিষদে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের যে সব দায়িত্ব ...মতার কথা তিনি ঘোষণা করেন এর মধ্যে রয়েছে– ...া সদস্যদের স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি করা, প্রকল্প ...ব্যক্তির এক-তৃতীয়াংশ মহিলারা সভাপতির দায়িত্ব পালন ...বেন, পল্লী রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী সম্পর্কিত কমিটির ...পতি, নলকূপ স্থাপন সম্পর্কিত কমিটির সদস্য, গ্রাম ...জিক উন্নয়ন কমিটি গঠন এবং এর সভাপতি পদে ...বেন মহিলা সদস্য। এই কমিটি ১২টি বিষয়ে ভূমিকা ...ন করবে। এছাড়াও ভিজিডি কর্মসূচী সম্পর্কিত ...মিটিতে সদস্যকরণ, বয়স্কভাতা প্রদান কমিটির ...ভাপতিকরণ, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির এক- ...তীয়াংশ সভাপতি পদে মহিলা সদস্যের অন্তর্ভুক্তি, ত্রাণ ও ...যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের গৃহীত প্রকল্পসমূহের এক-তৃতীয়াংশ মহিলা সদস্যদের নেতৃত্বে পরিচালিত হবে। এসব দায়িত্ব ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী নিজ নিজ এলাকার শিশুদের স্কুলে পাঠানো, স্বাস্থ্যসেবা ও টিকাদান কর্মসূচী সফল করা, স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, ঘরবাড়ি ও আশপাশের পরিবেশ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি কাজে গ্রামের সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মহিলা সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। জাতীয় মহিলা সংস্থা আয়োজিত বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার চেয়ারম্যান আইভি রহমান। এতে আরও বক্তৃতা করেন স্থানীয় সরকারমন্ত্রী জিল্লুর রহমান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জিনাতুন্নেসা তালুকদার, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব বদিউর রহমান, মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব তাহমিনা হোসেন, নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যান ও সদস্য প্রতিনিধি শাহীন চৌধুরী (সিলেট বিভাগ), দিলরুবা হালিম (চট্টগ্রাম বিভাগ), জয়ন্তী রানী সরকার (খুলনা বিভাগ), মাহেরু পারুল (বরিশাল বিভাগ), লক্ষ্মী রানী সরকার (ঢাকা বিভাগ), আলেয়া চৌধুরী (রাজশাহী বিভাগ), ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্থার সদস্য বেবী মওদুদ। উদ্যোক্তারা জানান, সারা দেশ থেকে নির্বাচিত ২৩ মহিলা চেয়ারম্যান এবং ১৩ হাজার ৪৩২ মহিলা সদস্য সম্মেলনে যোগদান করেছেন। পানি, বৈদ্যুতিক পাখাসহ আনুষঙ্গিক সকল ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও প্রচণ্ড গরমে মহিলা সদস্যদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

সম্মেলনে বক্তৃতাকালে মহিলা সদস্যরা অভিযোগ করেন, সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব এবং ক্ষমতা ছাড়া তাদের এই নির্বাচিত হওয়া অর্থহীন হয়ে পড়েছে। মাসে একবার পরিষদের সভায় যোগদান ছাড়া তাদের আর কোন কাজ নেই। তারা পরিষদে মহিলাদের জন্য আলাদা অফিস, থানা উন্নয়ন কমিটিতে সদস্য, গ্রাম পুলিশে মহিলা সদস্য, গ্রাম্য আদালতে সভাপতি করা ইত্যাদি নানা দাবি দাওয়া পেশ করেন।

(২ পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

## ইউনিয়ন পরিষদের

(৮-এর পাতার পর)

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগের ইউনিয়ন পরিষদে ৭টি স্থায়ী কমিটির স্থলে এখন কমিটি হবে ১২টি। যাতে সকল মহিলা সদস্য কমিটির সভাপতি হতে পারবেন। প্রতিটি পরিষদ বছরে ২৫ হাজার টাকা মূল্য মানের ৮টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবে। মহিলা সদস্যরা এর এক-তৃতীয়াংশ কোটায় দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি বলেন, আজ থেকে শত বছর আগেই এই দেশে মহিলারা অবরোধের বেড়াজাল ভেঙে শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, চাকরিসহ জীবনের নানা ক্ষেত্রে অবদান রাখতে শুরু করেছিল। পর্যায়ক্রমে তারা পুরুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিভা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছে। ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি ভোটে নির্বাচন নারী জাগরণে বিপ্লব সংঘটিত করেছে। আমি আশা করি, নারী সমাজ সাহসের সঙ্গে দুর্নীতি, অন্যায়-অবিচার, সামাজিক অবক্ষয় ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।

জিল্লুর রহমান স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে মহিলাদের সরাসরি নির্বাচনের বিধানকে যুগান্তকারী পদক্ষেপ উল্লেখ করে বলেন, এতে সমাজে মহিলাদেরকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। নির্বাচিত এইসব প্রতিনিধির যথোপযুক্ত ক্ষমতায়নে সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

জিনাতুন্নেসা তালুকদার বলেন, দেশের ১৫ লাখ মানুষের জন্য নিয়মিত খাদ্য সাহায্যের লক্ষ্যে সরকার চার বছর মেয়াদী ভিজিডি কার্ড দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই প্রকল্প মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হবে।

বি...

পর মিসে... মহিলা রো... হয়ে আমি... আর এ ... শেষ পর্য... এত বড় ... থেকে অ... ইউপি সদ... তো সামা... পুরুষকুলে... বলার সা... করেননি? ব্যাপী অর্জনের সতীত্বকে মুক্ত মনে রৌশনার হয় না। সুলিয়ে নমস্য ওপরে আসক্ত রৌশন অন্যায়ে লাঞ্ছনা তোয়াক্কা হুমকির সামনে নারীকে অত্রাটি বিজয় না। নারী কোন... বাড়িয়া ব্যক্তির দাঁড়... নিয়... কা... দৈন... ধর্ম... রি... ফু... —... র্যোগ

Dhaka University Institutional Repository

## ইউপি অর্ডিনেন্স '৮৩ সংশোধনীর খসড়া প্রস্তাব অনুমোদিত

# মহিলা ক্ষমতায়ন ও কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইউপি মহিলা সদস্যের সংখ্যা ৮ থেকে ১১-এ উন্নীত করা হয়েছে

উৎস: ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

ইউনিয়ন পর্যায়ে মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও কার্যক্রম বাড়ানোর লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যের সংখ্যা ৮ থেকে ১১ উন্নতি করা হচ্ছে। এ ছাড়াও ইউনিয়ন পর্যায়ে চেয়ারম্যানের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হবে। আর সে লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩'র সংশোধনীর খসড়া প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে অনুমোদন করা হয়েছে।

সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মহিলাদের উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের বিষয় বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ করে একেবারে গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের উন্নয়ন কার্যক্রমে আরও সম্পৃক্ত করার বিষয়টি আলোচনায় প্রাধান্য পায়।

প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে বলেছেন, মহিলাদের অংশগ্রহণ ছাড়া সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। ইউনিয়ন পরিষদে বর্তমানে মহিলাদের যে সদস্য সংখ্যা রয়েছে তা পর্যাপ্ত নয় বলে উল্লেখ করা হয়।

বৈঠকের সূত্রে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে তৃণমূল থেকে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

বৈঠকে স্থানীয় সরকার বিভাগের বন্যাপরবর্তী পুনর্বাসন সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। প্রতিবেদন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, বন্যাপরবর্তী পুনর্বাসন প্রকল্পের বাস্তবায়ন খুব দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমের আগেই রাস্তাঘাট পুনর্বাসনের তাগিদ দেন।

Dhaka University Institutional Repository

# তৃতীয় ভাগ

Dhaka University Institutional Repository

# প্রতিবন্ধকতাসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

## রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহনের প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যাঃ

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যা বিদ্যমান যা উপরোক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে এসেছে। রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহন বৃদ্ধিকল্পে এই ক্ষেত্রে নারী অংশগ্রহনের সমস্যা সম্পর্কে ধারনা থাকা উচিত। রাজনীতিতে নারী-পুরুষ অংশীদারিত্ব শীর্ষক আন্তঃসংসদীয় সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে তিন দিনের ভারত সফর শেষে দেশে ফিরে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদেশের রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহনের সমস্যা সম্পর্কে বলেন যে,

> " আমাদের সংসদ ও মন্ত্রীসভায় বর্তমানে
> নারী প্রতিনিধি ১১ শতাংশ। কিন্তু আসলে
> এটি ৫০ শতাংশ হওয়া উচিত। সেদিন
> কবে আসবে সেই আশায় বসে আছি।"

মহিলারা রাজনীতিতে অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। ম্যাকফরম্যাক বলেছেন যে, মহিলারা তিনটি কারনে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহন করতে পারে না। যথা-

- সামাজিকীকরনে ভিন্নতা।
- কম শিক্ষিত।
- হীনমন্যতা বা সনাতন মনোভাব যা সংস্কার থেকে সংক্রমিত হয়।

নিম্নে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহনের বাধা ও সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হলো-

### ■ রাজনৈতিক সমাজিকীকরনের অভাবঃ

বাংলাদেশের নারীরা এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থায় বসবাস করে যেখানে সামাজিকীকরন প্রক্রিয়া সমাজে নারীদের অধস্তন ও নিম্ন অবস্থান নির্দেশ করে সামাজিক প্রথা ও প্রত্যাশিত ভূমিকার মূর্ত প্রকাশ করে। রাজনৈতিক সামাজিকীকরন সম্পর্কে ১৯৭৪ সালে ফ্লোরা ও লীন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এভাবে-

> "Interaction between social system
> and an individual whereby both
> predisposition for and skills relating
> to participation in the political
> splure is internalised."

এই দিকটি নারীদের রাজনৈতিক মনোভাব এবং স্বাভাবিক ক্ষমতা বা তৎপরতা গঠনে সামাজিকীকরনের ভূমিকায় প্রেরণা দেয়। কারন শিশুকালেই রাজনীতির বীজ বপন হয়ে থাকে গ্রীনস্টেইন বলেছেন-

> " Through differential opportunities,
> rewards and punishments which vary
> by sex and identification with one or the
> other parent, a sex identity is acquired.
> This learning process associates girls
> with the immediate environment inside
> home, and boys with wider environment."

ফলে, নারীরা বিস্তৃত পরিবেশে রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষন করে এবং তা রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নারী অংশগ্রহনে বাধা দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

## ■ নারীদের গৃহস্থালী দায়িত্বঃ

নারীদের গৃহস্থালী কর্মকান্ড এবং সন্তান লালন পালনের দায়িত্ব তাদেরকে ঘরে বন্দী রাখে। এই দায়িত্ব নারীদের শুধু কর্মশক্তি থেকে বাইরেই রাখে না তাদেরকে রাজনীতি সম্পর্কে আগ্রহ ও অন্তর্ভূতি সীমিত করে। রাজনৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা ও স্বাধীনতা ভোগের সময় তারা পায় না।

## ■ অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতাঃ

বাংলাদেশে নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে মূল সীমাবদ্ধতা হলো মহিলাদের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা। শ্রম শক্তিতে অংশগ্রহন (নারী ৪.৫%, পুরুষ ৭.৪% ১৯৮১ সালের হিসাব অনুযায়ী), অর্থনৈতিক সুযোগের অভাব, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব ইত্যাদি কারনে নারীরা পুরুষদের উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের স্বাধীনতাকে সীমিত করার একটি গুরুত্বপূর্ন উপাদান।

## ■ আর্থ -সামাজিক কারনঃ

রাজনৈতিক কৌশল শূন্যে সৃষ্টি হয় না, বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার মধ্যেই হয়ে থাকে। মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহন কিছুটা পৃথকীকরনের মত। দেখা যায় রাজনীতি মানেই ব্যয় এবং সে কারনে শুধু অবস্থাসম্পন্ন মহিলারাই রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নিজেদেরকে জড়াতে পারে। মহিলারা তাদের উপার্জন দলগতকারনে খরচ করতে চায় না। অথচ পুরুষ রাজনীতিবিদরা তাদের দলের জন্য টাকা জোগাড় করে থাকে।

## ■ সাংস্কৃতিক উপাদানঃ

সমাজে পিতৃতান্ত্রিক প্রভাবে মহিলারা রাজনৈতিকভাবে অসচেতন ও নিস্পৃহ থাকে। সেজন্য রাজনীতিতে তাদের সহায়তা করা হয়। কিন্তু অন্তর্ভূক্ত করা হয় না। পুরুষেরা মহিলাদেরকে সাহায্য করতে চায় না কিন্তু সময় ও সুযোগে মহিলাদের ব্যবহার করতে চায়। সেজন্য সাংস্কৃতিক পর্যায়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নতি হলে মহিলাদের রাজনৈতিক আচরন বিকশিত হতে পারে। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর কারনে মহিলারা তাদের সীমাবদ্ধ এলাকা থেকে বাইরে আসতে পারে না কারন তারা ভবিষ্যত প্রজন্মের দায়িত্ব অবহেলা করতে পারে না। নূতন প্রজন্মের দায়িত্বের মধ্যে দিয়ে নারী যে ভূমিকা পালন করে তার যথাযথ মর্যাদা দেয়া হয় না। সমাজ নারীর চরিত্রে কিছু বিশেষ ভাবমূর্তি আরোপ করে তাকে নির্ভরশীল, পরমুখাপেক্ষী ও আবেগ-ভিত্তিক প্রতিমূর্তি হিসাবে চিহ্নিত করে।

## ■ রাজনৈতিক উপাদানঃ

রাজনৈতিকভাবে মহিলারা অসচেতন কারন তারা পূর্ব সময় রাজনীতিতে ব্যয় করেন না। মহিলারা ধৈর্যশীল, কম দুর্নীতিপরায়ন, সেজন্য তারা দল করেন না এবং পুরুষের চেয়ে বেশি কষ্ট করেন। রাজনৈতিক অংশগ্রহন উন্নয়নের পর্যায়ের উপর নির্ভর করে। আদর্শগত এবং রাজনৈতিক বিশ্বাস ইত্যাদির উপর রাজনীতিতে অংশগ্রহন নির্ভরশীল। রাজনীতির প্রধান মনোযোগ পুরুষ প্রধানের প্রতিই চলে যায়। এসব কারনে মহিলাদের আচরনে রাজনৈতিক পরিপূর্নতা আসতে হবে যাতে করে পুরুষ ও মহিলা সমভাবে সমাজ নির্মানে অগ্রনী হবেন এবং সনাতন মনোভাব পরিত্যাগ করবেন।

## ■ রাজনীতির পুরুষ কেন্দ্রিকতাঃ

রাজনীতিতে পুরুষের আধিপত্য রাজনীতিকে একটি পুরুষালী পেশায় পর্যবসিত করেছে। রাজনীতির কিছু পেশাগত বৈশিষ্ট রয়েছে যা অন্যান্য পেশা থেকে ভিন্ন ধাঁপের এবং যা আমাদের সমাজে নারী-চরিত্রে আরোপিত গুনাবলী বা বাঞ্ছিত সামাজিক ভূমিকার সাথে ব্যাপক ব্যবধান সম্পন্ন করেন-

- রাজনীতির 'ডোমিন্যান্ট কালচার' প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আচরন দৃষ্টিভঙ্গী কনপ্রস্য বলে চিহ্নিত করে। কিন্তু সামাজিকীকরন প্রক্রিয়া ও সামাজিক আদর্শ নারী চরিত্রে এ ধরনের গুনাবলীর সমাবেশ আকর্ষনীয় করে না।
- রাজনীতির কর্মক্ষেত্রে কর্মদিবসের কোন বাঁধাধরা ও নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই এবং রাজনীতির দৈনন্দিন কার্যকলাপ ঘর-বাহির, দিন-রাতের মধ্যে কোন সময়সীমা টানে না। অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত নারী একটি কার্যদিবসের নির্দিষ্ট পরিসরে গৃহস্থালী ও কর্মক্ষেত্রের দ্বৈত দায়িত্ব সম্পাদন করতে যদিও বা সক্ষম হন। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই সমন্বয় ঘটানো অত্যন্ত দূরূহ।
- রাজনীতিতে টিকে থাকা ও উর্পবধাপে এগিয়ে যাবার জন্য অবারিত চলাচল ও সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সমর্থন ও সহযোগিতার ভিত্তি স্থাপন করা অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের সমাজে এ ধরনের চলাচল ও সম্পর্ক স্থাপন সচরাচর গ্রহনযোগ্য হয় না, কেননা তা নারীকে প্রধানত পুরুষের, যা 'পর পুরুষের' সান্নিধ্যে নিয়ে আসে, যেহেতু রাজনীতির অঙ্গনে মূলতঃ পুরুষই ক্রিয়াশীল থাকেন।
- নারীর অভাব রয়েছে শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার, যা তাদেরকে রাজনীতিমুখী কর্মক্ষেত্রে স্থাপন করে রাজনীতিতে প্রবেশের পথ সুগম করে দিতে সক্ষম হতো।
- আমাদের সমাজে নারীর নিজস্ব আয় ও সম্পদের উৎস সীমিত। এছাড়া রয়েছে যে সকল রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থগোষ্ঠীর সাহায্যে বা সমর্থনে অর্থের সমাগম ঘটানো যায় যা রিসোর্স ও শক্তি সঞ্চয় করা যায়

Dhaka University Institutional Repository

তাদের সঙ্গে নারীর জোরদার সম্পর্কের অভাব।

■ নারীর রাজনৈতিক সচেতনতার অভাবঃ

সাধারন নারীদের রাজনৈতিক সচেতনতা অভাবের কারনে তাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহন সীমিত হয়।

■ নারীর অজ্ঞতাঃ

নারীরা তুলনামূলকভাবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষনে পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে। তাদের রাজনৈতিক অধিকার ও আইনগত অধিকার সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। এ কারনে তাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহন ও সীমিত।

■ রাজনৈতিক দল ও নারী 'এজেন্ডা'ঃ

দেশের রাজনৈতিক দলের ঘোষনা, কর্মসূচী ও কর্মকান্ডে দারিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের যে সাধারন কর্মসূচী উল্লেখ্য তারই অংশ হিসেবে নারী প্রশ্ন আলোচিত হয়। নারী প্রসঙ্গ রাজনৈতিক দলীয় কর্মসূচীতে আলাদাভাবে গুরুত্ব পায় না। রাজনৈতিক দলসমূহে নারী প্রসঙ্গে তাই নিম্নোক্ত সমস্যা পরিলক্ষিত হয়-

■ সামগ্রিক রাজনৈতিক অঙ্গনে এবং রাজনৈতিক দলসমূহের অভ্যন্তরে গনতান্ত্রিক পরিবেশ ও মূল্যবোধের অভাব।

■ নারীকে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যকর কর্মসূচী গ্রহনে আগ্রহের অভাব।

■ রাজনৈতিক দলগুলোতে নারী উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচীর অভাব।

■ সকল স্তরের নির্বাচনে নারী প্রতিনিধি মনোনয়নে রাজনৈতিক দলসমূহের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গী।

■ নারী ইস্যু নিয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বেও অসচেতনতা এবং সেই কারনে দলীয় কর্মসূচীতে বিষয়টি গুরুত্ব না পাওয়া।

■ নারীর রাজনৈতিক মর্যাদাঃ

নারীর রাজনৈতিক মর্যাদার ভিত্তিতেই তারা নীতি নির্ধারনের ক্ষেত্রে অংশ নিতে পারেন এবং তার মধ্য দিয়ে বৈষম্যহীন একটি সমাজ গঠনে অবদান রাখতে পারেন। কিন্তু রাজনীতির আলোচ্যসূচী অথবা সামাজিক বিবেচনায় এদেশের নারীর অবস্থান ও রাজনৈতিক মর্যাদা পূর্ববৎই রয়ে গেছে। বরং সম্প্রতি মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক ধ্যান ধারনার প্রসারের কারনে নারী সমাজ, নারীর রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানকে পশ্চাদগামী করার রাজনৈতিক প্রয়াস লক্ষনীয়। রাজনৈতিক মঞ্চে নারী সমাজ সম্পর্কে কটুক্তি, নারীর রাজনৈতিক সামাজিক অধিকার সম্পর্কে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, এমনকি সংবিধান ও আইনে নারীর যেটুকু অধিকার আছে তাকে নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব ও উত্থাপিত হচ্ছে। দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে আন্দোলন-সংগ্রাম চলে তার বক্তব্য শ্লোগানগুলোকেও যদি আমরা বিচার করি তা হলেও আমরা নারী বিদ্বেষী মনোভাব দেখব। সরকার দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সকল ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছেন তার দায়ভার বর্তাচ্ছে নারীর উপর।

■ শিক্ষার অভাবঃ

নারীর শিক্ষার অনগ্রসরতা তাদেরকে রাজনীতিতে অংশগ্রহনে বাধা প্রদান করে। শিক্ষার অভাবে নারীরা রাজনৈতিক সচেতন নয়।

■ গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অভাবঃ

একটি গনতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং অমৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবের কারনে নারীরা সম্পত্তিতে সমঅধিকার, সংগঠন গঠন, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দাবীর বাস্তবায়ন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, একটি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহন ব্যহত হয়।

■ নীতি নির্ধারনী ও সিদ্ধান্ত গ্রহন পর্যায়ে নারীর অনুপস্থিতিঃ

নীতি নির্ধারনী ও সিদ্ধান্তগ্রহন পর্যায়ে নারীর অনুপস্থিতির কারনে নারী অধিকার সংক্রান্ত বিষয়সমূহ কম গুরুত্ব পায়। রাজনৈতিক দলসমূহ ও প্রশাসনের উর্দ্ধতন স্তরে নারীর অংশগ্রহন কম হবার কারনে তাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহন ও সীমাবদ্ধ।

■ সংগঠনের দুর্বল নেতৃত্ব ও অংশগ্রহনঃ

বিভিন্ন নারী সংগঠন, শ্রমিক সংঘ, চাপসৃষ্টিকারী দলসমূহ, ও ব্যবসায়ী সংগঠনে নারী অংশগ্রহন ও নেতৃত্ব দুর্বল। এ কারনে তাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহন ও সীমিত।

■ মন্ত্রীসভায় নারী সদস্যঃ

মন্ত্রীসভা সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহন স্তর। এতে বর্তমানে মাত্র ৪ জন নারী রাজনীতিবিদ রয়েছেন। পূর্বে কখনও কখনও মন্ত্রীসভায় কোন নারী সদস্য ছিল না। কখনও কখনও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী হন একজন পুরুষ। 'টেকনোক্রাটদের' মধ্যে থেকে মন্ত্রী পরিষদের এক দশমাংশ নিয়োগের ব্যাপারে সাংবিধানিক ধারা থাকলেও এখানে নারীদের নিয়োগ করা হয় না। কিন্তু এদেশে বহু নারী 'টেকনোক্রাট' রয়েছেন।

■ সংরক্ষিত আসনে পরোক্ষ নির্বাচন প্রথাঃ

স্থানীয় সরকার ও জাতীয় সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসনে পরোক্ষ নির্বাচন প্রথা নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

■ সিভিল সার্ভিসে নারী সদস্যঃ

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে এবং উর্দ্ধতন প্রশাসনিক স্তরে নারী সদস্যদের সীমিত অংশগ্রহন পরিলক্ষিত হয়। সকল সরকারি সংস্থায় নারী কর্মকর্তাদের জন্য ১০% কোটা, আধা-স্বায়ত্বশাসিত ও স্বায়ত্বশাসিত কর্পোরেশনে ১৫% স্বীকৃত কোটা

Dhaka University Institutional Repository

## প্রশাসনে অংশগ্রহনের সমস্যাঃ

প্রশাসনে নারীর বর্তমান দুর্বল অবস্থান অবশ্যই একটি সামাজিক প্রক্রিয়ার ফসল। প্রশাসনের উর্ধতন কাঠামোয় অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে সমস্যা সমূহ হলো-

- ১। নারী উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশ করেছে পুরুষের তুলনায় অনেক পরে। বিভিন্ন পেশার দ্বারও তাদের জন্য দেরীতে খুলেছে। বিভিন্ন পেশায় নারীর সামাজিক গ্রহনযোগ্যতাও এসেছে দেরিতে। সমাজ নারীর প্রতি বৈষম্য করেছে এবং সামাজিক মূল্যবোধ পুত্র ও কন্যা সন্তানকে একই মাত্রায় দাঁড় করাতে চায়নি। সুতরায় বিভিন্ন পেশায় নারী এখনো তুলনামূলকভাবে নিম্ন পদসোপানে অবস্থান করছে।
- ২। উর্ধতন প্রশাসনে নারীদের দুর্বল অংশগ্রহন সরকারী নীতি নির্ধারনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।
- ৩। মেধা তালিকায় খুব কমসংখ্যক মেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ন হয়ে আসে। এরপর যারা সাধারনভাবে উত্তীর্ন হয় তাদের মধ্যে থেকে কোটায় নিয়োগ ব্যবস্থার নিয়ম আছে। যারা উত্তীর্ন হতে পারে না তাদের কোটায় নেয়া সম্ভব হয় না। ফলে কোটা পূরন হয় না।
- ৪। যাতায়াত সমস্যা, প্রশিক্ষনের অভাব, নিম্ন আবাসিক ব্যবস্থা, ইত্যাদির অভাব, প্রসূতিকালীন ছুটি ৩ মাস ঠিক যথার্থ হলেও জরুরী অবস্থায় চিকিৎসকের সুপারিশ থাকলে তা বাড়ানো উচিত।
- ৫। কোটা ব্যবস্থা থাকলেও তা আশানুরূপ রক্ষিত হচ্ছে না।

Dhaka University Institutional Repository

## জাতীয় সংসদে নারী অংশগ্রহনে প্রতিবন্ধকতাঃ

জাতীয় সংসদে নারী অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। যেমন -

- নির্বাচন প্রচারাভিযানে নারীরা বিপত্তির সম্মুখীন হয়। কোন কোন নারী প্রার্থীর অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, রক্ষনশীল গ্রুপসমূহ ধর্মীয় অনুভূতি ব্যবহার করে মহিলা প্রার্থীদের জনসভার মাধ্যমে সংযোগ সৃষ্টি করা থেকে বিরত করার প্রচেষ্টা চালায়।
- এ যাবৎ অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে (১৯৭৩,১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮, ১৯৯১) প্রার্থী হিসেবে নারীর উপস্থিতি অত্যন্ত দুর্বল এবং প্রান্তিকতায় রয়ে গেছে। ১৯৯১ সালে নির্বাচনে নারী মোট প্রার্থী সংখ্যার ২ শতাংশের নীচে বিরাজ করে।
- সাধারনত দেখা যায় দলীয় পুরুষ নেতৃত্ব নারীদের প্রার্থী হিসেবে শক্তিশালী এবং দলের পক্ষে বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম বলে মনে করেন না। সুতরাং নারীকে সমাজ প্রথা এবং সমস্ত প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবেলা করতে হয়।
- সাম্প্রতিককালে রাজনীতি বিশেষভাবে নির্বাচনী রাজনীতি, পেশীশক্তি, বাহুবল ও অর্থবলের নিয়ন্ত্রনে পরিচালিত হবার প্রবনতা বৃদ্ধি পাচেছ। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহনের পথে এটি একটি বিরাট প্রতিবন্ধকতা।
- স্বামী, পিতা বা অন্য নিকট পুরুষ আত্মীয়ের সূত্র ধরে তাদের রাজনৈতিক শক্তির উপর ভর করে নারীর রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ ঘটেছে পূর্ববর্তী সংসদে, যা কোনো কোনো মহলে সমালোচিত হয়ে থাকে। আগে আত্মীয়তার সূত্রে বা ঘনিষ্ট রাজনৈতিক সহকর্মী বা শিষ্য কোন পুরুষকে মনোনয়ন দেয়া হতো। সাম্প্রতিককালে নারী (কন্যা, স্ত্রী, বোন) রাজনৈতিক নির্ভরযোগ্যতা রাখতে সক্ষম হওয়ার সম্ভাবনা ধারন করেছেন বলে তারাও সহজেই মনোনীত হচেছন। অবশ্য এভাবে পুরুষ বা নারী মনোনীত হলে দলের নিরলস এবং যোগ্য কর্মী বঞ্চিত হন, একথা বলা বাহুল্য।
- নারী সদস্যদের অধিকাংশই রাজনীতির অঙ্গনে নতুন এবং সংসদীয় প্রক্রিয়া ও কলাকৌশল সম্পর্কে পূর্বোক্ত জ্ঞানের অভাব থাকে।
- বিগত ৫টি সংসদের কার্যকালে গত প্রায় ২৫ বছর ধরে সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থায় কার্যকারীতা পর্যালোচনা করে দেশের সচেতন নারী সমাজ পরোক্ষভাবে এ মহিলা আসনের নির্বাচন ব্যবস্থা বর্তমান যুগোপযোগী নয় বলে মনে করেছে। ৩০ জন সদস্যরা নির্বাচিত হন না বলে তাদের এলাকার প্রতি দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতা থাকে না। তাই তারা এলাকার প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব দাবী করতে পারে না।
- পরোক্ষভাবে মহিলা নির্বাচন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পরিপন্থী। নির্বাচিত প্রতিনিধি না হওয়ার সংসদে তাদের গুরত্ব বৈষম্যমূলক। ফলে নারী প্রগতির পক্ষেও নারী স্বার্থ রাক্ষার্থে কোন বিল সংসদে উপস্থাপন করতে গেলে তাদেরকে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতার অভাবে তারা নারীর অধিকার ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়।
- জনসংখ্যার তুলনায় সংরক্ষিত আসন মাত্র ১০% বলে সংসদে তাদের কার্যকরী কোন ভূমিকা থাকে না।
  দেশের ৬ কোটি মহিলার জন্য পরোক্ষভাবে মাত্র ৩০ জন সদস্য নিতান্তই অপ্রতুল। ফলে আইন প্রনয়নের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার অর্ধায়নের কোন গুরত্বপূর্ন ভূমিকা থাকে না বলে তাদের মর্যাদা ও অধিকার ক্ষুন্ন হতে বাধ্য।
- নারীগন এলাকার প্রতিনিধিত্ব দাবী করতে পারে না। তাদের কোন জনপ্রিয় ভিত্তি থাকে না যা তাদের রাজনৈতিক শক্তি প্রদান করে না।
- সরকারী দলের 'বোনাস আসন' হিসাবে উপরি পাওনা হলো মহিলা সাংসদগন।
- মনোনীত মহিলা সাংসদগনের দলীয় ক্ষমতা-কাঠামোয় মূল পদ না থাকায় তারা দলীয় নেতৃত্বে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।
- সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন প্রক্রিয়া আসন গুলিকে সংখ্যাগরিষ্ট দলের নেতৃত্বের উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল করে তোলে।
- রাজনৈতিক গুরত্ব ও ক্ষমতার ভর সাধারন আসনেই নিহিত থাকার কথা মূলত দুটি কারনে। প্রথমতঃ সরাসরি ও তৃণমূলে জনগনের ভোটে নির্বাচিত হবার যে রাজনৈতিক শক্তি দলে, সংসদে ও নির্বাচনী এলাকায়, উপরি কাঠামোয় পরোক্ষ পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচন সেই তুলনায় শক্তি যোগায় না। দ্বিতীয়তঃ সংরক্ষিত আসনের জন্য গঠিত নির্বাচনী এলাকা সাধারন আসনের নির্বাচনী এলাকা থেকে দশগুন বড় হওয়ায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা আইনসভা ও জনগনের মধ্যে সংযোগের মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা রাখা সম্ভব নয়। যতটুকু, তত্ত্বাগতভাবে, সাধারন আসনে নির্বাচিত সাংসদের জন্য সম্ভব।
- অর্থের অভাবে, চলাচলের সীমাবদ্ধতা, দলীয় সংগঠনে প্রভাব বিস্তারে সংকীর্ন ভিত, যা দলে বিরাজমান পুরুষ কর্তৃত্ব এবং নেটওয়ার্কের ব্যূহ ভেদ করতে সক্ষম হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

## রাজনৈতিক দলে নারী অংশগ্রহনের সমস্যাঃ

■ ১৯৯১ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে গণতান্ত্রিক উদ্যোগ নামে এক নিরপেক্ষ গোষ্ঠী কর্তৃক সম্পাদিত জরিপে প্রমানিত হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী সমূহ প্রকৃতির দিক দিয়ে খণ্ডিত এবং বাংলাদেশের নারীদের অবস্থান বিশ্লেষনে যথার্থতার কাজ রয়েছে। জরিপটিতে ১০০টি নির্বাচনী এলাকার ৪৫জন স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ ৩৭টি দলের মনোনীত মোট ৫০০ জন নির্বাচনী প্রার্থীর সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে। দেখা গেছে যে, সব দলীয় প্রার্থীই লিঙ্গীয় সমতার কথা বলে কিন্তু তাদের কেউই জাতীয় পর্যায়ে এর গুরুত্বের প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান করেনান। এসব দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে কোন রকম আইনগত সংস্কারের কথা উল্লেখ নেই।

- দলীয় পদসোপান কাঠামোয় নারীদের অন্তর্ভূক্তি সীমাবদ্ধ
- নারী প্রার্থীদের মনোনয়ন দেবার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ইতিবাচক নয়।
- রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন গুরত্বপূর্ন কমিটিতে নারীদের সংখ্যা নগন্য।
- রাজনৈতিক দলগুলোর নারীদের প্রতি বৈষম্য অপনোদন ও নারী উন্নয়নের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ নয়। জাতীয় উন্নয়ন নীতি ও দলীয় আদর্শের উপাদান হিসেবে।

*Dhaka University Institutional Repository*

## মন্ত্রীসভায় নারী অংশগ্রহনের প্রতিবন্ধকতাঃ

- বাংলাদেশের ইতিহাসে মহিলা মন্ত্রী নরম বা গুরুত্বহীন বলে সচরাচর বিবেচিত নয়, এমন মন্ত্রনালয়ে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। 'মেয়েলি' বা 'ফেমেনিন' বিষয় বলে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে চিহ্নিত এমন সব মন্ত্রনালয়ের সঙ্গে মহিলা মন্ত্রীদের যোগাযোগ ঘটেছে বাংলাদেশে। যথা, সমাজকল্যান, মহিলা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, সমবায় ও স্থানীয় সরকার ইত্যাদি। একমাত্র মহিলা মন্ত্রনালয় অথবা সমাজকল্যান ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয় ব্যতীত তারা পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেননি।
- বিগত দশকে বিশেষভাবে, মন্ত্রী পরিষদে দীর্ঘ সময়ে কোন মহিলা মন্ত্রী ছিলেন না।
- মন্ত্রনালয়ের কাঠামোয় কখনও কোন নারী মন্ত্রী পুরুষ মন্ত্রীর উর্দ্ধতন পদে আসীন হয়নি। অথচ প্রতি বা উপমন্ত্রী হিসেবে তারা দায়িত্ব পালন করেছেন, পদসোপানে পুরুষ মন্ত্রীর অধীনে। কিন্তু এর উল্টোটি কখনই ঘটেনি।
- বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৬(২) ধারা অনুযায়ী সংসদে নির্বাচনের যোগ্য (অথচ সংসদ সদস্য নন) ব্যক্তিকে মন্ত্রীপরিষদে নিয়োগ করা যায়, তবে এর সংখ্যা মন্ত্রীপরিষদে সর্বোচ্চ এক-দশমাংশের বেশী হবে না। বলা বাহুল্য এ পর্যন্ত কেবল পুরুষ রাজনীতিক এবং টেকনোক্রাট এভাবে মন্ত্রীসভায় স্থান পেয়েছেন।
- অনেক সময় মহিলা বিষয়ক মন্ত্রীও থাকেন একজন পুরুষ। যেমন বর্তমানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী হলেন ডাঃ মোজাম্মেল হোসেন।
- অনেকসময় প্রধান অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। তাছাড়া মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দেয়া হয় না। প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গীতে নারী গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হবার ক্ষমতা ধারন করে না বলে ধরে নেয়া হয়।

## সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপঃ

মন্ত্রীসভায় নারী অংশগ্রহনে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরনে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া যায়। যেমন-

- প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গীতে নারী গুরুত্বপূর্ন পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষমতা ধারন করে না বলে ধরে নেয়া হয়। এই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহন করা উচিত।
- নারীদের উচ্চপদে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে 'মেন্টরিং' এবং উচ্চপদে নিয়োগ দান করা।
- মন্ত্রী, উপমন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী পদে নারীদের যোগ্যতা বলে নিযুক্ত করন।
- সংবিধানের ৫৬(২) ধারা অনুযায়ী সংসদে নির্বাচনের যোগ্য (অথচ সংসদ সদস্য নয়) ব্যক্তিকে মন্ত্রীপরিষদে নিয়োগ করা যায় এক-দশমাংশ হিসেবে। এই সংখ্যায় নারীদের অন্তর্ভূক্তিকরন

Dhaka University Institutional Repository

## স্থানীয় সরকার পর্যায়ের সমস্যাসমূহ/অংশগ্রহনের অবস্থাঃ

১। পরিষদ সভার অধিকাংশ মহিলা প্রতিনিধি নিয়মিত উপস্থিত থাকলেও আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের খুব কম সংখ্যকই অংশগ্রহন করেন।

২। নারী ও পুরুষ সদস্যের মধ্যে অপর্যাপ্ত পারস্পরিক যোগাযোগের কারণে দায়িত্বের সম বন্টন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।

৩। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, কেবলমাত্র ৩৭% মহিলাদের স্থানীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত বিশেষ কমিটির দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এবং তারা সাধারনতঃ গণশিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, টীকাদান, ত্রাণ কর্মকাণ্ড ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত হন।

৪। নারী প্রতিনিধিদের পর্যাপ্ত রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব বিদ্যমান।

৫। তারা প্রশিক্ষণের অভাবে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হননি।

৬। জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত না হয়ে পরোক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত অথবা মনোনীত হবার কারণে, নারী সদস্য যার মাধ্যমে নির্বাচিত মনোনীত হয়েছেন তাকেই অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন।

৭। উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সংক্রান্ত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের অভাবে গ্রামীন নারীসমাজের সহায়ক ব্যবস্থা সৃষ্টিতে সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় তাদের প্রবেশাধিকার নিতান্তই সীমিত।

৮। তারা নিরাপত্তাহীন চলাচলের অসুবিধা, অর্থের অভাব, সন্ত্রাস, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ধর্মীয় বাধা, কালো টাকার দৌরাত্ম, [illegible], স্থানীয় কোন্দল, নারী নির্যাতনের শিকার হন।

৯। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পুরুষদের হাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। নারীদের কম গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

১০। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মনোনীত নারী সদস্যরা চেয়ারম্যান অথবা প্রভাবশালী সদস্যের আত্মীয়।

১১। অধ্যাদেশে মহিলা প্রতিনিধিদের জন্য পৃথকভাবে কোন দায়িত্ব বা কাজ নির্দিষ্ট করা নেই। সেজন্য পুরুষ সদস্যদের মত তাদেরকেও দায়িত্ব নেবার কথা। সামাজিক অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত কারণে তারা সফলভাবে এগিয়ে আসতে পারছে না।

উপরোক্ত সমস্যার কারণে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী অংশগ্রহন সমস্যাযুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

# সুপারিশমালা

Dhaka University Institutional Repository

# নারীদের উন্নয়নে কিছু পদক্ষেপ

প্লাটফরম অব অ্যাকশন

প্লাটফরম অব অ্যাকশন (PFA)বা জরুরী কর্মপন্থায় হচ্ছে বিশ্বের দেশে নারী সমাজের অগ্রগতির জন্য একটি নীল নকশা। চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন গ্রহণের জন্য এটিই প্রধান দলিল। বেজিং সম্মেলনে পেশ করার উদ্দেশ্যে ১৯৯৫ সালের এপ্রিলে জাতিসংঘ নারী মর্যাদা কমিশনের ৩৯ তম অধিবেশনে ২৪৬ অনুচ্ছেদের এই খসড়া দলিলটি অনুমোদন করা হয়। নাইরোবিতে তৃতীয় জাতিসংঘ নারী সম্মেলনে গৃহীত ২০০০ সাল পর্যন্ত নারী সমাজের অগ্রগতি বিষয়ক ভবিষ্যৎমুখী কর্মকৌশল অনুযায়ী ১৯৮৫ সাল থেকে নারী সমাজের অগ্রগতির পর্যালোচনা ও মূলায়ন এতে তুলে ধরা হয়েছে।

**ক্ষমতা বন্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ**

আজকাল রাজনীতিতে মেয়েদের বেশি চোখে পড়লেও সমাজ কে রূপদান কারী ক্ষমতার কাঠামোতে এখনও তাদের প্রবেশাধিকার নেই। শীর্ষ  স্থানীয় কূটনীতিক বা আন্তর্জাতিক সংস্থায় মেয়েদের পূর্বে অংশগ্রহণ নেই। প্রচলিত প্রথা ও নিয়ম-নীতির কারণে মেয়েরা নেতৃত্ব পদে নিরপেক্ষভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম নয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া মমতা উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে না।

- ❑ ১৯৯৩ সালে বিশ্বে ৬ জন মহিলা সরকার প্রধান ছিলেন।
- ❑ জাতিসংঘের ১৮৫টি সদস্য দেশের মধ্যে মাত্র ৬টি দেশের স্থায়ী প্রতিনিধিত্ব মহিলা।
- ❑ সরকারী প্রতিষ্ঠান ও কমিটিতে নারী পুরুষ ভারসাম্য অজকের লক্ষ্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার গ্রহণ করা।

**রাজনৈতিক দলগুলোর করণীয়**

- ❑ মেয়েদের অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে বৈষম্য অপসারণের লক্ষ্যে দলের কাঠামো ও পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখা।

Dhaka University Institutional Repository

### জাতিসংঘের করণীয়

- জাতিসংঘের সংস্থাসমূহের উর্ধ্বতন পদে মেয়েদের নিয়োগের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে ডাটা বা উপাত্ত সংগ্রহ ও পরিবেশন অব্যাহত রাখ।

### এনজিওগুলোর করণীয়

তথ্য ও শিক্ষার মাধ্যমে মেয়েদের মাঝে সংহতি গড়ে তোলা ও জোরদার করা।

নারী পুরুষ বৈষম্য নিরসনের অঙ্গীকার প্রশ্নে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে জবাবদিহিতা চাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করা।

**১৯৯৩ সালে বিশ্বে**

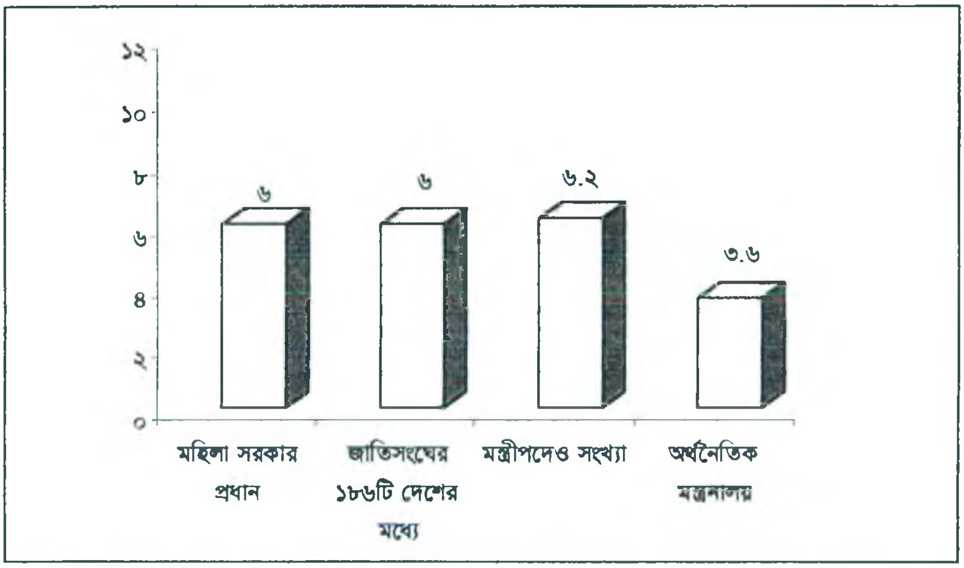


**শীর্ষস্থানীয় সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পদে মেয়েদের সংখ্যা।**

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন

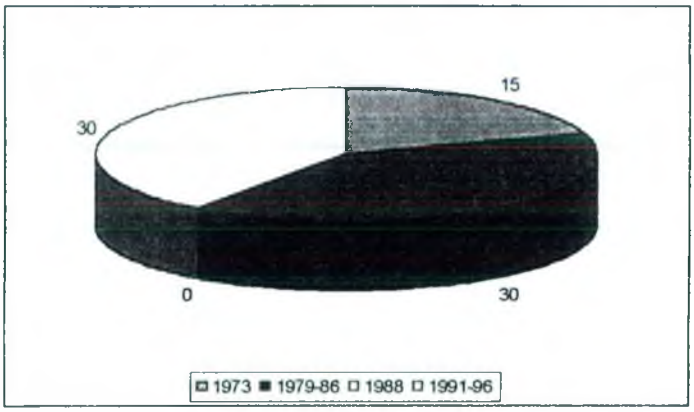

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৯ সালে সাধারণ নির্বাচনে ১৭জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কেউই নিবাচিত হননি। ৯১ সালে নারী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল মোট প্রার্থীর ২ শতাংশের নীচে, ৩৫টি আসনে ৩৬জন প্রতিযোগিতা করে তারা ৮টি আসনে জয়লাভ করে। ১৬টি আসনে তারা ভোট সংখ্যার ৩০ শতাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

## রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহন সম্পর্কিত সুপারিশমালাঃ

রাজনীতিতে নারী-পুরুষ অংশীদারিত্ব শীর্ষক আন্তঃসংসদীয় সম্মেলনে দেয়া অভিমত অনুযায়ী

IPU এর মতে,

" পালামেন্টের অর্ধেক আসনে মহিলা
থাকা উচিত।"

'আইপিইউ' -এর দেয়া অভিমতটি আমাদের দেশে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত। কেননা এই বক্তব্যে নারী-পুরুষের সমতার ব্যাপারে প্রস্তাব করা হয়েছে। এই সম্মেলন উদ্বোধনকারী ভারতের রাষ্ট্রপতির ভাষ্য মতে-

" আমাদের মহিলাদের বিরুদ্ধে কুসংস্কার ও রাজনীতিতে
তাদের অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির
অবশ্যই মূলোৎপাটন করতে হবে।"

সুতরাং বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহনের সমস্যা সমূহ কাটিয়ে উঠার জন্য এবং এর সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন অত্যাবশ্যক। এ প্রসঙ্গে সুপারিশ হলো-

- ১। 'সেন্টার ফর এনালাইসিস এন্ড চয়েস' স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী ক্ষমতায়নের ব্যাপারে বিভিন্ন সুপারিশ করে। যথা-
- " ভূমির মালিকানা বৃদ্ধি করা এবং নারীদের ভূমি অধিকার শক্তিশালীকরন। ভূমি মালিকানা নারীদের ক্ষমতায়ন করে এবং এই অধিকার ব্যতীত নারী রাজণৈতিক অংশগ্রহন কঠিন মনে করে।
- নারীদের জন্য এক তৃতীয়াংশ সংরক্ষন ব্যবস্থা কার্যকরী হবে না যতক্ষন না পর্যন্ত নারীদেও তা জানানো হয়। আবার এক তৃতীয়াংশ সংরক্ষন ব্যবস্থা যথাযথ নয়। যেহেতু নারীরা দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক সেহেতু তাদের জন্য সংরক্ষন থাকা উচিত ৫০%।
- নারীদের শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করতে হবে।
- নারীদের পশ্চাৎপদতার ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদ এবং স্থানীয় সরকার সংস্থা সমূহে বিশেষ অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে।
- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।
- ২। জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে (অর্থাৎ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে) নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সকল রাজনৈতিক দলের ঘোষনা ও ইশতেহারে নারীর রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক কর্মসূচী অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
- ৩। নীতি নির্ধারনী ক্ষেত্র সমূহে নারীকে সংশ্লিষ্ট করার লক্ষ্যে প্রশাসনের বিভিন্ন উচ্চপদে মন্ত্রনালয় ও অধিদপ্তর সমূহে অধিকসংখ্যক মহিলাকে নিয়োগ করবার জন্য সকল পর্যায়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।
- ৪। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য অপনোদন সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদকে পূর্ন স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ সকল মহল থেকে গ্রহন করতে হবে।
- ৫। নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করে নারীকে পূর্ন অধিকার ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তন এবং অভিন্ন সিভিল কোড প্রবর্তন করতে হবে।
- ৬। জাতীয় সংসদের সাধারন আসন নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দলীয় পর্যায়ে মনোনয়নের কোটা ন্যূনতম ১০% করতে হবে।
- ৭। রাজনৈতিক দলগুলোতে মহিলাদের আর্থিক সহায়তাদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতি ও আচরনকে পরিবর্তন করার লক্ষ্যে প্রতিটি দলের মহিলাদের সু-সংগঠিত হয়ে পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।
- ৮। সকল নেতৃত্বদানের লক্ষ্যে সকল পর্যায়ে (স্থানীয় ও জাতীয়) মহিলাদেরকে নেতৃত্ব বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষন প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার ও নেতৃস্থানীয় মহিলাদের এ বিষয়ে কার্যকরী উদ্যোগ নিতে হবে।
- ৯। পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন আনার জন্য এবং নারীকে নেতৃত্বমূলক ভূমিকা ও কার্যক্রমের দিকে প্রনোদিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা কার্যক্রম ও প্রচার মাধ্যমকে কাজে লাগাতে হবে।
- ১০। স্কুল পর্যায় থেকে শুরু করে শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষাক্রমে নারীর রাজনৈতিক এবং অন্যান্য অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ক অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
- ১১। সংসদের আওতাভূক্ত কার্যক্রমে নারীপ্রেক্ষিত যথাযথভাবে কার্যকর রয়েছে কিনা তা মনিটর করার উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদে নারী সম্পর্কিত বিষয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বা 'পার্লামেন্টারী স্ট্যান্ডিং কমিটি অন উইমেন্স ইস্যুজ' গঠন করা হোক।
- ১২। সংসদের অভ্যন্তরে এবং স্ব স্ব সংসদীয় দলে নারীর স্বার্থসংক্রান্ত বিষয় উত্থাপন, সমর্থন জ্ঞাপন, ও সমর্থন আদায়ের জন্য দলীয় রাজনীতি ও স্বার্থের উর্ধ্বে মহিলা সাংসদ কর্তৃক সর্বদলীয় সংহতি গ্রুপ গঠন করার উদ্যোগ নেয়া।
- ১৩। মন্ত্রী পরিষদে মহিলা মন্ত্রী নিয়োগ বৃদ্ধি করার জন্য সংসদে মহিলাদের পক্ষ থেকে চাপ সৃষ্টি করা।

Dhaka University Institutional Repository

- ১৪। নারী রাজনীতিক ও নারী সংগঠনের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও নারীর রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট উদ্যোগ নিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে একটি নিরপেক্ষ, নির্দলীয় মহিলা ফোরাম গঠন করা প্রয়োজন।
- ১৫। দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক অবস্থাকে সুস্থ করার লক্ষ্যে রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অর্থ ও অস্ত্রের ব্যবহারের উপর কঠোর বিধি নিষেধ আরোপ করতে হবে। নির্বাচনী ব্যয় সীমিত করতে হবে এবং সন্ত্রাস দমন করতে হবে।
- ১৬। রাজনৈতিক অঙ্গনে এবং সার্বিক সামাজি পরিসরে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।
- ১৭। মৌলবাদী ধ্যানধারনা নারীর অধিকারকে খর্ব করে বিধায় এ ধরনের ধ্যান ধারনা ও নারীর অবস্থান ও অধিকারের ক্ষেত্রে ধর্মকে অপব্যবহার করার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে হবে।
- ১৮। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে গবেষনা জোরদার করতে হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট নারী সংগঠনকে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী পর্যায়ে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা।
- ১৯। সরকারী পর্যায়ে গ্রামের উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর সংঙ্গে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার মহিলা সদস্যদের সম্পৃক্ত করতে হবে।
- ২০। জাতীয় সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৩০% এ আনতে হবে এবং ঐসব আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। এই লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী এলাকা নির্দিষ্টকরনের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সুপারিশ করা প্রয়োজন।
- ২১। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে মহিলা সদস্যদের মনোনয়ন প্রথা বিলুপ্ত করে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ২২। জাতীয় বাজেট ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মহিলাদের উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে হবে। জাতীয় আয়ের ন্যূনতম ৫% নারী উন্নয়নের বরাদ্ধ করতে হবে।
- ২৩। নির্বাচনে রাজনীতিতে নারীর প্রার্থিতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনকে নির্দলীয়রূপে নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এবং নারী স্বার্থ সংরক্ষনে অঙ্গীকারবদ্ধতার ভিত্তিতে নারী প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারকার্যে সর্বতো সাহায্য প্রদান করতে হবে।
- ২৪। নারী রাজনীতিক ও নারী সংগঠনের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হতে হবে।
- ২৫। নারীর শিক্ষা ও পেশাগত সুযোগ বৃদ্ধিও মাধ্যমে তাঁদের রাজনীতিতে অংশগ্রহনের পথ সুগম করা।
- ২৬। শিক্ষা ও প্রচার মাধ্যম মারফত নারীর ব্যক্তিত্ব, অবদান ও সম্ভাবনা সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করা।
- ২৭। শিক্ষা ও প্রচার মাধ্যম মারফত পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটিয়ে নারীকে নেতৃত্বমূলক ভূমিকা ও কার্যক্রমের দিকে প্রনোদিত করতে হবে, এবং সমাজে উপযুক্ত ও ইতিবাচক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হবে।
- ২৮। সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচচ পর্যায়ে নিয়োগ দান করে নারীকে সমাজে নেতৃত্বমূলক ভূমিকায় অধিষ্ঠিত করতে হবে। যাতে সমাজে অনুকরনীয় 'রোল মডেল' তৈরী হয় এবং নারীর নেতৃত্বমূলক কর্মক্ষেত্রে (যথা রাজনীতিতে) প্রবেশের আগ্রহ ও গ্রহনযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।
- ২৯। রাজনৈতিক দলের কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন স্তরের কমিটিতে মহিলাদের আরো বেশী সংখ্যায় নিয়ে আসা। এই লক্ষ্যে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অধিক সংখ্যক নারীর অংশগ্রহন নিশ্চিত করার জন্য সেই উপযোগী কর্মসূচি ও কৌশল নির্ধারন। তাদের জন্য 'পার্টি ফান্ড' নিশ্চিত করা।
- ৩০। মেয়েদের অধিক সংখ্যায় রাজনীতিতে অংশগ্রহনের জন্য সামাজিক অনাচার ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া।
- ৩১। নির্বাচনে সাধারন আসনে সংবিধানের বিধানে মেয়েদের মনোনয়ন দান বাধ্যতামূলকভাবে নির্ধারিত রাখা।
- ৩২। নীতি নির্ধারনে মেয়েদের সংশ্লিষ্ট করার জন্য মন্ত্রীসভার পদসহ মন্ত্রনালয় ও অধিদপ্তর সমূহে তাদের অধিক সংখ্যায় নিয়োগ দান করা।
- ৩৩। পারিবারিক ও উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা।
- ৩৪। রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে নারী সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালাতে হবে। এই লক্ষ্যে নানা ধরনের কর্মসূচী নেয়া প্রয়োজন। সভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হওয়া দরকার। প্রয়োজন প্রচারমূলক কাজের জন্য গনমাধ্যম সমূহকে ব্যবহার করা। এই দাবীর পক্ষে সমাজের ব্যাপক সংখ্যক মানুষ ও বিশেষভাবে নারী সমাজকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করা।
- ৩৫। সংগঠিক রাজনৈতিক উপাদান হিসেবে মেয়েদের ভূমিকাকে আরো শক্তিশালী করা।
- ৩৬। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, ট্রেড-ইউনিয়ন, বেসরকারী সংগঠন, যুব সংগঠন এবং সামাজিক সংগঠনে নারী সমাজের সম প্রতিনিধিত্বের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য জোরদার প্রচারনা চালানো।
- ৩৭। নারী সমাজের রাজনৈতিক দক্ষতা, নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার নৈপুন্য বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষনমূলক কর্মসূচী নেয়া।

Dhaka University Institutional Repository

## সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপঃ

উচ্চতর পদগুলোতে নারীর উল্লেখযোগ্য হারে অবস্থান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া যায়। যেমন-

- ১। পদোন্নতির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়মে যে দুয়েকজন নারী পদসোপান পেরিয়ে উর্ধ্বতন পদের যোগ্য হবেন তারাই উর্ধ্বতন পদে উন্নীত হবেন।
- ২। যে সকল নারী এখন বিভিন্ন ক্যাডারে থেকে এসেছেন এবং প্রশাসনে অবস্থান করছেন। তাদের উর্ধ্বগামিতা ত্বরান্বিত করা এবং সেই সঙ্গে তাদের প্রয়োজনীয় কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা গ্রহন করা।
- ৩। প্রশাসনের বাইরে নারীকে চুক্তিভিত্তিকভাবে নিয়োগ করা।
- ৪। প্রশাসনের উর্ধ্বস্তরে নারীর অবস্থান বৃদ্ধি এক লাফে হয়ে যাওয়ার নয়। নীতিগত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সেটা পর্যায়ক্রমে আসতে হবে। সম্ভব হলে ২০০০ সালকে সামনে রেখে নারীর অগ্রগতি ও সমতার পক্ষে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহন করার প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রকে প্রদান করেছে।
- ৫। প্রত্যেক জেলা হেড কোয়ার্টারে একজন মহিলা সাব-ইনস্পেক্টর, একজন মহিলা সহকারী সব-ইনসপেক্টর ও ৫ জন মহিলা কনসটেবল নিয়োগের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা।
- ৬। নারী শিক্ষার বিস্তার লাভ করা।
- ৭। নারী সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা। চাকুরীকালীন প্রশিক্ষনের মানোন্নায়ন করা।
- ৮। প্রত্যেক অফিসে মেয়েদের পৃথক বাথরুম ও বিশ্রামকক্ষ থাকা জরুরী।
- ৯। জেলা ও থানা পর্যায়ে যেসব মহিলা কর্মকর্তা রয়েছেন তাদের আবাসিক ব্যবস্থা ও মানোন্নায়ন হওয়া উচিত।
- ১০। চাকুরীর কোটায় নারীদের সম্পূর্ন নিয়োগের ব্যবস্থা করা।
- ১১। উর্ধ্বতন পদে নারীদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করা। সম্প্রতি যুগ্ম সচিব পদে নারীদের পদোন্নতি প্রদান করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
- ১২। সকল ক্যাডারে নারীদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

Dhaka University Institutional Repository

## সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপঃ

- রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে নারীকে সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী কাঠামোয় প্রয়োজনবোধে 'কোটা' ভিত্তিতে অংশগ্রহনের সুযোগ দিতে হবে।
- রাজনৈতিক দলের মহিলা অঙ্গ সংগঠনের শাখার কর্মকান্ড নারী অধিকার ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের মাঝে বিস্তৃতি ঘটিয়ে সচেতনতা ও সমর্থন সৃষ্টি করতে হবে। মূল দলের এজেন্ডায় নারী সমাজের স্বার্থের সংযোজন ও অন্তর্ভূক্তিতে তাঁদের গুরূত্ববহ মেডিয়েটিং ভূমিকা রয়েছে।
- নারীর প্রতি বৈষম্য অপনোদম ও নারী উন্নয়নের প্রতি অঙ্গীকার রাজনৈতিক দলগুলিকে ব্যক্ত করতে হবে।
- রাজনৈতিক দলে আভ্যন্তরীন কাঠামো এবং এর উপরিস্তর বা পদসোপানে যথেষ্ট সংখ্যক নারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোটা বা ন্যূনতম সংখ্যা নিরূপন করতে হবে।
- রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে নারীর অবস্থান ও ইস্যু সংহতকরনের উদ্দেশ্যে দলীয় পর্যায়ে মহিলা রাজনীতিকদের 'ককাস' বা ছোট 'ইনফরমাল গ্রুপ' গঠনের মাধ্যমে জোরদার ও অবিরাম প্রচেষ্টা চালাতে হবে।
- যেহেতু নারীর আর্থিক শক্তি ও সম্পদ সীমিত, সেহেতু রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে মনোনীত মহিলা প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারনার্থে আর্থিক ও সাংগঠনিক সহায়তা দান করবে।
- জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনী এলাকা নির্দিষ্টকরনের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সুপারিশ করা হোক।
- মন্ত্রী পরিষদে মহিলা মন্ত্রী নিয়োগ করা হোক।
- রাজনৈতিক দলের মহিলা শাখা নারী অধিকার ও নারী উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিস্তৃতির মাধ্যমে তাদের সংগঠিত ও মোবিলাইজ করতে, সমর্থনের ভীত ও ইতিবাচক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- বৃহত্তর ক্ষেত্রে, নারীর সমস্যাকে প্রান্তিক ও ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে কেন্দ্রিয় ও রাজনৈতিক ইস্যুতে রূপান্তর ঘটানোর ক্ষমতা ধারন করেন রাজনৈতিক দলসমূহ।

Dhaka University Institutional Repository

## মহিলা রাজনীতিবিদ ও সাংসদদের কর্তব্যঃ

- স্ব স্ব রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটা চাপসৃষ্টিকারী দল তৈরী করতে হবে যারা দলের মধ্যে এবং বিভিন্ন জন প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্বাচনের মহিলাদের মনোনয়ন দেয়ার ব্যাপারে চাপ অব্যাহত রাখে যাতে করে দলীয় কর্মসূচী ও প্রোগ্রামে মহিলাদের সম্পৃক্ত করতে বাধ্য হয়।

- একটা অ-আনুষ্ঠানিক দল তৈরী করতে হবে যারা দলের সব পর্যায়ে অবস্থান করে দলের নীতি নির্ধারন ও তৈরীর ক্ষেত্রে মহিলা বিষয়ক ইস্যুগুলোর প্রতি সংবেদশীল হওয়ার ব্যাপারে মনিটর করবেন ও উপদেশ দিবেন।

- গ্রামীন এলাকা, বিশেষত নিম্নবিত্ত ও নিম্ন আয় সম্পন্ন অনুন্নত এলাকায় রাজনৈতিক দলগুলোর মহিলা নেতৃবৃন্দকে বিভিন্ন 'প্রোগ্রাম', 'প্রজেক্ট' ও বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে সেখানে সাংগঠনিক তৎপরতা চালাতে হবে।

- রাজনৈতিক দলের নারী প্রার্থীদের ভোটারদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। যার ফলে পরিবারের পুরুষ সদস্যরা তাদের স্বাধীন মতামতের উপর প্রভাব ফেলতে না পারে।

- নারীকে রাজনীতিতে প্রার্থী হিসেবে তার সুপ্ত ক্ষমতা, দক্ষতাকে বিকশিত করার উপর প্রাধান্য দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

## মহিলাদের সংগঠন সমূহের দায়িত্বঃ

- মহিলারা যাতে করে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অধিক জড়িত হতে পারে সে ব্যাপারে আরও বেশি করে পদ্ধতি নির্ধারনের জন্য গবেষনা করা দরকার।

- মহিলাদের সম অধিকার এবং উন্নয়নের জন্য ন্যূনতম সমঝোতার মাধ্যমে দলমত নির্বিশেষে মহিলা সদস্যদের প্রতি সহযোগীতার হাত বাড়াতে হবে।

- বিভিন্ন মহিলা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সংগঠনের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আইন প্রনয়নের জন্য একটি 'পলিসি' নির্ধারন করতে হবে। সেক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের বিবেচনায় আনতে হতে পারে।

- সকল রাজনৈতিক দলে নেতা ও কর্মী হিসেবে নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সংগঠনের তৃনমূলে ও নারীদের সংগঠিত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

**নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বঃ**

- নির্বাচনী আইন কঠোরভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে কালো টাকার ব্যবহার, মাফিয়া এবং পেশি শক্তির ব্যবহার বন্ধের জন্য সকল ধরনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

- জাতীয় সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে মনোনয়নের ব্যাপারে সম্ভাব্য খুঁটিনাটি প্রতিটি দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা।

**সহযোগীতামূলক মনোভাব সৃষ্টি করাঃ**

- মহিলা/ নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানো।
- বিভিন্ন মাধ্যমে মহিলাদের ভাল ভাবমূর্তি প্রদর্শন।
- ' নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত চুক্তি' বা 'সিডও' এর পূর্ন অনুমোদন।
- সর্বনিম্ন পর্যায়ে মহিলাদের উন্নয়নের প্রচষ্টা বৃদ্ধি করা বিশেষ করে মহিলাদের মাধ্যমে সেটা করা।
- নারী নির্যাতন রোধকল্পে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া ।
- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বৃহৎ অর্থনৈতিক কাঠামোগত এবং প্রস্তাবিত কার্যে মহিলাদেও প্রাধান্য বা অগ্রাধিকার দেয়া।
- সরকারী ও অন্যান্য প্রতিষ্টানে মহিলাদের উচচপদে নিয়োগ প্রদান।

Dhaka University Institutional Repository

## রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহনে বিভিন্ন সংস্থার দায়িত্বঃ

মহিলাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহন নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে পারে। যেমন -

**সরকারের দায়িত্বঃ**

- পুলিশ ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ সকল নির্বাচিত সংস্থা, নীতি নির্ধারনী ও সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী পর্যায়সমূহে সমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অধিকহারে নারী প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা নেওয়া।
- রাজনীতিতে নারী সমাজের অংশগ্রহন সহজতর ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহনের জন্য অবাধ ও পরিচছন্ন নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারকে নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার করা।
- নারীর রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক অধিকার সম্পর্কে গনসচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সরকারী পর্যায়ে বাস্তবমুখী কর্মসূচী গ্রহন করা।
- নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে এবং প্রশাসনের সকল স্তরে নারীর সমতা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করা।
- স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন সমূহে সংরক্ষিত নারী আসনে প্রত্যক্ষ ও সরাসরি ভোটে নির্বাচনের প্রয়োজনীয় আইন করা।
- সরকারের পক্ষ থেকে মৌলবাদকে প্রশ্রয় না দেওয়ার নীতি গ্রহন করে তা কার্যকরী করা।
- নারীর সংগত অধিকার ও মর্যাদা গনমাধ্যমে উপস্থাপনের কথাটি সরকারী নীতিতে গ্রহন করে তা অনুসরনের আইন প্রনয়ন করা।
- পত্র পত্রিকা প্রকাশনার ' ডিক্লারেশন' বাতিল করা।
- সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, নাটক,চলচ্চিত্র ও স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, যাত্রা ইত্যাদি সকল গনমাধ্যমে অনুষ্ঠান ও বিজ্ঞাপন উপস্থাপনার কার্যক্রমে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহন করে নারীর সঠিক মর্যাদা ও অবদান তুলে ধরা।
- প্রশাসনকে জবাবদিহিমূলক ও আরো দায়িত্বশীল করার জন্য সংবিধান অনুযায়ী ন্যায়পাল নিয়োগের ব্যবস্থা করা, যিনি দেশের প্রশাসনের কার্যক্রম সঠিকভাবে পর্যবেক্ষন করবেন।
- নারী অধিকার সংরক্ষনের জন্য প্রনীত নারী নির্যাতন বিরোধী আইনগুলো প্রয়োগ করে নারীর মানবাধিকার সংরক্ষন করা।

**রাজনৈতিক দলের দায়িত্বঃ**

- রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরের সকল পর্যায়ে সমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অধিকহারে নারী সদস্য ও নির্বাচনের প্রার্থী মনোনয়ন নেওয়া।
- দলীয় ইশতেহারে নারী অধিকার বিষয়ক কর্মসূচী যথার্থ গুরুত্বের সাথে উল্লিখিত থাকতে হবে এবং ইস্যুভিত্তিক নারী আন্দোলনে সহায়তা করা।
- দলের অভ্যন্তরে নারীদের রাজনীতি করার অনুকূল ও উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করা।
- দলের নির্বাচনে নারীর নিজস্ব মতামত প্রতিফলনের ক্ষেত্রে সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরনের ব্যবস্থা করা।
- রাজনৈতিক দলসমূহের কর্মসূচীতে মানবাধিকারের বিষয়টি গুরুত্বসহ গ্রহন করা।
- রাজনৈতিক দল মৌলবাদী শক্তির সাথে জোট ছিন্ন করা।
- আইনগত সংস্কার এবং জাতিসংঘের সকল নারী সম্পর্কিত সনদের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

**আঞ্চলিক পর্যায়ের দায়িত্বঃ**

- নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে আঞ্চলিক পর্যায়ে সংলাপ পরিচালনা এবং তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা। তথ্য, অভিজ্ঞতা, সচেতন ও উদ্বুদ্ধকরন পদ্ধতির ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পর্যায়ে পারস্পরিক মত বিনিময় করা।
- দক্ষিন এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ফোরামে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করতে হবে এবং এই সকল ফোরামের সভা সম্মেলনের প্রতিনিধি দলে নারী অংশীদারিত্ব শক্তিশালী করা।
- সমাজে নারী পুরুষ সমতা অর্জন বিষয়ে সময়সীমা নির্ধারনকল্পে সার্কের গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখা।

**বেসরকারী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ**

- বেসরকারী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচীতে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা। পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের জন্য নারী সমাজকে প্রস্তুত ও সংগঠিত করা।
- বিদ্যমান কাঠামোর পাশাপাশি সমান্তরাল, বিকল্প কাঠামো, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।
- আঞ্চলিক পর্যায়ে এন.জি.ওদের একটি অভিন্ন কৌশল ঠিক করে স্ব স্ব সরকারের সাথে লবি করা।
- রাজনীতিতে নারী সমাজের অংশগ্রহন বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সমর্থক গোষ্ঠী, পর্যবেক্ষন দল ইত্যাদি গঠন করে প্রশিক্ষন দিতে হবে এবং এই লক্ষ্যে নারীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- নারী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যেসব নারী প্রার্থী কাজ করছেন তাদের পক্ষে সমর্থক গোষ্ঠী তৈরী করা।
- নারী সমাজের উন্নয়নে কর্মরত সামাজিক সংগঠনসমূহকে নিয়ে জোরদার ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা।
- ভোট প্রদানে নারীর নিজস্ব মতামত প্রতিফলনের ক্ষেত্রে সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে সমাজের সকল স্তরের জনগনকে উদ্বুদ্ধ করা।
- নারী সমাজসহ সকল স্তরের জনগনকে নিয়ে মৌলবাদের বিরুদ্ধে সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলে সরকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে মৌলবাদী শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য করা। গনমাধ্যমে নারীর সমতা প্রতিফলনের বিষয়ে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত গনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

Dhaka University Institutional Repository

## সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপঃ

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভায় মনোনীত মহিলার সংখ্যা প্রায় ১৫,০০০ এর মতো। সংখ্যাগতভাবে এটা বিরাট হলেও পুরুষদের তুলনায় এ প্রতিনিধিত্ব নগণ্য। মহিলা প্রতিনিধিদের সঠিকভাবে কাজে লাগাতে গেলে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহন করা যায় -

- [illegible] পরিবর্তন দরকার।
  [illegible] গণতান্ত্রিক অধিকারের [illegible] হস্তক্ষেপস্বরূপ, [illegible] নয়। এ কারণে মহিলা সদস্যদের এলাকার [illegible] নির্বাচিত হতে পারেন। এতে করে মহিলা সদস্যদের এবং প্রতিনিধিদেরকে ভোটের জন্য মহিলাদের নিকট [illegible] তাদের সংখ্যা সম্পর্কে জানতে হবে। বর্তমানে [illegible] পদ্ধতিতে গ্রামের মহিলাদের সঙ্গে সদস্যদের কোনরূপ যোগাযোগ থাকে না।
- মহিলা সদস্যদের সক্রিয় করতে হলে তাদের একটি সুনির্দিষ্ট কার্য বিবরণ এবং দায়িত্ব পালনে [illegible] [illegible] বর্তমানে আইনগতভাবে নেই।
- [illegible] প্রশিক্ষণ, [illegible] বিনিময় ফোরাম এবং অন্যান্য [illegible] সংগঠন দেখার সুযোগ সৃষ্টি করা [illegible] [illegible] বৃদ্ধি পাবে এবং [illegible] আধুনিক কার্যক্রম [illegible] পারবেন।
- [illegible] উন্নয়ন কার্যক্রমগুলির সঙ্গে মহিলা সদস্যদের সম্পৃক্ত করেন।
- মহিলা সদস্যদের [illegible] কৌশল, সমাজ কাঠামো, স্থানীয় সরকার আইন কানুন, জনসংখ্যা পলিসি, [illegible] অধিকার এবং আধুনিক প্রযুক্তির বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। মহিলাদের প্রশিক্ষণ [illegible] অবদান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভের সুযোগ [illegible]। প্রশিক্ষণ ও সুযোগ পেলে মহিলারা [illegible] ভূমিকা পালন করতে পারবে।
- [illegible] পরিকল্পনার [illegible] হিসাবে নারী শিক্ষার [illegible] প্রসারের ব্যবস্থা করতে হবে [illegible] সহযোগিতামূলক পরিবেশে সমাজে নিজেদের অধিকার কায়েমের জন্য নিজেরাই [illegible] করতে পারে।
- মহিলাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও উৎসাহ বৃদ্ধি করতে হবে। উদ্যোগ গ্রহন ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য [illegible] গণমাধ্যমগুলিকে কাজে লাগাতে হবে। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের জন্য ও গণমাধ্যমকে কাজে লাগাতে হবে।
- [illegible] কলেজ পর্যায়ে রাজনৈতিক এবং অন্যান্য অধিকার সম্বন্ধে তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে [illegible] রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারে এবং ভবিষ্যতে এ জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে।
- [illegible] আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, কর্মের সুযোগ এবং সম্পদের [illegible] সুযোগ [illegible] মহিলা [illegible] সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ।
- মহিলাদের [illegible] ও অনুপ্রাণিত করতে হবে এবং তাদের [illegible] করতে হবে, আত্মপ্রত্যয় আনতে হবে।
- সমাজের [illegible] দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন করতে হবে এবং মহিলাদেরকে অধিকার [illegible] হবে।
- মহিলাদের রাজনৈতিক কার্যক্রমে আনার জন্য তাদেরকে সংগঠিত করতে হবে, রাজনৈতিক দলগুলো [illegible] মহিলা [illegible] আর্থিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করতে হবে।
- [illegible] মহিলাদেরকে নেতৃত্ব বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে, যেন তারা সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান করতে পারে।
- প্রশিক্ষণের সময় তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে।
- [illegible] হিসেবে মহিলাদেরকে রাজনৈতিক [illegible] রাজনৈতিক দল, মহিলা সংগঠন ও [illegible] অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করতে হবে।
- মহিলারা [illegible] প্রার্থী ভোট দেবে যারা মহিলাদের সমস্যার ক্ষেত্রে [illegible] অবদান রাখার জন্য [illegible]
- মহিলাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহন, তাদের ভোট আহরন ও [illegible] সম্পর্কিত গবেষণা প্রয়োজন

Dhaka University Institutional Repository

## নারী ও রাজনীতি শীর্ষক সম্মেলনে গৃহীত সুপারিশমালা

উইমেন ফর উইমেন, একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী গবেষণা সংগঠন। এর উদ্যোগে বিগত ২৯-৩১ শে মে, ১৯৯২ ঢাকার জাতীয় যাদুঘর মিলনায়তনে "নারী ও রাজনীতি" শীর্ষক একটি জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিলঃ

১। বিরাজমান আর্থ-সামাজিক পটভূমির প্রেক্ষিতে নারীর বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা ও অবস্থান পর্যালোচনা;

২। ক্ষমতা কাঠামোর প্রতিটি পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক অবস্থান নিশ্চিত ও সুদৃঢ় করণের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা ও সীমাবদ্ধতাসমূহ চিহ্নিত করণ;

৩। রাজনীতি ও পরিচালনার ক্ষেত্রে (তৃণমূল হতে পরবর্তী প্রতিটি পর্যায়ে) নারী-পুরুষ সমতা ভিত্তিক অংশগ্রহণের লক্ষ্যে এবং নারীর রাজনৈতিক অবস্থান সুসংহত করণের উদ্দেশ্যে নারী-পুরুষ সমদর্শিতার ক্ষেত্র, পরিধি ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণ;

৪। সম্মেলনের আলোচনা – উদ্ভূত তত্ত্ব, তথ্যাদি ও মতামত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে "নারী ও রাজনীতি" ক্ষেত্রে সমদর্শিতা আনয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রণয়ন।

নারী ও রাজনীতি বিষয়টি খুবই ব্যাপক। স্বল্প পরিসরে বিষয়টির সম্যক বিচার বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, সেজন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এবং বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বিষয়বস্তুকে প্রধানতঃ চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল।

১। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীঃ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়,

২। রাজনৈতিক দল ও তাদের মহিলা বিষয়ক চিন্তা চেতনা,

৩। মহিলা রাজনীতিবিদঃ ভূমিকা ও সমস্যা,

৪। নারী আন্দোলন ও গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া।

এ সম্মেলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য ও সংসদ সদস্য, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, লব্ধ প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাবিদ, গবেষক, নারী ও উন্নয়ন কর্মসূচীর সংগে জড়িত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, মাঠকর্মী উপস্থিত ছিলেন এবং উক্ত বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। উপস্থিত অভিজ্ঞ নারী ও রাজনীতি বিষয়ে আগ্রহী মুক্ত চিন্তার অধিকারী বিশেষ গুণীজনের জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য ও মতামতের ভিত্তিতে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়।

এ সকল সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আবেদন জানাই। আমরা বিশ্বাস করি, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নারীর একটি গণতান্ত্রিক অধিকার এবং এই অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

### সুপারিশমালা

১। জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে (অর্থাৎ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ) নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে সকল রাজনৈতিক দলের ঘোষণা ও ইশতেহারে নারীর রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক কর্মসূচী অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

২। নীতি নির্ধারনী ক্ষেত্রসমূহে নারীকে সংশ্লিষ্ট করার লক্ষ্যে প্রশাসনের বিভিন্ন উচ্চপদে, মন্ত্রনালয় ও অধিদপ্তর সমূহে অধিকসংখ্যক মহিলাকে নিয়োগ করবার জন্য সকল পর্যায়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

৩। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য অপনোদন সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ সকল মহল থেকে গ্রহণ করতে হবে।

৪। নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করে নারীকে পূর্ণ অধিকার ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তন এবং অভিন্ন সিভিল কোড প্রবর্তন করতে হবে।

৫। জাতীয় সংসদের সাধারণ আসন নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দলীয় পর্যায়ে মনোনয়নের কোটা নূন্যতম ১০% করতে হবে ।

Dhaka University Institutional Repository

সকল রাজনৈতিক দলের মহিলা সদস্যকে এ বিষয়ে কার্যকরী উদ্যোগ নিতে হবে।

৬। রাজনৈতিক দলগুলোতে মহিলাদের আর্থিক সহায়তাদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতি ও আচরনকে পরিবর্তন করার লক্ষ্যে প্রতিটি দলের মহিলাদের সুসংগঠিত হয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৭। সফল নেতৃত্বদানের লক্ষ্যে সকল পর্যায়ে (স্থানীয় ও জাতীয়) মহিলাদেরকে নেতৃত্ববিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার এবং নেতৃস্থানীয় মহিলাদের এ বিষয়ে কার্যকরী উদ্যোগ নিতে হবে।

৮। পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন আনার জন্য এবং নারীকে নেতৃত্বমূলক ভূমিকা ও কার্যক্রমের দিকে প্রণোদিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা কার্যক্রম ও প্রচার মাধ্যমকে উপযুক্ত কাজে লাগাতে হবে।

৯। স্কুল পর্যায় থেকে শুরু করে শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষাক্রমে নারীর রাজনৈতিক এবং অন্যান্য অধিকার সম্পর্কিত বিষয় অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।

১০। সংসদের আওতাভূক্ত কার্যক্রমে নারীপ্রেক্ষিত যথাযথভাবে কার্যকর রয়েছে কিনা তা মনিটর করার উদ্দেশে জাতীয় সংসদে নারী সম্পর্কিত বিষয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বা 'পার্লামেন্টারী ষ্ট্যান্ডিং কমিটি অন উইমেন্স ইস্যুজ' গঠন করা হোক।

১১। সংসদের অভ্যন্তরে এবং স্ব স্ব সংসদীয় দলে নারীর স্বার্থসংক্রান্ত বিষয় উত্থাপন, সমর্থন, জ্ঞাপন, ও সমর্থন আদায়ের জন্য দলীয় রাজনীতি ও স্বার্থের উর্ধ্বে মহিলা সাংসদ কতৃক সর্বদলীয় সংহতি গ্রুপ গঠন করার উদ্যোগ নেওয়া হোক।

১২। মন্ত্রী পরিষদে মহিলা মন্ত্রী নিয়োগ বৃদ্ধি করার জন্য সংসদে মহিলাদের পক্ষ থেকে চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

১৩। নারী রাজনীতিক ও নারী সংগঠনের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও নারীর রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট উদ্যোগ নিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে একটি নিরপেক্ষ, নির্দলীয় মহিলা ফোরাম গঠন করতে হবে।

১৪। দেশের বিরাজমান রাজনীতিকে সুস্থ করার লক্ষ্যে এবং রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, অর্থ ও অস্ত্রের ব্যবহারের উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে। নির্বাচনী ব্যয় সীমিত করতে হবে এবং সন্ত্রাস দমন করতে হবে।

১৫। রাজনৈতিক অঙ্গনে এবং সার্বিক সামাজিক পরিসরে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

১৬। মৌলবাদী ধ্যানধারনা নারীর অধিকারকে খর্ব করে বিধায় এ ধরণের ধ্যানধারনা এবং নারীর অবস্থান ও অধিকারের ক্ষেত্রে ধর্মকে অপব্যবহার করার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে হবে।

১৭। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে গবেষণা জোরদার করতে হবে। এ ব্যপারে সংশ্লিষ্ট নারী সংগঠনকে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী পর্যায়ে এ ব্যপারে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতে হবে।

১৮। সরকারী পর্যায়ে গ্রামের উন্নয়ন কার্যক্রমগুলির সংগে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার মহিলা সদস্যদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

১৯। জাতীয় সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৩০% এ আনতে হবে এবং ঐসব আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। এই লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী এলাকা নির্দিষ্টকরনের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সুপারিশ করা হোক।

২০। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে মহিলা সদস্যদের মনোনয়ন প্রথা বিলুপ্ত করে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

২১। জাতীয় বাজেট এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মহিলাদের উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে হবে। জাতীয় আয়ের ন্যুনতম ৫% নারী উন্নয়নে বরাদ্দ করতে হবে।

২২। নারীর রাজনৈতিক মর্যাদা তথা সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সুপারিশমালা কার্যকারী করার জন্য সংসদে দুই নেত্রীর (প্রধান মন্ত্রী ও বিরোধী নেত্রী ) উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

# কর্মশালায় গৃহীত সুপারিশমালা

১। যেহেতু শিক্ষাই নারীর রাজনৈতিক সচেতনতার পূর্বশর্ত সেজন্য সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে নারী শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে। এ লক্ষ্যে গণশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা নৈশ বিদ্যালয় প্রসারের মাধ্যমে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমে নারীর আইনগত ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত তথ্য সংযোজিত করতে হবে।

৩। প্রত্যেক স্কুল কমিটিতে মহিলা সদস্যদেরকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

৪। গ্রামে শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মরত মহিলাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইউনিয়ন ও থানা পর্যায়ে সভা, সমাবেশ ও কর্মশালার আয়োজন করতে হবে। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে এজন্য কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

৫। মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে নারী পুরুষ উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করতে হবে।

৬। সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে ধর্মীয় অপব্যাখ্যা দূর করার পদক্ষেপ নিতে হবে এবং নারীকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে।

৭। মৌলবাদীদের দৌরাত্ম দূর করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৮। অধিক সংখ্যক নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য নারীর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র বিস্তৃত করতে হবে।

৯। মহিলাদের স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে পুঁজি সৃষ্টি ও সহজ ঋণ দানের ব্যবস্থা করে দুঃস্থ, তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা মহিলাদের কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১০। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সদস্যের মধ্যে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের অব্যবহিত পরে সরকারী অথবা সরকার অনুমোদিত কোন সংস্থার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম ও দায়িত্বের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২। সরকারী পর্যায়ে বছরে দু'বার ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমের মূল্যায়ন করতে হবে।

১৩। অধিক হারে মহিলাদের ভোট প্রদানের জন্য নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং স্বাধীনভাবে মহিলাদের ভোট প্রদানে উৎসাহিত করতে হবে।

১৪। স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব বিকাশে মহিলাদের নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের ঘোষণা ও ইশতেহারে মহিলাদের ইসু অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৬। মহিলাদের অধিকার সংরক্ষণে (যৌতুক, তালাক, সন্তানের অভিভাবকত্ব, বহু বিবাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে) আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন ও প্রচলিত আইনের সংশোধন করতে হবে।

১৭। পারিবারিক আইনের সঠিক প্রয়োগের জন্য গণমাধ্যমে এর প্রচার নিশ্চিত করতে হবে।

১৮। যৌতুক নিরোধ আইন সঠিক প্রয়োগের লক্ষ্যে প্রতি ইউনিয়নে একটি "যৌতুক প্রথা বিলোপ বোর্ড" স্থাপন করতে হবে। এই বোর্ডের মাধ্যমে উচ্চতর আদালতে সুপারিশ রাখার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাবাজার পত্রিকা

সত্যের মুখোমুখি প্রতিদিন

বাংলাবাজার পত্রিকা

[illegible] ঃ সোমবার ২৪ ফাল্গুন ১৪০৪

# আন্তর্জাতিক নারী দিবস

বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মত বাংলাদেশেও আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হচ্ছে। সকল ক্ষেত্রে নারী–পুরুষের সম–অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিই দিবসের মূলসুর। গত নারী দিবসে সরকার ১৮ দফা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করে। ১৮ দফা জাতীয় নারী উন্নয়নের মূল ধারাগুলো হলো ঃ জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী–পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করা; রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সবক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা; নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা; নারীকে শিক্ষিত, দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা; নারী–পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা; সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীর অধিকারের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান; নারী ও মেয়ে শিশুর প্রতি সব ধরনের নির্যাতন বন্ধ করা; নারী ও মেয়ে শিশুর বৈষম্য দূর করা; নারীর স্বার্থের অনুকূল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আমদানি এবং তার সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা। নারীর উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ; আশ্রয় ও গৃহায়ণ ব্যবস্থায় নারীর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা এবং নারীর স্বার্থবিরোধী প্রযুক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা। বিধবা, অভিভাবকহীন, স্বামী পরিত্যক্তা, অবিবাহিতা, সন্তানহীন নারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করাও ঘোষিত নীতিমালার অংশ।

বিশ্ব প্রেক্ষাপটের নিরিখে বলতে হয়, সমগ্র বিশ্বেই নারী কোন না কোনভাবে বৈষম্য ও শোষণের শিকার হচ্ছে। আমাদের মত একটি পশ্চাৎপদ দেশে অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার পাশাপাশি আছে অশিক্ষা, কুসংস্কার, আছে ধর্মের অপব্যাখ্যা, যা নারী নিগ্রহের অন্যতম কারণ। আজ আশার কথা এই যে, নারীরা অচলায়তন ভেঙ্গে বেরিয়ে আসছে। শিক্ষা গ্রহণ করছে। নারীকে নিজস্ব উদ্যম ও চেষ্টার মধ্যদিয়ে তার পথকে প্রশস্ত করতে হবে। এ জন্যে সমাজের মানসিকতার অবশ্যই পরিবর্তন প্রয়োজন। সেই সাথে প্রয়োজন নারীকে স্বাবলম্বী করার জন্যে সবার সহযোগিতা। প্রয়োজনীয় সুযোগ–সুবিধা সহজলভ্য করা।

নারী এবং পুরুষের সম–অধিকারের বিষয়টি সর্বাগ্রে প্রতিটি পরিবারে নিশ্চিত করতে হবে। সংসারে মেয়ে শিশু এবং ছেলে শিশু থাকলে দেখা যায় মা–বাবা অধিকতর মনোযোগ দিচ্ছেন ছেলে শিশুটির প্রতি। অনেক ক্ষেত্রেই মেয়ে শিশুটি হেলাফেলায় বড় হয়। এই বৈষম্য দূর না করলে উন্নয়ন সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে অর্থনৈতিক মুক্তিই নারীকে সব নির্যাতনের উর্ধ্বে উঠতে সাহায্য করবে। তাই নারীর শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের পথ প্রশস্ত করতে হবে। এদেশে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, নারী লতার মতো সব সময় অন্যের ওপর নির্ভরশীল। শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বৃদ্ধ বয়সে পুত্র তার ভরসা। এ হয়ত এককালে ছিল। কিন্তু আজ তা প্রযোজ্য হতে পারে না। নিজের শক্তির ওপর তার আস্থা বাড়ছে, নারীর চাপাপড়া ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ অনেক পুরুষের কাছে অনেক সময় গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই সংসার ভাঙছে, নারী নির্যাতন বাড়ছে। নারীকে তার প্রাপ্য মর্যাদা ও স্বীকৃতি দিতে হবে।

নারী ধর্ষণ ও নারী পাচার এখন বহুল আলোচিত ঘটনা। এই অবস্থা রোধ করার জন্যে প্রচলিত আইন থাকলেও তা রোধ করা যাচ্ছে না। শুধু আইন প্রণয়ন করে কিছু হবে না, যদি না সামাজিক সচেতনতা না বাড়ে। নারীর ওপর নির্যাতনকারী কেন রেহাই পাবে? ধর্ষণ মামলার অনেক আসামী আইনের ফাঁকে বেকসুর খালাস পায় এবং পাচ্ছে। আমরা আবেদন রাখব এ ব্যাপারে আইনের প্রচলিত ধারাগুলো সংশোধন করা হোক। ধর্ষণের চাক্ষুস প্রমাণ থাকে না এবং অনেক সময় উপযুক্ত প্রমাণ পারিপার্শ্বিক কারণে নষ্ট হয়ে যায়। ইদানিং ধর্ষণ আশংকাজনক হারে বেড়েছে। কর্মজীবী মেয়েরা এখন নিরাপদ নয়। অনেক ধর্ষিতা ঘৃণা–লজ্জা আর অপমানের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে নিজ শরীরে নিজে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ছাই হয়েছে। আইনের ফাঁক–ফোকর দিয়ে অপরাধী যদি মুক্তি পায় সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ডের বিধান করে কি লাভ? সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে প্রচলিত আইনেরও যথাযথ প্রয়োগ আমরা দেখছি না। কেবল কাগজে–কলমে সম–অধিকার দিলে নারীর অবস্থার উন্নতি হবে না। আইন তৈরি করা আর তার বাস্তব প্রয়োগে আকাশ–পাতাল ফারাক থাকলে অবস্থার উন্নতি হবে না।

আমরা আশা করবো, এ অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটবে। আগামীতে ইয়াসমীন, সীমারা আর এভাবে মরবে না। নির্যাতিতা রহিমাদের মিছিল আর দীর্ঘ হবে না। নারীর স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা থাকবে। যে দেশে প্রধানমন্ত্রী নারী, বিরোধী দলীয় নেত্রী নারী, সংসদে উল্লেখযোগ্য নারী নেতৃত্ব রয়েছে সেদেশে নারী নির্যাতনের এই ধারাবাহিকতা এভাবে দীর্ঘদিন বজায় থাকতে পারে না।

এ কথা সত্যি, আমাদের মেয়েদের যাত্রা মাত্র শুরু। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে এখনো অনেক বাধা–বিঘ্ন পার হতে হবে। মেয়েদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে সব প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে। আমরা এমন দিনের অপেক্ষায় থাকবো যখন নারী আর কোন বৈষম্য বা বঞ্চনার শিকার হবে না। নারী তার প্রাপ্য মর্যাদা পাবে। হয়ে উঠবে সম্পন্ন মানুষ।

Dhaka University Institutional Repository

# বাংলাদেশের জাতীয় নীতি ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা

◆**আগামী বেইজিং সন্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল তার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিকল্পনাঃ**

জাকার্তা ঘোষণা এবং নাইরোবী সন্মেলনের অগ্রগতি সংক্রান্ত জাতীয় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে, বাংলাদেশ তার জাতীয় নীতি ও কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

এই জাতীয় সমন্বিত নারী উন্নয়ন (ডব্লিউআইডি) নীতির লক্ষ্য হচ্ছেঃ
১. সমতা ২. উন্নয়ন ও ৩. শান্তি।

◆**মূখ্য উদ্দেশ্যাবলীঃ**

১. সমস্ত পর্যায়ের ক্ষমতা ও নীতি-নির্ধারণে নারী-পুরুষের সম-অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা;
২. জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নারী অধিকার কায়েম নিশ্চিত এবং এ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
৩. জীবনের সর্বস্তরে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সমস্ত পর্যায়ে পর্যাপ্ত সম্পদ ও কর্তৃত্বসহ কার্যকর কর্মপদ্ধতি প্রতিষ্ঠা;
৪. দারিদ্র্য নির্মূল ও সবার জন্য দিনপ্রতি ১৮০০ ক্যালোরির ন্যূনতম পুষ্টি চাহিদাসহ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
৫. অর্থনৈতিক সম্পদ তথা ভূমি, মূলধন ও প্রযুক্তির ওপর অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাসহ মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা তরান্বিত করা;
৬. তথ্য, দক্ষতা ও জ্ঞান নির্বিশেষে অর্থনৈতিক সুবিধাদি লাভে নারী-পুরুষের ব্যবধান হ্রাস এবং মহিলাদের কাজকে দৃশ্যমান করা ও তার স্বীকৃতির নিশ্চরতা বিধান;
৭. সক্রিয় শ্রমশক্তিতে নারী অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি; ১৯৯০ সালে এই হার ছিল শতকরা ৩৯ ভাগ। একে ২০০০ সালের মধ্যে ৫০ ভাগ অর্থাৎ সমহারে নিয়ে আসা;
৮. নারী শিক্ষিতের হার ১৯৯৪ সালের শতকরা ২৪ ভাগ থেকে ২০০০ সালে ৫০ ভাগে উন্নীত করা এবং ২০০০ সালের মধ্যে কমপক্ষে শতকরা ৮০ ভাগ স্কুলগামী শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করা;
৯. ২০০০ সালের মধ্যে "সবার জন্য স্বাস্থ্য" এই লক্ষ্যের আওতায় মহিলাদের পূর্ণমাত্রায় স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা সেবা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি;
১০. সব ধরনের নারী নির্যাতন নির্মূল করা;
১১. পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় মহিলাদের ভূমিকা ও উগেদ্দগের স্বীকৃতি।

◆**১৯৯৫-২০১০ প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতায় সমন্বিত নারী উন্নয়ন কর্মসূচী**

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রেক্ষিত পরিকল্পনাকালে (১৯৯৫-২০১৫) বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত সমন্বিত নারী উন্নয়ন কর্মসূচীকে চিহ্নিত করেছেন।

১. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মক্ষমতা গড়ে তোলা (প্রতিষ্ঠানাদি,পরিকল্পনা, সমন্বয়,পর্যবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, নারী-পুরুষ ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট উপাত্ত সংগ্রহ ইত্যাদি জোরদার করা);
২. সমন্বিত নারী উন্নয়নের (ডব্লিউআইডি'র সুনির্দিষ্ট সমীক্ষা/জরিপ) জন্য সুযোগ-সুবিধা ও সহায়ক সেবা চিহ্নিত করা;
৩. সমন্বিত নারী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে এনজিও কর্মকান্ডের পক্ষে সমর্থনকে সুষ্ঠুভিত্তিক করা;
৪. বিশেষ এলাকার অবহেলিত মহিলাসহ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন;
৫. নীতি সহায়ক সেবা (সিইডিএডব্লিউ, সিআরসি);
৬. মহিলাদের পক্ষে কথা বলা, তাদের সচেতনতা জাগ্রত করা, বোধোদয় ঘটানো এবং আইনগত সাহায্য সেব;
৭. কর্মজীবী মহিলাদের হোষ্টেল নির্মাণ;
৮. বাংলাদেশ নারী গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিআইডব্লিউএস) প্রতিষ্ঠা;
৯. বৃদ্ধ মহিলাদের আবাসিক ব্যবস্থা এবং কর্মজীবী মহিলাদের শিশু-সন্তান ও প্রতিকুল পরিবেশের শিশুদের পরিচর্যা সেবা;
১০. নারী নির্যাতন সম্পর্কে সমীক্ষা চালানো এবং প্রতিকার ব্যবস্থা কার্যকর করা;
১১. প্রধানতঃ অবহেলিত পরিবেশের মহিলাদের পূনর্বাসন করা;
১২. নারী উন্নয়ন কর্মসূচী (বিজেএমএস);
১৩. বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর (ডব্লিউএফপি) মাধ্যমে নারী উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহন; এবং
১৪. মহিলা কর্ম সম্প্রসারণ কর্মসূচী গ্রহন।

ভাষান্তর ঃ খোন্দকার মুহম্মদ খালেদ

Dhaka University Institutional Repository

র ২৮নভেম্বর ১৯৯৮ প্রথম আলো

# নারীর ক্ষমতায়নের জন্য মহিলা সাংসদদের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা দরকার

## বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কর্মশালায় অভিমত

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ আয়োজিত 'নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সাংসদদের করণীয়' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালায় বক্তারা রাজনৈতিক মূলধারায় নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করার আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার ধানমন্ডির ডব্লিউভিএ মিলনায়তনে ডা. মাখদুমা নার্গিসের সভাপতিত্বে আয়োজিত কর্মশালায় নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বর্তমান সংসদ সদস্য বিশেষত মহিলা সাংসদদের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট আবদুল হামিদ। বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি জাতীয় সংসদের হুইপ অধ্যাপিকা খালেদা খানম। সূচনা বক্তব্য রাখেন মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদিকা আয়েশা খানম। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রেখা চৌধুরী।

প্রধান অতিথির ভাষণে অ্যাডভোকেট আবদুল হামিদ বলেন, আমাদের সংসদ সুস্থ সংসদ নয়। অধিকাংশ সাংসদের মধ্যে কাজ করে যুদ্ধংদেহি একটি মনোভাব। তারা সংসদে ঢোকার সময়ই ঐ ভাবটি নিয়ে ঢোকেন।

তিনি বলেন, সংসদে নারীদের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে কিংবা ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে আইন করতে হলে যে দল নারীদের কথা সব সময়ই বলে, নারীদের জন্য রাজপথে আন্দোলন করে তাদেরকে আগামীতে নির্বাচিত করতে হবে। যদি আওয়ামী লীগকে এ ব্যাপারে আন্তরিক মনে করেন তাহলে তাদের কাছে দাবি জানান। নইলে অন্য দলকে নিন। এ ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।

'নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সাংসদদের ভূমিকা' শীর্ষক কর্মশালায় (বাঁ থেকে) মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আয়েশা খানম, সাংসদ অধ্যাপিকা খালেদা খানম, ডেপুটি স্পিকার অ্যাড. আবদুল হামিদ এবং ডা. মাখদুমা নার্গিস রত্না

তিনি বলেন, জাতীয় পার্টির আমলে সংসদে ৩০ জন মহিলা সাংসদকে ৩০ সেট অলঙ্কার মনে করা হতো এবং এটা মনে করার যথেষ্ট কারণও ছিল। '৯১-এর নির্বাচনের পর সংসদে এই মনোভাবের কিছুটা উন্নতি হয়। বর্তমান সংসদে নারীদের আর অলঙ্কার সেট মনে করা হচ্ছে না।

ডেপুটি স্পিকার বলেন, মহিলা সাংসদদের অবশ্যই বেশি সময়ের জন্য ফ্লোর দেয়া যায়, কিন্তু এটার সদ্ব্যবহার করতে হবে তাদের।

বিশেষ অতিথি খালেদা খানম বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নারীর অধিকার অর্জনে যে ব্যবস্থা করেছেন সেখানে তৃণমূল পর্যায় থেকেই নারীরা নেতৃত্বে আসতে পারছেন। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ১৩ হাজার মহিলা নেতৃত্ব পেয়েছেন— এটা অনেক বড় পাওয়া। তিনি বলেন, সংসদ নির্বাচনেও মনোনয়নের মাধ্যমে নয়, নির্বাচনের মাধ্যমেই আমরা মানুষের সামনে যেতে চাই। তার আগে চাই সুস্থ পরিবেশ। কারণ বর্তমান ব্যবস্থায় আমাদেরকে কথায় কথায় বলা হয় ১০ হাজার টাকার সাংসদ।

তিনি বলেন, ৩০টি জেলায় সরাসরি মহিলা প্রশাসন আসুক, মহিলা এমপি হোক, কোথায় কে সাহস দেখাবে নারী নির্যাতনের? পিটিয়ে সব ঠিক করে দেয়া হবে।

কর্মশালার দ্বিতীয় অধিবেশনে সভানেত্রীত্ব করেন মহিলা পরিষদের সভানেত্রী ডা. ফওজিয়া মোসলেম। এই অধিবেশনে মহিলা সাংসদ চিত্রা ভট্টাচার্য, মাহমুদা সওগাদ, তাসমিমা হোসেন ও মেহের আফরোজ চুমকি উপস্থিত ছিলেন।

চিত্রা ভট্টাচার্য বলেন, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভবনা দেখা দিয়েছে। তাসমিমা হোসেন তার বক্তব্যে বলেন, নারীকে নারী হিসেবে না দেখে প্রথমেই মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করা উচিত। তিনি বলেন, আমি মনে করি সংসদে সাংসদদের নীতিনির্ধারণেও কাজ করা উচিত। এজন্য আমাদের প্রশিক্ষণ এবং অরিয়েন্টেশনের দরকার। এমনকি বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ারও এই প্রশিক্ষণের দরকার আছে। তাকে জানতে হবে 'গণতন্ত্র' কাকে বলে।

তিনি বলেন, আমাদের অর্ধেক সাংসদ 'ফানুস বক্তৃতা' দেন, আমরা নারীরা সরল বলে তা পারি না। ওপরে উঠতে হলে আমাদের তাও করা উচিত।

মেহের আফরোজ চুমকি বলেন, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের আগে নারীকে আগে দেখতে হবে পরিবারকে। যার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে রাজনীতি।

Dhaka University Institutional Repository

# জাতি সংঘের বেজিং+৫ সম্মেলন ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

Dhaka University Institutional Repository

# নারীর ক্ষমতায়নে ১৮০ দেশই পিছিয়ে

৮ জুন ২০০৩

**জাতিসংঘ, ৭ জুন, আইপিএস ॥** বিশ্ব সম্প্রদায় নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিল-ইউনিফেমের এক নতুন প্রতিবেদনে এই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

গত দশকে ১৮৮টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে মাত্র ৮টি দেশ মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং পার্লামেন্টে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ মহিলা আসন সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার সফলভাবে পূরণ করেছে। এক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী ৮টি দেশের মধ্যে ৭টিই হচ্ছে শিল্পোন্নত। দেশগুলো হলো ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, জার্মানি, আইসল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে এবং সুইডেন। এক্ষেত্রে উন্নয়নশীল বিশ্বের একমাত্র দেশ হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র শতকরা এক শ' ভাগ সাফল্য অর্জন করলেও মার্কিন কংগ্রেসে মহিলা আসনের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ১২ শতাংশ। এক্ষেত্রে ২৪টি শিল্পোন্নত দেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান দশম স্থানে।

ইউনিফেমের নির্বাহী পরিচালক সিঙ্গাপুরের নোয়েলেন হেইজার বলেন, বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে নতুন বাধা-বিপত্তি ও সুযোগ-সুবিধার মুখে মহিলাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে জরুরীভিত্তিতে নতুন করে অঙ্গীকার গ্রহণের জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার, আন্তর্জাতিক অর্থ প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেশনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। নোয়েলেন হেইজার ইউনিফেম প্রকাশিত নতুন প্রতিবেদনের প্রধান স্থপতি।

তিনি বলেন, যেসব দেশে পার্লামেন্টে মহিলাদের জন্য ৩০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছে তাদের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে।

'বিশ্বের নারী অগ্রগতি' শীর্ষক ১৬৪ পৃষ্ঠার এই প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাপী নারীর ক্ষমতায়নের ওপর বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। ইউনিফেম প্রথমবারের মতো দ্বিবার্ষিক এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। জাতিসংঘের নারী বিষয়ক সপ্তাহব্যাপী অধিবেশন চলাকালে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। সোমবার এই অধিবেশন শুরু হয়েছে। ইউনিফেমের প্রতিবেদনে মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা, পার্লামেন্টে মহিলাদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং চাকরিতে নারীর অংশীদারিত্ব– এই তিনটি সূচক বিবেচনায় মহিলাদের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বেজিং+ফাইফ নামে অভিহিত এই বিশেষ অধিবেশনে ১৯৯৫ সালে বেজিংয়ে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। ইউনিফেম বেজিং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও অন্যান্য সংস্থার বিভিন্ন উদ্ভাবনী কর্মসূচীতে অর্থ সাহায্যসহ বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান করছে।

হেইজার বলেন, বেজিং সম্মেলনের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এখনও সুদূরপ্রসারী। প্রতিবেদনে বলা হয়, একমাত্র পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে পার্লামেন্টে মহিলাদের আসন সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। সমন্বয়ক ডায়েনে এলসন অভিমত ব্যক্ত করেন যে, মূলত সেখানে অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ও কোটা ব্যবস্থা বিলোপ করার কারণে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিবেদনে দেখা যায়, ইতালি, পর্তুগাল, স্লোভেনিয়া এবং শ্রীলঙ্কায় মহিলাদের কর্মসংস্থান ব্যাপকভাবে বেড়েছে।

## শিশু পাচার রোধে পতিতা সীমান্ত প্রহরী

জাতিসংঘ থেকে রয়টার্স অপর এক খবরে জানায়, নারীবাদীরা মঙ্গলবার বলেছেন, শিশু পাচার রোধে নেপালে সাবেক পতিতাদের সীমান্ত প্রহরী হিসাবে ব্যবহার এবং থাইল্যান্ডে মেয়েদের যৌনকর্মী হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য হোটেলকর্মী হিসাবে প্রশিক্ষণ দেয়ার নয়া কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository



# নারীর ক্ষমতায়নে ১৮০ দেশই পিছিয়ে

বিশ্ব সম্প্রদায় নারীর ক্ষমতায়ন নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিল ইউনিফেমের এক নতুন প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

গত দশকে ১৮৮টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে মাত্র ৮টি দেশ মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং পার্লামেন্টে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ মহিলা আসন সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার সফলভাবে পূরণ করেছে। এক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী ৮টি দেশের মধ্যে ৭টি শিল্পোন্নত। দেশগুলো হল— ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, জার্মান, আইসল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে এবং সুইডেন। এক্ষেত্রে উন্নয়নশীল বিশ্বের একমাত্র দেশ হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

নারী শিক্ষা ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র শতকরা একশ ভাগ সাফল্য অর্জন করলেও মার্কিন কংগ্রেসে মহিলা আসনের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ১২ শতাংশ। এক্ষেত্রে ২৪টি শিল্পোন্নত দেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান দশম স্থানে

ইউনিফেমের নির্বাহী পরিচালক সিঙ্গাপুরের নোয়েলেন হেইজার বলেন, বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে নতুন বাঁধা-বিপত্তি ও সুযোগ-সুবিধার মুখে মহিলাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে জরুরি ভিত্তিতে নতুন করে অঙ্গীকার গ্রহণের জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার, আন্তর্জাতিক অর্থ প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেশনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। নোয়েলেন হেইজার ইউনিফেম প্রকাশিত নতুন প্রতিবেদনের প্রধান স্থপতি।

তিনি বলেন, যেসব দেশের পার্লামেন্টে মহিলাদের জন্য ৩০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছে তাদের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে।

'বিশ্বের নারী অগ্রগতি' শীর্ষক ১৬৪ পৃষ্ঠার এ প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাপী নারীর ক্ষমতায়নের ও তার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। ইউনিফেম প্রথমবারের মত দ্বিবার্ষিক এ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। জাতিসংঘের নারী বিষয়ক সপ্তাহ ব্যাপী অধিবেশন চলাকালে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। ইউনিফেমের প্রতিবেদনে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা, পার্লামেন্টে মহিলাদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং চাকরিতে নারীর অংশীদারিত্ব এই তিনটি সূচক বিবেচনায় মহিলাদের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বেইজিং + ফাইফ নামে অভিহিত বিশেষ অধিবেশনে ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলনে গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। ইউনিফেম বেজিং কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও অন্যান্য সংস্থার বিভিন্ন উদ্ভাবনী কর্মসূচিতে অর্থ সাহায্যসহ বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান করছে।

হেইজার বলেন, বেইজিং সম্মেলনের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এখনো সুদুর প্রসারী। প্রতিবেদনে বলা হয়। একমাত্র পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে পার্লামেন্টে মহিলাদের আসন সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। সমন্বয়ক ডায়েনে এলসন অভিমত ব্যক্ত করেন যে, মূলত সেখানে অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ও কোটা ব্যবস্থা বিলোপ করার কারণে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিবেদনে দেখা যায়, ইতালি, পর্তুগাল, স্লোভেনিয়া এবং শ্রীলংকায় মহিলাদের কর্মসংস্থান ব্যাপকভাবে বেড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

# নারী সম্মেলন কর্মপরিকল্পনা ও রাজনৈতিক ঘোষণা

সকল আশঙ্কা আর জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘে নারী সম্মেলনের শুভ সমাপ্তি ঘটেছে। নির্ধারিত সময়ের একদিন পর সম্মেলনের ঘোষণা করা হয়। পাঁচ বছর আগে বেইজিং সম্মেলনে গৃহীত কমৃসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন একটি পরিকল্পনা এবং একটি রাজনৈতিক ঘোষণা অনুমোদিত হয়েছে সর্বসম্মতভাবে। নারী অধিকার কর্মী এবং যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নরওয়েসহ কয়েকটি দেশ বলেছে পাঁচ বছর আগে বেইজিং সম্মেলনে গৃহীত ১৫০ পৃষ্ঠার বৃহৎ কর্মপরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নে বর্তমান পদক্ষেপগুলো মোটেই যথেষ্ট নয়। চূড়ান্ত দলিল অনুমোদিত হবার পর গুরিবার ঘোষণা করেন, নারীর অগ্রগতির লক্ষ্যে দলিলে বিশ্বব্যাপি কর্মসূচির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন সরকারসমূহ যদি রাজনৈতিক সদিচ্ছার পরিচয় দেয় এবং প্রয়োজনীয় জনবল অর্থ বরাদ্দ করে তাহলে একবিংশ শতকের প্রথম দিকেই লিঙ্গ সমতা উন্নয়ন এবং শান্তি বাস্তব রূপ লাভ করবে বলে আমি দৃঢ় আশাবাদী। নতুন কর্ম পরিকল্পনায় পারিবারিক সহিংসতা, নারী পাচার, নারীর উপর এইডস ও বিশ্বায়নের বিপুল প্রভাব রোধে কঠোর ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের পর আলাপ আলোচনা সত্ত্বেও গর্ভপাত, যৌনাধিকার, যৌনসচেতনতা সৃষ্টি কল্পে কোন মতানৈক্য হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

# উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

## উপসংহার ঃ

নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বাড়ানো যে কোন জাতির জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয়। নারীর ক্ষমতায়ন একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, ব্যক্তি সত্তায় শক্তি সঞ্চয়ন ক্ষমতান প্রক্রিায় মৌলিক উপাদান। নারীর সকল ও সচেতন অস্তিত্বই ক্ষমতায়নের মূল লক্ষ্য। নারীর সুপ্ত প্রতিভা এবং সমভাবনার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ। নারীর জীবনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী সিদ্ধান্ত সমূহের অংশগ্রহনের সুযোগ। নিজ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত প্রহনের সুযোগ। নিজ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহনের পরিমন্ডল, পরিধি ও সম্ভাবনার বিস্তার - এ সকল উপাদানকে নারীর ক্ষমতায়নের পরিমাপক রূপে চিহ্নিত করা যায়। নারীর ক্ষমতায়নের বস্তুগত, পরিবেশগত, আইনগত ভিত অনেক দেশেই বিদ্যমান। বাংলাদেশে বিরাজমান বাস্তবতা নারীর প্রতি গভীর বৈষ্যমের ইঙ্গিত করে। কিভাবে এ বৈষম্য দূর করে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাই -ই আমার গবেষণার মূল লক্ষ্য।

Dhaka University Institutional Repository

# তথ্য নির্দেশিকা

*Dhaka University Institutional Repository*

## তথ্য নির্দেশঃ


১। সালমা খান, 'দ্যা ফিফটি পারসেন্ট' উইমেন ইন ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড পলিসি ইন বাংলাদেশ' ঢাকা ১৯৮৮, ইউপিএল।

২। বাংলাদেশে নারীর অবস্থান ও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা-বেইজিং এনজিও ফোরাম '৯৫ জাতীয় প্রস্তুতি কমিটি' বাংলাদেশ। পৃঃ ৪৩।

৩। নাজমা চৌধুরী ' উইমেন ইন পলিটিকস ইন বাংলাদেশ' কিউ.কে. আহমেদ সম্পাদিত 'সিচুয়েশন অফ উইমেন ইন বাংলাদেশ' সমাজ কল্যান ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮৫। পৃষ্টা-২৬৮।

৪। ভি. র‍্যানডাল 'উইমেন এ্যান্ড পলিটিকস' ১৯৮২, পৃঃ ৭-৮।

৫। খালেদা সালাহউদ্দীন 'উইমেন'স পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশনঃ বাংলাদেশ' জাহানারা হক, ইসরাত শারমিন, নাজমা চৌধুরী এবং হামিদা আখতার বেগম সম্পাদিত- ' উইমেন ইন পলিটিকস এ্যান্ড বুরোক্রেসি' উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৫, পৃঃ ১

৬। ফ্রেড লুথানস্।

৭। ডঃ নাজমুন্নেছা মাহতাব (মূল গবেষক) 'পারটিসিপেশন ইন লোকাল গর্ভমেন্ট-দ্যা জেন্ডার পারসপেকটিভ 'দ্যা বারগেন - [illegible] এ্যাডমিনিসট্রেটিভ ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট' পৃষ্টা- ৫।

৮। দিলারা চৌধুরী 'উইমেনস্ পারটিসিপেশন ইন দ্যা ফরমাল স্ট্রকচার এ্যান্ড ডিসিশন মেকিং বডিস্ ইন বাংলাদেশ' রওশন জাহান, সৈয়দা রওশন কাদির, হামিদা আখতার বেগম এবং জাহানারা হক সম্পাদিত 'এ্যামপাওয়ারমেন্ট অফ উইমেন নাইরোবী টু বেইজিং (১৯৮৫-১৯৯৫)'আগষ্ট, ১৯৯৫, পৃষ্টা-৮।

৯। জাসউক প্রতিবেদন ১৯৯৪, বাংলাদেশে মানব উন্নয়ন, নারী ক্ষমতায়ন, ঢাকা, বাংলাদেশ, মার্চ, ১৯৯৪।

১০। দিলারা চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃষ্টা-৪।

১১। ঐ, পৃষ্টা-৫।

১২। মরিস ডুভারগার 'দ্যা পলিটিক্যাল রোল অফ উইমেন' ইউনেসকো, প্যারিস, ১৯৫৫।

১৩। ইউনাইটেড নেশনস্, 'উইমেন ঃ চ্যালেঞ্জেস্ টু দ্যা ইয়ার ২০০০' নিউইয়র্ক ১৯৯৪, পৃষ্টা-৩২।

১৪। ডঃ নাজমুন্নেছা মাহতাব, নাজমা চৌধুরী, হামিদা আখতার বেগম মাহমুদা ইসলাম সম্পাদিত। নারী ও রাজনীতি, উইমেন ফর উইমেন, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, পৃষ্টা-২৩।

১৫। ভোরের কাগজ, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭।

১৬। ভোরের কাগজ, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭।

১৭। ভোরের কাগজ, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭।

১৮। 'উইমেন ইন পলিটিকস্ এ্যান্ড ডিসিশন মেকিং ইন দ্যা লেট টুয়েনটিনস্ সেঞ্চুরী ঃ এ ইউনাইটেড নেশনস স্টাডি' ('ডিভিশন ফর দ্যা এ্যাডভান্সমেন্ট অফ উইমেন' কর্তক প্রস্তুতকৃত) ১৯৯২, পৃষ্টা xii-xiii

১৯। নারী, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ১৯৯৬, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর। পৃষ্টা (সম্পাদকীয়)।

২০। ক্ষমতায়ন, সংখ্যা ১, ১৯৯৬, উইমেন ফর উইমেন, পৃষ্টা-৪২।

২১। বাংলাদেশে নারীর অবস্থান ও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা-বেইজিং এনজিও ফোরাম'৯৫ [illegible] প্রাগুক্ত। পৃষ্টা-৪৩।

২২। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ পৃষ্টা-১১

২৩। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

২৪। ভোরের কাগজ, ৫ জুন ১৯৯৭।

২৫। 'দ্যা ডেইলি স্টার, ৫ সেপ্টেম্বও ১৯৯৭।

২৬। ভোরের কাগজ, ২ সেপ্টেম্বও ১৯৯৭।

২৭। সৈয়দা রওশন কাদির এবং এম. ইসলাম, 'উইমেন রিপ্রেজেনটেশন এ্যাট দ্যা ইউনিয়ন লেভেল এ্যাজ চেঞ্জ এজেন্ট ইন ডেভেলপমেন্ট' উইমেন ফর উইমেন ঢাকা, ১৯৮৭।

২৮। 'উইমেন ইন পলিটিকস এ্যান্ড বুরোক্র্যাসি' প্রাগুক্ত পৃঃ ৫।

২৯। বাংলাদেশে নারীর অবস্থান ও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা '৯৫ প্রাগুক্ত। পৃষ্টা- ৪৫।

৩০। ডঃ মুহম্মদ ইউনুস, 'নারী ও উন্নয়ন নীতিঃ প্রবনতা দর্শন ও প্রয়োগ' নারী উন্নয়নঃ নীতি নির্ধারনী পর্যালোচনা শীর্ষক টিবিনীগ কর্মশালা। নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, পৃষ্টা -২৩। ১৯৮৬।

৩১। সৈয়দা রওশন কাদির 'ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা সদস্যেও ভূমিকা । ইউনিয়ন পরিষদে রাজনৈতিক প্রেক্ষিত, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৫, পৃঃ ২০

৩২। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এবং পৌরসভা অধ্যাদেশ ১৯৭৭।

৩৩। নারী বার্তা, উইমেন ফর উইমেন - এর নিউজলেটার। প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, পৃষ্টা- ৪

৩৪। জাসউক প্রতিবেদনঃ ১৯৯৪, পৃষ্টা-৩০।

৩৫। নারী ও উন্নয়নঃ প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, উইমেন ফর উইমেন, মার্চ, ১৯৯৫। পৃষ্টা-১৩৩।

*Dhaka University Institutional Repository*

৩৬। 'রিপোর্ট, পৌরসভার ২য় সাধারন নির্বাচন ১৯৭৭, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। পৃষ্টা-১৭,৪৮,

৩৭। নারী ও রাজনীতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্টা - ২৪।

৩৮। ডঃ নাজমা চৌধুরী 'নারীর ক্ষমতায়ন রাজনৈতিক প্রেক্ষিত'। ভোরের কাগজঃ ২ নভেম্বর ১৯৯৬।

৩৯। নারী ও রাজনীতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্টা-২৫।

৪০। 'দ্যা কনসটিটিউশন (টেনস্ এ্যামেনম্যন্ট) এ্যাক্ট' ১৯৯০, ' বাংলাদেশ গেহজেট এ্যক্সট্রা অরডিনারি' ২৩, জনু ১৯৯০।

৪১। ' বাংলাদেশে নারীর অবস্থান ও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা।' প্রাগুক্ত, পৃষ্টা-৪৪।

৪২। আজকের কাগজ, ২০ মে ১৯৯৬।

৪৩। 'বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজীস' ভল্যুম-১ এবং -২।

৪৪। নারীবার্তা, প্রাগুক্ত, পৃষ্টা-৯।

৪৫। কাজী খালেকুজ্জামান আহমেদ সম্পাদিত ' সিচুয়েশন অফ উইমেন ইন বাংলাদেশ' ১৯৮৫। - এ নাজমা চৌধুরী, ' উইমেন ইন পলিটিকস ইন বাংলাদেশ।'

৪৬। কে জালাল, 'উইমেন ইন পলিটিকস' উইমেন ফর উইমেন, বাংলাদেশ ১৯৭৫ পৃষ্টা- ২০৭।

৪৭। নারীবার্তা, প্রাগুক্ত পৃষ্টা-৩।

৪৮। বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৬ সাল। বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। পৃষ্টা-১২৭।

৫০। ঐ, পৃষ্টা- ১৫।

৫১। বেবী মওদুদ' বাংলাদেশের নারী' পৃষ্টা-৫৩।

৫২। 'দ্যা বাংলাদেশ অবজারভার' ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫।

৫৩। ভোরের কাগজ, ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, পৃষ্টা-৪।

৫৪। 'উইমেন ইন পলিটিকস এ্যন্ড বুওোক্র্যাসি' প্রাগুক্ত, পৃষ্টা - ২০।

৫৫। ঐ, পৃষ্টা - ২০, ২১।

৫৬। ভোরের কাগজ, ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭।

৫৭। দ্যা ইনডিপেন্ডেন্ট ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭।

৫৮। ফারাহ কবীর 'জেন্ডার ইক্যুইটি ইন পলিটিক্স দ্যা বাংলাদেশ অবজারভার' ২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, পৃঃ ৫।